শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদ-ব্যাসপ্রণীত

ব্রহ্মসূত্রাণাং

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-বিরচিতম্

অণুভাষ্যম্

ভাষ্যানুবাদেন তথা শ্রীমদ্ রাঘবেন্দ্রতীর্থ-

কৃততত্ত্বমঞ্জরী টীকয়া তদনুবাদেন চ

সমলঙ্কৃতম্

শ্রীগৌড়ীয়মঠাচার্য্যপ্রবর পরমহংস

শ্রীশ্রীমদ্ অনন্তবাসুদেব-বিদ্যাভূষণেন সম্পাদিতম্

ঢাকা নগর্য্যাং নারিন্দা-পল্লীস্থিত-শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠতঃ

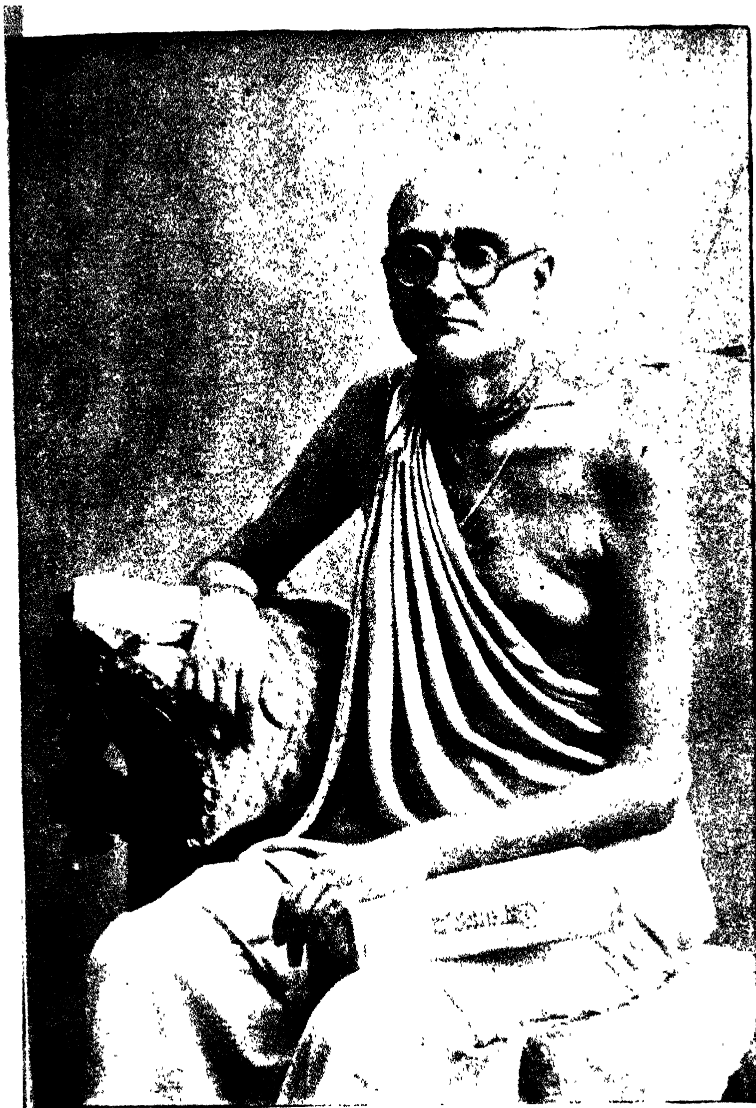
শ্রীনবীনকৃষ্ণবিদ্যালঙ্কারেণ প্রকাশিতম্

প্রথমাবৃত্তিঃ]

[ভৈক্ষ্যং রৌপ্যকদ্বয়ম্

মনোমোহন প্রেস, ৩৮নং ঠাটারীবাজার ঢাকা।

প্রিণ্টার—শ্রীরেবতীমোহন সরকার কর্ত্তৃক মুদ্রিত



শ্রীশ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট জগদ্গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপোদ্ঘাত

ব্রহ্ম-মাধ্বগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক পরমারাধ্য শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টানুসারে তাঁহারই কৃপায় গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বগুরু পূর্ণপ্রজ্ঞ শ্রীমদ্ আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যের বিরচিত সুপ্রসিদ্ধ 'অণুভাষ্যম' গ্রন্থ শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃত। তত্ত্বমঞ্জরী টীকার সহিত শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় প্রকাশিত হইল।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি-প্রভুপাদ বঙ্গদেশে বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতেই আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য "বৃদ্ধবৈষ্ণব" প্রবর শ্রীল আনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্য ভগবৎপাদ-প্রণীত শ্রুতি-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যাদির অধ্যয়ন, অধ্যাপন অনুশীলন ও প্রচলনের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকে গৌড়ীয়েশ্বরেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীল গৌরসুন্দর লোকশিক্ষার্থ নিজ-পূর্ব্ব-আম্নায়ে স্বীকার করিলেও এবং তদনুগ শ্রীসনাতন-শ্রীরূপ-শ্রীশ্রীজীবাদি গোস্বামিবৃন্দ, গৌড়ীয়গণ, বিশেষতঃ গৌড়ীয়-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তৎকৃত "গোবিন্দভাষ্য" দিতে গৌড়ীয়গণের শ্রীমধ্বানুগত্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করিলেও গৌড়দেশে শ্রীমধ্বাচার্য্যের গ্রন্থাদির অনুশীলন ও প্রচার খুবই বিরল ; এমন কি, একপ্রকার নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদকতা। শ্রীমধ্বাচার্য্যের গীতাভাষ্য, পরলোকগত মহেশচন্দ্র পাল মহাশয়ের সম্পাদকতায় দ্বৈতবাদাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য বঙ্গানুবাদসহ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বঙ্গদেশে সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়-প্রবর্ত্তক আচার্য্যগণের মূল গ্রন্থাদি প্রচার ও সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞানের অনুশীলনের জন্য নানা উপায়ে যেরূপ প্রযত্ন প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বৈষ্ণব-ইতিহাসে অতুলনীয়।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সম্পাদিত "শ্রীসজ্জনতোষণী"র ১০ম বর্ষ অর্থাৎ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ হইতেই শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস-সমূহ প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতে শ্রীল প্রভুপাদ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক তথ্যের আলোচনা করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্কিত দাক্ষিণাত্যের তীর্থসমূহ পর্য্যটন করিয়া শ্রীরামানুজ-সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক রহস্য ও তথ্যসমূহ আহরণ করিয়াছিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে শ্রীপুরুষোত্তমে থাকিয়া শ্রীল ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের আদিষ্ট 'বৈষ্ণব মঞ্জুষা' বঙ্গদেশে প্রচারের জন্য বহু সাম্প্রদায়িক ইতিহাস ও তথ্যসমূহ আহরণ করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর স্ব-সম্পাদিত "সজ্জনতোষণী"তে (১৮শ বর্ষ) শ্রীমধ্বমুনি-চরিত বঙ্গদেশে বহু প্রামাণিক তথ্যের সহিত সর্ব্বপ্রথমে প্রচার করেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের স্থান পাজকা-ক্ষেত্র, উড়ুপী প্রভৃতি পর্য্যটন করিয়া শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত মঠাদির তথ্য, প্রচারিত গ্রন্থাদি ও সাম্প্রদায়িক ইতিহাস-সমূহ বঙ্গদেশে সুবিস্তারের সুযোগ দিয়াছেন। শ্রীধাম-মায়াপুর-পরবিদ্যাপীঠে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের একটি আসন সংস্থাপনের জন্য উড়ুপী হইতে পরলোকগত পণ্ডিতপ্রবর অদমার বিঠ্ঠলাচার্য্য দ্বৈতবেদান্ত-বিদ্বান্ মহাশয়কে আনয়ন করিয়া বঙ্গদেশে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের শাস্ত্র-গ্রন্থাদির আলোচনার প্রচার প্রসার করিয়াছেন এবং তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য ও শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ভাগবত-তাৎপর্য্যে কথিত অচিন্ত্যভেদাভেদ-সিদ্ধান্তের অসমোর্দ্ধত্ব শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত আকর মঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠে সাত্বত-সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের প্রবর্ত্তক মূল গুরুগণের সহিত আচার্য্যগণের শ্রীমূর্ত্তি-সমূহের প্রতিষ্ঠা শ্রীল প্রভুপাদের সম্প্রদায়-বৈভব-বিজ্ঞান-পরবিদ্যোৎসাহিতা ও আম্নায় বা গুরুপারম্পর্য্যের প্রতি অদ্বিতীয় অনুরাগের নিদর্শন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য মুখ্য প্রাণের (বায়ুর) তৃতীয় অবতার বলিয়া বিখ্যাত।

এতৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদ স্বয়ং তাঁহার স্বরচিত সূত্রভাষ্য, তৈত্তিরীয় ভাষ্য, ঐতেরেয় ভাষ্য, অনুব্যাখ্যান ও মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয় প্রভৃতি গ্রন্থে স্বয়ংই উল্লেখ করিয়াছেন। তত্ত্ববাদি-সম্প্রদায়ে দ্বিতীয় মধ্বাচার্য্য নামে খ্যাত শ্রীল বাদিরাজস্বামী তাঁহার যুক্তিমল্লিকা-গ্রন্থের ফলসৌরভে ৪৯৮-৭২০ শ্লোকে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের বায়ুর তৃতীয় অবতারত্ব-সম্বন্ধে বহু বেদ-প্রমাণ, উহাদের মধ্বপর ব্যাখ্যা ও বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন।

তত্ত্ব-(ভেদ) বাদী (শ্রীমাধ্ব) সম্প্রদায়ের বিচারানুসারে ত্রেতাযুগে যিনি ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীহনুমান্, দ্বাপরে যিনি শ্রীভীমসেন, তিনিই কলিযুগে মধ্বাচার্য্য বলিয়া খ্যাত। এইজন্য শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ের প্রতি-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে এইরূপ নমস্কার দেখিতে পাওয়া যায়— "শ্রীমদ্ধনুমদ্-ভীম-মধ্বান্তর্গত-রাম-কৃষ্ণ-বেদব্যাসাত্মক-লক্ষ্মী-হয়গ্রীবায় নমঃ।"

শ্রীহনুমানের অন্তর্যামী শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীভীমসেনের অন্তর্গত শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমধ্বাচার্য্যের অন্তর্যামী শ্রীবেদব্যাস। লক্ষ্মীদেবীর সহিত হয়গ্রীব-বিষ্ণুই বেদশাস্ত্রের রক্ষাকর্ত্তা ও ব্যাখ্যাতা।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তিনটী ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য রচনা করিয়াছেন—(১) **শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রভাষ্যম্ বা সূত্রভাষ্যম্**। এই ভাষ্যটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহাতে আধুনিক শ্রেষ্ঠ বিদ্বন্মণ্ডলীর অপরিচিত অথচ পরম আদরযোগ্য অসংখ্য শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদির প্রমাণ-বাক্যদ্বারা ব্যাসের সমস্ত বাণীই যে একসূত্রে গ্রথিত ও শুদ্ধদ্বৈত-তাৎপর্য্যপর, তাহা আচার্য্যপাদ প্রদর্শন করিয়া স্বীয় অভূতপূর্ব্ব ও অদ্বিতীয় ব্যাসানুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহাতে অন্য মতের স্পষ্ট খণ্ডন নাই, কেবল শ্রৌত-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি প্রদর্শিত হইয়াছে।

(২) **অনুব্যাখ্যানম্ বা অণুভাষ্যম্**—ইহা ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসের অনুসরণে শ্লোকাকারে রচিত। ইহাতে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন মতবাদাচার্য্যগণের মত খণ্ডন করিয়া স্ব-মত স্থাপন করিয়াছেন।

(৩) **অণুভাষ্যম্**—চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য ইহাতে শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে রচিত বলিয়া এই ভাষ্যের নাম 'অণু' বা 'ক্ষুদ্র'। শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ে কিংবদন্তী এই যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্ব-সন্ন্যাস-গুরু শ্রীঅচ্যুত-প্রেক্ষাচার্য্য প্রত্যহ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য পাঠ সমাপ্ত না করিয়া ভগবৎপ্রসাদ স্বীকার করিতেন না। এক সময় কলামাত্র দ্বাদশী তিথি অবশিষ্ট থাকায় সূত্রভাষ্য পাঠ ব্যতীতই তিথি-সম্মানার্থ প্রসাদ সেবন করিতে হইবে জানিয়া শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য অত্যন্ত ব্যথিত হন। কারণ, বিস্তৃত সূত্র-ভাষ্য-পাঠ ঐ অল্প সময়ে সমাপ্ত করা অসম্ভব। তখন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এই অণুভাষ্য রচনা করিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্যকে প্রদান করিলে তাহা পাঠ করিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য দ্বাদশীতেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শিষ্য শ্রীপদ্মনাভতীর্থ। ইনি উড়ুপীক্ষেত্রের উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের পূর্ব্বাচার্য্য। তাঁহার শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীরামচন্দ্রতীর্থ এবং এই রামচন্দ্রের শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীল সুধীন্দ্র তীর্থ। এই শ্রীসুধীন্দ্র তীর্থের শিষ্যই শ্রীল রাঘবেন্দ্রতীর্থ ১৫৪৫শকে আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইনি দশোপনিষদের ভাষ্য ও সাম্প্রদায়িক পূর্ব্ব আচার্য্যগণের বহু গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থপাদ অণুভাষ্যের "তত্ত্বমঞ্জরী" টীকা রচনা করিয়া মূল অণু-ভাষ্যের প্রত্যেক শব্দকে ভাষ্যরূপে স্থাপিত ও প্রমাণিত করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি অসংখ্য পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহা খণ্ডন-পূর্ব্বক নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শাস্ত্র-ব্যুৎপত্তি, শেমুষীবৃত্তি ও সর্ব্বোপরি আচার্য্যানুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম তত্ত্বমঞ্জরী টীকার সহিত অণুভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। প্রথমে ব্রহ্মসূত্রের প্রতি-অধ্যায়ের প্রতি-পাদের শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত অণুভাষ্য-মূল, তৎপরে প্রতি-

অধ্যায়ের প্রতিপাদের ব্রহ্মসূত্রসমূহ, তৎপরে অণুভাষ্য-মূলের বঙ্গানুবাদ, তৎপরে প্রতিপাদের শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা বিস্তৃতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য—এই ক্রমে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মাতৃকাক্রমে ব্রহ্মসূত্র-সমূহ, উহাদের অধ্যায়াঙ্ক, পাদাঙ্ক ও সূত্রাঙ্কের সহিত সূচীপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদের অণুভাষ্যোক্ত পদ ও সেই পদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মসূত্র ও অধিকরণের একটি বিশেষ মূল্যবান সূচী শ্রীল প্রভুপাদের মনোঽভীষ্টানুসারে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতি-অধ্যায়ের প্রতি-পাদের অণুভাষ্যের শ্লোক-সংখ্যা, অণুভাষ্যের বঙ্গানুবাদ, তত্ত্বমঞ্জরী টীকা, তত্ত্বমঞ্জরীর বঙ্গানুবাদ, অধিকরণ-সংখ্যা ও ব্রহ্মসূত্র-সংখ্যার আর একটী সংক্ষিপ্ত সূচীও প্রদত্ত হইয়াছে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিশেষ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটে বহুপ্রকার বাধা-বিঘ্ন ও ভগবদ্বাণী প্রচারের প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করিবার শত শত অদৈব-চেষ্টার মধ্যে কেবল শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদেই এই গ্রন্থ সম্পাদিত ও সম্পূর্ণ হইল। এজন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিত্যকাল আত্মবিক্রয় ও অহৈতুক আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিতেছি।

তত্ত্বমঞ্জরী টীকার বঙ্গানুবাদ-কার্য্যে পণ্ডিতপ্রবর সুদর্শন বাচস্পতি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ষট্‌তীর্থ মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও সমগ্র গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধন ও মুদ্রণের যাবতীয় সেবা করিয়াছেন। ঢাকা-মনোমোহন প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ মহাশয়ও এই গ্রন্থের মুদ্রণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর পরা-বিদ্যা-প্রচারে যাঁহারা পরমোৎসাহী এবং

(৩) **অণুভাষ্যম্**—চতুরধ্যায়াত্মক ব্রহ্মসূত্রের প্রত্যেক অধিকরণের তাৎপর্য্য ইহাতে শ্লোকাকারে অতি সংক্ষেপে গুম্ফিত হইয়াছে। অতি সংক্ষেপে রচিত বলিয়া এই ভাষ্যের নাম 'অণু' বা 'ক্ষুদ্র'। শ্রীমাধ্ব-সম্প্রদায়ে কিংবদন্তী এই যে শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্ব-সন্ন্যাস-গুরু শ্রীঅচ্যুত-প্রেক্ষাচার্য্য প্রত্যহ ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য পাঠ সমাপ্ত না করিয়া ভগবৎপ্রসাদ স্বীকার করিতেন না। এক সময় কলামাত্র দ্বাদশী তিথি অবশিষ্ট থাকায় সূত্রভাষ্য পাঠ ব্যতীতই তিথি-সম্মানার্থ প্রসাদ সেবন করিতে হইবে জানিয়া শ্রীঅচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য অত্যন্ত ব্যথিত হন। কারণ বিস্তৃত সূত্র-ভাষ্য-পাঠ ঐ অল্প সময়ে সমাপ্ত করা অসম্ভব। তখন শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য এই অণুভাষ্য রচনা করিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্যকে প্রদান করিলে তাহা পাঠ করিয়া অচ্যুতপ্রেক্ষাচার্য্য দ্বাদশীতেই প্রসাদ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের শিষ্য শ্রীপদ্মনাভতীর্থ। ইনি উড়ুপীক্ষেত্রের উত্তরাদি মঠের মূল মঠাধীশ ও শ্রীমাধ্বগৌড়ীয়াম্নায়ের পূর্ব্বাচার্য্য। তাঁহার শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীরামচন্দ্রতীর্থ এবং এই রামচন্দ্রের শিষ্য-পরম্পরায় শ্রীল সুধীন্দ্র তীর্থ। এই শ্রীসুধীন্দ্র তীর্থের শিষ্যই শ্রীল রাঘবেন্দ্রতীর্থ ১৫৪৫শকে আচার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ইনি দশোপনিষদের ভাষ্য ও সাম্প্রদায়িক পূর্ব্ব আচার্য্যগণের বহু গ্রন্থের টীকা-টিপ্পনী রচনা করিয়াছেন। শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থপাদ অণুভাষ্যের "তত্ত্বমঞ্জরী" টীকা রচনা করিয়া মূল অণু-ভাষ্যের প্রত্যেক শব্দকে ভাষ্যরূপে স্থাপিত ও প্রমাণিত করিয়াছেন। তৎপ্রসঙ্গে তিনি অসংখ্য পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহা খণ্ডন-পূর্ব্বক নিজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য, শাস্ত্র-ব্যুৎপত্তি, শেমুষীবৃত্তি ও সর্ব্বোপরি আচার্য্যানুগত্য প্রদর্শন করিয়াছেন।

বঙ্গদেশে বঙ্গভাষায় এই সর্ব্বপ্রথম তত্ত্বমঞ্জরী টীকার সহিত অণুভাষ্য ও উহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। প্রথমে ব্রহ্মসূত্রের প্রতি-অধ্যায়ের প্রতি-পাদের শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত অণুভাষ্য-মূল, তৎপরে প্রতি-

অধ্যায়ের প্রতিপাদের ব্রহ্মসূত্রসমূহ, তৎপরে অণুভাষ্য-মূলের বঙ্গানুবাদ, তৎপরে প্রতিপাদের শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা বিস্তৃতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকা, তাহার বঙ্গানুবাদ ও তাৎপর্য্য—এই ক্রমে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত মাতৃকাক্রমে ব্রহ্মসূত্র-সমূহ, উহাদের অধ্যায়াঙ্ক, পাদাঙ্ক ও সূত্রাঙ্কের সহিত সূচীপত্র প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক অধ্যায়ের প্রত্যেক পাদের অণুভাষ্যোক্ত পদ ও সেই পদের প্রতিপাদ্য ব্রহ্মসূত্র ও অধিকরণের একটি বিশেষ মূল্যবান সূচী শ্রীল প্রভুপাদের মনোহভীষ্টানুসারে প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রতি-অধ্যায়ের প্রতি-পাদের অণুভাষ্যের শ্লোক-সংখ্যা, অণুভাষ্যের বঙ্গানুবাদ, তত্ত্বমঞ্জরী টীকা, তত্ত্বমঞ্জরীর বঙ্গানুবাদ, অধিকরণ-সংখ্যা ও ব্রহ্মসূত্র-সংখ্যার আর একটী সংক্ষিপ্ত সূচীও প্রদত্ত হইয়াছে।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বিশেষ ইচ্ছা করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকটে বহুপ্রকার বাধা-বিঘ্ন ও ভগবদ্‌বাণী প্রচারের প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করিবার শত শত অদৈব-চেষ্টার মধ্যে কেবল শ্রীল প্রভুপাদের অহৈতুক কৃপাশীর্ব্বাদেই এই গ্রন্থ সম্পাদিত ও সম্পূর্ণ হইল। এজন্য তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিত্যকাল আত্মবিক্রয় ও অহৈতুক আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিতেছি।

তত্ত্বমঞ্জরী টীকার বঙ্গানুবাদ-কার্য্যে পণ্ডিতপ্রবর সুদর্শন বাচস্পতি শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ষট্‌তীর্থ মহাশয় অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার ভক্তিশাস্ত্রী সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও সমগ্র গ্রন্থের প্রুফ-সংশোধন ও মুদ্রণের যাবতীয় সেবা করিয়াছেন। ঢাকা-মনোমোহন প্রেসের অধ্যক্ষ শ্রীযুত বিরাজমোহন দে ভক্তিভূষণ মহাশয়ও এই গ্রন্থের মুদ্রণের জন্য চেষ্টা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যসরস্বতীর পরা-বিদ্যা-প্রচারে যাঁহারা পরমোৎসাহী এবং

তাঁহার প্রদত্ত ব্রহ্মসূত্র যে ব্রহ্ম-মধ্বানুগ-গৌড়ীয়গণ নিত্য কণ্ঠে ধারণ করিয়া পরমহংস জগদ্‌গুরুর দাসানুদাসাভিমানে পারমার্থিক ব্রাহ্মণতায় দীক্ষিত, যাঁহারা পরা-বিদ্যাবধূজীবন শ্রীকৃষ্ণনামের অনুশীলনকেই ব্রহ্মসূত্রের "অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ অনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"—এই চরম সূত্রের একমাত্র লক্ষ্য জানিয়াছেন, তাঁহারাই শ্রীচৈতন্যবাণীর "কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ" ও তাঁহার অন্তরঙ্গ শ্রীরূপ-প্রভুর "নিখিল-শ্রুতিমৌলি-রত্নমালাদ্যুতি-নীরাজিত-পাদপঙ্কজান্ত। অয়ি মুক্তকুলৈরুপাস্যমানং পরিতস্ত্বাং হরিনাম সংশ্রয়ামি॥"—এই বাণী শ্রীগুরুপাদপদ্মের আনুগত্যে গান করিতে করিতে শ্রীরূপানুগবরের পদধূলি হইয়া বিদেহমুক্তি লাভ করিতে পারেন।

সর্ব্বশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ-প্রকাশে নানা কারণে কতিপয় মুদ্রাকর প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। এরূপ সংস্কৃত দার্শনিক বেদান্ত-গ্রন্থ নির্দ্দোষভাবে মুদ্রণ ও প্রকাশ কতদূর দুরূহ কার্য্য, বিশেষতঃ ইহা বঙ্গভাষায় প্রচারের প্রথম প্রচেষ্টার কথা কৃপা-পূর্ব্বক স্মরণ রাখিয়া সুধী কৃপালু পাঠকগণ আমাদের ত্রুটী-বিচ্যুতি অবশ্যই ক্ষমা করিবেন। ইতি।

শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী ১০ই জ্যৈষ্ঠ
বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ সাল
শ্রীমাধবগৌড়ীয়মঠ, পোঃ ওয়ারী,
ঢাকা।

শ্রীহরিজনকিঙ্কর
শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিদ্যাভূষণ



শ্রীগৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য পরমহংস ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল অনন্তবাসুদেব পরবিদ্যাভূষণ প্রভুচরণ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ব্রহ্মসূত্রাণাং

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যচরণ-রচিতম্

অণুভাষ্যম্

শ্রীমদ্ধনুমদ্-ভীম-মধ্বান্তর্গত-রাম-কৃষ্ণ-বেদব্যাসাত্মক-
লক্ষ্মী-হয়গ্রীবায় নমঃ।

ওঁ নারায়ণং গুণৈঃ সর্ব্বৈরুদীর্ণং দোষবর্জ্জিতম্।
জ্ঞেয়ং গম্যং গুরূংশ্চাপি নত্বা সূত্রার্থ উচ্যতে॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

বিষ্ণুরেব বিজিজ্ঞাস্যঃ সর্ব্বকর্ত্তাগমোদিতঃ।
সমন্বয়াদীক্ষতেশ্চ পূর্ণানন্দোঽন্তরঃ খবৎ॥ ১॥
প্রণেতা জ্যোতিরিত্যাদ্যৈঃ প্রসিদ্ধৈরন্যবস্তুষু।
উচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বগুণত্বতঃ॥ ২॥

প্রথমাধ্যায়ে প্রথমপাদস্থ ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা॥ ২। জন্মাদ্যস্য যতঃ॥ ৩। শাস্ত্রযোনিত্বাৎ॥
৪। তত্তু সমন্বয়াৎ॥ ৫। ঈক্ষতের্নাশব্দম্। ৬। গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ॥ ৭।

তদ্বিষয়স্তু মোক্ষোপদেশাৎ॥ ৮। হেয়ত্বাবচনাচ্চ॥ ৯। স্বাপ্যয়াৎ॥ ১০। গতি-সামান্যাৎ। ১১। শ্রুতত্বাচ্চ॥ ১২। আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ॥ ১৩। বিকার-শব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ॥ ১৪। তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ॥ ১৫। মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে॥ ১৬। নেতরোঽনুপপত্তেঃ॥ ১৭। ভেদব্যপদেশাচ্চ॥ ১৮। কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা॥ ১৯। অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি॥ ২০। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ॥ ২১। ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ॥ ২২। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ॥ ২৩। অতএব প্রাণঃ॥ ২৪। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ॥ ২৫। ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণ-নিগদাত্তথাহি দর্শনম্। ২৬। ভূতাদি-পাদ-ব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্॥ ২৭। উপদেশ-ভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ॥ ২৮। প্রাণস্তথানুগমাৎ॥ ২৯। ন বক্তুরাত্মো-পদেশাদিতি চেদধ্যাত্ম-সম্বন্ধ-ভূমা হ্যস্মিন্ ৩০। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ॥ ৩১। জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ॥

অনুবাদ—সকল শুভ সদ্‌গুণে পরিপূর্ণ, সকল দোষ-বর্জ্জিত, সকলের একমাত্র জ্ঞেয় ও চরমে প্রাপ্য শ্রীনারায়ণকে এবং গুরুগণকে প্রণাম-পূর্ব্বক ব্রহ্মসূত্রের অর্থ কথিত হইতেছে।

বিষ্ণুই বিশেষরূপে জিজ্ঞাস্য, সমন্বয় ও ঈক্ষণ-হেতু তিনিই সকলের কর্ত্তা, তিনিই সকল-শাস্ত্রে কথিত, তিনিই পূর্ণানন্দ, তিনিই আকাশের ন্যায় সকলের অন্তরস্থ। তিনিই সকলের প্রণেতা (জীবনের মূল কারণ), অন্য বস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ জ্যোতিঃ ইত্যাদি সকল-শব্দের দ্বারা সকল-গুণ-সম্পন্নতা-হেতু একমাত্র বিষ্ণুই কথিত হ'ন॥ ১-২॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

শ্রীমদ্ধনুমদ্-ভীম-মধ্বান্তর্গত-রাম-কৃষ্ণ-বেদব্যাসাত্মক-
লক্ষ্মী-হয়গ্রীবায় নমঃ

ওঁ সমস্তগুণসম্পূর্ণং সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতম্।
লক্ষ্মীনারায়ণং বন্দে ভক্তাভীষ্টফলপ্রদম্॥

সংসারক্লেশসংশ্রান্ত-সজ্জনাবনতৎপরাঃ।
দয়ালবো মহান্তস্তান্ গুরূন্নত্বা গুরুং(গিরং) ভজে ॥
গ্রন্থোঽয়মপি বহ্বর্থো ভাষ্যকাত্যর্থবিস্তরম্।
ইত্যুক্তিসাম্যাৎ সংক্ষেপভাষ্যং চাত্যর্থবিস্তরম্ ॥
অনন্তোঽর্থঃ প্রকটিতস্ত্বয়াণৌ ভাষ্যসংগ্রহে।
ইত্যাহুঃ শ্রীমদানন্দতীর্থার্য্যোপসদা অপি ॥
অতোঽনেকার্থ-যুক্ত(গুম্ফ)স্য নৈতদ্ভাষ্যস্য বিস্তৃতৌ।
শক্তোঽস্ম্যথাপি লেশেন ব্যাখ্যাং কুর্য্যাং যথামতি ॥
সূত্রার্থং হৃদি কৃত্বৈব ভাষ্যার্থং সংপ্রকাশয়ে।
অবিক্ষেপেণ বোধার্থং বুধ্যন্তাং তদ্বিবেকিনঃ ॥

ইহ খল্বধিকারিণামখিলক্লেশনিবৃত্তিবিশিষ্ট-পরমানন্দাবাপ্তি-নিদানভগবজ্জ্ঞানায় প্রবৃত্তানামনন্তাম্নায়ানামিতিকর্ত্তব্যতা-রূপাণি নারায়ণাবতার-বাদরায়ণকৃতানি ব্রহ্মসূত্রাণ্যন্যৈরন্যথা ব্যাখ্যাতান্যকৃতপ্রায়াণি মন্বানো ভগবানানন্দতীর্থমুনির্যথাবদ্-ব্যাচিখ্যাসুর্ভাষ্যানুভাষ্যে বিধায় অণুভাষ্যমপি বিধিৎসুরধ্যায়-চতুষ্টয়োক্তগুণবিশিষ্টেষ্টদেবতাগুরুনতিপূর্ব্বং চিকীর্ষিতং প্রতি-জানীতে—"নারায়ণং গুণৈঃ সর্ব্বৈরুদীর্ণং দোষবর্জ্জিতম্। জ্ঞেয়ং গম্যং গুরূংশ্চাপি নত্বা সূত্রার্থ উচ্যতে ॥" সর্ব্বৈঃ আনন্দজ্ঞান-দ্যুতিবলৌদার্য্যবীর্য্যাদিভিগু´ণৈঃ পরিপূর্ণং, চিন্তাসন্তাপপুণ্য-পাপলেপজনিমৃতি-প্রভৃতি-দোষ-বর্জ্জিতং, সদ্ভির্বৈরাগ্যভক্তিশ্রবণ-মননধ্যানজন্যাপরোক্ষজ্ঞানেন বিষয়ীকর্ত্তব্যমতএব জ্ঞানরূপো-পায়াৎ সদ্ভিঃ প্রাপ্যমপি নারায়ণং নত্বেতি-বিশেষণ সমুচ্চয়ে অপি-শব্দঃ। তেন বিশিষ্টস্যৈব জ্ঞেয়ত্বলাভাৎ বিশিষ্টং মন্দো-

পাস্তং শুদ্ধং মুমুক্ষুজ্ঞেয়মিতি প্রত্যুক্তম্। গুরূংশ্চ নত্বেতি গুরু-দেবতানতিসমুচ্চয়ে চ-শব্দঃ; যদ্বা, টীকারীত্যা গুরুদেবতাঽ-ভেদেঽরুচিসূচকঃ অপি-শব্দঃ। গুরুত্বাদ্বহুবচনম্; উক্তঞ্চ গীতা-ভাষ্যব্যাখ্যানে—বহুবচনং গৌরবাদেবেতি; "তমেব শাস্ত্রপ্রভবম্" ইত্যাদিভির্বহুভিঃ প্রকারৈর্যদ্গুরুত্বোপপাদনং, তেন গুরূংশ্চেতি বহুবচনান্তং পদং বিবৃতমিতি সুধাশয়ং বা। সূত্রার্থো ব্রহ্ম-সূত্রার্থঃ। অত্র নারায়ণমিত্যুক্ত্যৈবানন্দচিদাত্মাত্মকদেহমিতি লাভাৎ দেহসত্ত্বে দোষবর্জ্জিতমিত্যযুক্তং, তদসত্ত্বে জ্ঞানাদিগুণো-দীর্ণতা ন যুক্তেতি নিরস্তম্। "দেহোঽয়ং মে সদানন্দো নৈব প্রকৃতিনির্ম্মিতঃ। পরিপূর্ণশ্চ সর্ব্বত্র তেন নারায়ণোঽস্ম্যহম্॥" ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়গীতাভাষ্যোক্ত-ব্রহ্মবৈবর্ত্তস্মৃতেঃ গুণৈরুদীর্ণ-মিত্যস্য গুণোদীর্ণদেহমিত্যর্থঃ; যদ্বা, "আহ চ তন্মাত্রম্" ইত্যত্র বক্ষ্যমাণদিশা তস্য গুণোদীর্ণতোক্ত্যৈব তদভিন্নদেহস্যাপি লাভঃ। অধিকন্তু টীকায়াং বোধ্যম্।

নন্বু জীবচৈতন্যাদন্যস্য ব্রহ্মণো মানাভাবেনাভাবাত্তস্য চাহংধীসিদ্ধত্বেনাবিষয়ত্বাৎ। সত্যপি তজ্জ্ঞানে মুক্ত্যদৃষ্ট্যা ফলাভাবাত্তত এবাধিকার্য্যাদ্যভাবাচ্চ "তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব" ইত্যুক্তিরযুক্তেত্যাশঙ্কায়াং প্রাপ্তায়াং—(১) "ওঁ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি। তদ্ব্যাচষ্টে—'বিষ্ণুরেব বিজিজ্ঞাস্যঃ' ইতি। বিষ্ণুরেব দেশকালগুণাপরিচ্ছেদরূপব্যাপ্তিমান্ বিষ্ণ্বাখ্যো ভগবানেব বিজিজ্ঞাস্যঃ। "অথাতঃ" পদোক্তাভ্যামধিকারি-ফলাভ্যাং বিশিষ্টয়া শ্রবণমননধ্যানরূপজিজ্ঞাসয়া বিষয়ীকর্ত্তব্যঃ।

তদ্‌বিষয়া সা কার্য্যেতি যাবৎ। ন জীবঃ, যেন "তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব" ইত্যুক্তিরযুক্তা স্যাৎ। "বিষ৯ ব্যাপ্তৌ, বৃহ্ বৃদ্ধৌ" ইত্যবয়বশক্ত্যা বিষ্ণুব্রহ্মশব্দয়োরেকার্থত্বেন শ্রৌতব্রহ্মপদেন তাদৃশার্থস্য প্রতীতেঃ; "স বিষ্ণুরাহ হি তং ব্রহ্মেত্যাচক্ষতে" ইত্যুক্তেশ্চ। তস্য চানেবংরূপজীবাদ্‌ভিন্নস্যাহংবুদ্ধ্যাঽসিদ্ধত্বেনা-গুণসগুণত্বাদিনা বিমতস্য বিষয়ত্বসম্ভবেন তজ্‌জ্ঞানান্মুক্তিরূপ-ফলস্য তৎকামিনোঽধিকারিণশ্চ সম্ভবাৎ "তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব" ইত্যুক্তির্যুক্তেতি ভাবঃ। যথাসূত্রং বিষ্ণোর্জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যেতি বাচ্যেঽপ্যেবমুক্তিরগ্রেঽনুষঙ্গার্থা। বিষ্ণুরিত্যবশ্যং বাচ্যে সতি তদনুরোধেন বা "তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব", "আত্মানং পশ্যেৎ", "তমে-বৈকং জানথ" ইত্যেবমাদিতিঙন্তমেবাত্র নোদাহরণীয়ম্। কিন্তু স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ। "নারায়ণোঽসৌ পরমো বিচিন্ত্যঃ", "নারায়ণং মহাজ্ঞেয়ং", "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" ইত্যাদ্যপীতি বা, বিধেয়জিজ্ঞাসাবিষয়-ত্বেন ব্রহ্মণোঽপ্রাধান্যপ্রাপ্তাবুদ্দেশ্যজ্ঞানবিশেষণত্বেন প্রাধান্য-মস্তীতি বা, ব্রহ্মজিজ্ঞাসেত্যত্র কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যা সমাসো, ন শেষ-ষষ্ঠ্যাদিনেতি বা সূত্রয়িতুম্। সূত্রে জিজ্ঞাসেত্যুক্তাবপি বীত্যুক্তিঃ শ্রুত্যনুগমায় বা, অধ্যয়নশমদমাদিসম্পত্তিরূপাধিকার জিজ্ঞা-সোত্থজ্ঞানজপ্রসাদজন্যমুক্তিরূপফলাভ্যাম্ অথাতঃ-শব্দোক্তাভ্যাং জিজ্ঞাসায়া বৈশিষ্ট্যমস্তীতি সূচনায় বেতি জ্ঞাতব্যম্। বিষ্ণু-রিতি ব্রহ্মপদব্যাখ্যানেন জীবান্যবিষয়সিদ্ধ্যৈব তজ্‌জ্ঞানস্য মুক্ত্যাখ্যফলস্য চ তদ্‌যোগ্যস্যাধিকারিণঃ সিদ্ধাবপি ফলস্য কর্ম্ম-

জত্বাদিনা জিজ্ঞাসাফলত্বাপ্রাপ্ত্যা শূদ্রাদিব্যাবৃত্তাধিকারস্যাপ্রাপ্ত্যা চ তদুভয়প্রাপকাথাতঃ-শব্দার্থয়োরপ্যবশ্যং বাচ্যত্বাদ্বীত্যনেন তদুক্তিঃ। তেন সূত্রস্য শ্রুতিবিসংবাদঃ প্রত্যুক্তঃ। বিজিজ্ঞাস্যো বিষ্ণুরিত্যনুক্ত্বা এবমুক্তিরদেঙ্ গুণ ইত্যাদাবিব সতি ধর্ম্মিণি ধ(র্ম্মচিন্তা)র্ম্মাশ্চিন্ত্যা। ইতি বা "বৃদ্ধিরাদৈজ্" ইত্যত্রেব মঙ্গলার্থং বা। আদ্যাধ্যায়দ্বয়ে বিষ্ণ্বাখ্যবিষয়স্য, উত্তরদ্বয়ে বিজিজ্ঞাসায়াঃ; তত্রাপি তৃতীয়াদ্যদ্বিপাদ্যাং বি-শব্দোক্তাধিকারস্য চিন্তেতি বক্ষ্যমাণচিন্তাক্রমসূচনায় বেতি ধ্যেয়ম্। সূত্রে তু স্বার্থেন শব্দতোঽর্থতশ্চাধিক্যেন প্রাধান্যদ্যোতনায় অথাতঃ-শব্দয়োরেব পূর্ব্বং নির্দ্দেশ ইতি ভাবঃ। অত্র প্রাধান্যেন বিষ্ণুরেব জিজ্ঞাসিতব্য ইত্যর্থস্যাভিমতত্বান্ন "অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্" ইত্যনেন বিরোধঃ শঙ্ক্যঃ;—"পরিবারতয়া গ্রাহ্যা অপি হেয়াঃ প্রধানতঃ ইত্যনুভাষ্যোক্তেঃ; "সর্ব্ববর্ণাশ্রমৈর্বিষ্ণুরেক এবেজ্যতে সদা। রমাব্রহ্মাদয়স্তস্য পরিবারতয়ৈব তু॥" ইত্যন্যত্রোশ্চ।

"ননু তদ্ব্রহ্ম" ইতি শ্রৌত-ব্রহ্মশব্দস্য "বৃহজ্জাতি জীব" * ইতি, ব্রহ্মাণি জীবাঃ সর্ব্বেঽপীত্যাদের্জীবে রূঢ়ত্বাদ্রূঢ়িত্যাগেন যৌগিকার্থ-বিষ্ণু-গ্রহণে হেত্বভাবাৎ "যতো বা" ইতি বাক্যোক্তবিশ্বকর্ত্তৃত্বস্যাদৃষ্টদ্বারা জীবেঽপি সম্ভবাদুক্তং ন যুক্তমিত্যত উক্তম্—(২) "ওঁ জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি। তদর্থমাহ—সর্ব্বকর্ত্তেতি। বিষ্ণুরেবেতি বর্ত্ততে। সর্ব্বেতি তন্ত্রমাবৃত্তির্ব্বা। সর্ব্বস্য—

* "ব্রহ্ম বৃহজ্জাতি-জীব-কমলাসনশব্দরাশিষু" ইতি "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইতি সূত্রস্য মাধ্বভাষ্যে ধৃতং কোষবচনম্।

চিদচিদাখ্যবিশ্বস্য সর্ব্বস্য জন্মাদ্যষ্টকস্য যথা-যোগং কর্ত্তা বিষ্ণুরেব ন রূঢ়ো জীব ইত্যর্থঃ। "যতো বা ইমানি" ইতি পূর্ব্ববাক্যোক্তা-সঙ্কুচিতসর্ব্বসম্বন্ধি-জন্মস্থিত্যাদিমুখ্যকর্ত্তৃত্বরূপাদ্‌বাধকাৎ "তদ্ ব্রহ্ম" ইতি শ্রুতৌ ব্রহ্মশব্দেন রূঢ়িত্যাগেন যৌগিকার্থবিষ্ণুগ্রহণো-পপত্তেরুক্তং যুক্তমিতি ভাবঃ। কর্ত্তৃশব্দস্য তৃজন্তত্বে যাজকাদি-ত্বেন ষষ্ঠীসমাসঃ; তাচ্ছীলিকতৃন্নন্তত্বে তু গম্যাদিত্বেন দ্বিতীয়া তৎপুরুষ ইতি সর্ব্বকর্ত্তেতি সাধু।

নন্বিদমযুক্তং রুদ্রাদিঃ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞত্বাদ্ ব্যতিরেকেণ চৈত্রবৎ; ন চাসিদ্ধিঃ। পাশুপতাদিনা তৎসিদ্ধেরিত্যস্থানুমানেন বা পাশুপতাদিনৈব বা রুদ্রাদেঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বসিদ্ধেরিত্যত উক্তম্— (৩) "ওঁ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইতি। অত্র তদর্থঃ—আগমোদিত ইতি। বিষ্ণুরেব সর্ব্বকর্ত্তেত্যস্তি। আ সম্যগ্‌ গম্যন্তে অর্থা এভিরি-ত্যাগমা বেদবেদানুসারিগ্রন্থাঃ। "ঋগাদ্যা ভারতঞ্চৈব পঞ্চরাত্র-মথাখিলম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব পুরাণঞ্চৈতদাত্মকম্॥ যে চানু-যায়িনস্তেষাং সর্ব্বে তে চ সদাগমাঃ॥" ইতি তত্ত্বনির্ণয়ে; "আ সমন্তাদ্‌গময়তি ধর্ম্মাধর্ম্মৌ পরং পদম্। যচ্চাপ্যতীন্দ্রিয়ং ত্বন্যত্তেনাসাবাগমঃ স্মৃতঃ॥" ইত্যুপাসনাপাদীয়ানুভাষ্যে চোক্তেঃ। করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ,—"গ্রহবৃদ্‌নিশ্চিগমশ্চেত্যকর্ত্তর্য্যপ্ প্রত্যয়-স্মরণাৎ" ইতি সুধোক্তেঃ। আগমোদিতো বিষ্ণুরেব সর্ব্বকর্ত্তা, ন ত্বানুমানিকঃ পাশুপতাদ্যুক্তো বা রুদ্রাদিঃ সর্ব্বকর্ত্তা। তস্যা-গমোদিতত্বাভাবাদনুমানাদেরদৃষ্টেঽশক্তত্বেনামানত্বাদিতি ভাবঃ।

নন্বিদমসৎ; রুদ্রাদেরপ্যাগমোদিতত্বেন পাশুপতাদিনা

ব্যাখ্যানাৎ ; আগমেঽপি "এক এব রুদ্রঃ" ইত্যাদিনা প্রতীতেশ্চ, রুদ্রাদিরপ্যাগমোদিতোঽস্তু পাঞ্চরাত্রাদিনা আগমোদিতত্বেন ব্যাখ্যানাদাগমেঽপি "নারায়ণ এবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিনা প্রতীতেশ্চ। যথা বিষ্ণুরাগমোদিতস্তদ্বৎ। এবঞ্চ দ্বয়োরপি কালভেদেনাস্তু সর্ব্বকর্ত্তৃত্বং দ্বয়োরপ্যৈকৈকদেশেনাগমোদিতত্বং চাস্ত্বিত্যত উক্তম্—(৪)"ওঁ তত্তু সমন্বয়াৎ"ইতি। তদর্থঃ—সমন্বয়াদিতি আগমোদিত ইতি বিষ্ণুরেবেতি চাস্তি। সম্যগন্বীয়স্তে শক্তিতাৎপর্য্যবিষয়েণ সম্বধ্যন্তে তথা জ্ঞায়ন্ত ইতি যাবৎ, বাক্যান্তেতেনেতি সমন্বয় উপক্রমাদিলিঙ্গসম্বন্ধো বা উপক্রমাদিনির্ণীতো বাক্যানাং তৎপরত্বরূপসম্বন্ধো বা। সংশ্চাসাবন্বয়শ্চ তস্মাৎ। সমিত্যেতদাগমেনাপ্যন্বেতি। তত্র কাৎ'স্ন্যং মুখ্যত্বঞ্চার্থঃ। সমন্বয়াৎ সম্যগ্ বলাবলত্বাদিনা পরীক্ষিতাদুপক্রমাদিলিঙ্গসমুদায়াত্তন্নির্ণীততৎপরত্বরূপসম্বন্ধাদ্ বা সম্যঙ্ মুখ্যয়া বৃত্ত্যা কাৎ'স্ন্যেনাগমোদিতস্তত্তাৎপর্য্যবিষয়ো বা বিষ্ণুরেব। ন তু পাশুপত্যাদিরূপব্যাখ্যানেন বা আপাতপ্রতীত্যা বা রুদ্রাদিরিত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ—উপক্রমাদীনামেব প্রবন্ধতাৎপর্য্যবিষয়ার্থপ্রমাপকত্বাৎ ব্যাখ্যেয়স্যোপক্রমাদ্যননুসারিব্যাখ্যানাপাতপ্রতীত্যোশ্চানেবংরূপত্বাৎ পাশুপতাদেশ্চ বেদস্যোপক্রমাদ্যননুসারেণ তদ্ব্যাখ্যানায় প্রবৃত্তত্বাৎ তদুক্তপ্রকারেণ বা আপাতপ্রতীত্যা বা ন রুদ্রাদিরাগমার্থো গ্রাহ্য ইত্যবাধেন প্রাপ্তমুখ্যবৃত্ত্যা কাৎ'স্ন্যেনোপক্রমাদ্যনুসারিণ্যা এবেতি উপক্রমাদীনামেব তৎপরত্বরূপান্বয়প্রমাপকত্বসূচনায়োপক্রমাদেরিত্যনুক্ত্বা। সমন্বয়াদিতিযৌগিক

সৌত্রপদমেবান্বকারি। উপক্রমাদের্বহুত্বেঽপি বিষ্ণুপরত্বে ঐকমত্য-দ্যোতনায়ৈকবচনম্। "প্রাণো ব্রহ্ম", "কং ব্রহ্ম", "ত্বয়াম্যগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে" ইতি ব্রহ্মবিদ্যা-সাবিত্রসূক্তয়োঃ প্রাণাদ্যুপ-ক্রমস্যোপক্রান্তপ্রাণাদিপরত্বপ্রমাপকত্বেন তাৎপর্য্য ব্যভিচারেঽপি প্রবললিঙ্গাদিনাঽবাধিতত্বরূপপরীক্ষিতত্ববিশিষ্টস্য ন ব্যভিচার ইতি বক্তুং সমিত্যন্বয়বিশেষণম্।

নন্বু সমন্বয়াম্মুখ্যতঃ কার্ৎস্ন্যেনাগমোদিতো বিষ্ণুরিত্যযুক্তম্; তস্য "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যবাচ্যত্বা-জ্ঞেয়ত্বয়োরুক্তেঃ। ন হি তাদৃশস্য মুখ্যবৃত্ত্যাগমোদিতত্বং হরেঃ কার্ৎস্ন্যেনেত্যতঃ প্রাপ্তম্—(৫-১১) "ওঁ ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ইত্যাদি-সূত্রসপ্তকম্। তদর্থঃ—ঈক্ষতেশ্চেতি। সমিত আগমোদিতো বিষ্ণু-রেবেতি চ বর্ত্ততে। এবেতি ভিন্নক্রমঃ সংপদেনান্বেতি। ঈক্ষতেঃ ঈক্ষণাৎ। তস্যাসম্বন্ধস্যাহেতুত্বাদ্ যোগ্যতয়া ঈক্ষণীয়ত্বাদিতি লভ্যতে। তথা চেক্ষণীয়ত্বাজ্ জ্ঞানবিষয়ত্বাৎ সম্যগেব মুখ্যবৃত্ত্যো বাগমোদিতো বিষ্ণুঃ, ন তু লক্ষণাদিনাঽনবস্থানাদিত্যর্থঃ। আগ-মৈকজন্যজ্ঞান বিষয়ত্বস্য মুখ্যবৃত্ত্যা তদুদিতত্বং বিনাঽযোগাদিতি-ভাবঃ। চ-শব্দস্তু বাচ্যত্বহেত্বীক্ষণীয়ত্বসহিতস্যৈব পূর্ব্বহেতোর্মুখ্যতো বিষ্ণোরাগমোদিতত্বসাধকত্বাদুক্তসমুচ্চয়ে; তদভাবে কুতোঽন্বয় ইত্যুক্তেঃ। অথবা ন কেবলমীক্ষণীয়ত্বাৎ কিন্তু ঈক্ষণীয়ত্বযুক্ত্য-নুগৃহীতাৎ "আমনন্তি আবিশন্তি", "অথ কস্মাদুচ্যতে" ইতি, "বচসাং বাচ্যমুত্তম্" ইতি, "অহমেব বেদ্যঃ" ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিবলাদিতি বা, গতিসামান্যাচ্চেতি বানুক্তসমুচ্চয়ে, শ্রুতি-

প্রাপ্তস্যাবাচ্যত্বাদেঃ কেবলেক্ষণীয়ত্বযুক্ত্যা নিরাসাযোগাৎ। সর্ব্ব-শাস্ত্রোৎপাদ্যজ্ঞানস্যৈকরূপ্যারূপহেত্বসহকৃতস্য সমন্বয়াদিত্যুক্তো-পক্রমাদিহেতোঃ কার্ৎস্ন্যেনাগমোদিতত্বসাধকত্বাযোগাৎ। "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি", "সর্ব্বে বেদা যত্রৈকং ভবন্তি", "সর্ব্বে বেদা একৈব ব্যাহৃতিঃ", "ব্রাহ্মং জ্ঞানং পরমং ত্বেকমেব", "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ", "বেদে রামায়ণে চৈব" ইত্যাদি-শ্রুতিস্মৃতিশতৈরনন্তাগমানাং বিষ্ণুরূপৈকার্থনিষ্ঠত্বোক্ত্যা গতি-সামান্যাদীক্ষণীয়ত্বাচ্চ মুখ্যবৃত্ত্যৈব কার্ৎস্ন্যেনাগমোদিতঃ সর্ব্ব-কর্ত্তানন্তগুণো বিষ্ণুরেব জিজ্ঞাস্য ইতি ভাবঃ।

অথৈতদধ্যায়াদ্যর্থস্য ভাষ্যে স্ফুটত্বাদত্রাপি তত্তৎপাদান্তে কথনাদাদাবনুক্তিঃ; যথা, এতদধ্যায়াদ্যর্থোক্তিপরতয়া "প্রসিদ্ধে-রন্যবস্তুষু। উচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বগুণত্বতঃ" ইত্যে-তৎপাদান্তিমত্রিপাদীমাদাবপ্যাকৃষ্য যোজ্যম্। তথা হি বৈদিকাঃ শব্দাস্তাবদ্ দ্বিবিধাঃ,—বিষ্ণৌ তদন্যত্র প্রসিদ্ধিভেদাৎ। অন্যত্র প্রসিদ্ধা অপি অন্যত্র অন্যত্রাপি অন্যত্রৈব প্রসিদ্ধিভেদেন ত্রিবিধাঃ। তে ত্রিবিধা অপি অন্যবস্তুষু প্রসিদ্ধেরিতি সামান্যোক্ত্যা গৃহ্যন্তে। তথা চান্যবস্তুষু প্রসিদ্ধেঃ সর্ব্বৈস্ত্রিবিধৈ-র্নামলিঙ্গাত্মকৈঃ শব্দৈরিতি শেষঃ একো বিষ্ণুরেবোচ্যতে। প্রাক্ সমন্বয়াদিত্যুক্তমেবাত্রাধ্যায়ে প্রপঞ্চয়তীত্যর্থঃ। বিষ্ণৌ প্রসিদ্ধা ইত্যত্রাপি তত্র তত্রাপি তত্রৈব ইতি ত্রৈবিধ্য সম্ভবেঽপি তত্রাপীত্যুক্তানাং অন্যত্রাপীত্যনেন সংগৃহীতত্বাৎ। তত্র তত্রৈ-

বেত্যবান্তরভেদস্য তেষামব্যুৎপাদ্য-সমন্বয়ত্বেনাবিবক্ষিতত্বাদৈক-বিধ্যমিতি ধ্যেয়ম্।

ননূক্তসর্ব্বকর্ত্তৃত্বরূপব্রহ্মলক্ষণস্যাতিব্যাপ্তিবারণায় কারণবাক্যা-নামেব প্রতিজ্ঞাতঃ সমন্বয়ঃ। স এবোত্তরত্র প্রপঞ্চনীয়ঃ। ন ত্বশেষবৈদিকশব্দসমন্বয় ইত্যত উক্তম্—সর্ব্বগুণত্বত ইতি। সর্ব্বে গুণা যস্য তস্য ভাবস্তস্মৈ—"আদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানমিতি তসিঃ।" ব্রহ্মশব্দোক্তগুণপূর্ণত্বার্থমিত্যর্থঃ। তথা চ বক্ষ্যতি—"অতোঽনন্ত-গুণো যচ্ছব্দা যোগবৃত্তয়ঃ ইতি। উক্তঞ্চানুভাষ্যে—"জন্মাদ্যস্যেতি সূত্রেণ গুণসর্ব্বস্বসিদ্ধয়ে। ব্রহ্মণো লক্ষণং প্রোক্তং শাস্ত্রমূলং যতস্ততঃ॥ অন্বয়ঃ সর্ব্বশব্দানাং গুণসর্ব্বস্ববেদকঃ" ইতি। এতৎপাদার্থমাহ—প্রসিদ্ধৈরিতি। নামাত্মকৈঃ শব্দৈরিতি শেষঃ।

ননু বিষ্ণুরেব বিজিজ্ঞাস্য ইত্যুক্তম্; তদ্ ব্রহ্মেত্যুক্ত-জিজ্ঞাস্যব্রহ্মণঃ"ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যানন্দময়স্য পাদাখ্যাবয়ব-ত্বোক্তেরানন্দময়স্য চ বিকারার্থময়ডন্তশব্দোক্তত্বেনাব্রহ্মত্বাদ-ব্রহ্মাবয়বস্যাজিজ্ঞাস্যত্বাদবয়বিনং বিনাবয়বজিজ্ঞাসাযোগাচ্চেত্যত উক্তম্—(১২-১৯) "ওঁ আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ"ইত্যাদিসূত্রাষ্টকম্। তদর্থঃ পূর্ণানন্দ ইতি। "প্রসিদ্ধৈরন্যবস্তুষু। উচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বগুণত্বত" ইতি অত্রোত্তরত্র চ প্রতিপাদমন্বেতি। বিষ্ণু-রেবেতি বর্ত্তমানেঽপি তত্রৈবকারস্য পূর্ব্বং মুখ্যবৃত্ত্যৈব ন লক্ষণয়ে-ত্যর্থলাভায় সংপদেনান্বিততয়া বিষ্ণুপদেনান্বয়বিচ্ছেদাৎ; "তত্তু সমন্বয়াৎ" ইত্যতঃ তদ্বিত্যস্যাধ্যায়পরিসমাপ্তি প্রতিনয়ং প্রায়েণানু-বৃত্তিরিতি সূচনার্থত্বাৎ। পঞ্চাধিকরণ্যা অধ্যায়পাদবহির্ভাবদ্যোত-

নার্থত্বাচ্চ বিষ্ণুরেবেতি পুনরুক্তিঃ। আনন্দময় শব্দার্থভূতঃ পূর্ণানন্দঃ একঃ স্বাবয়বাদিনাঽভিন্নো বিষ্ণুরেব। তথা চান্য-বস্তুষু প্রসিদ্ধৈরানন্দময়প্রকরণস্থৈরানন্দময়তদ্বিশেষণৈঃ সর্ব্বৈঃ শব্দৈরেকো বিষ্ণুরেবোচ্যতে। ন তু বিকারী কশ্চিৎ প্রকৃত্যাদিঃ; যেন তস্য জিজ্ঞাস্যতাঽযুক্তা স্যাদিত্যর্থঃ। আনন্দ-ময়শব্দার্থস্য পূর্ণানন্দস্য বিষ্ণুত্বে তৎপদবাচ্যত্বস্যাবশ্যকত্বাদিতি ভাবঃ। এক ইত্যুক্ত্যা "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিশ্রুতেরচিন্ত্যশক্ত্যাবয়বাবয়বিনোরৈক্যান্নাবয়বত্ববিরোধ ইতি সূচিতম্। এবেতি নেতর ইত্যাদেরর্থঃ। অত্র পূর্ণানন্দ ইত্যুক্ত্যা প্রাচুর্য্যা-দিতি সূত্রোক্তো ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থো দর্শিতঃ। তত্র ব্যাখ্যেয়-পদানুরোধেনানন্দপূর্ণ ইতি বাচ্যেঽপ্যেবমুক্তিঃ প্রাচুর্য্যস্য-বিশেষ্যত্বে বিরোধিলেশধীসত্ত্বেঽপি ন বিশেষণত্ব ইতি পরৈরভ্যু-পেতত্বাৎ বিষ্ণোরানন্দপ্রাচুর্য্যে 'ব্রাহ্মণপ্রচুরো গ্রামঃ' ইত্যত্রাল্প-শূদ্রসত্ত্বপ্রতীতিরিব বিষ্ণাবনানন্দলেশধীরপি স্যাদিতি শঙ্কা-নিরা-সায়। তন্নিরাসপ্রকারশ্চ যথাবিশেষণত্বে বিরোধিপ্রসক্তির্নাস্তি তথা বিশেষ্যত্বেঽপি নক্ষত্রাদিস্থতেজোঽল্পত্বাপেক্ষয়া 'প্রকাশপ্রচুরো রবিঃ' ইতিবৎ জীবগতসুখাল্পত্বাপেক্ষয়ানন্দপ্রচুর ইত্যুক্তেঽপি দোষাভাবাদিতি।

নন্বু সপ্তভির্নয়ৈঃ সপ্তনামসমন্বয়সিদ্ধাবপি সমন্বয়সূত্রা-ভিমতসর্ব্ববেদগতাশেষনামসমন্বয়াসিদ্ধ্যা ব্রহ্মপদেনাভিমতানন্ত-গুণবত্ত্বং প্রধানলক্ষণং ন সিধ্যেদিত্যতো বা? নন্বু ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বমভ্যুপেত্য পূর্ণানন্দস্যানন্দময়শব্দার্থত্বোক্তি-

রযুক্তা বিকারার্থান্নময়াদিপ্রায়পাঠবিরোধাদিত্যতো বাপ্যুক্তম্— অন্যবস্তুষ্বিত্যাদি শব্দৈরিতি শেষঃ—অন্যবস্তুষু কোশাদিষু প্রসিদ্ধৈঃ সর্ব্বৈর্গুণিসামান্যবাচকৈরন্নময়াদিভিঃ শব্দৈরুচ্যতে বিষ্ণুরেবৈক ইতি। কিংবিকারেণেত্যাহ—সর্ব্বগুণত্বতঃ, পূর্ণত্বাদি-রূপগুণত্বতঃ; "সর্ব্বং পূর্ণমিহোচ্যতে" ইত্যুক্তেঃ। অন্নময়প্রাণ-ময়মনোময়বিজ্ঞানময়েষ্বপি প্রাচুর্য্যাঙ্গীকারাৎ অত্ততেঽত্তি চেত্যাদিবাক্যশেষোক্তযোগেন মহাভোক্তা মহাভোগ্য ইত্যর্থোঽন্নময়ে ভবেৎ, "মহাপ্রাণো মহাবোধো মহাবিজ্ঞানবানপি" ইত্যাত্মনুভাষ্যোক্তপ্রবৃত্তিনিমিত্তবত্ত্বেন তৈঃ শব্দৈরুচ্যত ইতি। তর্হি তেষামপ্যনেকত্বাদয়মপ্যনেকঃ কিম্? নেত্যাহ—এক ইতি; "ন স্থানতোঽপি" ইতি ন্যায়াদিতি ভাবঃ। কথমেকোঽনেকৈরুচ্যতে? উচ্যত এব—সর্ব্বগুণত্বতঃ, সর্ব্বং গুণভূতমপ্রধানং নিয়ম্যং যস্য তস্য ভাবঃ তস্মাৎ। সর্ব্বস্য তত্তন্ত্রত্বাৎ "শরীররূপকবিন্যস্ত-গৃহীতেঃ" ইতিন্যায়ে নান্নময়াদিতত্তৎকোশগততত্তন্নিয়ন্তৃরূপাণামেব তৈস্তৈঃ শব্দৈরুচ্যমানত্বেন তেষামনেকত্বেন তত্তদ্গতস্যাপ্যনেকৈ-রুক্তিসম্ভবাৎ। হৃদয়াকাশস্যাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বেন তদ্গতরূপস্যাঙ্গুষ্ঠ-মাত্রপদেনোক্তিবৎ। বক্ষ্যমেতদগ্রে "হৃদ্যপেক্ষয়া" ইত্যত্র। এতে-নান্যত্বান্তরত্বশরীরত্বাদ্যুক্তিরপি সমাহিতা; যথোক্তং "ন স্থানতোঽপি পরস্য" ইত্যেতন্নয়ভাষ্যে—"অভেদেঽপি ভেদব্যপ-দেশঃ স্থানভেদাৎ" ইতি। তর্হ্যুপচার এব? নেত্যাহ— সর্ব্বগুণত্বতঃ, সর্ব্বসংখ্যারূপগুণবত্ত্বাৎ। গুহানয়ানুব্যাখ্যানে "দ্বিত্বৈকৈকস্য যুজ্যতে" ইত্যুক্তের্ভেদাভাবেঽপি তৎপ্রতিনিধিনা বিশেষেণ তদ্রূপেষ্বনেকত্বসংখ্যোপপত্তিরিতি।

নন্বু ভবেদেতৎ সর্ব্বং বিষ্ণোরন্নময়ত্বাদিশব্দবাচ্যত্বে ; তদেব নির্ব্বীজমিতি চেন্ন নির্ব্বীজং, সর্ব্বগুণত্বতঃ—মুক্তিহেতুবেদনত্ব-মুক্তপ্রাপ্যত্ব-জ্যেষ্ঠত্ব-দেবোপাস্যত্ব-জগচ্চেষ্টকত্বাদি-তত্তৎপ্রকরণস্থসর্ব্বগুণত্বাৎ—সর্ব্বৈরুচ্যত ইতি। উপলক্ষণঞ্চৈতৎ। ব্রহ্মাত্মশব্দাভ্যাং চেত্যপি ধ্যেয়ম্। ময়টস্তাদাত্ম্যার্থত্বেঽপ্যুপপত্তের্ন পূর্ণত্বরূপপ্রাচুর্য্যার্থত্বং বীজবদিত্যপি প্রত্যুক্তম্। "আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ" ইত্যুক্তপূর্ণানন্দত্বসাধকসর্ব্বচেষ্টকত্বগুণবত্ত্বাদিতি। এতেন "তদ্ধেতু", "মান্ত্রবর্ণিকম্", "অস্মিন্নস্য চ" ইতি সূত্রত্রয়ার্থো দর্শিতঃ।

তর্হ্যন্নময়াদয়ঃ সর্ব্বেঽপি কুতো নোচ্যন্তে সূত্র ইতি চেন্ন ; সর্ব্বগুণত্বতঃ—"অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধম্" ইতি সূত্রলক্ষণত্বেনোক্তাল্পাক্ষরত্বাদিসর্ব্বগুণত্বাদ্ বাদরায়ণীয়সূত্রজাতস্যেত্যর্থঃ। কথং তর্হি সর্ব্বৈরুচ্যত ইতি চেন্ন, সর্ব্বগুণত্বতঃ। সর্ব্বেষামন্নময়াদীনাং গুণত্বাদুপসর্জ্জনত্বাদুপলক্ষ্যত্বাদিতি যাবৎ। "তদশিষ্ট্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ" ইতিবদয়ং নির্দ্দেশঃ। এতচ্চাগ্রেঽপি ধ্যেয়ম্।

তর্হি প্রাথমিকান্নময় এবেতরোপলক্ষণত্বেনোচ্যতামিত্যতোঽপি সর্ব্বগুণত্বতঃ। সর্ব্বং গুণভূতমপ্রধানং যস্য তস্য ভাবস্তস্মাৎ সর্ব্বাপেক্ষয়াস্যানন্দময়শব্দস্য। "তত্রানন্দাদয়ো গুণাঃ ঈশস্যৈবেতি নির্ণীতাঃ" ইত্যুপাসনাপাদীয়ানুভাষ্যসুধয়োরুক্তদিশা মাঙ্গলিকত্বেন প্রাধান্যাৎ পূর্ণানন্দবাচিন এবোক্তিরিত্যর্থঃ।

কুতোঽস্য মাঙ্গলিকত্বম্ ? সর্ব্বগুণত্বতঃ—'সুখমেব মে স্যাৎ' ইতি নিখিলাপেক্ষিতত্বেন সর্ব্বান্ প্রতি গুণত্বাদনুগুণত্বান্নি-

রূপাধিকেষ্টত্বাত্তদ্‌বাচ্যসুখস্যেত্যর্থঃ; ব্রহ্মানন্দস্যাপি তাদৃশানন্দপ্রদোপাসনাবিষয়ত্বেন সর্ব্বান্‌ প্রতীষ্টত্বাৎ; যদ্বা, সর্ব্বগুণত্বাৎ—"গুণানাঞ্চ পরার্থত্বাদসম্বন্ধঃ সমত্বাৎ স্যাৎ" ইত্যাদৌ জৈমিনীয়ে উপকারকে গুণপদপ্রয়োগাৎ পূর্ব্বোত্তরসর্ব্বনয়োপকারকত্বাদিত্যর্থঃ। তথা হি পূর্ব্বোক্তজিজ্ঞাসাক্ষেপসমাধিহেতুত্বাৎ; তথা "নাল্পে সুখমিতি প্রোক্ত্যৈবানন্দময়তোক্তিতঃ। অনন্তত্বং সুনির্ণীতং পূর্ণানন্দো হি নাল্পকঃ।" ইত্যনুব্যাখ্যানোক্তেঃ "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি" ইতি শ্রুত্যুক্তদিশা পূর্ণগুণস্যৈব পূর্ণানন্দত্বেন বিষ্ণোরত্র পূর্ণানন্দত্বোক্তৌ তস্যৈব "অথ কস্মাদুচ্যতে" ইত্যাদিনা ব্রহ্মশব্দাদুক্তানন্দগুণবত্ত্বসিদ্ধ্যা বিষ্ণোরেব জিজ্ঞাস্যত্বোপপাদকত্বাৎ; তথা পূর্ব্বনয়ে শঙ্কাপ্রাপিকায়া "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্‌" ইত্যুক্তানন্দস্যাপরিচ্ছিন্নত্বেন কার্ৎস্নেন বাগাদ্যবিষয়ত্বমেব, ন তু সর্ব্বথেত্যর্থলাভাচ্চ পূর্ব্বোপকারকত্বম্‌। "অদৃশ্যেঽনাত্ম্য" ইত্যাদিনা ভাষ্যোক্তদিশোত্তরনয়ারম্ভার্থত্বাদুত্তরোপকারকত্বমিত্যাদ্যূহ্যম্‌। অত্রানন্দময় ইত্যেব বাচ্যে পূর্ণজ্ঞানাদেরূপলক্ষণত্বেন পূর্ণানন্দস্যোক্তিঃ সমন্বীয়মানশব্দানাং যৌগিকত্বসূচনায়। এবমগ্রেঽপি।

নন্বিদমযুক্তম্‌; "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যে" ইত্যুক্তানন্দময়ধর্ম্মস্যাদৃশ্যত্বস্য "অন্তশ্চন্দ্রমসি মনসা চরন্তং সহৈব সন্তং ন বিজানন্তি দেবাঃ" ইত্যন্তস্থস্যোক্তেঃ। 'দেবা অপি ন জানন্তি, কিমন্যে', ইত্যদৃশ্যত্বস্য কৈমুত্যেন প্রতীতেরন্তস্থস্য চ 'ইন্দ্রো রাজা' ইত্যাদিনিরবকাশেন্দ্রশ্রুত্যাদিবলেনেন্দ্রাদিত্বাত্তস্যৈবাদৃশ্যত্বাৎ পূর্ণানন্দত্বাচ্চেত্যতঃ

প্রাপ্তম্—(২০-২১) "ওঁ অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" ইত্যাদিযোগদ্বয়ম্। তদর্থঃ—"অন্তরঃ" ইতি। "প্রসিদ্ধেঃ" ইতি ত্রিপাত্যন্বেতি। অন্তরূপ পদাৎ 'অত সাতত্যগমনে' ইতিধাতোর্ডপ্রত্যয়েঽন্তরঃ অন্তস্থ ইতি যাবৎ; যদ্বা, "অন্যোঽন্তর আত্মা" ইত্যাদা-বিবান্তরশব্দোঽন্তস্থবাচী। "অন্তঃপ্রবিষ্টং কর্ত্তারমীশম্" অন্ত-শ্চন্দ্রমসি মনসা চরন্তম্", "অন্তঃপ্রবিষ্টঃশাস্তা" ইত্যাদিনা শ্রুতোঽন্তরোঽন্তস্থ একো বিষ্ণুরেব ন ত্বনেকঃ। তথা চান্যবস্তুষুইন্দ্রাদিষু প্রসিদ্ধের্লোকতো নিরূঢ়ৈরিন্দ্রাদ্যশেষাধি-দৈবগতৈর্নামভির্বিষ্ণুরেবোচ্যতে। অন্তস্থস্য বিষ্ণুত্বে তন্নিষ্ঠত্বেন শ্রুতেন্দ্রাদিনাম্নামপি তদ্বাচিত্বনিয়মাদিতিভাবঃ। তদেব কুতঃ? সর্ব্বগুণত্বতঃ—"সমুদ্রেঽন্তঃ" "যস্যাণ্ডকোশং শুষ্মমাহুঃ" ইত্যাদ্যে-তৎপ্রকরণশ্রুতসমুদ্রান্তস্থত্বব্রহ্মাণ্ডবীর্য্যত্বাদিসর্ব্বগুণবত্ত্বাত্তস্যেত্যর্থঃ। লিঙ্গানামিন্দ্রাদৌ নিরবকাশত্বাদিতি ভাবঃ। ন চ শ্রুতীনা-মপি বিষ্ণৌ নিরবকাশত্বাদুভয়াবাধায় তাদাত্ম্যমেবেন্দ্রা-দিভির্বিষ্ণোরস্ত্বিতি শঙ্ক্যম্। সর্ব্বগুণত্বতঃ—সর্ব্বে ইন্দ্রাদয়ো গুণা অপ্রধানা যস্য তস্য ভাবস্তস্মাৎ। সর্ব্বস্বামিত্বেন তেভ্যো-ঽন্তরো বিবিক্ত এব সন্ ন তৈরভিন্নঃ সন্নন্তরোঽন্তস্থো বিষ্ণুঃ "ইন্দ্রস্যাত্মা নিহিতঃ বায়োরাত্মানম্" ইত্যাদাবুচ্যত ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ পক্ষে 'এব'-কারোঽন্তর এবেত্যন্বেতি। "অন্তরমবকাশা-বধিপরিধানান্তর্দ্ধিভেদসাদৃশ্যে" ইত্যমরোক্ত্যা ভেদবাচিনঃ ক্লীবত্বে-ঽপ্যার্শ আদ্যচ্প্রত্যয়ান্তত্বেন "য আত্মনোঽন্তরো যো বিজ্ঞানা-দন্তরঃ" ইত্যাদাবিবাত্র পুংলিঙ্গান্তরশব্দো বিবিক্তবাচ্যপি ধ্যেয়ঃ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

চতুর্থঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
মুখ্যপ্রাণশ্চ	শ্রেষ্ঠশ্চ...পৃথগুপদেশাৎ ২।৪।৯-১০	৬ষ্ঠ
মুখ্যপ্রাণঃ	পঞ্চ...ব্যপদিশ্যতে ২।৪।১৩	৮ম
মুখ্যপ্রাণশ্চ	অণুশ্চ ২।৪।১৪	৯ম
ইন্দ্রিয়াণি	তথা প্রাণাঃ...অণুপরোধাচ্চ ২।৪।১-৩	১ম
ইন্দ্রিয়াণি	তৎপ্রাক্‌শ্রুতেশ্চ ২।৪।৪	২য়
ইন্দ্রিয়াণি	তৎ...বাচঃ ২।৪।৫	৩য়
ইন্দ্রিয়াণি	সপ্ত...নৈবম্‌ ২।৪।৬-৭	৪র্থ
ইন্দ্রিয়াণি	অণবশ্চ ২।৪।৮	৫ম
ইন্দ্রিয়াণি তদুদ্ভবানি	জ্যোতিঃ...নিত্যত্বাৎ ২।৪।১৫-১৭	১০ম
মুখ্যপ্রাণশ্চ ইন্দ্রিয়াণি	ত ইন্দ্রিয়াণি. বৈলক্ষণ্যাচ্চ ২।৪।১৮-২০	১১শ
দেহশ্চৈব তদুদ্ভবঃ	সংজ্ঞা...উপদেশাৎ ২।৪।২১	১২শ
দেহশ্চৈব তদুদ্ভবঃ	মাংসাদি...তদ্বাদঃ ২।৪।২২-২৩	১৩শ
মুখ্যপ্রাণবশে সদা	চক্ষুরাদি...দর্শয়তি ২।৪।১১-১২	৭ম

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম্	তদন্তরনিজগণাভ্যাম্ ৩।১।১	১ম
শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম্	ত্র্যাত্মকত্বাৎ তু ভূয়স্ত্বাৎ ৩।১।২	২য়
শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম্	প্রাণগতেশ্চ ৩।১।৩	৩য়
শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম্	অগ্ন্যাদি . ভাক্তত্বাৎ ৩।১।৪	৪র্থ
শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম্	প্রথমে...উপপত্তেঃ ৩।১।৫	৫ম
শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম্	অশ্রুতত্বাৎ ..প্রতীতেঃ ৩।১।৬	৬ষ্ঠ
শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম্	ভাক্তং...দর্শয়তি ৩।১।৭	৭ম
শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম	কৃতাত্যয়ে...দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্ ৩।১।৮	৮ম
শুভেন কর্ম্মণা ..যাতি	যথেতমনেবঞ্চ ৩।১।৯	৯ম
শুভেন...যাতি	চরণাৎ...বাদরি ৩।১।১০-১১	১০ম
নিরয়ঞ্চ...তমঃ	অনিষ্টাদি...স্মরন্তি চ ৩।১।১৩-১৫	১১শ
নিরয়ং তমঃ	অপি সপ্ত ৩।১।১৬	১২শ
নিরয়ঞ্চ বিকর্ম্মণা	তত্রাপি...অবিরোধঃ ৩।১।১৭	১৩শ
জ্ঞানেনৈব...যাতি	বিদ্যা...প্রকৃতত্বাৎ ৩।১।১৮	১৪শ
নিরয়ঞ্চ...তমঃ	ন...স্মরণাচ্চ ৩।১।১৯-২৩	১৫শ
জ্ঞানেনৈব...যাতি	তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ৩।১।২৪	১৬শ
শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম্	নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ৩।১।২৫	১৭শ
শুভেন...যাতি	অন্যাধিষ্ঠিতে...শব্দাৎ ৩।১।২৬-২৭	১৮শ
জ্ঞানেনৈব ..যাতি	রেতঃ সিগ্‌যোগোঽথ ৩।১।২৮	১৯শ
জ্ঞানেনৈব...যাতি	যোনেঃ...শরীরম্ ৩।১।২৯	২০শ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
সর্ব্বাবস্থা প্রেরকশ্চ	সন্ধ্যে...তদ্বিদঃ ৩।২।১-৩	১ম
সর্ব্বাবস্থা প্রেরকশ্চ	পরাভিধ্যানাৎ...বিপর্য্যয়ৌ ৩।২।৫	২য়
সর্ব্বাবস্থা প্রেরকশ্চ	দেহ যোগাদ্বা সোঽপি ৩।২।৬	৩য়
সর্ব্বাবস্থা প্রেরকশ্চ	তদ্ভাবো ..আত্মনি চ ৩।২।৭	৪র্থ
সর্ব্বাবস্থা প্রেরকশ্চ	অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ৩।২।৮	৫ম
সর্ব্বাবস্থা প্রেরকশ্চ	স এব তু...বিধিভ্যঃ ৩।২।৯	৬ষ্ঠ
সর্ব্বাবস্থা প্রেরকশ্চ	মুগ্ধে...পরিশেষাৎ ৩।২।১০	৭ম
সর্ব্বরূপেষ্বভেদবান্	ন স্থানতো ..চৈবমেকে ৩।২।১১-১৩	৮ম
সর্ব্বজনেষ্বভেদবান্	অরূপবদেব...স্বর্য্যাতে ৩।২।১৪-১৭	৯ম
স একঃ পরমেশ্বরঃ	অতএব...সূর্য্যকাদিবৎ ৩।২।১৮	১০ম
একঃ পরমেশ্বরঃ	প্রকৃতৈতাবত্ত্বং...ভূয়ঃ ৩।২।২২	১৩শ
একঃ পরমেশ্বরঃ	তদব্যক্তমাহ...লিঙ্গম্ ৩।২।২৩-২৭	১৪শ
একঃ পরমেশ্বরঃ	উভয়...প্রতিষেধাচ্চ ৩।২।২৮-৩১	১৫শ
সঃ একঃ পরমেশ্বরঃ	পরমতঃ...পাদবৎ ৩।২।৩২-৩৪	১৬শ
স একঃ পরমেশ্বরঃ	স্থান...উপপত্তেশ্চ ৩।২।৩৫-৩৬	১৭শ
স একঃ পরমেশ্বরঃ	তথান্যঃ...প্রতিষেধাৎ ৩।২।৩৭	১৮শ
সর্ব্বদেশেষু পরমেশ্বরঃ	অনেন...শব্দাদিভ্যঃ ৩।২।৩৮	১৯শ
স একঃ পরমেশ্বরঃ	ফলমতঃ...হেতুব্যপদেশাৎ ৩।২।৩৯-৪২	২০শ
তদ্ভক্তি...বিমুক্তিগম্	অম্বুবৎ...তথাত্বম্ ৩।২।১৯	১১শ
তদ্ভক্তি...বিমুক্তিগম্	বৃদ্ধি...দর্শনাচ্চ ৩।২।২০-২১	১২শ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

তৃতীয়ঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
সচ্চিদানন্দ আত্মেতি বহুগুণৈঃ (সর্ব্বৈরুপাস্যঃ)	আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ৩।৩।১১	৫ম
সচ্চিদানন্দ আত্মা	প্রিয়শিরস্ত্বাদি...ভেদে ৩।৩।১৩	৬ষ্ঠ
সচ্চিদানন্দ আত্মেতি মান্যৈশ্চ উপাস্যঃ	সম্ভৃতি...চাতঃ ৩।৩।২৪	১৪শ
সচ্চিদানন্দ আত্মেতি উপাস্যঃ	বেদাদ্যর্থভেদাৎ ৩।৩।২৬	১৬শ
বহুগুণৈঃ মান্যৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ উপাস্যঃ	ভূম্নঃ...দর্শয়তি ৩।৩।৫৯	৩৭শ
যথাক্রমং বহুগুণৈঃ উপাস্যঃ মান্যৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ	নানাশব্দাদি ভেদাৎ ৩।৩।৬০	৩৮শ
যথাক্রমং মান্যৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ বিষ্ণুরুপাস্যঃ	বিকল্পোবিশিষ্ট ফলত্বাৎ ৩।৩।৬১	৩৯শ
যথাক্রমং মান্যৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ বহুগুণৈর্বিষ্ণুরুপাস্যঃ	কাম্যাস্তু...অভাবাৎ ৩।৩।৬২	৪০শ
মান্যৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ বিষ্ণুরুপাস্যঃ	অঙ্গববদ্ধাস্তু...অবিরোধঃ ৩।৩।৫৭-৫৮	৩৫শ
সুরেশ্বরৈর্যথাক্রমং বহুগুণৈর্বিষ্ণুরুপাস্যঃ	ইতরেত্বর্থ সামান্যাৎ ৩।৩।১৪	৭ম
বিশেষস্তু জ্ঞানে স্যাদুত্তরোত্তরম্	যদবধি...তদুক্তম্ ৩।৩।৩৩-৩৪	২০শ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
উপাস্যঃ সর্ব্বৈরপি বিষ্ণুঃ বিশেষস্তু জ্ঞানে স্যাদুত্তরোত্তরম্	এক আত্মনঃ...তূপলব্ধিবৎ ৩।৩।৫৫-৫৬	৩৫শ
সুরেশ্বরৈঃ বিষ্ণুরুপাস্যঃ জ্ঞেয়ঃ	অঙ্গেষু...শ্রুতেশ্চ ৩।৩।৬৩-৬৬	৪১শ
সুরেশ্বরৈঃ বিষ্ণুরুপাস্যঃ জ্ঞেয়ঃ উপাস্যঃ	ন.. দর্শনাচ্চ ৩।৩।৬৭-৬৮	৪২শ
ব্রহ্মণা হ্যখিলৈগু´ণৈঃ বিষ্ণুরুপাস্যঃ জ্ঞেয়ঃ	উপসংহারো...তদপি ৩।৩।৬-৯	২য়
ব্রহ্মণা হ্যখিলৈগু´ণৈঃ বিষ্ণুরুপাস্যঃ জ্ঞেয়ঃ	সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ৩।৩।১১	৪র্থ
যথাক্রমং মানুষৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ বহুগুণৈর্ব্রহ্মণা হ্যখিলৈগু´ণৈঃ বিষ্ণুঃ উপাস্যঃ জ্ঞেয়ঃ	প্রাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ৩।৩।১০	৩য়
ঐ	আধ্যানায়...আত্মশব্দাচ্চ ৩।৩।১৫-১৬	৮ম
ঐ	আত্মঃ...উত্তরাৎ ৩।৩।১৭	৯ম
ঐ	অন্বয়াৎ...অবধারণাৎ ৩।৩।১৮	১০ম
ঐ	ন বা...দর্শয়তি চ ৩।৩।২২-২৩	১৩শ
ঐ	পুরুষ...অনাম্নানাৎ ৩।৩।২৫	১৫শ
যথাক্রমং বহুগুণৈরখিলৈগু´ণৈঃ উপাস্যঃ	কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ৩।৩।১৯	১১শ
ঐ	সমান...অন্যত্রাপি ৩।৩।২০-২১	১২শ
গুণৈঃ (সদা) উপাস্যঃ	হানৌ . হ্যন্যে ৩।৩।২৭-২৮	১৭শ
সর্ব্বৈগু´ণৈরুপাস্যঃ	ছন্দতঃ...লোকবৎ ৩।৩।২৯-৩১	১৮শ
সর্ব্বৈরুপাস্যঃ	অনিয়ম...অনুমানাভ্যাম্ ৩।৩।৩২	১৯শ
মানুষৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ ব্রহ্মণা উপাস্যঃ বিষ্ণুঃ	ইয়দামননাৎ.. উপদেশান্তরবৎ ৩।৩।৩৫-৩৭	২১শ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
মানুষৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ ব্রহ্মণা। উপাস্যঃ বিষ্ণুঃ	ব্যতিহারো…ইতরবৎ ৩।৩।৩৮	২২শ
ঐ	সৈব হি সত্যাদয়ঃ ৩।৩।৩৯	২৩শ
উপাস্যঃ বিষ্ণুঃ (শ্রীতত্ত্বেন)	কামাৎ…আয়তনাদিভ্যঃ ৩।৩।৪০-৪২	২৪শ
সর্ব্ববেদৈশ্চ সর্ব্বৈরপি যথাবলং জ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ	সর্ব্ববেদান্ত…দর্শয়তিব ৩।৩।১-৫	১ম
সর্ব্বৈরপি যথা বলং জ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ	তন্নির্দ্ধারণার্থ…ফলম্ ৩।৩।৪৩	২৫শ
ঐ	প্রদানবৎ…অতিদেশাচ্চ ৩।৩।৪৪-৪৭	২৬শ-২৮শ
ঐ	অনুবন্ধাদিভ্যঃ ৩।৩।৫১	৩১শ
ঐ	পরেণ…অনুবন্ধঃ ৩।৩।৫৪	৩৪শ
সর্ব্বৈরপি যথাবলং জ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ	বিদ্যৈব দর্শনাচ্চ ৩।৩।৪৮-৪৯	২৯শ
ঐ	শ্রুত্যাদি…বাধঃ ৩।৩।৫০	৩০শ
বিশেষস্তু জ্ঞানে স্যাদুত্তরোত্তরম্	প্রজ্ঞান্তর…তদুক্তম্ ৩।৩।৫২	৩২শ
ঐ	ন সামান্যাৎ…লোকাপত্তিঃ ৩।৩।৫৩	৩৩শ

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

চতুর্থঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
সর্ব্বেঽপি...ন সংশয়ঃ	পুরুষার্থঃ...দর্শনম্ ৩।৪।১-৯	১ম
ঐ	এবং...তদবস্থাবধৃতেঃ ৩।৪।৫১	১১শ
জ্ঞানাৎ যথাক্রমম্ ; (পূর্ব্বপাদোক্ত) সর্ব্ববেদৈশ্চ সর্ব্বৈরপি জ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ	অসার্ব্বত্রিকী ..অধ্যয়নমাত্রবতঃ ৩।৪।১০-১২	২য়
ঐ	নাবিশেষাৎ ৩।৪।১৩	৩য়
(পূর্ব্বপাদোক্ত) সর্ব্বৈঃ জ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ	সর্ব্বথাপি...উভয় লিঙ্গাৎ ৩।৪।৩৪-৪০	৫ম
ঐ	ন চাধি...আচারাচ্চ ৩।৪।৪১-৪৩	৬ষ্ঠ
ঐ	অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ৩।৪।৪৯	৯ম
ন লিপ্যতে...যথাক্রমম্	স্তুতয়ে...সহকারিত্বেন চ ৩।৪।১৪-৩৩	৪র্থ
নৃণাং সুরাণাং...যথাক্রমম্	স্বামিনঃ...বিধ্যাদিবৎ ৩।৪।৪৪-৪৬	৭ম
সুরাণাং ..কল্পতং	কৃৎস্ন...উপদেশাৎ ৩।৪।৪৭-৪৮	৮ম
(৪র্থ অঃ ১ম পাঃ পরপাদোক্ত) তেনযাত্যপরোক্ষতাম্	ঐহিকম্...তদ্দর্শনাৎ ৩।৪।৫০	১০ম

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
নিত্যমুপাসনং কার্য্যং	আবৃত্তি ..লিঙ্গাচ্চ ৪।১।১-২	১ম
আদাতেত্যেবং...আপদ্যপি	আত্মেতি...গ্রাহয়ন্তি চ ৪।১।৩	২য়
আদাতেত্যেবং...কার্য্যম্	ন প্রতীকেন হি সঃ ৪।১।৪	৩য়
বিষ্ণুর্ব্রহ্মেত্যেবং নিত্যমুপাসনং কার্য্যমাপদ্যপি	ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ ৪।১।৫	৪র্থ
আদাতেতি	আদিত্যাদি ..উপপত্তেঃ ৪।১।৬	৫ম
নিত্যমুপাসনং কার্য্যম্	আসীনঃ...তত্রাবিশেষাৎ ৪।১।৭-১১	৬ষ্ঠ
নিত্যং উপাসনং কার্য্যম্	আপ্রায়ণাৎ...দৃষ্টম্ ৪।১।১২	৭ম
প্রারব্ধকর্ম্মণঃ...ভোগতঃ	তদধিগম...সম্পদ্যতে ৪।১।১৩-১৯	৮ম

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
উত্তরেষূক্তরেষ্বেবং ..বহির্বৈব বা	বাঙ্মনসি...অনু ৪।২।১-২	১ম
ঐ	তন্মনঃ...উত্তরাৎ ৪।২।৩	২য়
ঐ	ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ৪।২।৫	৪র্থ
ঐ	নৈকস্মিন্...হি ৪।২।৬	৫ম

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
বায়ুর্বিষ্ণুং প্রবিশ্যৈব তদন্তর্ব্বহিরেব বা ভোগান্ ভুঞ্জতে	সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ৪।২।৪	৫ম
উত্তরেষূত্তরেষ্বেবং ভূঞ্জতে বায়ুর্ব্বিষ্ণুং প্রবিশ্যৈব	তানি পরে তথা হ্যাহ ৪।২।১৫	৭ম
বায়ুং বিমুক্তিগাঃ, বায়ুর্বিষ্ণুং...উত্তরোত্তরম্	অবিভাগো বচনাৎ ৪।২।১৬	৮ম
বায়ুং বিমুক্তিগাঃ বায়ুর্বিষ্ণুং প্রবিশ্য (শ্রীদেব্যাঃ প্রবেশাভাবঃ)	স্মর্য্যতে ৪।২।৭-১৪	৬ষ্ঠ
উৎক্রম্য...যান্তি	তদোকোগ্র ..দক্ষিণে ৪।২।১৭-২১	৯ম
উৎক্রম্য...সুরাঃ	যোগিনঃ...চৈতে ৪।২।২২	১০ম

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

তৃতীয়ঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
অর্চ্চিরাদি পথা...সহামুনা	অর্চ্চিরাদিনা তৎ প্রথিতেঃ ৪।৩।১	১ম
ঐ	বায়ুশব্দাৎ...বিশেষাভ্যাম্ ৪।৩।২	২য়
ঐ	তড়িতঃ.. সম্বন্ধাৎ ৪।৩।৩	৩য়
ঐ	আতিবাহিক...সিদ্ধেঃ ৪।৩।৪-৫	৪র্থ
তেন জনার্দ্দনং যান্তি	বৈদ্যুতেনৈব তচ্ছ্রুতেঃ ৪।৩।৬	৫ম
তেন জনার্দ্দনং যান্তি.. সহামুনা	কার্য্যং...দর্শয়তি ৪।৩।৭-১৬	৬ষ্ঠ

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
যথাসঙ্কল্পভোগাশ্চ চিদানন্দশরীরিণঃ	সম্পদ্যাবিহায় স্বেন শব্দাৎ ৪।৪।১	১ম
চিদানন্দশরীরিণঃ	মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ ৪।৪।২	২য়
(পূর্ব্বপাদোক্ত) জনার্দ্দনম্	আত্মাপ্রকরণাৎ ৪।৪।৩	৩য়
(পূর্ব্বপাদোক্ত সহামুনা) যথাসঙ্কল্পভোগাশ্চ	অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ ৪।৪।৪	৪র্থ
(পূর্ব্বপাদোক্ত অমুনা) যথাসঙ্কল্প ভোগাশ্চ চিদানন্দশরীরিণঃ	ব্রাহ্মেণ ..বাদরায়ণঃ ৪।৪।৫-৭	৫ম
যথাসঙ্কল্পভোগাঃ	সঙ্কল্পাদেব চ তচ্ছ্রুতেঃ ৪।৪।৮	৬ষ্ঠ
জগৎস্থষ্ট্যাদিবিষয়ে মহাসামর্থ্যমপ্যাতে, যথেষ্টশক্তিমন্তশ্চ	জগদ্ব্যাপার...দর্শয়তি ৪।৪।১৭-২০	৯ম
বিনা স্বাভাবিকোত্তমান্ অনন্তবশগাশ্চৈব	অতএব চানন্যাধিপতিঃ ৪।৪।৯	৭ম
বৃদ্ধিহ্রাসবিবর্জ্জিতাঃ	স্থিতিমাহ...লিঙ্গাচ্চ ৪।৪।২১-২২	১০ম
দুঃখাদিরহিতাঃ	আবিষ্কৃতং হি ৪।৪।১০-১৬	৮ম
নিত্যং মোদন্তেঽবিরতং সুখম্	অনাবৃত্তিঃ...শব্দাৎ ৪।৪।২৩	১১শ

অণুভাষ্যের শ্লোক-সংখ্যা ও পৃষ্ঠা, অণুভাষ্যের বঙ্গানুবাদের পৃষ্ঠা, তত্ত্বমঞ্জরী টীকার পৃষ্ঠা, তত্ত্বমঞ্জরী বঙ্গানুবাদের পৃষ্ঠা, অধিকরণ-সংখ্যা ও ব্রহ্মসূত্র-সংখ্যার সূচী

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

অঃ ভাঃ শ্লোঃ সং ও পৃঃ	অঃ ভাঃ বং পৃঃ	তঃ মঃ টীঃ পৃঃ	তঃ মঃ বং পৃঃ	অধিঃ সং	ব্রঃ সূঃ সং
১|১	২	৪-১৯	২৬-৪৯	১-৮	১|১|১-৩২
২|১	২	১৯-২৪	৪৯-৫৬	৯-১২	১|১|২৩-৩১
দ্বিতীয়ঃ পাদঃ					
৩|৫৭	৫৭	৫৮-৬৯	৬৯-৮৭	১-৭	১|২|১-৩২
তৃতীয়ঃ পাদঃ					
৪|৮৮	৮৯	৮৯-১১১	১১১-১৪২	১-১৩	১|৩|১-৪২
৫|১৪২	১৪২	১৪২-১৪৪	১৪৪-১৪৬	১৪	১|৩|৪৩
চতুর্থঃ পাদঃ					
৬-৭|১৪৭	১৪৮	১৪৮-১৬০	১৬১-১৭৯	১-৭	১|৪|১-২৯

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

অঃ ভাঃ শ্লোঃ সং ও পৃঃ	অঃ ভাঃ বঃ পৃঃ	তঃ মঃ টীঃ পৃঃ	তঃ মঃ বং পৃঃ	অধিঃ সং	ব্রঃ সূঃ সং
১।১৮০	১৮১	১৮১-১৮৪	১৮৪-১৮৯	১-২	২।১।১-৫
২।১৮৯	১৮৯	১৮৯-১৯২	১৯২-১৯৬	৩-৪	২।১।৬-১৩
৩।১৯৬	১৮৯	১৯৯-১৯২	১৯২-১৯৬	৩-৪	২।১।৬-১৩
৩।১৯৬	১৯৬	১৯৭-২০৩	২০৩-২১৩	৫-১১	২।১।১৪-৩৮

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

৪।২১৪	২১৫	২১৫	২১৬	১-১২	২।২।১-৪৫

তৃতীয়ঃ পাদঃ

৫।২১৭	২১৮	২১৮-২২৯	২২৯-২৪৫	১-১৯	২।৩।১-৫৩

চতুর্থঃ পাদঃ

৬-৭।২৪৬	২৪৬-২৪৭	২৪৭-২৫৬	২৫৭-২৭০	১-১৭	২।৪।১-২৩

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

অঃ ভাঃ শ্লোঃ সং ও পৃঃ	অঃ ভাঃ বঃ পৃঃ	তঃ মঃ টীঃ পৃঃ	তঃ মঃ বং পৃঃ	অধি সং	ব্রঃ সূঃ সং
১।২৭১	২৭১	২৭২-২৮১	২৮১-২৯৫	১-২০	৩।১।১-২৯

অন্যথান্তঃস্থ ইত্যেবাবক্ষ্যৎ। তেন ভেদসূত্রার্থোঽপি দর্শিতঃ। এবং শ্রুতয়স্তু বিষ্ণুপরা ইতি ভাবঃ।

ন চেন্দ্রাদিষু যোগরূঢ়িভ্যাং প্রবৃত্তানাং তাসাং হরাব-মুখ্যত্বেতি বাচ্যম্। পরমৈশ্বর্য্যাদের্বিষ্ণৌ নিরবধিকত্বেনান্যগত-প্রবৃত্তিনিমিত্তস্যাপি বিষ্ণ্বধীনত্বাচ্চেত্যাহ—সর্ব্বগুণত্বতঃ ইতি, সর্ব্বে গুণা যস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা ইন্দ্রাদিতত্তচ্ছব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্ত-সর্ব্বগুণত্বাৎ, সর্ব্বং গুণভূতং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্বস্বাতন্ত্র্যাচ্চ বিষ্ণোরিত্যর্থঃ। মহাযোগোক্ত্যা বিদ্বদ্রূঢ়িরপি দর্শিতা—"বিদ্বদ্রূঢ়ির্বৈদিকী স্যাৎ সা যোগাদেব লভ্যতে" ইত্যুক্তেঃ। "ইন্দ্রং মিত্রং যমিন্দ্রং স প্রথমঃ সঙ্কতিস্তথা। নামধাঃ সর্ব্বদেবা-নামেক ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ" ইত্যনুভাষ্যোক্ত্যাদিনা "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ" ইতিপ্রয়োগবাহুল্যাদ্রূপরূঢ়েঃ শ্রৌতত্বাচ্চেতি। নমু কথং সর্ব্বগতস্যাপি বিষ্ণোরল্পদেশে চন্দ্রাদ্যন্তরবস্থানম্। ন হি সর্ষপান্তর্ব্যাপ্তস্যাবস্থানং সম্ভবদুক্তিকমিত্যতোঽপি 'অন্তরঃ' ইতি; 'খবৎ' ইতীহাপ্যন্বেতি। খবৎ আকাশবৎ, অন্তরোঽন্তঃস্থঃ। যথা ব্যাপ্তোঽপ্যাকাশ একদেশে বর্ত্ততে তথা বিষ্ণুরপীত্যর্থঃ। তদুক্তং সপ্তমস্কন্ধে—"কোঽতিপ্রয়াসোঽসুরবালকা হরেরুপাসনে স্বে হৃদি ছিদ্রবৎ সতঃ" ইতি। এতচ্চ লিঙ্গপাদীয়াদ্যনয়ে "নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ" ইতি সূত্রে ব্যুৎপাদ্যমপীহ শিষ্যহিতায় প্রসঙ্গাদুক্তম্। বিবৃতঞ্চৈতদ্ বৈশেষিকনয়ানুভাষ্যে "মহতোঽল্পত্ব-মপি হি ব্যোমবৎ প্রাহ বেদবিৎ। যত্ত্বল্পদেশসংস্থানং ন

সর্ব্বত্রাপি নো ভবেৎ॥ স্থিতস্য হৃন্নদেশেষু সর্ব্বগত্বং ভবেদ্-ধ্রুবম্।" ইত্যাদিনেতি। এতেন "ব্যোমবৎ" ইত্যুক্তমন্যত্রাপ্যনুসন্ধেয়মিত্যুক্তং ভবতি।

নন্বথাপি ন পূর্ণানন্দো বিষ্ণুরিতি যুক্তম্; তৎপ্রকরণে "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" ইত্যাকাশস্য নিরুপপদানন্দপদেন পূর্ণানন্দোক্তেস্তস্যৈবাকাশস্য ছান্দোগ্যে প্রথমেঽধ্যায়ে "অস্য লোকস্য কা গতিরিতি ? আকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে" ইত্যাদিবাক্যে পৃথিবীগতিপ্রশ্নবিষয়ত্বেন বায্বাদিভূতকারণত্বেন চ শ্রুততয়া লোকপ্রসিদ্ধ্যা চ ভূতাকাশত্বাদিতাতঃ প্রাপ্তম্—(২২) "ওঁ আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি। তদর্থঃ—খবদিতি; অন্তর ইত্যস্তি। স চাবকাশবাচা সন্ পূর্ব্ববদর্শ আদ্যচ্প্রত্যয়ান্তঃ। বিষ্ণুঃ খবদাকাশবদন্তরোঽবকাশবান্। "যথাকাশঃ প্রাণিসঞ্চারাদ্যনুকূলবিবরত্বশব্দিতাবকাশবাংস্তথা বিষ্ণ্বাখ্যাকাশঃ আকাশনমবকাশঃ" ইতি সুধোক্তদিশাকাশপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তভূতবিবরত্বশব্দিতপ্রাণিসঞ্চারানুকূলাবকাশবান্। "সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং দেবং মাং জ্ঞাতুমর্হসি" ইতিনবনগাতাভাষ্যোক্তেঃ নিরবধিকাকাশশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তবানিত্যর্থঃ; যদ্বা, খবৎ অন্তরো বিবরঃ প্রাণিসঞ্চারানুকূল ইত্যর্থঃ। উক্তমেব তাৎপর্য্যম্। শব্দান্তরনিমিত্তস্যাপ্যুপলক্ষণমিদম্। তথান্যবস্তুষু প্রসিদ্ধৈরাকাশাদ্যধিভূতগতৈঃ সর্ব্বৈঃ শব্দৈরেকো বিষ্ণুরেবোচ্যতে, ন তু ভূতাকাশাদিস্তদর্থঃ। অবকাশদাতৃত্বাদের্বৈষ্ণবত্বে তচ্ছব্দানাং বৈষ্ণবত্বাবশ্যম্ভাবাদিতি ভাবঃ কুতঃ ? সর্ব্বগুণত্বতঃ—তস্য "স

এষ পরো বরীয়ানুদ্‌গীথঃ স এষোঽনন্তঃ কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ" ইত্যাদিসর্ব্বগুণবত্ত্বাৎ ভূতে তদযোগাদিত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি মুখ্যবৃত্তিরুক্তা। সা কেন নিমিত্তেনেত্যতোঽপি প্রাগুক্ত-মাকাশপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তবত্ত্বমুপলক্ষণমিতি ভাবেনাহ—সর্ব্বগুণত্বতঃ ইতি, তচ্ছব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তাবকাশ-দাতৃত্বাদিসর্ব্বগুণবত্ত্বাদন্যগত-প্রবৃত্তিনিমিত্তং প্রতি স্বাতন্ত্র্যাচ্চেত্যর্থঃ। আকাশাদিশব্দানাং বিষ্ণৌ যৌগিকত্বদ্যোতনায়ান্তর ইত্যুক্তিঃ। খেঽপি তচ্ছব্দ-প্রবৃত্তিহেতুরয়মেবেতি দ্যোতনায় খবদিত্যুক্তিঃ।

নন্বথাপি ন পূর্ণানন্দো বিষ্ণুরিতি যুক্তম্; "তদ্বৈ ত্বং প্রাণোঽভবঃ মহান্ ভোগঃ প্রজাপতেঃ" ইতি শ্রুতৌ প্রাণস্যৈব মহাভোগশব্দিতপূর্ণানন্দত্বোক্তেঃ প্রাণপদস্য চ প্রসিদ্ধ্যা মুখ্য-প্রাণপরত্বাৎ। ন হি দ্বয়োঃ পূর্ণানন্দত্বং যুক্তং বিরোধাদিত্যতঃ প্রাপ্তম্—(২৩) "ওঁ অতএব প্রাণঃ" ইতি। তদর্থঃ—প্রণেতেতি প্রণেতা জীবনহেতুঃ; উপলক্ষণমেতৎ, প্রণেত্রাদিরেকো মুখ্যো বিষ্ণুরেব। তথা চ প্রাণ ইত্যাদ্যৈরধ্যাত্মগৈরন্যাস্বপি প্রসিদ্ধৈঃ সর্বৈঃ শব্দৈর্বিষ্ণুরেবোচ্যতে; ন তু মুখ্যপ্রাণাদিঃ। কুতঃ? সর্ব্ব-গুণত্বতঃ—"হ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যৌ" ইতি "ভর্ত্তাসন্ ভ্রিয়মাণঃ" ইতি হ্রীশব্দিতশ্রীপতিত্বলক্ষ্মীপতিত্ববিশ্বভর্ত্তৃত্বাদ্যেতৎপ্রকরণস্থ-সর্ব্বগুণবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। কেন নিমিত্তেনোচ্যতে? আহ—সর্ব্ব-গুণত্বত ইতি। "যদ্দেবান্ প্রাণয়ো ন বা", ইতিবাক্যশেষোক্তনব-দেবোপলক্ষিতসর্ব্বপ্রাণিজীবনহেতুত্বাদিরূপগুণত্বাদন্যগতং প্রতি স্বাতন্ত্র্যাচ্চেত্যর্থঃ। অত্র প্রাণ ইতিবাচ্যে প্রণেতেতি তদর্থোক্তিঃ।

প্রাণপদস্য রূঢ়ৌ যৌগিকত্বস্য এক ইত্যুক্তিঃ প্রবৃত্তিহেতো-র্মুখ্যত্বস্য সূচনায়।

নন্বথাপি পূর্ণানন্দো বিষ্ণুরিতি ন যুক্তম্; "যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্" ইত্যানন্দময়ধর্ম্মস্য গুহানিহিতত্বস্য "জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ" ইতিশ্রুতৌ জ্যোতিষ্যুক্তেঃ জ্যোতিঃশব্দস্য "ত্বামিগ্নে" ইত্যগ্নিসাহচর্য্যেণাগ্নিসূক্তস্থত্বেন চাগ্নিপরত্বাৎ। ন হি দ্বয়োঃ স্বাতন্ত্র্যেণ সর্ব্বপ্রেরকত্বাদিনা হৃদয়গুহাস্থত্বং যুক্তমিত্যত আহ—(২৪) "ওঁ জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ" ইতি। তদর্থঃ—'জ্যোতি-রিত্যাদ্যৈঃ প্রসিদ্ধৈরন্যবস্তুষু। উচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বগুণত্বতঃ॥' জ্যোতিরিত্যাদ্যৈঃ সর্ব্বসূক্তগতৈরন্যবস্তুষু প্রসিদ্ধৈঃ সর্ব্বশব্দৈরেকো বিষ্ণুরেবোচ্যতে; ন ত্বগ্ন্যাদিঃ। কুতঃ? সর্ব্ব-গুণত্বতঃ— কর্ণচক্ষুর্মনোবিদূরত্বোক্ত্যভিপ্রেতাপরিচ্ছিন্নবৈভবরূপ-সর্ব্বগুণত্বাদিত্যর্থঃ। কেন নিমিত্তেনেত্যতোঽপি—সর্ব্বগুণত্বতঃ—"স্বয়ংজ্যোতিষ্ট্বাদ্ ভগবতঃ" ইতি পঞ্চমগীতাভাষ্যোক্তদিশা প্রকাশরূপত্বাদিরূপজ্যোতিষ্ট্বাদিতচ্ছব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তসর্ব্বগুণত্বাদস্য-গতং প্রতি স্বাতন্ত্র্যাচ্চেত্যর্থঃ।

নন্বগ্নিসূক্তস্থং জ্যোতির্বিষ্ণুরিত্যযুক্তম্; অস্যৈব জ্যোতিষঃ "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে" ইতি ছান্দোগ্যে তৃতীয়েঽধ্যায়ে শ্রবণাত্তস্য চ "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্" ইত্যুপক্রমেণ গায়ত্রীত্বাৎ। ন হি তস্যাপি বিষ্ণুত্বে গায়ত্রীবাগাদ্যন্যত্র প্রসিদ্ধশব্দোক্তৌ প্রয়োজনমস্তি। জ্যোতিঃশব্দপ্রস্তুতে "তেজো বৈ ব্রহ্মবর্চ্চসং গায়ত্রী" ইতি তৎপর্য্যায়স্য তেজঃশব্দস্যোক্তেঃ।

অতঃ উক্তমযুক্তমিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (২৫-২৭) "ওঁ ছন্দোঽভিধানাৎ" ইত্যাদি সূত্রত্রয়ম্। তস্যাপ্যর্থঃ—জ্যোতিরিত্যাদ্যৈরিতি। অগ্ন্যাদি-সূক্তোপনিষদ্গতজ্যোতিস্তৎসহশ্রুতগায়ত্রী প্রভৃতিভিশ্চাখিবেদ-গতৈরন্যবস্তুষু প্রসিদ্ধৈঃ সর্ব্বৈঃ শব্দৈরেকো বিষ্ণুরেবোচ্যতে; ন তু ছন্দোবিশেষাদিঃ। কুতঃ? সর্ব্বগুণত্বতঃ—"গায়তি চ ত্রায়তি চ" ইতি, "এতামেব নাতিশয়ন্তে," "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যাদিনোক্তেতৎপ্রকরণস্থসর্ব্ববেদোচ্চা-রণাখিলপালনরূপগানত্রাণকর্ত্তৃত্ব-সর্ব্বোত্তমত্ব-ভূতাদিপাদত্বাদিসর্ব্ব-গুণত্বাদিত্যর্থঃ। কেন নিমিত্তেন? সর্ব্বগুণত্বতঃ—গায়ত্রী-বাগাদ্যধিদৈবগততত্তচ্ছব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তগুণবত্ত্বাদন্যগতং প্রবৃত্তিহেতুং প্রতি স্বাতন্ত্র্যাচ্চেত্যর্থঃ। তেনৈবাত্র সর্ব্বনয়েষ্বপীন্দ্রাকাশপ্রাণ-জ্যোতির্গায়ত্রীবাগিত্যাদিশব্দানাং বিষ্ণ্বর্থত্বে বিষ্ণৌ লোকতোঽ-প্রসিদ্ধানামন্যত্র রূঢ়ানাং শ্রুতিষু প্রয়োগে প্রয়োজনং নাস্তীত্যপি নিরস্তম্; যতস্তত্তচ্ছব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তগুণবত্ত্বাৎ। নিমিত্ততাদৃশ-সর্ব্বগুণলাভার্থমিতি যাবৎ। সর্ব্বেগুণিসামান্যাধিদৈবাধিভূতা-ধ্যাত্মগতসূক্তস্থাখিবেদগতৈঃ শব্দৈর্বিষ্ণুরেবোচ্যতে। ন চ গুণ-লাভো ব্যর্থ ইত্যপি শঙ্ক্যম্। সর্ব্বগুণত্বতঃ—আদ্যসূত্রাভিমত ব্রহ্মশব্দোক্ত প্রধানলক্ষণভূতসমস্তগুণবত্ত্বসিদ্ধ্যর্থত্বাৎ; অধিকারিণাং স্বযোগ্যগুণপূর্ত্ত্যে উপাসনার্থত্বাচ্চ।

নমু চোপক্রমস্থগায়ত্রীশব্দেন তদুপরিশ্রুতজ্যোতিঃপদেন চ বিষ্ণুরেক এবোচ্যত ইত্যযুক্তম্। "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি, "দিবঃ পরো জ্যোতিঃ" ইতি দ্যুস্থত্ব-দিবঃপরত্বয়োরুক্ত্যা

তয়োর্ভিন্নত্বাদিতি ন শঙ্কাম্। সর্ব্বগুণত্বতঃ—বিষ্ণোরেকস্যৈব দ্যুস্থত্বদিবঃপরত্বগুণবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। ত্রিলোকবিবক্ষায়াং লক্ষযোজনোন্নতান্তরিক্ষাদুপরিস্থিতানামনন্তাসন শ্বেতদ্বীপ-বৈকুণ্ঠানাং দ্যুত্বেন তত্র স্থিতবাসুদেব-নারায়ণ-বৈকুণ্ঠাখ্যবিষ্ণুরূপাণাং দ্যুস্থত্বস্য, পৃথিব্যাং দ্যৌর্মহামেরুরাকাশে সূর্য্যমণ্ডলম্। দিবীন্দ্রসদনং চৈব তৎপরে তু দিবঃ পরঃ॥” ইতি স্মৃত্যা ক্রমান্মেরুবাদিভ্য উন্নতেম্বনন্তাসনাদিষু স্থিতানাং দিবঃপরত্বস্য চ সম্ভবাৎ। নম্বেবমপি “ব্যাত্মকেভ্যশ্চ সর্ব্বেভ্যো বৈকুণ্ঠশ্চোচ্চ উচ্যতে” ইত্যুক্ত স্বর্গাদিসর্ব্বদ্যুপরত্বং বৈকুণ্ঠস্য নোক্তং স্যাদিতি চেত্তর্হি সপ্তলোকবিবক্ষয়া দ্যুপরত্বমস্তু। এবঞ্চ সর্ব্বদ্যুপরত্বসিদ্ধিঃ। তথাগ্নিসূক্তস্থং ছান্দোগ্যস্থঞ্চ জ্যোতির্বিষ্ণুরেক এবেত্যপি সমাহিতং বোধ্যম। সর্ব্বগুণত্বতঃ কর্ণাদিবিদূরত্ব-দ্রষ্টৃত্ব-শ্রোতৃত্বাদিসর্ব্বগুণত্বাদিত্যর্থঃ। সূত্রে শ্রুতকর্ণাদিবিদূরত্বগুণেঽপি হরৌ ছান্দোগ্যে “তদেতদ্ দৃষ্টঞ্চ শ্রুতঞ্চ” ইত্যুক্তদৃষ্টত্বাদেঃ স্বধোক্তদিশাঽধিষ্ঠানত্বারোপপত্তেরিতি। প্রাণপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তগুণলাভস্য প্রণেতেত্যনেনৈবোক্তত্বাৎ “প্রাণস্তথা” ইত্যেতদর্থসংগ্রহো ন কৃতঃ।

যদ্বা, নম্বথাপি প্রণেতা বিষ্ণুরিত্যযুক্তম্; “চক্ষুঃ শ্রোত্রং মনো বাক্ প্রাণ”ঃ ইত্যৈতরেয়ে শ্রুতস্য প্রাণশব্দিতস্য প্রণেতুশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়সহপাঠেন্দ্রিয়সংবাদাদিনা মুখ্যপ্রাণস্য, “প্রাণো বা অহমস্মি” ইতি ইন্দ্রেণ আত্মনঃ প্রাণতাদাত্ম্যোক্তেরিন্দ্রস্য, “যচ্ছতং বর্ষাণি পুরুষায়ুষো ভবন্তি” ইতি জীবলিঙ্গেন জীবত্বস্য চাবগমাৎ বাক্যভেদেন ত্রিতয়পরত্বোপপত্তেশ্চেত্যত উক্তম্—

(২৮-৩১) "প্রাণস্তথানুগম্যাৎ" ইতি সূত্রচতুষ্টয়ম্। তদর্থঃ—'ইত্যাদ্যৈঃ প্রসিদ্ধৈরন্যবস্তুষু। উচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ সর্ব্বৈঃ সর্ব্বগুণত্বতঃ॥' ইতি। মুখ্যপ্রাণাদিরূপান্যপ্রাপকপ্রবললিঙ্গোপেতপ্রাণাদ্যৈঃ সর্ব্বৈরন্যবস্তুষু প্রসিদ্ধৈঃ শব্দৈরেকো বিষ্ণুরেবোচ্যতে, ন তু মুখ্যপ্রাণাদিরনেকঃ, যেন বাক্যভেদ আশ্রীয়েত। কুতঃ? সর্ব্বগুণত্বতঃ—"তং দেবাঃ প্রাণয়ন্তঃ তং দেবা ভূতিরিত্যুপাসাঞ্চক্রিরে তদয়ং প্রাণোঽধিতিষ্ঠতি" ইত্যাদিনোক্তৈতৎপ্রকরণস্থদেবোপাস্যত্ব-দেহাখ্যরথাধিষ্ঠাতৃত্বাদি-সর্ব্বগুণত্বাদ্ বিষ্ণোরিত্যর্থঃ। কেন নিমিত্তেনোচ্যতে? সর্ব্বগুণত্বতঃ—প্রাগুক্তদিশা সর্ব্বজীবনহেতুত্বাদিরূপপ্রাণাদি-তত্তচ্ছব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তগুণবত্ত্বাদন্যগতং প্রতি স্বাতন্ত্র্যাচ্চ। ন চান্যলিঙ্গবিরোধঃ। সর্ব্বগুণত্বতঃ—প্রাণসংবাদাদ্যন্যলিঙ্গরূপসর্ব্বগুণবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। প্রাণসংবাদাদিশতায়ুষ্ট্বরূপস্যেন্দ্রোক্তপ্রাণতাদাত্ম্যস্য চ তৎস্থিতান্তর্য্যামিণ্যুপপত্তেঃ। ন চ "উদাসীনবদাস্তাং তৌ কেশবশ্চাব্জসম্ভবৌ" ইতি স্মৃতিবিরোধঃ। সর্ব্বগুণত্বতঃ—অন্তর্য্যামিণঃ তদীয়প্রাণসংবাদাদি সর্ব্বগুণত্বাৎ। স্মৃতেস্তু ততো বাহ্যরূপবিষয়ত্বেনোপপত্তেরিতি। ন চান্তর্য্যাম্যুক্তির্ণাভিমতা। সর্ব্বগুণত্বতঃ—"স ইদং ব্রহ্মততম্" ইতি, "এতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত" ইতি, "ইত্যাহ মহিদাসঃ" ইতি ব্যাপ্তত্বান্তঃস্থত্ব-বহিষ্ঠত্ব-গুণবত্ত্বোক্তেরিত্যর্থঃ। ন চ ত্রিতয়োক্তির্ব্যর্থা। সর্ব্বগুণত্বতঃ—উপাসনার্থং সর্ব্বান্ ত্রিবিধাধিকারিণঃ প্রতি গুণত্বাদনুগুণত্বাদনুরূপত্বাদিতি। পাদার্থ-

মুপসংহরতি——ইত্যাদ্যৈরিতি। সমন্বিতপূর্ণানন্দাদিশব্দানাং ইত্যাদ্যৈরিতি পরামর্শঃ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং রাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

শ্রীমৎ হনুমান্, ভীম ও শ্রীমধ্বাচার্য্যের অন্তরস্থ রাম-কৃষ্ণ-বেদব্যাস-স্বরূপ লক্ষ্মীহয়গ্রীবকে নমস্কার।

যিনি সর্ব্বগুণপরিপূর্ণ, সকলদোষ-বিবর্জ্জিত ও ভক্তগণের অভীষ্টফল প্রদাতা, সেই শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণকে বন্দনা করিতেছি॥ ১॥

সংসারক্লেশসন্তপ্ত সজ্জনগণের রক্ষণপরায়ণ দয়ালু পুরুষগণই মহৎ অর্থাৎ মহাজনপদবাচ্য। আমি সেই মহাজন গুরুগণকে প্রণামপূর্ব্বক গুরুদেবকে (পাঠান্তরে, সরস্বতীকে) ভক্তি করিতেছি॥ ২॥

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের পারিষদগণও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, এই ব্রহ্মসূত্রগ্রন্থ অনেকার্থবিশিষ্ট, ইহার (ভবৎপ্রণীত) ভাষ্যও অতিশয় বিস্তৃত। আবার সংক্ষেপভাষ্যটীও (অনুব্যাখ্যানও) ভাষ্যের অনুরূপ বাক্যবিশিষ্ট বলিয়া অতি বিস্তৃত হওয়ায় আপনি (অল্পবাক্যে) অণুভাষ্য প্রণয়নপূর্ব্বক তাহাতে প্রভূত অর্থের সমাবেশ করিয়াছেন॥ ৩-৪॥

অতএব যদিও মাদৃশ ব্যক্তি অনেকার্থবিশিষ্ট এই অণুভাষ্যের বিবরণ প্রণয়নে অসমর্থ, তথাপি আমি নিজ জ্ঞানানুসারে ইহার যৎকিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করিতেছি॥৫॥

যাহাতে পাঠকগণের এই গ্রন্থ বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক (নিঃসন্দিগ্ধ) জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, আমি তদনুসারে সূত্রার্থ হৃদয়ে বিচার

করিয়াই এই ভাষ্যার্থ প্রকাশ করিতেছি। বিবেকী পুরুষগণ ইহার অর্থ অবগত হউন্ ॥ ৬ ॥

অনন্তবেদ সমূহ ইহলোকে তদধিকারী পুরুষগণের সর্ব্ববিধ সংসার-ক্লেশনিবৃত্তি ও পরমানন্দলাভের উপায়স্বরূপ ভগবজ্জ্ঞানোৎপাদনের জন্যই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীনারায়ণাবতার-শ্রীমদ্বেদব্যাস-কর্ত্তৃক বিরচিত ব্রহ্মসূত্রসমূহ উক্ত বেদসমূহের ইতিকর্ত্তব্যতাস্বরূপ অর্থাৎ ভগবজ্জ্ঞানের উৎপাদন বিষয়ে ব্যাপার বা দ্বারস্বরূপ। পরন্তু অন্যান্য ভাষ্যকারগণ ইহার অন্য প্রকার ব্যাখ্যা প্রকাশ করায় সূত্রগুলি বিফল-প্রায় হইয়াছে মনে করিয়া পূজ্যপাদ শ্রীমান্ আনন্দতীর্থ মুনি ইহার যথাযথ ব্যাখ্যাপ্রকাশে ইচ্ছুক হইয়া ভাষ্য ও অনু (সংক্ষেপ) ভাষ্য প্রণয়নপূর্ব্বক অণুভাষ্যও প্রণয়ন করিতে ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ অধ্যায়-চতুষ্টয়োক্ত গুণরাজি বিরাজিত ইষ্টদেবতা এবং গুরুদেবকে নমস্কারপূর্ব্বক অভীষ্ট গ্রন্থ প্রস্তুত বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছেন।

যথা—"সকল গুণ দ্বারা উদীর্ণ (পরিপূর্ণ), দোষবর্জ্জিত, জ্ঞেয় ও গম্য নারায়ণকে এবং গুরুগণকেও প্রণামপূর্ব্বক সূত্রার্থ কথিত হইতেছে।"

(অর্থ)—সকল অর্থাৎ আনন্দ, জ্ঞান প্রভা, বল, ঔদার্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি গুণদ্বারা পরিপূর্ণ; চিন্তা, সন্তাপ, পুণ্যাপাপলেপ, জন্ম ও মৃত্যু প্রভৃতি দোষ-বর্জ্জিত, সজ্জনগণ কর্ত্তৃক বৈরাগ্য ভক্তি, শ্রবণ, মনন এবং ধ্যানজন্য অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয়রূপে সম্পাদনীয়, অতএব সজ্জনগণকর্ত্তৃক জ্ঞানরূপ উপায় হইতে যিনি প্রাপ্যও হন, সেই শ্রীনারায়ণকে প্রণামপূর্ব্বক (সূত্রার্থ কথিত হইতেছে)। মূল শ্লোকস্থ "অপি" শব্দ বিশেষণসমূহের সমুচ্চয়বাচক। অতএব এস্থলে তাদৃশ সবিশেষ বস্তুই জ্ঞেয়রূপে বর্ণিত হওয়ায়, বিশিষ্ট বস্তু মূঢ়গণেরই উপাস্য,

পরন্তু মুমুক্ষুগণের শুদ্ধ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ বস্তুই জ্ঞেয়—ঈদৃশ পরমত নিরাকৃত হইল। 'গুরুগণকেও প্রণামপূর্ব্বক' এই স্থলে মূলশ্লোকস্থ 'চ'-শব্দটী গুরু ও দেবতার প্রণাম সমুচ্চয়-বোধক। অথবা মূলশ্লোকস্থ 'অপি'-শব্দটী টীকাকারের অভিপ্রায়ানুসারে গুরু ও দেবতা-বিষয়ক অভেদজ্ঞানে অরুচিসূচক। 'গুরুগণকে' এই পদে গুরুত্ব (গৌরব) হেতু বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীমধ্বকৃত গীতা-ভাষ্যের ব্যাখ্যায়ও বলা হইয়াছে যে,—'গৌরবহেতুই বহুবচনের প্রয়োগ হইয়াছে।' অথবা 'শাস্ত্রসমূহের জনক তাঁহাকেই' ইত্যাদি বাক্যে যেহেতু তাঁহার বহুপ্রকারে গুরুত্ব উপপাদিত হইয়াছে, সেই হেতুই 'গুরূন্' এই বহুবচনান্ত পদটী প্রকাশিত হইয়াছে—ন্যায়সুধার এই অভিপ্রায়ও জ্ঞাতব্য। 'সূত্রার্থ' অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রার্থ। এস্থলে 'নারায়ণ' এই উক্তিদ্বারাই তিনি জ্ঞানানন্দাদিরূপ বিগ্রহবিশিষ্টরূপে উপলব্ধ হওয়ায় (তাঁহার) বিগ্রহ থাকিলে দোষবর্জ্জিতত্ব অসম্ভব, পক্ষান্তরে বিগ্রহ না থাকিলে জ্ঞানাদিগুণপরিপূর্ণত্বও অযুক্ত—এইরূপ বিবাদ নিরস্ত হইল। 'আমার এই বিগ্রহ সদানন্দময়, অপ্রাকৃত এবং সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ বলিয়া আমি নারায়ণ শব্দে অভিহিত" গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্রীমাধ্ব-ভাষ্যে উদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এই বাক্যানুসারে এস্থলে 'সর্ব্বগুণদ্বারা উদীর্ণ' অর্থে সর্ব্বগুণোদীর্ণবিগ্রহই জ্ঞাতব্য। অথবা 'অহং চ তন্মাত্রম্' এই স্থলে যে ব্যাখ্যা করিবেন, তদনুসারে এস্থলে তাঁহাকে সর্ব্বগুণোদীর্ণ বলাতেই তদভিন্ন শ্রীবিগ্রহও সর্ব্বগুণোদীর্ণরূপে উপলব্ধ হইতেছেন। ইহার বিস্তৃত অর্থ টীকায় জ্ঞাতব্য।

সম্প্রতি আশঙ্কা হইতেছে যে, জীবসংজ্ঞক চৈতন্য ব্যতীত ব্রহ্ম-সংজ্ঞক অপর কোন চৈতন্যবিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় তাঁহার অভাব-হেতু তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা নিরর্থক। পক্ষান্তরে জীবচৈতন্যকেই

যদি ব্রহ্ম বলা হয়, তাহা হইলে ঈদৃশ ব্রহ্ম সর্ব্বদা আমাদের অহংজ্ঞানের বিষয়ীভূতরূপেই সিদ্ধ বলিয়া তাহা আর শাস্ত্রের বিষয় হইতে পারে না (কারণ, যে বস্তু অন্য কোনরূপে সিদ্ধ নহে, তাদৃশ বস্তুর সাধনের জন্যই শাস্ত্রের আবশ্যকতা হয়)। বিশেষতঃ ঈদৃশ জীবের জ্ঞান আমাদের সিদ্ধরূপে বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তাহাদ্বারা মুক্তির অদর্শনহেতু উহা নিষ্ফল বলিয়া তদ্‌বিষয়ে অধিকারী প্রভৃতিরও অভাব বশতঃ 'তদ্‌বিষয়ে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা কর' এই উপদেশ-বাক্যই অসঙ্গত। এ অবস্থায় ব্রহ্মসূত্রকার বলিতেছেন—(১) "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"। ইহার ব্যাখ্যা বলিতেছেন—বিষ্ণুই বিজিজ্ঞাস্য—'বিষ্ণুই' অর্থাৎ দেশ, কাল ও গুণসমূহকর্ত্তৃক অপরিচ্ছেদরূপ ব্যাপকতাশালী বিষ্ণুসংজ্ঞক ভগবান্‌ই 'বিজিজ্ঞাস্য' অর্থাৎ সূত্রোক্ত 'অথ' ও 'অতঃ' এই পদদ্বয়ে উক্ত অধিকারী এবং ফলবিশিষ্ট শ্রবণ, মনন ও ধ্যানরূপ জিজ্ঞাসা দ্বারা বিষয়ী কর্ত্তব্য অর্থাৎ বিষ্ণুবিষয়েই জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, পরন্তু জীববিষয়ে নহে। সুতরাং 'তদ্‌বিষয়ে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা কর'—এই উপদেশ-বাক্য অসঙ্গত হইল না। 'বিষ্ণু'শব্দস্থিত 'বিষ্‌'ধাতুর অর্থ—ব্যাপ্তি এবং 'ব্রহ্ম'শব্দস্থিত 'বৃহ্‌' ধাতুর অর্থ—বৃদ্ধি। সুতরাং শব্দদ্বয়ের অবয়বশক্তি-দ্বারাও 'বিষ্ণু' ও 'ব্রহ্ম' শব্দ সমানার্থক হওয়ায় শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মশব্দে তাদৃশ বিষ্ণুই প্রতীত হইতেছেন। শ্রুতিবাক্যেও "সেই বিষ্ণু এইরূপ বলিয়াছেন, তাঁহাকে ব্রহ্ম এই নামে অভিহিত করা হয়" এইরূপে উভয় শব্দের এক অর্থ উক্ত হইয়াছে। অতএব তাদৃশ ব্রহ্ম তদ্‌বিসদৃশ জীব হইতে ভিন্নত্ব-নিবন্ধন অহংজ্ঞানদ্বারা অসিদ্ধ। অথচ তিনি 'সগুণ কি নির্গুণ' এইরূপ বিবাদও আছে। সুতরাং তিনি শাস্ত্রের বিষয়ীভূত হইতে পারেন। আর তাদৃশ ব্রহ্মজ্ঞান হইতে মুক্তিকামী অধিকারী পুরুষের মুক্তিরূপ ফলও সম্ভবপর বলিয়া 'তদ্‌বিষয়ে বিশেষভাবে

জিজ্ঞাসা কর'—এই উপদেশ-বাক্য যুক্তিযুক্তই হইতেছে। সূত্রে 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এইরূপ কথিত হইয়াছে; সুতরাং তদনুসারে এস্থলেও 'বিষ্ণুর জিজ্ঞাসা' এইরূপই বলা উচিত ছিল। পরন্তু তাহা না বলিয়া 'বিষ্ণুই বিজিজ্ঞাস্য' এইরূপ ভিন্নক্রমে বলিবার কারণ এই যে. বিষ্ণুই' এইরূপ প্রথমান্ত নির্দ্দেশ করিলেই পরবর্ত্তী প্রথমান্তপদসমূহের সহিতও অন্বয় হইতে পারে। 'বিষ্ণুর' এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত নির্দ্দেশে তাহা হয় না। অথবা 'বিষ্ণু এইরূপ প্রথমান্ত পদটী অবশ্য বক্তব্য হওয়ায় তদনুরোধে ক্রিয়াপদটীও 'বিজিজ্ঞাস্য' এইরূপ কৃৎপ্রত্যয়ান্তই বলিতে হইল। পরন্তু 'তদ্‌বিষয়ে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা কর', 'আত্মাকে দর্শন ক'রবে', 'একমাত্র তাঁহাকেই অবগত হও' ইত্যাদি স্থলের ন্যায় তিঙন্ত বলা হইল না। অথবা 'সেই নারায়ণই পরমধ্যেয়বস্তু', 'নারায়ণ মহা জ্ঞেয়' 'আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসিতব্য' ইত্যাদি বাক্যের ক্রমানুসারে 'বিষ্ণুই বিজিজ্ঞাস্য'—এইরূপ প্রথমান্ত নির্দ্দেশ হইল। অথবা বিধেয় জিজ্ঞাসার বিষয়ীভূতরূপে ব্রহ্মপদটী অপ্রধান হইয়া পড়ায় উদ্দেশ্য জ্ঞানের বিশেষণরূপে তাঁহার প্রাধান্য-জ্ঞাপনের জন্য 'বিষ্ণুই বিজিজ্ঞাস্য'. এইরূপ প্রথমান্ত-নির্দ্দেশ হইয়াছে। অথবা সূত্রস্থ 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই ষষ্ঠীসমাসান্ত বাক্যে কর্ম্মকারকেই ষষ্ঠী-বিভক্তি হইয়াছে, 'শেষে ষষ্ঠী' হয় নাই—ইহা জ্ঞাপনের জন্যই 'বিষ্ণুই বিজিজ্ঞাস্য'—এইরূপ কর্ম্মবাচ্যে প্রথমান্ত নির্দ্দেশ হইল। সূত্রে' 'জিজ্ঞাসা' এইরূপ কথিত হইলেও এস্থলে 'বিজিজ্ঞাস্য' পদে 'বি' এই অতিরিক্ত উপসর্গটী "তদ্‌বিষয়ে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা কর"—এই শ্রুতির অনুসরণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অথবা জিজ্ঞাসাটী যে সূত্রস্থ 'অথ' শব্দোক্ত অধ্যয়নের শমদমাদিসম্পত্তিরূপ 'অধিকার' এবং জিজ্ঞাসাজাত জ্ঞান হইতে নিষ্পন্ন ভগবদনুগ্রহজনিত মুক্তিরূপ 'ফল'-

সমন্বিত, তাহার জ্ঞাপনের জন্যই 'বি' এই উপসর্গটী প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ব্রহ্ম'পদে 'বিষ্ণু' এইরূপ ব্যাখ্যাহেতু জীবাতিরিক্ত বিষয়ের সিদ্ধিবাক্যই যোগ্য অধিকারীর সম্বন্ধে তদ্বিষয়ক জ্ঞান এবং মুক্তিরূপ ফল সাধারণতঃ সিদ্ধ হইলেও তাদৃশ ফলটী যে জিজ্ঞাসা হইতেই জাত হয়, কর্ম্মাদিজাত নহে—ইহা এবং শূদ্রাদি ব্যতীত পুরুষগণেরই যে উক্ত জিজ্ঞাসায় অধিকার,—ইহা জ্ঞাপনের জন্য 'অথ' ও 'অতঃ' এই পদদুইটী অবশ্য বক্তব্য হইয়া পড়ায় 'বি' এই উপসর্গদ্বারা উহা বলা হইল। সুতরাং ইহাদ্বারা সূত্রের শ্রুতিবিরোধও পরিহৃত হইয়াছে। 'বিজিজ্ঞাস্য বিষ্ণু'—এইরূপ নির্দ্দেশ না করিয়া 'বিষ্ণুই বিজিজ্ঞাস্য'—এইরূপ নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমতঃ ধর্ম্মী অর্থাৎ বস্তুর সিদ্ধি হইলেই পশ্চাৎ তদ্গত ধর্ম্ম অর্থাৎ গুণের বিচার সম্ভবপর। অতএব প্রথমে বিষ্ণুরূপ ধর্ম্মীর উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ তদ্গত বিজিজ্ঞাস্যত্ব ধর্ম্মের উল্লেখ হইল। অথবা 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' এই ব্যাকরণ-সূত্রে যেরূপ বৃদ্ধি-শব্দটীর মঙ্গলসূচকত্ব-হেতু পূর্ব্বনির্দ্দেশ হইয়াছে, সেইরূপ এস্থলেও মঙ্গলার্থই বিষ্ণুশব্দটী প্রথমতঃ প্রযুক্ত হইয়াছে। অথবা প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিষ্ণুসংজ্ঞক বিষয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে বিজিজ্ঞাসা, তন্মধ্যে আবার তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদদ্বয়ে 'বি' শব্দোক্ত অধিকার বিচারিত হইবে, ঈদৃশ বিচারক্রমের সূচনার জন্যই 'বিষ্ণুই বিজিজ্ঞাস্য' —এরূপ ক্রমনির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরন্তু পুরাণাদি স্মৃতিগ্রন্থে 'অথ' ও 'অতঃ'—এই পদদ্বয়ের শব্দগত ও অর্থগত শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হওয়ায় ইহাদের প্রাধান্য সূচনার্থ সূত্রে প্রথম নির্দ্দেশ হইয়াছে। এস্থলে 'বিষ্ণু বিজিজ্ঞাস্য' এইবাক্যে—প্রধানরূপে বিষ্ণুই জিজ্ঞাস্য, এইরূপ অর্থ অভিমত বলিয়া "অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্" (অর্থাৎ "ব্রহ্মাদি অঙ্গদেবতার উপাসনা কোন বেদে কোন শাখায়ই নিষিদ্ধ

হয় নাই”) এই স্থত্রের সহিত বিরোধশঙ্কা হয় না ; কারণ অণুভাষ্যেও উক্ত হইয়াছে যে,—“তাঁহারা (ব্রহ্মশিবাদি দেবগণ) শ্রীবিষ্ণুর পরিবাররূপেই গ্রাহ্য ; পরন্তু মূল দেবতারূপে গ্রাহ্য নহেন।” অন্যত্রও—“সর্ব্ববিধ বর্ণ ও আশ্রমগত পুরুষগণকর্ত্তৃক সর্ব্বদা একমাত্র বিষ্ণুই পূজিত হন ; আর লক্ষ্মী ও ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহার পরিবার-রূপেই পূজিত হন”—এইরূপ বলা হইয়াছে। পুনরায় আশঙ্কা হয় যে,—‘ব্রহ্মশব্দ বৃহৎ, জাতি, জীব, কমলাসন, শব্দ ও রাশিবাচক’ এবং ‘সর্ব্বজীবই ব্রহ্ম’ ইত্যাদি বাক্যানুসারে ব্রহ্মশব্দ জীবই রূঢ় দৃষ্ট হইতেছে। স্থতরাং রূঢ়িত্যাগ করিয়া বিষ্ণুরূপ যৌগিক-অর্থ-গ্রহণের কোনরূপ কারণ নাই। আর ‘যাঁহা হইতে এই ভূতগণ জাত হইতেছে’ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মলক্ষণস্বরূপ বিশ্বকর্ত্তৃত্ব-ব্যাপার অদৃষ্টদ্বারা জীবেও সম্ভব হইতে পারে। অতএব ব্রহ্মশব্দের বিষ্ণুরূপ অর্থপর পূর্ব্বোক্ত বাক্য সঙ্গত নহে। এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য সূত্র বলিতেছেন—(২) ‘জন্মাদ্যস্য যতঃ”। ইহার অর্থ বলিতেছেন—‘সর্ব্বকর্ত্তা’ অর্থাৎ বিষ্ণুই সর্ব্বকর্ত্তা। এস্থলে ‘সর্ব্ব’ শব্দটার তন্ত্রতা (একবার প্রয়োগেই অনেকের উদ্দেশ্যে প্রবৃত্তি) অথবা আবৃত্তি (বারম্বার উচ্চারণ) জ্ঞাতব্য। অতএব ‘সর্ব্বকর্ত্তা’ অর্থে—‘সর্ব্ব’ অর্থাৎ চিদচিৎ সংজ্ঞক বিশ্বের ‘সর্ব্ব’ অর্থাৎ জন্মাদি অষ্টবিধ ব্যাপারের যথাযোগ্য কর্ত্তা বিষ্ণুই সম্ভবপর, পরন্তু রূঢ় জীব নহে। স্থতরাং ‘যাঁহা হইতে এই ভূতগণ জাত হইতেছে, জাত ভূতগণ যাঁহাদ্বারা রক্ষিত হইতেছে, এবং প্রলয়ে যাঁহাতে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাঁহার বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর ; তিনিই ব্রহ্ম’—এই পূর্ব্ব বাক্যোক্ত নিখিল বিশ্বের জন্ম, স্থিতি প্রভৃতি মুখ্যকর্ত্তৃত্ব-ব্যাপার জীবের পক্ষে অসম্ভবহেতু ‘তিনিই ব্রহ্ম’—এই শ্রুত্যুক্ত ব্রহ্মশব্দে রূঢ়ার্থ জীবকে পরিত্যাগ করিয়া যৌগিকার্থ

বিষ্ণুই গ্রহণযোগ্যরূপে উপপন্ন হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত বাক্য (বিষ্ণুপর ব্যাখ্যা) সঙ্গতই হইয়াছে। 'সর্ব্বকর্ত্তা'—এই পদের 'কর্ত্তৃ' শব্দটী তৃচ্-প্রত্যয়ান্ত হইলে 'যাজকাদিত্ব'হেতু ষষ্ঠী সমাস, আর তাচ্ছীল্যার্থক 'তৃন্'-প্রত্যয়ান্ত হইলে 'গম্যাদিত্ব'-নিবন্ধন দ্বিতীয়াতৎপুরুষ জ্ঞাতব্য। এইরূপে 'সর্ব্বকর্ত্তা' এই বাক্যের সাধুত্ব দর্শিত হইল।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব বিষ্ণু-সম্বন্ধে সম্ভবপর হয় না; কারণ, অনুমান ও পাশুপতাদিরূপ-আগম-প্রমাণ-সিদ্ধ রুদ্রাদির সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব এ বিষয়ে বাধক দৃষ্ট হইতেছে। অনুমান, যথা—রুদ্রাদিই সর্ব্বকর্ত্তা, যেহেতু তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ; যিনি সর্ব্বকর্ত্তা নহেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞও নহেন, যেমন—চৈত্র। রুদ্রাদির সর্ব্বজ্ঞত্ব পাশুপতাদি-শাস্ত্রদ্বারাই সিদ্ধ; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুমানে হেতুর অসিদ্ধিরূপ দোষও হইল না। অতএব আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য সূত্র বলিতেছেন—(৩) "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'আগমোদিত'। পূর্ব্বোক্ত 'বিষ্ণুই সর্ব্বকর্ত্তা'—এই বাক্যের সহিত ইহার অন্বয় জ্ঞাতব্য। 'আ' অর্থাৎ সম্যগ্‌ভাবে, 'গত' (জ্ঞাত) হয় অর্থসমূহ ইহাদের দ্বারা—এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ 'আগম'-অর্থে বেদ ও বেদানুযায়ী গ্রন্থসমূহ জানিতে হইবে। তত্ত্বনির্ণয়ে বলিয়াছেন—'ঋক্ প্রভৃতি বেদসমূহ, মহাভারত, পঞ্চরাত্রসমূহ, মূলরামায়ণ, তদনুগত পুরাণ এবং তদনুসারী অন্যান্য শাস্ত্রসমূহ সৎ-আগমরূপে জ্ঞাতব্য।' উপাসনাপাদের অনু-ভাষ্যেও বলিয়াছেন যে,—ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পরম পদ এবং অন্যান্য অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব 'আ' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে 'গমন' অর্থাৎ জ্ঞাপন করেন বলিয়া তাদৃশ গ্রন্থ আগম-নামে প্রসিদ্ধ।' বস্তুতঃপক্ষে শাস্ত্র ধর্ম্মাধর্ম্মাদির জ্ঞান-বিষয়ে করণকারকস্বরূপ। তথাপি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে 'জ্ঞাপন করেন'—এই বাক্যে যে কর্ত্তৃত্ব দৃষ্ট হইতেছে, তাহা

গৌণ। ন্যায়সুধায়ও কথিত হইয়াছে যে,—'আগমপদে 'গ্রহ-বৃ-দৃ-নিশ্চি-গমশ্চ' এই সূত্রানুসারে কর্তৃভিন্নকারকেই অপ্ প্রত্যয় জানিতে হইবে।" অতএব আগমোদিত (আগমসমূহে কথিত) বিষ্ণুই সর্ব্বকর্ত্তা, পরন্তু আনুমানিক অথবা পাশুপতাদিশাস্ত্রোক্ত রুদ্রাদি সর্ব্বকর্ত্তা নহেন; কারণ, রুদ্রাদি আগমোদিত নহেন। আর পূর্ব্বোক্ত অনুমানদ্বারাও তাঁহাদের সর্ব্বকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ, অদৃষ্টবিষয়ে অনুমানাদির অসামর্থ্যহেতু অপ্রামাণ্যই জানিতে হইবে।

পুনরায় বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত বাক্য সঙ্গত নহে; কারণ, পাশুপতাদি শাস্ত্রকর্তৃক রুদ্রাদিও আগমোদিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছেন। অতএব পাঞ্চরাত্রাদিদ্বারা আগমোদিত এবং "নারায়ণই পূর্ব্বে এই বিশ্বরূপে অবস্থিত ছিলেন" ইত্যাদি বাক্যপ্রতীত নারায়ণ যেরূপ আগমোদিত, সেইরূপ 'এক রুদ্রই ছিলেন' ইত্যাদি আগমপ্রতীতিহেতু রুদ্রাদিও আগমপ্রতীত হওয়া উচিত। অতএব উভয়েরই কালভেদে সর্ব্বকর্তৃত্ব ও একৈকদেশে আগমোদিতত্বও সিদ্ধ হউক্—এইরূপ আপত্তি-নিরাসার্থ সূত্র বলিতেছেন,—(৪) "তত্তু সমন্বয়াৎ"। তাহার অর্থ বলিতেছেন—'সমন্বয়হেতু'। অর্থাৎ সমন্বয়হেতু বিষ্ণুই আগমোদিত। বাক্যসমূহ 'সম্' অর্থাৎ সম্যগ্ভাবে 'অন্বিত' অর্থাৎ শব্দের শক্তি ও তাৎপর্য্য-বিষয়দ্বারা সম্বদ্ধ বা জ্ঞাত হয় ইহাদ্বারা—এইরূপ অর্থবশতঃ 'সমন্বয়' শব্দে উপক্রম-উপসংহারাদি শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণায়ক লিঙ্গসমূহের সম্বন্ধ অথবা উপক্রমাদিদ্বারা বাক্যসমূহের তদ্বস্তু প্রতিপাদকস্বরূপ যে সম্বন্ধ নির্ণীত হয়, উক্ত সম্বন্ধ জ্ঞাতব্য। 'সম্' ও 'অন্বয়'—এই উভয় পদে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে। "সম্" এই পদটীর পূর্ব্বোক্ত আগম-শব্দের সহিতও অন্বয় হইবে। উক্ত স্থলে 'সম্' এই পদের অর্থ —কৃৎস্নতা (সমগ্রতা) ও মুখ্যত্ব। অতএব অর্থ হইতেছে যে,—

'সমন্বয়হেতু' অর্থাৎ বলবত্ত্ব ও দুর্ব্বলত্বাদিরূপে সম্যগ্‌ভাবে পরীক্ষিত উপক্রমাদি লিঙ্গসমূহহেতু অথবা তৎসমুদয়দ্বারা নির্ণীত বিষ্ণুপরত্বরূপ সম্বন্ধহেতু 'সম্যক্' অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিদ্বারা কৃৎস্ন (সমগ্র) রূপে বিষ্ণুই আগমে উদিত, অথবা তাহার তাৎপর্য্য বিষয়ীভূত। পরন্তু পাশুপতাদি-রূপ ব্যাখ্যান কিম্বা আপাতপ্রতীতিবলে রুদ্রাদি তাহা নহেন। এস্থলে ভাবার্থ এই যে, উপক্রমাদি লিঙ্গষট্‌কই প্রবন্ধের তাৎপর্য্যভূত বিষয়ের প্রমাপক, পরন্তু উপক্রমাদির অননুগত ব্যাখ্যান বা আপাত-প্রতীতি তদ্‌বিষয়ের প্রমাপক নহে। অতএব পাশুপতাদি শাস্ত্র বৈদিক উপক্রমাদির আনুগত্যরহিত হইয়া রুদ্রাদি বিষয়ের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়ায় তদীয় উক্তিক্রমে অথবা আপাতপ্রতীতিক্রমে রুদ্রাদি আগমার্থরূপে গ্রাহ্য হইতে পারেন না। সুতরাং উপক্রমাদির অনুসরণকারিণী অবাধ-প্রাপ্তা মুখ্যবৃত্তিদ্বারাই সমগ্রভাবে বিষ্ণুরূপ বিষয়ের সিদ্ধি হইল। অতএব উপক্রমাদিই যে বিষ্ণুপরত্বরূপ অন্বয় বা সম্বন্ধের প্রমাপক—ইহা সূচনার জন্য ব্যাখ্যায় 'উপক্রমাদেঃ' এইরূপ না বলিয়া 'সমন্বয়াৎ' এই যৌগিক ও সূত্রগত পদটীই সূত্রানুসরণে প্রদত্ত হইল। যদিও উপক্রমাদির সংখ্যাগত বহুত্ব বর্ত্তমান, তথাপি বিষ্ণুবিষয়ে তাহাদের ঐকমত্য সূচনার জন্য তদ্‌বাচক 'সমন্বয়' পদটীতে একবচন প্রযুক্ত হইয়াছে। 'প্রাণ ব্রহ্ম', 'ক অর্থাৎ সূর্য্য বা জল ব্রহ্ম', 'আমি মঙ্গলের জন্য প্রথম অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি' ইত্যাদি ব্রহ্মবিদ্যা ও সাবিত্রসূক্তবচন উল্লিখিত প্রাণাদিপরত্ব প্রমাণ করায় তাহাদের তাৎপর্য্য-ব্যভিচার হইলেও (অর্থাৎ তাহারা তাৎপর্য্য বিষ্ণুবস্তু হইতে ভ্রষ্ট হইলেও) যে সকল বচন প্রবল উপক্রমাদি লিঙ্গদ্বারা অবাধিতরূপে পরীক্ষিত, তাহাদের কখনও ব্যভিচার হয় না—ইহা

জ্ঞাপনের জন্যই "সম্" এই পদটী "অন্বয়" এই পদের বিশেষণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা হইতেছে যে, সমন্বয়হেতু মুখ্য ও সমগ্ররূপে বিষ্ণুই আগমে উদিত—এই বাক্য অযুক্ত; কারণ, 'মনের সহিত বাক্যসমূহ যাঁহাকে লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে'—এই বাক্যে অবাচ্যত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব উক্ত হওয়ায় তাদৃশ শ্রীহরি কখনও মুখ্য বৃত্তিদ্বারা সমগ্ররূপে আগমোদিত হইতে পারেন না। এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য সাতটী (৫-১১) সূত্র বলিতেছেন—(৫) 'ঈক্ষতের্ণা-শব্দম্', (৬) 'গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ', (৭) 'তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ', (৮) 'হেয়ত্বাবচনাচ্চ', (৯) 'স্বাপ্যয়াৎ', (১০) 'গতিসামান্যাৎ'ও(১১) 'শ্রুতত্বাচ্চ' ইহার অর্থ বলিতেছেন—'ঈক্ষতি হেতু'। পূর্ব্ব হইতে 'সম্', 'বিষ্ণুই' এবং 'আগমোদিত' এই পদসমূহও এস্থলে অনুগত হইবে। 'বিষ্ণুরেব' (বিষ্ণুই) এই 'এব' শব্দটীও এস্থলে ক্রম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক 'সম্' পদের সহিত অন্বিত হইবে। 'ঈক্ষতি' অর্থাৎ ঈক্ষণহেতু। পরন্তু সম্বন্ধশূন্য 'ঈক্ষতি' বা ঈক্ষণ পদটী হেতুরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না বলিয়াই যোগ্যতা শক্তিদ্বারা 'ঈক্ষণীয়ত্ব হেতু' এইরূপ অর্থ উপলব্ধ হইতেছে। অতএব অর্থ হইতেছে যে,—'ঈক্ষণীয়ত্ব অর্থাৎ জ্ঞান-বিষয়ত্বহেতু (অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণু জ্ঞানের বিষয় বলিয়াই) সম্যগ্ভাবেই মুখ্য বৃত্তিদ্বারা বিষ্ণুই আগমোদিত, পরন্তু লক্ষণাদি বৃত্তিদ্বারা নহেন; কারণ, লক্ষণাদি বৃত্তির স্বীকারে অনবস্থা-দোষ হইয়া থাকে। তাৎপর্য্য এই যে, যদি বিষ্ণু মুখ্যবৃত্তিদ্বারা আগমোদিত না হন, তাহা হইলে আগমৈক জন্য জ্ঞানের বিষয়ও হইতে পারেন না (সুতরাং যেহেতু তিনি আগমৈক জন্য জ্ঞানের বিষয়ীভূত, অতএব মুখ্যবৃত্তিদ্বারা আগমসমূহ কর্ত্তৃকও উদিত)। মূলস্থ 'ঈক্ষতেশ্চ' এই চ-শব্দটী আগমোদিতত্ব-

বিষয়ে হেতুভূত ঈক্ষণীয়ত্বের সহিত পূর্ব্বহেতুর মুখ্যভাবে বিষ্ণুর আগমোদিতত্বসাধনাদি উক্ত বিষয়ের সমুচ্চয়বোধক। অন্যথা চ-কারের অভাবে অন্বয়ই হইতে পারে না। অথবা কেবল ঈক্ষণীয়ত্ব হেতু নহে, পরন্তু ঈক্ষণীয়ত্ব যুক্তির অনুগৃহীত শ্রুতি ও স্মৃতিরূপ বল এবং গতিসামান্য হেতুও বিষ্ণুই মুখ্যবৃত্তিদ্বারা আগমোদিত—এই অনুক্ত সমুচ্চয়বোধক চ-শব্দ। শ্রুতি ও স্মৃতি, যথা—'তাঁহাতেই আমনন অর্থাৎ প্রবেশ করেন', 'কাঁহা হইতে কথিত হয়', 'তিনি বাক্যসমূহের উত্তম বাচ্যবস্তু', 'সমস্ত বেদ কর্ত্তৃক আমিই একমাত্র বেদ্যবস্তু' ইত্যাদি। অন্যথা কেবলমাত্র ঈক্ষণীয়ত্বযুক্তিদ্বারা শ্রুত্যুক্ত অবাচ্যত্বাদির নিরাস সম্ভবপর হয় না। আর সর্ব্বশাস্ত্রোৎপাদ্য জ্ঞানের ঐকরূপ্যরূপ হেতু সহকারী না থাকিলে কেবল 'সমন্বয়াৎ' এই পদোক্ত উপক্রমাদিহেতু দ্বারা সমগ্রভাবে বিষ্ণুর আগমোদিতত্ব-সাধন অযুক্ত বলিয়া—'সমস্ত বেদসমূহ যে বস্তুতে আবিষ্ট হইতেছেন। সমস্ত বেদসমূহ যাঁহাতে এক হইতেছেন', 'সমস্ত বেদ একই ব্যাহৃতিস্বরূপ', 'ব্রহ্মবস্তুবিষয়ক পরম জ্ঞান একস্বরূপ', 'সমস্ত বেদকর্ত্তৃক আমিই একমাত্র বেদ্যবস্তু' এবং 'বেদ, রামায়ণ, পুরাণ ও মহাভারতের আদিতে, অন্তে ও মধ্যভাগে সর্ব্বত্র বিষ্ণুই কীর্ত্তিত হইয়াছেন' ইত্যাদি অসংখ্য শ্রুতি ও স্মৃতিবচন কর্ত্তৃক অনন্ত আগমসমূহের বিষ্ণুরূপ এক বস্তুতে নিষ্ঠা উক্ত হওয়ায়, তাহাঁদের গতিসামান্য (অর্থাৎ সমস্ত বচনেরই এক বিষ্ণুবস্তুতে সমান গতি) ও ঈক্ষণীয়ত্ব—হেতুও মুখ্যবৃত্তিদ্বারাই বিষ্ণুবস্তু সমগ্ররূপে আগমোদিত হইতেছেন এবং সেই সর্ব্বকর্ত্তা অনন্তগুণ শ্রীবিষ্ণুই জিজ্ঞাস্য বস্তু।

শ্রীমধ্বকৃত ভাষ্যে এই প্রথম অধ্যায়ের আদি ভাগের অর্থের স্পষ্টরূপে কথনহেতু এবং এস্থলেও তত্তৎপাদের অন্তে কথনহেতু আদিভাগে কথিত হয় নাই; অথবা—'অন্য বস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ সর্ব্ব শব্দদ্বারা সর্ব্বগুণত্বহেতু

এক বিষ্ণুই কথিত হন' প্রথম পাদের অন্তিম শ্লোকের এই পাদত্রয় আদিভাগেরই অর্থোক্তিপর বলিয়া আদিভাগেই তাহাকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক যোজন করিতে হইবে। বৈদিক শব্দসমূহ বিষ্ণু ও তদিতর বস্তুতে প্রসিদ্ধিভেদে দ্বিবিধ। ইতর বস্তুতে প্রসিদ্ধ শব্দগুলিও আবার ত্রিবিধ; যথা—ইতরবস্তুতে প্রসিদ্ধ, ইতরবস্তুতেও প্রসিদ্ধ এবং ইতরবস্তুতেই প্রসিদ্ধ। এস্থলে শ্লোকে—'অন্য বস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ' এই সামান্যোক্তিদ্বারা উক্ত ত্রিবিধেরই গ্রহণ হইল। অতএব অর্থ এই যে,—অন্য বস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ 'সর্ব্ব' অর্থাৎ ত্রিবিধ নামলিঙ্গাত্মক শব্দদ্বারা এক বিষ্ণুই কথিত হন। বিষ্ণুবস্তুতে প্রসিদ্ধ শব্দসমূহও—তাঁহাতে প্রসিদ্ধ, তাঁহাতেও প্রসিদ্ধ এবং তাঁহাতেই প্রসিদ্ধ—এইরূপে ত্রিবিধ হইলেও, 'তাঁহাতেও প্রসিদ্ধ'—এই বাক্যোক্ত শব্দগুলি পূর্ব্বোক্ত 'ইতর বস্তুতেও প্রসিদ্ধ' এই বাক্যদ্বারাই সংগৃহীত হয়। আর 'তাঁহাতে প্রসিদ্ধ' ও 'তাঁহাতেই প্রসিদ্ধ' এই উভয়ের গৌণভেদ তাহাদের ব্যুৎপত্তির অযোগ্য সমন্বয়ত্ব-হেতু বিবক্ষিত নহে। অতএব বিষ্ণুবস্তুতে প্রসিদ্ধ শব্দসমূহ একবিধই হইতেছে।

সম্প্রতি আশঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বকর্তৃত্বরূপ ব্রহ্মলক্ষণের অতিব্যাপ্তি (অর্থাৎ তদিতর বস্তুতে গতি)-বারণের জন্য কারণ-বাক্য-সমূহেরই (অর্থাৎ বেদে জগৎ-কারণত্ব প্রতিপাদক যে-সকল বচন আছে, তাহাদেরই) সমন্বয় পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে এবং পরবর্ত্তিস্থলেও তাহাই বিস্তৃতরূপে বক্তব্য। পরন্তু যাবতীয় বৈদিক শব্দসমূহের সমন্বয় প্রতিজ্ঞাত হয় নাই, সুতরাং পরবর্ত্তিস্থলেও তাহা বিস্তৃতরূপে বক্তব্য নহে। অতএব বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ সর্ব্বগুণ আছে যাঁহার—তিনি সর্ব্বগুণ; সর্ব্বগুণের ভাব—সর্ব্বগুণত্ব। সেই সর্ব্বগুণত্বের জন্য—এইরূপ তাদর্থ্যে চতুর্থী বিভক্তির স্থলে 'আদ্যাদিভ্য উপসংখ্যানম্'

এই সূত্রদ্বারা 'তস্' প্রত্যয় করিয়া 'সর্ব্বগুণত্বতঃ' এই পদটী সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার অর্থ--ব্রহ্মশব্দোক্ত গুণপূর্ণত্বের জন্য। পরেও বলিবেন যে, 'এই হেতু বিষ্ণু অনন্তগুণ, যেহেতু শব্দসমূহ যোগবৃত্তিবিশিষ্ট।' অণুভাষ্যেও কথিত হইয়াছে যে,—"যেহেতু 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এই সূত্রদ্বারা গুণসর্ব্বত্বসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মবস্তুর লক্ষণ কথিত হইয়াছে, অতএব শ্রুত্যুক্ত সমস্ত বাক্যেরই অন্বয় গুণসর্ব্বত্বজ্ঞাপক জানিতে হইবে।" সম্প্রতি এই পাদের অর্থ বলিতেছেন—'প্রসিদ্ধ' ইত্যাদি অর্থাৎ প্রসিদ্ধ নামাত্মক শব্দসমূহদ্বারা (বিষ্ণুই কথিত হইতেছেন)।

এস্থলে আশঙ্কা এই যে,—পূর্ব্বে 'বিষ্ণুই বিজিজ্ঞাস্য' ইহা বলা হইয়াছে। 'তদ্‌বিষয়েই জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম'—এই শ্রুত্যুক্ত সেই বিষ্ণুস্বরূপ বিজিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম আবার 'ব্রহ্ম তাঁহার (আনন্দময়ের) পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা'—এই শ্রুতিতে আনন্দময়ের পদসংজ্ঞক অবয়বরূপে কথিত হইয়াছেন। পরন্তু আনন্দময় শব্দটি বিকারার্থক ময়ট্‌প্রত্যয়ান্ত বলিয়া অব্রহ্ম বস্তু। সুতরাং তাদৃশ অব্রহ্মবস্তুর অবয়বস্বরূপ শ্রুত্যুক্ত এই ব্রহ্ম বা বিষ্ণু কিরূপে জিজ্ঞাস্য হইতে পারেন? আর অবয়বী বস্তুর জিজ্ঞাসা ব্যতীত তদীয় অবয়বের জিজ্ঞাসা যুক্তও নহে। এই আশঙ্কা-নিবারণার্থ আটটী (১২-১৯) সূত্র বলিতেছেন— (১২) "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ", (১৩) "বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ", (১৪) "তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ", (১৫) "মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে", (১৬) "নেতরোঽনুপপত্তেঃ", (১৭) "ভেদব্যপদেশাচ্চ", (১৮) "কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা" ও (১৯) "অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি" ইহার অর্থ—'পূর্ণানন্দ'। 'অন্য বস্তুতে প্রসিদ্ধ সর্ব্বশব্দদ্বারা সর্ব্বগুণত্ব হেতু এক বিষ্ণুই কথিত হন' এই বাক্যটী এস্থলে ও পরবর্ত্তিস্থলেও প্রতিপদের সহিত অন্বিত হইবে। যদিও 'বিষ্ণুরেব' এই পদদ্বয় পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান আছে, তথাপি বিষ্ণু মুখ্যবৃত্তিদ্বারাই আগমোদিত,

লক্ষণাদ্বারা নহেন—এইরূপ অর্থোপলব্ধির জন্য পূর্ব্বে 'এব' শব্দটী 'সম্' এই পদের সহিত অন্বয় করায় বিষ্ণুপদের সহিত অন্বয়-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এইজন্য পুনরায় 'বিষ্ণুরেব' এই পদদ্বয় প্রযুক্ত হইল। আর 'তত্তু সমন্বয়াৎ' এই সূত্র হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্য্যন্ত প্রায়শঃ প্রতিসূত্রে 'তত্তু' এই পদের অনুবৃত্তি সূচনার জন্য এবং প্রথম পাঁচটী অধিকরণ যে অধ্যায়ন্তর্গত পাদের বহির্ভূত, ইহা প্রকাশের জন্যও 'বিষ্ণুরেব' এই পদদ্বয় পুনঃ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'এক' অর্থাৎ নিজের অবয়বাদির সহিত অভিন্ন বিষ্ণুই 'আনন্দময়'-শব্দের অর্থভূত পূর্ণানন্দস্বরূপ। অতএব—অন্য বস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ আনন্দময় প্রকরণস্থিত আনন্দময় ও তদীয় বিশেষণীভূত 'সর্ব্ব'শব্দদ্বারা এক বিষ্ণুই কথিত হন, পরন্তু প্রকৃতিপ্রমুখ কোন বিকারী বস্তু কথিত হয় নাই। সুতরাং বিষ্ণুবস্তুর জিজ্ঞাস্যত্ব অযুক্ত হইতে পারে না, যেহেতু আনন্দময় শব্দের অর্থভূত পূর্ণানন্দ বস্তুর বিষ্ণুত্ব সিদ্ধ হইলে 'তৎ'পদবাচ্যত্ব আবশ্যক হইতেছে। তাঁহার অবয়বসত্ত্বেও অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ অবয়ব ও অবয়বীর ঐক্যহেতু 'তাঁহাতে নানাভাব বর্ত্তমান নাই' এই শ্রুত্যনুসারে অবয়বত্ব বিরোধ হয় না,—ইহাই 'এক' এই উক্তিদ্বারা সূচিত হইয়াছে। 'এব' এই পদে 'নেতরোঽনুপপত্তেঃ' (বিষ্ণুই ব্রহ্ম, বিরিঞ্চি প্রভৃতি ইতর বস্তু ব্রহ্ম নহেন; কারণ, তাঁহাদের জ্ঞানে মোক্ষ উপপন্ন হয় না) এই সূত্রের অর্থ কথিত হইল। এস্থলে 'পূর্ণানন্দ' এই উক্তি দ্বারা 'প্রাচুর্য্যাৎ' এই সূত্রোক্ত ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থ দর্শিত হইয়াছে। যদিও সূত্রোক্ত ব্যাখ্যেয় 'আনন্দময়' এই পদটীর অনুসরণে ব্যাখ্যায় 'আনন্দপূর্ণ' এইরূপ উল্লেখই উচিত ছিল, তথাপি 'পূর্ণানন্দ' এইরূপ শাব্দিক ক্রম-বিপর্য্যয়ে উল্লেখের কারণ এই যে, প্রতিবাদিগণ স্বীকার করিয়াছেন—প্রাচুর্য্যটী বিশেষ্য হইলে তথায় বিরোধি-গুণেরও আংশিক সম্ভাবনা থাকে, পরন্তু

বিশেষণ হইলে সেরূপ সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং—'এই গ্রামটী ব্রাহ্মণ-প্রচুর'—এইরূপ বলিলে যেরূপ তথায় অল্পসংখ্যক শূদ্রেরও অবস্থান প্রতীত হয়, সেইরূপ বিষ্ণু আনন্দপূর্ণ (আনন্দপ্রচুর)—এইরূপ বলিলে তাঁহাতে কিঞ্চিৎ নিরানন্দ ভাবেরও প্রতীতি হইতে পারে, এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য 'আনন্দপূর্ণ' না বলিয়া 'পূর্ণানন্দ' বলিলেন। বস্তুতঃ 'প্রাচুর্য্য'-শব্দটী বিশেষণ হইলে যেরূপ বিরোধিগুণের প্রসঙ্গ হয় না, সেইরূপ বিশেষ্য হইলেও বিরোধি-গুণের প্রসঙ্গ হইতে পারে না; কারণ, নক্ষত্রাদিস্থিত তেজোভাগের অল্পত্বকে অপেক্ষা করিয়া যেরূপ রবি প্রকাশ-প্রচুর বস্তু—এইরূপ ব্যবহার হয়, সেইরূপ জীবগত সুখের অল্পত্বকে অপেক্ষা করিয়া বিষ্ণু আনন্দ-প্রচুর বস্তু—এইরূপ বলিলেও কোন প্রকার দোষ হইতে পারে না।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, পূর্ব্বোক্ত সাতটী সূত্রদ্বারা বিষ্ণুবস্তুতে সাতটীমাত্র নামের সমন্বয় সিদ্ধ হইলেও সমন্বয়সূত্রের অভীষ্ট অনন্তগুণ-শালিত্বরূপ প্রধান লক্ষণটী সিদ্ধ হয় নাই—এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য অথবা—ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থত্ব স্বীকার করিয়া 'আনন্দময়' শব্দে 'পূর্ণানন্দ' বলিলে পূর্ব্বোক্ত বিকারার্থ ময়ট্ প্রত্যয়ান্ত অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই সকল বহু পাঠের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া 'আনন্দময়' পদেও বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ই স্বীকার্য্য—এই আপত্তির নিরাসের জন্য বলিতেছেন—'অন্যবস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ সর্ব্বশব্দ দ্বারা' ইত্যাদি। 'অন্যবস্তুসমূহে' অর্থাৎ কোশ প্রভৃতি বস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ 'সর্ব্ব' অর্থাৎ দ্রব্যমাত্রবাচক অন্নময়াদি শব্দসমূহদ্বারা এক বিষ্ণুই কথিত হন। সুতরাং বিকারার্থ কল্পনার আবশ্যকতা কি? অতএব বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ পূর্ণত্বাদিরূপগুণবত্ত্ব-নিবন্ধন (তিনিই সর্ব্বশব্দ-দ্বারা কথিত হন)। শাস্ত্রেও—'এই বিষ্ণুবস্তুতে সমস্তই পূর্ণরূপে

কথিত হইয়া থাকে'—এইরূপ কথিত হইয়াছে। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় শব্দেও ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থ স্বীকারপূর্ব্বক—যিনি অদিত (ভুক্ত অর্থাৎ উপজীব্যরূপে প্রাপ্ত) হন, অথচ অদন (ভোজন অর্থাৎ বিশ্বগ্রাস) করেন, তিনিই অন্নময়—ইত্যাদি যৌগিকার্থ বিশিষ্টরূপে অনুভাষ্যে কথিত শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম-হেতু 'অন্নময়' অর্থে মহাভোক্তা ও মহাভোগ্য, 'প্রাণময়' অর্থে মহাপ্রাণ, 'মনোময়' অর্থে মহাবোধ ও 'বিজ্ঞানময়' অর্থে মহাবিজ্ঞানশালী প্রভৃতি শব্দে বিষ্ণুই কথিত হইয়াছেন। তাহা হইলে ঐ সকল শব্দ যেরূপ অনেক, সেইরূপ বিষ্ণুরও অনেকত্ব আছে কি? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'এক' অর্থাৎ 'ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি' (অর্থাৎ স্থানভেদেও পরমাত্মার রূপ বিভিন্ন হয় না; পরন্তু তিনি সর্ব্বত্র একরূপে বিরাজমান) এই সূত্রের অর্থই এস্থলে তাৎপর্য্যরূপে জ্ঞাতব্য। তাহা হইলে অনেক-শব্দে কিরূপে একবস্তু কথিত হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু'—'সর্ব্ব' অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থ 'গুণ' অর্থাৎ গুণভূত অর্থাৎ অপ্রধান বা নিয়মন-যোগ্য যাঁহার,—তিনিই সর্ব্বগুণ; অনন্তর ভাববাচক 'ত্ব' প্রত্যয় ও হেত্বর্থে পঞ্চমীতে তস্। সুতরাং সর্ব্বপদার্থ তাঁহারই নিয়মনযোগ্য বলিয়া—'আনু-মানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ' (অর্থাৎ 'অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ'—এই বাক্যোক্ত 'অব্যক্ত' পদার্থ সাংখ্যসম্মত আনুমানিক 'প্রধান' নহে, পরন্তু পরমাত্মার শরীরস্বরূপ উক্ত 'অব্যক্ত' পদার্থ পরমাত্মারই নিয়ম্য বলিয়া এস্থলে 'অব্যক্ত'-শব্দে নিয়ন্তৃরূপে অবস্থিত পরমাত্মাই গৃহীত)—এই সূত্রানুসারে অন্নময়াদি কোশসমূহের মধ্যগত তাহাদের নিয়ন্তৃসমূহই অন্নময়াদিশব্দে কথিত হওয়ায় তাহাদের অনেকত্ব-নিবন্ধন তাহাদের অন্তর্গত নিয়ন্তারও 'অনেক'-শব্দে উল্লেখ সম্ভবপর হয়। যেরূপ হৃদয়ান্তর্গত আকাশ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ বলিয়া তদ্গত

নিয়ন্তাও অঙ্গুষ্ঠমাত্ররূপে ব্যবহৃত হন, তদ্রূপ। 'হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যা-ধিকারত্বাৎ' এই সূত্রের ব্যাখ্যায় পশ্চাৎ এ বিষয় স্পষ্টভাবে কথিত হইবে। ইহা দ্বারা অন্তস্থ, অন্তরত্ব, শরীরস্থ প্রভৃতি উক্তিরও সমাধান হইয়াছে; যথা—' ন স্থানতোঽপি পরস্তোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি' ইত্যাদি সূত্রোক্ত অধিকরণে "অপি চৈবমেকে" এই সূত্রের ভাষ্যে কথিত হইয়াছে যে, 'বস্তুতঃ বিষ্ণুবস্তু স্বরূপতঃ এক হইলেও স্থানভেদে ও ঐশ্বর্য্যযোগে ভেদ-নির্দ্দেশ হয়'। তাহা হইলে কি তাদৃশ অনেকত্ব কাল্পনিক মাত্র? এই আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বাৎহেতু' অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুতে সংখ্যাগত সর্ব্বস্থ গুণ বর্ত্তমান থাকায় তাঁহার অনেকত্বও কাল্পনিক নহে। "গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ" এই সূত্রের অনুব্যাখ্যানে— 'এক বিষ্ণুবস্তুর দ্বিত্বও সম্ভবপর হয়'—এই উক্তি অনুসারে, বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেও—ভেদের প্রতিনিধিস্বরূপ 'বিশেষ' নামক পদার্থ দ্বারা ভগবানের রূপসমূহের অনেকত্ব-সংখ্যা সঙ্গতই হইয়া থাকে।

পুনরায় আপত্তি করিতেছেন যে, যদি বিষ্ণু অন্নময়াদি শব্দের বাচ্য হন, তাহা হইলেই পূর্ব্বোক্ত সকল বিষয় সম্ভবপর হয়, পরন্তু তিনি যে অন্নময়াদি শব্দের বাচ্য,—এ বিষয়েই কোন প্রমাণ নাই। অতএব আপত্তি নিরাসার্থ বলিতেছেন যে,—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ বিষ্ণু-বস্তুতে মুক্তির হেতুভূত জ্ঞেয়ত্ব, মুক্তজনপ্রাপ্যত্ব, জ্যেষ্ঠত্ব, দেবোপাস্যত্ব, জগদব্যাপারে সচেষ্টত্ব প্রভৃতি তত্তৎপ্রকরণে উল্লিখিত সর্ব্বগুণ বর্ত্তমান থাকায় তিনি সকল শব্দেরই বাচ্য। এ বিষয়ে এই হেতুটী উপলক্ষণ (দিগ্‌দর্শন) মাত্র। পরন্তু এতদ্‌ব্যতীত বিষ্ণুর বাচক 'ব্রহ্ম' ও 'আত্ম'-শব্দদ্বারাও তিনি যে 'সর্ব্ব'শব্দের বাচ্য, ইহা প্রমাণিত হয়। অনন্তর—ময়ট্‌প্রত্যয়ের তাদাত্ম্যঅর্থ স্বীকার করিলেও প্রস্তাবিত বিষয়ের সঙ্গতি হয় বলিয়া পূর্ণত্বরূপ প্রাচুর্য্যার্থ স্বীকার নির্ম্মূলক—এই

প্রতিবাদি মতটীও এস্থলে 'সর্ব্বগুণত্বহেতু'—এই বাক্যে নিরস্ত হইতেছে ; অর্থাৎ 'যদি আকাশ (স্বপ্রকাশবস্তু) আনন্দময় না হয়, তাহা হইলে কে জীবনধারণ বা বিশেষরূপে প্রাণনক্রিয়াবিশিষ্ট হইতে পারে ?'—এই শ্রুত্যুক্ত পূর্ণানন্দত্ব-সাধক সর্ব্বচেষ্টকত্ব-গুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকাতেই পূর্ণানন্দত্বের সিদ্ধি হইতেছে (অর্থাৎ শ্রুতিতে সর্ব্বজীবের প্রাণনাদি-ব্যাপাররূপ হেতুদ্বারা তাহার কারণরূপে ভগবদ্বস্তুর আনন্দময়ত্ব-গুণই উপলব্ধ হওয়ায় 'আনন্দময়'-শব্দে প্রাচুর্য্যার্থেই ময়ট্ প্রত্যয় স্বীকার্য্য)। ইহাদ্বারা "তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ", "মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে" ও "অস্মিন্নস্য চ"—এই সূত্র-ত্রয়ের অর্থ প্রদর্শিত হইল।

যদি বিষ্ণু আনন্দময়-শব্দের ন্যায় অন্নময়, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় শব্দেরও বাচ্য হন, তাহা হইলে সূত্রে অন্নময়াদি শব্দও উল্লিখিত হয় নাই কেন ? এই আশঙ্কা সমাধানের জন্য বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বতঃ' অর্থাৎ বাদরায়ণকৃত ব্রহ্মসূত্রসমূহ—সূত্রের লক্ষণরূপে শাস্ত্রে 'অল্পাক্ষর, অসন্দিগ্ধ' প্রভৃতি বাক্যে যে-সকল গুণ বলা হইয়াছে—উক্ত সর্ব্বগুণে অলঙ্কৃত বলিয়া তাহাতে অন্নময়াদি সকলের উল্লেখ না করিয়া অল্পাক্ষরে কেবল আনন্দময়ত্বই উল্লিখিত হইল। পুনরায় আশঙ্কা হয় যে যেহেতু সূত্রে কেবলমাত্র আনন্দময়ত্বই কথিত হইয়াছে, অন্নময়-ত্বাদি কথিত হয় নাই—এই অবস্থায় অন্নময়াদি সর্ব্ব-শব্দে কিরূপে তাঁহার উল্লেখ হইতে পারে ? অতএব বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ অন্ন-ময়াদি সর্ব্ব-শব্দ সূত্রোক্ত আনন্দময়শব্দেরই গুণীভূত অর্থাৎ উপলক্ষ্য বলিয়া সূত্রে আর তাহাদের পৃথক্ উল্লেখ হয় নাই। এরূপ অর্থে যদিও 'সর্ব্বগুণ-ত্বতঃ' এই পদে ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস ব্যাকরণরীতিবিরুদ্ধ, তথাপি "তদশিষ্যং সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ" এই পাণিনিসূত্রের "সংজ্ঞাপ্রমাণত্বাৎ" এই পদে এ জাতীয় ষষ্ঠীতৎপুরুষ দৃষ্টও হয় বলিয়া এস্থলেও সমাস হইল।

তাহা হইলে প্রাথমিকত্ব-নিবন্ধন অপর শব্দ-চতুষ্টয়ের উপলক্ষণরূপে অন্নময়শব্দটিই সূত্রে প্রযুক্ত হইল না কেন? অতএব বলিলেন—'সর্ব্ব-গুণত্বহেতু' অর্থাৎ 'আনন্দময়'-শব্দ অপেক্ষা 'অন্নময়াদি' সর্ব্বশব্দের গুণত্ব অর্থাৎ অপ্রাধান্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব উপাসনাপাদের অনুভাষ্য ও তট্টীকা ন্যায়সুধার 'সেখানে ঈশ্বরেরই আনন্দাদি গুণসমূহ নির্ণীত হইয়াছে'—এই উক্তি অনুসারে মাঙ্গলিকত্ব-নিবন্ধন প্রাধান্যবশতঃ পূর্ণানন্দবাচক 'আনন্দময়' শব্দটাই সূত্রে প্রযুক্ত হইল।

ইহার মাঙ্গলিকত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইল? এই আশঙ্কায় বলিলেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ আনন্দময় শব্দের আনন্দশব্দবাচ্য 'সুখ'-সংজ্ঞক পদার্থটী 'আমার যেন কেবল সুখই হয়, এইরূপে নিখিল জগতের প্রার্থনীয় বলিয়া সকল লোকের প্রতি উহা গুণ অর্থাৎ অনুগুণ বা নিরুপাধিক ইষ্টবস্তু (অতএব উহা মাঙ্গলিক)। এইরূপ ব্রহ্মানন্দও তাদৃশ আনন্দপ্রদ উপাসনার বিষয়ীভূত বলিয়া সকলের সম্বন্ধে অভীষ্ট। অথবা "গুণানাঞ্চ পরার্থত্বাদসম্বন্ধঃ সমত্বাৎ স্যাৎ" ইত্যাদি জৈমিনি-সূত্রে যেরূপ গুণশব্দের উপকারক অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে, তদনুসারে এস্থলেও গুণশব্দে উপকারক অর্থ প্রতীত হওয়ায় 'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ পূর্ব্বাপর সর্ব্ব অধিকরণের 'গুণত্ব' অর্থাৎ উপকারকত্বহেতু আনন্দময়-শব্দটাই সূত্রে প্রযুক্ত হইল। পূর্ব্ব অধিকরণসমূহের উপকারকত্ব, যথা—পূর্ব্বোক্ত জিজ্ঞাসাবিষয়ে যে-সকল আপত্তি হইয়াছিল, 'আনন্দময়' এই শব্দদ্বারা তাহাদের সমাধান হইয়াছে; কারণ,—'ক্ষুদ্র বস্তুতে সুখ বা আনন্দ নাই',—এই শ্রুতি অনুসারে এস্থলে আনন্দময়ত্ব-কথন-হেতুই তাঁহার অনন্তত্ব অর্থাৎ ভূমত্ব সুনির্ণীত হইল; যেহেতু—'ক্ষুদ্রবস্তু পূর্ণানন্দ হইতে পারে না'—এই অনুব্যাখ্যান গ্রন্থের উক্তি-হেতু, 'যিনি ভূমা (অপরিচ্ছিন্ন), তিনিই আনন্দস্বরূপ, অল্পবস্তুতে আনন্দ নাই'—এই

শ্রুতিবাক্যক্রমে পূর্ণগুণবিশিষ্ট বস্তুরই পূর্ণানন্দত্ব সিদ্ধ হইতেছে। সুতরাং এস্থলে বিষ্ণুরই পূর্ণানন্দত্ব কথন হইলে তাঁহার সম্বন্ধেই 'কি হেতু (কাঁহা হইতে) কথিত হয়?' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ব্রহ্মশব্দাদি কথিত আনন্দগুণ-শালিত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ('আনন্দময়'-শব্দ) বিষ্ণুরই জিজ্ঞাস্যতা উপপাদন করিতেছে। এইরূপ পূর্ব্বসূত্রে 'মনের সহিত বাক্যসমূহ যাঁহাকে লাভ করিতে না পারিয়া তাঁহা হইতে নিবৃত্ত হয়' এই শ্রুতি-বাক্যও মনের অগোচরত্বহেতু ব্রহ্মবস্তুর আগমোদিতত্ব বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছিল। পরন্তু 'যিনি ব্রহ্মবস্তুর আনন্দ অবগত হন, তিনি কুত্রাপি ভীত হন না' পূর্ব্ব শ্রুত্যংশের এই পূর্বার্দ্ধে উল্লিখিত আনন্দবস্তুই অপরিচ্ছিন্নত্বহেতু সর্ব্বতোভাবে বাক্য ও মনের অগোচর, ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বতোভাবে বাক্য ও মনের অগোচর নহেন—এইরূপ অর্থের উপলব্ধিদ্বারা সংশয় নিরাস করায় আনন্দময়-শব্দ পূর্ব্বসূত্রসমূহের উপকারকরূপে সিদ্ধ হইল। এইরূপ—'অদৃশ্য, অনাত্ম্য' ইত্যাদি ভাষ্যোক্ত ক্রমানুসারে "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" এই উত্তর সূত্রের আরম্ভ বিষয়েও ইহার উপকারকত্ব জ্ঞাতব্য। এস্থলে ব্যাখ্যায় 'আনন্দময়' এইরূপ বলা উচিত হইলেও পূর্ণজ্ঞানাদির উপলক্ষণরূপে পূর্ণানন্দত্ব-উক্তি সমন্বয়যুক্ত শব্দসমূহের যৌগিক অর্থের সূচনার জন্যই জানিতে হইবে। পরবর্ত্তিগ্রন্থেও এইরূপ জ্ঞাতব্য।

পুনরায় আশঙ্কাপূর্ব্বক বলিতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অসঙ্গত; কারণ, 'অদৃশ্য, অনাত্ম্য' ইত্যাদি শ্রুতিতে অদৃশ্যত্ব আনন্দময়ের ধর্ম্মরূপে কথিত হইয়াছে। 'যিনি অন্তরে এবং চন্দ্রের অভ্যন্তরে মনের সহিত বিচরণ করেন, সেই সৎপদার্থকে দেবগণ অবগত হইতে পারেন না' এই শ্রুতিতে আবার 'যেহেতু দেবগণও অবগত নহেন, সুতরাং অন্যে কিরূপে অবগত হইবেন?'—এই কৈমুত্যন্যায়ানুসারে অন্তস্থ পদার্থই অদৃশ্যরূপে প্রতীত হইতেছেন। আবার, 'ইন্দ্রই রাজা, যিনি জগতের

ঈশ্বর' ইত্যাদি নিরবকাশ শ্রুত্যাদিবলে সেই অন্তস্থ পদার্থই ইন্দ্রাদিরূপে প্রতীয়মান হওয়ায় তাঁহারই (সেই ইন্দ্রেরই) অদৃশ্যত্ব ও পূর্ণানন্দত্বও সিদ্ধ হইতেছে। অতএব আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য (২০) "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" এবং (২১) "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" এই সূত্রদ্বয় কথিত হইল। তাহার অর্থ বলিতেছেন—'অন্তর'। পূর্ব্ব হইতে 'প্রসিদ্ধেঃ' ইত্যাদি পাদদ্বয়েরও এস্থলে অনুগমন হইবে। 'অন্তঃ' উপপদবিশিষ্ট সততগতিবাচক 'অত্' ধাতুর উত্তর 'ড' প্রত্যয় দ্বারা নিষ্পন্ন 'অন্তর'-শব্দ অন্তস্থবাচক। অথবা 'অন্য অন্তর আত্মা' ইত্যাদি স্থানের ন্যায় 'অন্তর' শব্দ অন্তস্থ-বাচী। অতএব—'অন্তঃপ্রবিষ্ট কর্তৃস্বরূপ ঈশ্বরকে', 'অন্তরে ও চন্দ্রে মনের সহিত বিচরণ করেন', 'অন্তঃপ্রবিষ্ট শাসক' ইত্যাদি বাক্যে শ্রুত অন্তর অর্থাৎ অন্তস্থ এক বিষ্ণুবস্তুই জ্ঞাতব্য, অনেক নহে; কারণ, 'অন্য বস্তু সমূহে' অর্থাৎ ইন্দ্রাদিতে 'প্রসিদ্ধ' অর্থাৎ লোকতঃ নিরূঢ় ইন্দ্রাদি যাবতীয় অধিদৈবগত নামসমূহদ্বারা বিষ্ণুই কথিত হন অর্থাৎ অন্তস্থবস্তু বিষ্ণুরূপে সিদ্ধ হওয়ায় তৎপরত্বরূপে শ্রুত ইন্দ্রাদি নামসমূহও তদ্বাচকরূপেই নিয়মিত হইয়া থাকে। ইহা কিরূপে হয়? তাহাই বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ 'যিনি সমুদ্রের অভ্যন্তরে জলে যথেচ্ছভাবে বিচরণশীল, যিনি দশ ইন্দ্রিয়ে বিষয়রূপ আহুতি প্রদান করেন এবং ব্রহ্মা জীবগণের আশ্রয়স্বরূপ যাঁহাকে জানিয়াছিলেন' ইত্যাদি এবং 'এই ব্রহ্মাণ্ডকোষ যাঁহার বীর্য্যস্বরূপ' ইত্যাদি এই প্রকরণে শ্রুত সমুদ্রান্তর্গতত্ব ব্রহ্মাণ্ডবীর্য্যত্ব প্রভৃতি সর্ব্বগুণবত্ত্ব এক বিষ্ণুবস্তুরই বর্ত্তমান থাকায় এস্থলে তিনিই 'অন্তর' শব্দবাচ্য। ইন্দ্রাদিতে এই সমস্ত লক্ষণের অবকাশ নাই। পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে যে,—এস্থলে উল্লিখিত লক্ষণগুলির যেরূপ ইন্দ্রাদিতে অবকাশ নাই—বিষ্ণুতেই আছে, সেইরূপ শ্রুতিবাক্যগুলিরও যে বিষ্ণুতে অবকাশ নাই, পরন্তু

ইন্দ্রাদিতেই আছে, তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সুতরাং উভয়পক্ষ রক্ষার জন্য ইন্দ্রাদির সহিত বিষ্ণুর তাদাত্ম্য অর্থাৎ একত্বই স্বীকৃত হউক? এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনের জন্য বলিলেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ ইন্দ্রাদি 'সর্ব্ব'জীব তাঁহার অপেক্ষা 'গুণ' অর্থাৎ অপ্রধান বলিয়া সর্ব্বস্বামিত্ব-নিবন্ধন তাহাদের হইতে 'অন্তর' অর্থাৎ পৃথগ্‌ভূত হইয়াই (পরন্তু অভিন্নরূপে নহেন) 'অন্তর' অর্থাৎ অন্তস্থ বিষ্ণু 'যিনি ইন্দ্রের অন্তর্য্যামী, যিনি সর্ব্বহৃদয়ে নিহিত, যাঁহাকে বায়ুর অন্তর্য্যামী বলিয়া অবগত হওয়া যায়' ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইতেছেন। এই পক্ষে 'এব' শব্দটীর অন্তর' শব্দটীর সহিত অন্বয় হইবে। যদিও 'অন্তর-শব্দটি অবকাশ, অবধি, পরিধান, অন্তর্দ্ধি, ভেদ ও সাদৃশ্যবাচক' —এই অমরকোষের বাক্যে ভেদবাচী 'অন্তর' শব্দের ক্লীবলিঙ্গত্ব দৃষ্ট হয়, তথাপি অর্শ আদিত্ব-হেতু 'অচ্'-প্রত্যয় করিয়া 'যিনি আত্মা হইতে অন্তর, যিনি বিজ্ঞান হইতে অন্তর' ইত্যাদি স্থলের ন্যায় এস্থলেও পুংলিঙ্গ অন্তর-শব্দ পৃথগ্‌বাচকরূপে জ্ঞাতব্য। অন্যথা 'অন্তর' না বলিয়া অন্তঃস্থই বলিতেন। ইহাদ্বারা "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" এই সূত্রের অর্থও দর্শিত হইল। এইরূপে শ্রুতিসমূহও বিষ্ণুপরই, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

যৌগিকী ও রূঢ়িশক্তির দ্বারা ইন্দ্রাদিতে প্রবৃত্ত সেই শ্রুতিসমূহের বিষ্ণুবিষয়ে অপ্রাধান্য বক্তব্য নহে; কারণ, পরমৈশ্বর্য্যাদি-ধর্ম্ম বিষ্ণু-বস্তুতে নিরবধিকরূপে অবস্থিত বলিয়া শ্রুতিসমূহের অন্যবস্তুতে প্রবৃত্তির কারণত্বও বিষ্ণুরই অধীন। অতএব বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ সর্ব্বগুণ আছে যাঁহাতে, তিনি 'সর্ব্বগুণ', অনন্তর ভাবে 'ত্ব' প্রত্যয় ও হেত্বর্থে পঞ্চমীতে 'তস্' প্রত্যয় হওয়ায় তাঁহাতে ইন্দ্রাদি যাবতীয় শব্দের প্রবৃত্তির কারণীভূত সর্ব্বগুণবত্ত্ব দর্শিত হইয়াছে। এইরূপ 'সর্ব্ব (সকল পদার্থ), গুণ' অর্থাৎ গুণভূত বা অধীন যাঁহার—এইরূপ

ব্যুৎপত্তিক্রমে বিষ্ণুর সর্ব্বস্বাতন্ত্র্যহেতুও এস্থলে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতেছে। 'বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি বৈদিকী, এস্থলে যৌগিকীবৃত্তি দ্বারাই তাহার লাভ হইতেছে'—এই উক্তি অনুসারে মহাযোগোক্তিদ্বারা বিদ্বদ্রূঢ়িও দর্শিত হইল। 'তাঁহাকে ইন্দ্র, মিত্র ও বরুণ নামে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন'—এই-রূপ-প্রয়োগ বাহুল্যরূপা রূঢ়ি শ্রুতিতেই দৃষ্ট হয়। সর্ব্বগত বিষ্ণুর চন্দ্রাদির অভ্যন্তরে অবস্থান কিরূপে সম্ভবপর হয়? যেহেতু সর্ষপের অভ্যন্তরে ব্রহ্মাণ্ডের অবস্থান বলিলে তাদৃশ উক্তি অসম্ভবই হয়। অতএব বলিতেছেন—'অন্তর'। পরবর্ত্তী 'খবৎ' (আকাশের ন্যায়) এই পদের এস্থলেও অন্বয় হইবে। তিনি 'খবৎ' অর্থাৎ আকাশের ন্যায়, 'অন্তর' অর্থাৎ চন্দ্রাদির অভ্যন্তরস্থ। যেরূপ আকাশ সর্ব্বব্যাপক হইয়াও ঘটাদির একদেশে বর্ত্তমান, বিষ্ণুর সম্বন্ধেও তদ্রূপ জ্ঞাতব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তম স্কন্ধেও এরূপ কথিত হইয়াছে—"হে দৈত্যবালকগণ! যিনি আমাদের হৃদয়ে আকাশের ন্যায় অবস্থিত, তাদৃশ শ্রীহরির উপাসনায় অতি প্রয়াস কি আছে?" এ বিষয়টী পশ্চাৎ লিঙ্গপাদীয় প্রথম অধিকরণে "নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ" এই সূত্রে বক্তব্য হইলেও শিষ্যগণের হিতার্থ প্রসঙ্গক্রমে এস্থলে কথিত হইল। বৈশেষিক প্রকরণের অনুব্যাখ্যানেও ইহা বিবৃত হইয়াছে; যথা—"বেদজ্ঞ শাস্ত্রকার মহদ্বস্তুরও অল্পত্ব আকাশের ন্যায় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন; বস্তুতঃ যদি উক্ত বস্তু মহৎ না হইয়া অল্পাকৃতিবিশিষ্ট হন, তাহা হইলে সর্ব্বত্র তাঁহার অবস্থিতি সম্ভবপর হয় না; পরন্তু (আকাশ-দৃষ্টান্তে) অল্পদেশে অবস্থানকারীর সর্ব্বগতত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হয়।" এতদ্দ্বারা 'ব্যোমবৎ' এই উক্তিটী অন্যত্রও অনুসন্ধেয়, ইহা বলা হইতেছে।

পুনরায় আশঙ্কা করিতেছেন—'তথাপি বিষ্ণু পূর্ণানন্দ হইতে পারেন না'; কারণ, উক্ত প্রকরণে—'যদি এই আকাশ আনন্দ না হয়' ইত্যাদি

বাক্যে উপপদশূন্য 'আনন্দ'-শব্দদ্বারা আকাশেরই পূর্ণানন্দত্ব কথিত হইতেছে। আবার ছান্দোগ্যে প্রথম অধ্যায়ে—'এই লোকের (পৃথিবীর) গতি কি ? এই প্রশ্নে—আকাশই গতিরূপে উক্ত হইয়াছে ; এই যাবতীয় ভূতগণ আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হইতেছে' ইত্যাদি বাক্যে পৃথিবীর গতি প্রশ্নের বিষয় ও বায়ুপ্রমুখ ভূতগণের কারণরূপে শ্রবণ এবং লোকপ্রসিদ্ধি-হেতুও আকাশ-শব্দে ভূতাকাশই গ্রাহ্য হয়। এই আশঙ্কায় সূত্র বলিতেছেন—(২২) "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ"। ইহার অর্থ—'খবৎ'। 'অন্তর'-শব্দেরও এস্থলে অন্বয় হইবে। এস্থলে আবার অন্তর-শব্দটা অবকাশবাচী ও পূর্ব্ববৎ অর্শ আদিত্বনিবন্ধন অচ্-প্রত্যয়ান্ত জানিতে হইবে। বিষ্ণু 'খবৎ' অর্থাৎ আকাশের ন্যায় 'অন্তর' অর্থাৎ অবকাশবিশিষ্ট ; অর্থাৎ 'আকাশ যেরূপ প্রাণিগণের সঞ্চারের অনুকূল বিবর-নামে অভিহিত অবকাশবিশিষ্ট, সেইরূপ বিষ্ণু-সংজ্ঞক 'আকাশ'ও আকাশন অর্থাৎ অবকাশ, এই ন্যায়সুধার উক্তি-অনুসারে 'আকাশ'-এই পদটীর শক্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্মস্বরূপ বিবরত্ব (আকাশত্ব) নামে কথিত প্রাণিসঞ্চারানুকূল অবকাশবিশিষ্ট ; অর্থাৎ 'সর্ব্বভূতগুণবিশিষ্ট দেবতা আমাকে জানিবার যোগ্য হও'—এই গীতার ৯ম অধ্যায়ের শ্রীমাধ্ব-ভাষ্যোক্তি-হেতু নিরবধিক আকাশ-শব্দের শক্যধর্ম্মযুক্ত। অথবা বিষ্ণু 'খবৎ' অর্থাৎ আকাশের ন্যায় 'অন্তর' অর্থাৎ বিবরস্বরূপ অর্থাৎ প্রাণি-সঞ্চারের অনুকূল বস্তু। ইহার তাৎপর্য্য কথিত হইয়াছে। 'ইহা শব্দান্তরের নিমিত্তেরও উপলক্ষণ জানিতে হইবে। এইরূপে 'অন্তবস্তু-সমূহে প্রসিদ্ধ অর্থাৎ আকাশাদি অধিভূতগত সর্ব্ব-শব্দ-দ্বারা বিষ্ণুই উক্ত হ'ন, ভূতাকাশাদি নহে ; কারণ, অবকাশদাতৃত্বাদিধর্ম্মসমূহ বিষ্ণুর সম্বন্ধে সিদ্ধ হইলে ধর্ম্মী আকাশাদি শব্দসমূহ অবশ্যই বিষ্ণুবাচকরূপে লভ্য হয়। তৎকারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ সেই ইনি পরম

বরেণ্য উদ্গীথস্বরূপ, ইনি অনন্ত ; কে জীবন ধারণ করিত ? কেই বা বিশেষরূপে প্রাণনক্রিয়াবিশিষ্ট হইত ? ইত্যাদি সর্ব্বগুণবত্ত্ব বিষ্ণুতেই বর্ত্তমান। ভূতগণে তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। 'উচ্যতে' (অভিহিত হইয়া থাকেন) এই পদটী দ্বারা বিষ্ণু-বিষয়ে শব্দসমূহের অভিধারূপা মুখ্যবৃত্তিই নির্দ্দিষ্ট হইল। বিষ্ণুতে উক্ত মুখ্যবৃত্তি কোন্ হেতুমূলে প্রবৃত্ত হয়, তাহার জ্ঞাপনের জন্য পূর্ব্বোক্ত 'আকাশ'-শব্দের শক্যধর্ম্মবত্তাকে উপলক্ষণ করিয়া বলিতেছেন, 'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুতে আকাশ-শব্দের শক্যধর্ম্ম অবকাশদাতৃত্বাদি সর্ব্বগুণ বর্ত্তমান থাকায় অন্যান্য শব্দগত শক্যধর্ম্মের উদ্দেশে স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান থাকায় ঐ সকল শব্দের অভিধা বৃত্তিদ্বারাই তিনি লভ্য হইতেছেন। বিষ্ণুবস্তুতে আকাশাদি-শব্দের যৌগিকত্ব সূচনার জন্য 'অন্তর' এইরূপ বলা হইল। এইরূপ 'খ' (আকাশ) পদার্থেও উক্ত শব্দের প্রবৃত্তির উহাই কারণ,—ইহার জ্ঞাপনের জন্য 'খবৎ' এইরূপ কথিত হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, তথাপি বিষ্ণু পূর্ণানন্দ নহেন ; কারণ, 'সেই তুমিই মহাভোগ প্রাণ হইয়াছিলে এবং তুমিই প্রজাপতির ভোগসমূহ সম্পাদন করিয়াছিলে—যে তুমি নরদেবতাকে প্রাণযুক্ত করিয়াছ',—এই শ্রুতিতে প্রাণেরই মহাভোগ-শব্দোক্ত পূর্ণানন্দত্ব কথিত হইয়াছে। প্রাণ-শব্দ আবার মুখ্যপ্রাণেই প্রসিদ্ধ ; সুতরাং বিষ্ণু ও মুখ্যপ্রাণ, উভয়ের পূর্ণানন্দত্বের বিরোধ-হেতু তাহা অযুক্ত ;—এই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য সূত্র বলিলেন—(২৩) "অতএব প্রাণঃ"। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'প্রণেতা'। 'প্রণেতা' অর্থাৎ জীবনহেতু। ইহা উপলক্ষণ-মাত্র (পরন্তু অন্যান্য ধর্ম্মও জ্ঞাতব্য)। বিষ্ণুই 'এক' অর্থাৎ মুখ্য প্রণেতৃ প্রভৃতি-স্বরূপ। অতএব 'প্রাণ' ইত্যাদি অধ্যাত্মগত অন্যবস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ সর্ব্ব-শব্দদ্বারা এক বিষ্ণুই কথিত হন, মুখ্যপ্রাণাদি নহে ; তাহার কারণ

বলিতেছেন—‘সর্ব্বগুণত্বহেতু’ অর্থাৎ ‘হ্রী ও লক্ষ্মী আপনার পত্নীদ্বয়’, ‘আপনি ভর্ত্তা হইয়াও ম্রিয়মাণ (পাল্য)’ ইত্যাদি বাক্যোক্ত হ্রী-শব্দোক্ত শ্রীপতিত্ব, লক্ষ্মীপতিত্ব, বিশ্বভর্ত্তৃত্ব প্রমুখ এতৎপ্রকরণস্থিত সর্ব্বগুণবত্ব-হেতু (বিষ্ণুই ‘প্রাণ’-শব্দে কথিত হইতেছেন)। কি নিমিত্ত? তাহা বলিতেছেন—‘সর্ব্বগুণত্বতঃ’ অর্থাৎ ‘যে তুমি নব দেবতাকে প্রাণযুক্ত করিয়াছ’—এই বাক্যশেষোক্ত নবদেবোপলক্ষিত সর্ব্বপ্রাণী জীবন-হেতুত্ব প্রমুখগুণশালিত্ব এবং ইতরবস্তুগত তত্তদ্‌গুণের প্রতিও তাঁহার স্বাতন্ত্র্যহেতু তিনিই ‘প্রাণ’-শব্দবাচ্য। এস্থলে ‘প্রাণ’-শব্দের পরিবর্ত্তে ‘প্রণেতা’শব্দ বলিয়া শ্রীবিষ্ণুতে প্রাণপদের যৌগিকত্ব এবং ‘এক’—এই উক্তিদ্বারা প্রবৃত্তিহেতুর মুখ্যত্ব সূচিত হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, বিষ্ণু পূর্ণানন্দ,—ইহা যুক্ত নহে; কারণ,—‘যিনি গুহামধ্যে নিহিত উক্ত বস্তুকে জানেন’—এই বাক্যে গুহানিহিতত্ব আনন্দময়ের ধর্ম্মরূপে কথিত হইয়াছে। আবার ‘যে জ্যোতিঃ হৃদয়ে আহিত রহিয়াছে’ এই শ্রুতিতে জ্যোতিঃবস্তুতে ঐ গুহানিহিতত্ব কথিত হইয়াছে। ‘জ্যোতিঃ’শব্দটী ‘ত্বামগ্নে’ ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির সহচররূপে ও অগ্নিসূক্তে পঠিত হওয়ায় অগ্নিপর। সুতরাং ‘অগ্নি’ ও ‘বিষ্ণু’, উভয়ের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে সর্ব্বপ্রেরকত্বাদিরূপে হৃদয়গুহাস্থিতত্ব যুক্তিযুক্ত হয় না। অতএব সূত্র বলিতেছেন—(২৪) “জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ”। ইহার অর্থ বলিতেছেন—‘অন্য বস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ ‘জ্যোতিঃ’ ইত্যাদি সর্ব্বশব্দদ্বারা সর্ব্বগুণত্বহেতু এক বিষ্ণুই কথিত হ’ন অর্থাৎ সর্ব্বসূক্তগত জ্যোতিঃপ্রভৃতি যে-সকল শব্দ অন্যবস্তুতে প্রসিদ্ধ, তাহাদিগের দ্বারা এক বিষ্ণুই কথিত হন, অগ্নিপ্রভৃতি কথিত হ’ন না। কি হেতু? এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলিলেন—‘সর্ব্বগুণত্বহেতু’ অর্থাৎ তাঁহাতে কর্ণ, চক্ষুঃ ও মনের বিদূরত্বের উক্তি-দ্বারা অভিপ্রেত অপরিচ্ছিন্ন বৈভবরূপ সর্ব্বগুণশালিত্ব বর্ত্তমান থাকায়

তিনিই পূর্ব্বোক্ত শব্দসমূহের বাচ্য। কি নিমিত্ত?—এই প্রশ্নেও বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ 'ভগবান্ স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ' গীতার পঞ্চমাধ্যায়ের এই মাধব-ভাষ্যবাক্যানুসারে তাঁহাতে 'জ্যোতিঃ' প্রভৃতি শব্দের প্রবৃত্তির কারণস্বরূপ স্বপ্রকাশত্বাদি সর্ব্বগুণ এবং অগ্ন্যাদি পদার্থেও জ্যোতিঃ প্রভৃতি শব্দের প্রবৃত্তির কারণের প্রতি তাঁহার স্বাতন্ত্র্য বর্ত্তমান থাকায় তিনিই 'জ্যোতিঃ' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হইতেছেন।

পুনরায় আশঙ্কা,—অগ্নিসূক্তস্থ জ্যোতিঃ-শব্দ বিষ্ণুবাচক হইতে পারে না; কারণ, ছান্দোগ্যে তৃতীয়াধ্যায়ে—'এই দ্যুলোকের পরবর্ত্তী যে জ্যোতিঃ দীপ্যমান রহিয়াছে'—এই বাক্যে শ্রুত উক্ত 'জ্যোতিঃ'-শব্দ 'এই সমস্তই গায়ত্রীস্বরূপ'—এইরূপ বাক্যে গায়ত্রীরূপে কথিত হইয়াছে। এই 'জ্যোতিঃ'-শব্দও যদি বিষ্ণুবাচকই হয়, তাহা হইলে গায়ত্রী, বাক্ প্রভৃতি অন্য বস্তুতে প্রসিদ্ধ শব্দের উক্তিতে কোন প্রয়োজন নাই; যেহেতু, 'জ্যোতিঃ'-শব্দদ্বারা প্রস্তাবিত বস্তুতে 'গায়ত্রী ব্রহ্মবর্চ্চস তেজঃ' ইত্যাদি বাক্যানুসারে 'জ্যোতিঃ'-শব্দের পর্য্যায়ভূত তেজঃ-শব্দের উক্তি হইয়াছে। অতএব তাহার 'বিষ্ণু'রূপ অর্থ যুক্ত নহে। তদুত্তরে তিনটী সূত্র বলিতেছেন যথা—(২৫) 'ছন্দোভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণ-নিগদাত্তথাহি দর্শনম্', (২৬) 'ভূতাদিপাদ-ব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্' ও (২৭) উপদেশভেদান্নেতি চেন্নোভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ"। ইহারও অর্থ—'জ্যোতিঃ প্রভৃতি' অর্থাৎ অগ্ন্যাদিসূক্ত ও উপনিষদে উল্লিখিত জ্যোতিঃ ও তৎসঙ্গে শ্রুত গায়ত্রী প্রভৃতি অধিবেদগত, অন্যবস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ সর্ব্বশব্দদ্বারা এক বিষ্ণুই কথিত হইতেছেন, ছন্দোবিশেষ বা অন্য কোন বস্তু কথিত হয় না। কি হেতু? তাহাই বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ 'তিনি গান করেন এবং ত্রাণ করেন', 'ইঁহাকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না' 'সমস্ত ভূত ইঁহার এক পাদস্বরূপ এবং ইঁহার অক্ষয় পাদত্রয় দ্যুলোকে

বর্ত্তমান' ইত্যাদি বাক্যোক্ত প্রস্তাবিত প্রকরণোল্লিখিত সর্ব্বে দোচ্চারণ এবং সর্ব্বলোকপালনরূপ গান এবং ত্রাণকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বোত্তমত্ব, ভূতপাদত্ব (ভূতগণই পাদস্বরূপ যাঁহার, তিনিই ভূতপাদ, তাঁহার ভাব ভূতপাদত্ব) প্রভৃতি সর্ব্বগুণশালিত্বহেতু তিনিই উক্ত শব্দসমূহের বাচ্য। কি নিমিত্ত? তাহাই বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ তাঁহাতে গায়ত্রী, বাক্ প্রভৃতি অধিদৈবগত উক্ত শব্দসমূহের প্রয়োগের কারণস্বরূপ গুণবত্ত্ব বর্ত্তমান আছে এবং অন্যান্য বস্তুতেও ঐ সকল শব্দের প্রবৃত্তি-বিষয়ে যে কারণ দৃষ্ট হয়, উক্ত কারণের প্রতিও তাঁহার স্বতন্ত্রতা রহিয়াছে। এই হেতুই এস্থলে সকল অধিকরণেই ইন্দ্র, আকাশ, প্রাণ, জ্যোতিঃ, গায়ত্রী, বাক্ প্রভৃতি শব্দসমূহের বিষ্ণুরূপ অর্থ সিদ্ধ হইলে—লোকতঃ বিষ্ণুবাচক-রূপে অপ্রসিদ্ধ, পরন্তু অন্যবস্তুতে রূঢ় তাদৃশ শব্দসমূহের শ্রুতিতে প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই—এইরূপ আক্ষেপও নিরস্ত হইল; যেহেতু—বিষ্ণুবস্তুতে উক্ত শব্দসমূহের প্রয়োগের কারণস্বরূপ গুণসমূহ বর্ত্তমান রহিয়াছে, অতএব তাদৃশ গুণসমূহের লাভের জন্যই 'সর্ব্বশব্দদ্বারা' অর্থাৎ অধিদৈব, অধিভূত, অধ্যাত্ম এবং সূক্তস্থ অধিবেদগত বস্তুসাধারণে প্রসিদ্ধ সকল শব্দদ্বারা বিষ্ণুই কথিত হইতেছেন। তাদৃশ সর্ব্বগুণের লাভ যে ব্যর্থ, তাহা নহে। অতএব বলিলেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ এস্থলে সর্ব্বগুণের লাভদ্বারা প্রথম সূত্রের অভীষ্ট ব্রহ্মশব্দোক্ত প্রধান লক্ষণ-স্বরূপ সমস্ত গুণশালিত্বই সিদ্ধ হইল (অতএব ইহার ব্যর্থত্ব হইল না)। এতদ্ব্যতীত সর্ব্বগুণলাভদ্বারা অধিকারিগণের উপাসনার্থ নিজ-নিজ যোগ্য গুণসমূহেরও পূরণ হইল।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, উপক্রমস্থ 'গায়ত্রী'শব্দ ও পশ্চাৎ শ্রুত 'জ্যোতিঃ'পদে এক বিষ্ণুই কথিত হন, ইহা অযুক্ত; কারণ, 'তাঁহার অক্ষয় পদত্রয় দ্যুলোকে বর্ত্তমান,—এই বাক্যে দ্যুলোকস্থিতত্ব এবং 'দ্যুলোকের

পরবর্ত্তী যে জ্যোতিঃ' ইত্যাদি বাক্যে দ্যুলোকের অতীতত্ব কথিত হওয়ায় উভয় বস্তু ভিন্নই হওয়া উচিত, এই আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য বলিলেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ এক বিষ্ণু-বস্তুতেই দ্যুলোকস্থিতত্ব ও দ্যুলোকাতীতত্ব-রূপ গুণদ্বয় বর্ত্তমান থাকায় পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা হয় না। কারণ, ত্রিলোক বর্ণনের অভিপ্রায়ে লক্ষযোজন উন্নত আকাশের উপরিভাগে বর্ণিত অনন্তাসন, শ্বেতদ্বীপ ও বৈকুণ্ঠ দ্যুলোক বলিয়া তথায় অবস্থিত বাসুদেব, নারায়ণ ও বৈকুণ্ঠ-নামক বিষ্ণুমূর্ত্তিত্রয়ই দ্যুলোকস্থিত ; আবার 'পৃথিবীতে মহামেরু, আকাশে সূর্য্যমণ্ডল ও স্বর্গে ইন্দ্রালয় 'দ্যুলোক'নামে প্রসিদ্ধ' এই স্মৃতিবাক্যানুসারে দ্যুলোকরূপে প্রাপ্ত মেরু প্রভৃতি স্থানত্রয় হইতে উন্নত অনন্তাসনাদি লোকত্রয়ে অবস্থিত মূর্ত্তিগণই দ্যুলোকাতীতরূপেও সম্ভবপর হইতেছেন। যদি বল, পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যায় 'দ্যুলোকনামে প্রসিদ্ধ সর্ব্বস্থান হইতে বৈকুণ্ঠ উচ্চ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন',—এই স্মৃতি-বাক্যোক্ত স্বর্গাদি সর্ব্বদ্যুলোকের অতীত বৈকুণ্ঠের উপলব্ধ হইতেছে না, তাহা হইলে সপ্তলোক অভিপ্রায়ে দ্যুলোকাতীতত্ব বলিলেই সর্ব্বদ্যুলোকের অতীতত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ অগ্নিসূক্তস্থ ও ছান্দোগ্যস্থিত জ্যোতিঃ যে একমাত্র বিষ্ণু-বস্তুই, ইহাও নিষ্পাদিত হইল, জানিতে হইবে। তাহার হেতু বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ কর্ণাদির বিদূরত্ব (অতীতত্ব), দ্রষ্টৃত্ব শ্রোতৃত্ব প্রভৃতি সর্ব্বগুণশালিত্বহেতু। সূত্রে শ্রীহরির সম্বন্ধে কর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের অতীতত্ব গুণ শ্রুত হইলেও ছান্দোগ্যে 'ইনি দৃষ্ট ও শ্রুত' ইত্যাদি বাক্যে যে দৃষ্টত্বাদি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ন্যায়সুধার নির্দ্দেশানুসারে অধিষ্ঠান দ্বারা উপপন্ন হইয়া থাকে। পূর্ব্বে 'প্রণেতা' এই শব্দ দ্বারাই শ্রীবিষ্ণুতে 'প্রাণ' শব্দ প্রয়োগের কারণীভূত গুণলাভ কথিত হওয়ায় 'প্রাণস্তথানুগমাৎ' ইত্যাদি সূত্রের অর্থ আর করা হইল না।

অথবা, অন্য প্রকারে "প্রাণস্তথানুগমাৎ" ইত্যাদি সূত্রের ব্যাখ্যা

প্রকাশের জন্য আশঙ্কা প্রদর্শন করিতেছেন,—বিষ্ণু যে প্রণেতা, ইহা সম্ভবপর নহে ; কারণ, 'চক্ষুঃ, শ্রোত্র, মনঃ, বাক্, প্রাণ', ইত্যাদি ঐতরেয় বাক্যে শ্রুত প্রাণ-শব্দ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত পঠিত, এবং প্রাণ-সংবাদে (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কে মুখ্য প্রাণ,—এই বিবাদে) শ্রুত হওয়ায় মুখ্য প্রাণরূপেই অবগত হওয়া উচিত। আবার 'আমি প্রাণ' এই বাক্যে ইন্দ্র কর্ত্তৃক নিজের প্রাণ-স্বরূপত্ব বর্ণিত হওয়ায় 'প্রণেতা'-শব্দ ইন্দ্রেরই বাচক হওয়া সঙ্গত। পক্ষান্তরে—'উক্ত প্রাণ পুরুষরূপে শতবর্ষ পর্য্যন্ত লোক-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল ; অতএব পুরুষের আয়ুঃ শতবর্ষ হইয়া থাকে' এই শ্রুত্যক্ত শতবর্ষ জীবনরূপ জীব-লক্ষণ-দ্বারা 'প্রাণ'-শব্দে জীবই অবগত হওয়া যায়। সুতরাং বাক্যভেদ-দ্বারা 'প্রাণ'-শব্দে মুখ্যপ্রাণ, ইন্দ্র ও জীবরূপ অর্থত্রয়ই উপপন্ন হয়। অতএব (২৮) "প্রাণস্তথানুগমাৎ", (২৯) "ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্", (৩০) "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ", (৩১) "জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসনাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্‌যোগাৎ"—এই সূত্র-চতুষ্টয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ 'অন্য বস্তুতে প্রসিদ্ধ তত্তচ্ছব্দসমূহ-দ্বারা সর্ব্বগুণত্বহেতু একমাত্র বিষ্ণুই কথিত হন' অর্থাৎ 'প্রাণ' প্রভৃতি যে-সকল শব্দের মুখ্য প্রাণ প্রভৃতি অর্থান্তর প্রতিপাদন-বিষয়ে প্রবল কারণ বর্ত্তমান, অন্য বস্তুতে প্রসিদ্ধ তাদৃশ সকল শব্দদ্বারা একমাত্র বিষ্ণুই কথিত হন, মুখ্যপ্রাণাদি অনেক বস্তু নহে। অতএব পূর্ব্বোক্ত বাক্যভেদ স্বীকার্য্য নহে। কি হেতু ? তাহাই বলিলেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ 'দেবগণ তাঁহার গান করিয়াছিলেন ; দেবগণ ভূতিজ্ঞানে তাঁহার উপাসনা করিয়াছিলেন ; এই প্রাণই সেই রথের অধিষ্ঠাতা' ইত্যাদি শ্রুতিতে কথিত এতৎপ্রকরণস্থিত দেবোপাস্যত্ব ও দেহসংজ্ঞক রথের অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রভৃতি সর্ব্বগুণশালিত্ব-নিবন্ধন বিষ্ণুই 'প্রাণ'-শব্দবাচ্য। কি নিমিত্ত

কথিত হন? তাহাই বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে প্রাণ প্রভৃতি শব্দ-সমূহের তাঁহাতে প্রয়োগ হইবার কারণরূপে সর্ব্বজীবনহেতুত্ব প্রভৃতি গুণবত্ত্ব বর্ত্তমান থাকায় এবং অন্যান্য বস্তুতেও ঐ সকল শব্দের যে শক্যধর্ম্মগুণযুক্ততা আছে, উক্ত কারণের প্রতিও তাঁহার স্বতন্ত্রতা আছে বলিয়া তিনিই ঐ সকল শব্দের বাচ্য। প্রাণ-শব্দের মুখ্যপ্রাণাদি প্রতিপাদন-বিষয়ে প্রাণ-সংবাদ প্রভৃতি যে-সকল কারণ আছে, তাহারও বিরোধ হয় না। এই অবিরোধ-বিষয়েও বিষ্ণুর 'সর্ব্বগুণত্ব'ই কারণ অর্থাৎ প্রাণ-সংবাদে (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে কে মুখ্যপ্রাণ? এ বিষয়ে বিবাদ), শতবর্ষ জীবিত্ব এবং ইন্দ্র-কর্ত্তৃক উক্ত প্রাণস্বরূপত্ব প্রভৃতি অন্য বস্তুর প্রতিপাদক যে-সকল লক্ষণ রহিয়াছে, তাদৃশ লক্ষণ-স্বরূপ সর্ব্বগুণ তাঁহাতে বর্ত্তমান। কারণ, মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্র ও জীব,—ইহাদের অন্তর্য্যামি-সূত্রে বিষ্ণুবস্তুতে ঐ সকল লক্ষণের সঙ্গতি হয়। অন্তর্য্যামিত্ব স্বীকার করিলে 'ইন্দ্রিয়গণের উক্ত বিবাদে কেশব ও চতুর্ম্মুখ—এই উভয়ে উদাসীন-রূপে বর্ত্তমান ছিলেন', এই স্মৃতির সহিত বিরোধ হয়, ইহাও বলিতে পার না। কেন বিরোধ হয় না? তাহাই বলিলেন,—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ অন্তর্য্যামী পুরুষের তদীয় প্রাণ-সংবাদ প্রভৃতি গুণ থাকায় বিরোধ হয় না, অথচ অন্তর্য্যামী পুরুষের পূর্ব্বোক্ত বাহ্যরূপই পূর্ব্বোক্ত স্মৃতির বিষয় বলিয়া তদুক্ত উদাসীনত্বও সঙ্গত হয়। এস্থলে অন্তর্য্যামীর উক্তি অভিমত নহে ইহাও বলা যায়না; কারণ বলিতেছেন 'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ 'সেই স্বপ্নাগত পুরুষে অবস্থিত ভগবান্ নিজকে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন' এই বাক্যে তাঁহার ব্যাপ্তত্ব গুণ এবং 'সেই ভগবান্ এই মস্তক-সীমান্তকে বিদারণ-পূর্ব্বক সুষুম্না-দ্বার অবলম্বন করিয়া হৃদয়কে প্রাপ্ত হন—এই বাক্যে অন্তঃস্থিতত্ব গুণ এবং 'ঐতরেয় (ইতরানন্দন) মহিদাস ইহা বলিয়াছিলেন'—এই বাক্যে বহিঃস্থিতত্ব গুণের উল্লেখ

হইয়াছে। ঈদৃশ সর্ব্বগুণত্বহেতু 'অন্তর্য্যামিত্ব'-উক্তিটি অভিপ্রেতরূপেই লব্ধ হইল। সর্ব্বব্যাপিত্ব, অন্তঃস্থিতত্ব ও বহিঃস্থিতত্ব—এই ত্রিবিধ উক্তি ব্যর্থও নহে; তাহার কারণ বলিতেছেন—'সর্ব্বগুণত্বহেতু' অর্থাৎ উপাসনার জন্য সর্ব্বজনের প্রতি অর্থাৎ ত্রিবিধ অধিকারীর প্রতি তাদৃশ ত্রিবিধ রূপ 'গুণ' অর্থাৎ অনুগুণ বা অনুকূল। সম্প্রতি এই পাদের অর্থ সমাপ্তি করিতেছেন, 'ইত্যাদ্যৈঃ' ইতি। তৃতীয়ান্ত 'ইত্যাদি' এই পদটীর দ্বারা সমন্বয়যুক্ত পূর্ণানন্দ প্রভৃতি শব্দসমূহের উল্লেখ হইয়াছে ॥১-২॥

ইতি তত্ত্বমঞ্জরীর প্রথম অধ্যায় প্রথম পাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

সর্ব্বগোঽত্তা নিয়ন্তা চ দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতঃ সদা।
বিশ্বজীবান্তরত্বাদ্যৈর্লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতঃ স হি ॥ ৩ ॥

প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদস্য ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ॥ ২। বিবক্ষিত-গুণোপপত্তেশ্চ॥ ৩। অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ॥ ৪। কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ॥ ৫। শব্দবিশেষাৎ॥ ৬। স্মৃতেশ্চ॥ ৭। অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ॥ ৮। সম্ভোগ-প্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ॥ ৯। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ। ১০। প্রকরণাচ্চ॥ ১১। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ॥ ১২। বিশেষণাচ্চ॥ ১৩। অন্তর উপপত্তেঃ॥ ১৪। স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ॥ ১৫। সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ॥ ১৬। শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ॥ ১৭। অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ॥ ১৮। অন্তর্যাম্যধিদেবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ॥ ১৯। ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ॥ ২০। শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে॥ ২১। অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ॥ ২২। বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ॥ ২৩। রূপোপন্যাসাচ্চ॥ ২৪। বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ॥ ২৫। স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি॥ ২৬। শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে॥ ২৭। অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ॥ ২৮। সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ॥ ২৯। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্ম-রথ্যঃ॥ ৩০। অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ॥ ৩১। সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি॥ ৩২। আমনন্তি চৈনমস্মিন্॥

অনুবাদ—তিনি (ভগবান্ বিষ্ণু) সর্ব্বভূতের হৃদয়গুহা-গত, সকল বস্তুর অদন (ভোজন বা বিনাশ)কারী সকলের নিয়মনকর্ত্তা, সর্ব্বদা দৃশ্যত্বাদি-বর্জ্জিত এবং বিশ্বজীবের অন্তরে অবস্থান প্রভৃতি (শ্রুতি, প্রকরণ, শ্রুতি ও স্মৃতির সমাখ্যানরূপ) যাবতীয় লিঙ্গদ্বারা যুক্ত ॥৩॥

এবং সর্ব্বশাখাগতনানাবাক্যস্থিতৈরন্যবস্তুষু প্রসিদ্ধৈঃ সর্ব্বনামভিরেকো বিষ্ণুরেবতত্তৎপ্রকরণস্থনানালিঙ্গেভ্যো হেতুভ্য উচ্যত ইত্যুক্তং পূর্ব্বপাদে। তদসাধ্বিব। হেতূকৃতলিঙ্গেষু কেষাঞ্চিদীশ্বরনিষ্ঠতাপ্রসিদ্ধাবপি সর্ব্বেষাং তদসিদ্ধেরিত্যতঃ লিঙ্গপাদঃ প্রবৃত্তঃ। তদর্থমাহ—'প্রসিদ্ধৈরন্যবস্তুষু উচ্যতে বিষ্ণুরেবৈকঃ' ইতি; 'লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতঃ স হি' ইত্যগ্রেতনমত্রাপ্যন্বেতি। যঃ পূর্ব্বপাদেঽশেষনামভিরুক্তঃ স একো বিষ্ণুরেবান্যবস্তুষু প্রসিদ্ধৈরতএব ভগবত্যপ্রসিদ্ধৈর্বিপ্রতিপন্নৈরিতি যাবৎ। সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্যুতঃ যুক্ত ইত্যুচ্যতে প্রতিপাদ্যতে। অস্মিন্ পাদে সূত্রকৃতেত্যর্থঃ। বিপ্রতিপন্নাশেষলিঙ্গসমন্বয়ং ব্রূতেঽস্মিন্ পাদ ইতি যাবৎ। কিংনাম্না লিঙ্গেন বা ? নাদ্যঃ, অন্যোন্যাশ্রয়াৎ ; নান্ত্যঃ বিপ্রতিপত্তেঃ। ইত্যতোঽপ্যুক্তং লিঙ্গৈরিতি। বিষ্ণুধর্ম্মত্বেন প্রমাণপ্রসিদ্ধৈস্তত্তৎপ্রকরণস্থ-নিরবকাশাবিপ্রতিপন্নলিঙ্গৈরিত্যর্থঃ। উপলক্ষণমেতৎ। নিরবকাশশ্রুত্যাদিনা চেত্যপি ধ্যেয়ম্।

নন্নু প্রাণশব্দিতস্য বিষ্ণোরুপাসনার্থং "স ইদং ব্রহ্ম ততম্" ইত্যাদিনোক্ততততমত্বাদিগুণবত্ত্বমযুক্তম্। তত্রৈবৈতরেয়ে উত্তরত্র" এতমস্যামেতং দিবি ইত্যাদৌবাক্যে 'এতম্' ইত্যেতচ্ছব্দেন "আদিত্যো রসঃ" ইতিপূর্ব্বপ্রকৃততয়াদিত্যং বা, "চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণজীবং বা পরামৃশ্য তস্য পৃথিব্যাদি-

কতিচিজ্জীবদেহহৃদয়গুহাস্থত্বমুক্ত্বান্তে "সর্ব্বেষু ভূতেষ্বেতমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষত" ইত্যত্র ভূতেষ্বেতমেবাচক্ষতে নান্যমিতি সর্ব্বভূতহৃদয়ে জীবাদিত্যয়োরেব সত্ত্বোক্ত্যা প্রাচীন-ততমত্বাস্তস্থত্বয়োরপি তয়োরেবাবশ্যম্ভাবাদেক প্রকরণস্থত্বাদ্ ব্যাপ্তস্য হরেররল্পদেশেঽন্তরবস্থানাযোগাচ্চ। দেহান্তস্থত্বে জীবসমানভোগপ্রাপ্তেশ্চেত্যতঃ প্রাপ্তং (১-৮)—"সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রাষ্টকম্। তদর্থ :— 'সর্ব্বগঃ' ইতি। 'লিঙ্গৈঃ সর্বৈর্যুতঃ স হ্যত্যন্বেতি, 'বিষ্ণুরেবৈকঃ' ইতি চ। 'এতমস্যাম্' ইত্যাদিনোক্তঃ সর্ব্বগঃ সর্ব্বভূতদেহহৃদয়গুহাগতঃ সঃ প্রাক্ ততমত্বেনোক্তো বিষ্ণুরেব ; ন ত্বাদিত্যঃ সর্ব্বে জীবা বা। কুতঃ ? লিঙ্গৈঃ সর্বৈর্যুতো হীতি। হির্হেতৌ ; 'এতমেব ব্রহ্ম' ইতি, "অশরীরঃ প্রজ্ঞাত্মা" ইতি, "স যোঽতোঽশ্রুতোঽগতোঽমতঃ" ইতি, "আত্মানং পরস্মৈ শংসতি" ইত্যাদিনোক্তসাবধারণ ব্রহ্মশব্দার্থত্বাশরীরত্বাশ্রুতত্বাদিজীবকর্তৃকশংসনক্রিয়াকর্ম্মত্বাদ্যেতৎপ্রকরণশ্রুতলিঙ্গযুক্তত্বাদ্ বিষ্ণোরিত্যর্থঃ। তচ্চ ভাষ্যোক্তশ্রুত্যা সিদ্ধমিতি ভাবঃ ; যদ্বা, এতৈর্লিঙ্গৈর্যুত সর্ব্বগো বিষ্ণুরেব তেষাং লিঙ্গানাং ভাষ্যোক্তবাক্যৈর্বৈষ্ণবত্বপ্রসিদ্ধেরিতি হেরর্থঃ, মুখ্যব্রহ্মণ এব সাবধারণ ব্রহ্মশব্দার্থত্বাৎ। অন্যস্য মুখ্যত্বে অস্যামুখ্যত্বে বা "এতমেব ব্রহ্মেত্যাচক্ষত" ইত্যস্যাযোগাৎ। অশ্রুতত্বাদ্যপ্যেবং ধ্যেয়ম্।

ননু "তস্যৈতস্যাসাবাদিত্যো রসঃ পুরুষং পুরুষং প্রত্যাদিত্যঃ" ইত্যাদিত্যশব্দস্য নামপাদীয়ন্যায়েন বৈষ্ণবত্বেঽপি

সম্বৎসরসারত্ব সর্ব্বপুরুষাভিমুখ্যাদ্যাদিত্যলিঙ্গস্য "চক্ষুর্ম্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ" ইতি চক্ষুর্ম্ময়ত্বাদেহৃর্দয়গুহারূপাল্পস্থানত্বরূপাল্পৌকস্ত্বস্য জীবলিঙ্গস্য ভাবাত্তদ্‌বিরোধ ইত্যতোঽপি লিঙ্গৈঃ সর্বৈর্যুতঃ স হীতি। স হি বিষ্ণুরেব সংবৎসরসারত্বাদি সর্ব্বলিঙ্গৈর্যুতো হি প্রসিদ্ধমেতচ্ছ্রুত্যাদাবিতি। তথা হি— 'সংবৎসরো হি প্রজাপতিঃ", "তত্র সংবৎসরং নাম ব্রহ্মাণমসৃজৎ", "সংবৎসরাভিমানী তু ব্রহ্মা" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভিঃ সংবৎসরস্য বিরিঞ্চত্বেন তন্নিয়ন্তৃত্বরূপসারত্বস্য চ "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতিপূর্ব্বম্" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভিঃ সর্ব্বপুরুষাভিমুখ্যস্য মণ্ডলদ্বারা আদিত্য ইব "স এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষঃ যশ্চাসাবাদিত্যে", "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ", "ব্রহ্মণঃ সারভূতস্তু প্রদ্যুম্নো ভগবান্ হরিঃ স এবাদিত্যসংস্থশ্চ" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভিঃ আদিত্যস্থতয়া নির্ণীতে হরৌ, চক্ষুর্ম্ময়ত্বাদেশ্চ "সর্বেবন্দ্রিয়ময়ো বিষ্ণুঃ সর্ব্বপ্রাণিষু সংস্থিতঃ" ইতি স্মৃত্যা চক্ষুরাদিস্বামিত্বেন চ পূর্ণানন্দ ইত্যত্রোক্তন্যায়েন পূর্ণদর্শনশক্তিত্বাচ্চক্ষুর্ম্ময় ইত্যাদি স্মৃত্যা চ ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বেন চোপপত্তেঃ। অর্ভকৌকস্ত্বস্যাপি ব্যাপ্তে হরৌ "অন্তর্ব্বহিশ্চ তৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ" ইতি শ্রুত্যা, "অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ" ইত্যাদিস্মৃত্যা 'অন্তরঃ খবৎ' ইত্যত্র প্রসঙ্গাদুক্তযুক্ত্যা চ সমাহিতত্বাদ্ বা পূর্ব্বস্মাৎ 'খবৎ' ইতি পদস্যানুবৃত্ত্যা খবৎ সর্ব্বগো বিষ্ণুরিত্যন্বয়েন সমাধানাদ্ বেতি ভাবঃ। এতেন সর্ব্বগো বিষ্ণুরিতিবচনেনৈব "তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্তত্তচ্ছক্তি-

প্রবোধকঃ" ইত্যাদ্যনুভাষ্যোক্ত্যা সর্ব্বগতত্বস্য তত্তচ্ছক্তিপ্রবোধনার্থত্বাৎ সামর্থ্যাতিশয়েন জীবসমানভোগাপ্রাপ্তিরপি সমাহিতেতি ধ্যেয়ম্। অত্র স ইত্যুক্তিঃ পূর্ব্বোক্তেনৈক্যোক্ত্যর্থা।

নন্বথাপি যদুক্তং সর্ব্বকর্ত্তা বিষ্ণুরেবেত্যত্র সর্ব্বসম্বন্ধিজন্মস্থিতিলয়কর্ত্তৃত্বং বিষ্ণোস্তদযুক্তম্; "সর্ব্বং বা অত্তীতি তদদিতেরদিতিত্বম্" ইতি কাণ্বশ্রুতৌ অদিতেরেব সর্ব্বাত্তৃত্বরূপসংহর্ত্তৃত্বোক্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (৯-১০)—"অত্তা" ইত্যাদি সূত্রদ্বয়ম্। তদর্থঃ—অত্তেতি। 'একো বিষ্ণুরেব' ইতি, 'লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতঃ স হি' ইতি চান্বেতি। সর্ব্বমত্তীত্যত্রোক্তঃ স প্রাক্ সর্ব্বকর্ত্তেত্যত্র সংহর্ত্তৃত্বেনোক্তো বিষ্ণুরেব, ন ত্বদিতিঃ। কুতঃ? 'লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতো হি' ইতি হির্হেতৌ। সর্ব্বমত্তীত্যুক্তাসঙ্কুচিতসর্ব্বাত্তৃত্বস্য "নৈবেহ কিঞ্চনাগ্র আসীন্মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীৎ" ইত্যাদি বাক্যোক্তলয়বর্ত্তিত্বাৎ সংবৎসরস্রষ্টৃত্ব চতুর্ম্মুখাদনোত্থমাদিরূপৈস্তৎপ্রকরণস্থ সর্ব্বলিঙ্গৈর্যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। এতৈর্লিঙ্গৈর্যুতোঽত্তা বিষ্ণুরেব; তেষাং ভাষ্যোক্তদিশা বৈষ্ণবত্বপ্রসিদ্ধেরিতি বা। অত্র 'একঃ' ইত্যুক্তিঃ কিঞ্চিদত্রী অদিতিঃ কিঞ্চিদত্তা হরিরিতি ন শক্যং সর্ব্বস্যাত্তা হরিরেক এবেতি বক্তুম্। অত্রাপি বিষ্ণুরিতি বর্ত্তমানে স ইত্যুক্তিঃ প্রাগুক্তেনৈক্যদ্যোতনায় বা, "স তয়া বাচা তেনাত্মনা" ইত্যাদৌ প্রথমান্তত্তচ্ছব্দোক্তঃ প্রকৃতমৃত্যুরেবাত্তা নির্ণেয়শ্রুতৌ উচ্চত ইতি দ্যোতনায় বেতি।

নন্বথাপি ন তস্য সর্ব্বাদনং যুক্তম্। "ঋতং পিবন্তৌ

সুকৃতস্য লোকে” ইতি ‘ঋত’শব্দিতকর্ম্মফলাদনরূপঋতপাতৃত্বস্য দেহহৃদয়গুহাপ্রবিষ্টয়োর্জীবেশ্বরয়োর্দ্বিবচনশ্রুত্যা প্রতীতাবপি ঈশ্বরস্যানশ্নন্নিত্যাদিনা কর্ম্মফলানত্তৃত্বাচ্ছত্রিন্যায়েন জীবেশ্বরৌ ‘ঋতং পিবন্তৌ’ ইত্যুক্ত্যুপপত্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তং (১১-১২)—“গুহাং প্রবিষ্টৌ” ইত্যাদি সূত্রদ্বয়ম্। তস্যাপার্থঃ—অত্তেতি। ‘সর্ব্বগঃ’ ইত্যস্তি ; ‘লিঙ্গৈঃ’ ইত্যাত্তন্বেতি। সর্ব্বগোঽত্তা “ঋতং পিবন্তৌ” ইত্যাদ্যুক্তঃ সর্ব্বপ্রাণিশরীরহৃদয়গুহাস্থঃ সন্ কর্ম্মফলাত্তা স সর্ব্বাত্তৃত্বেনোক্তঃ স একো বিষ্ণুরেব, ন তু জীবেশ্বরৌ। কুতঃ ? ‘লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতো হি’—‘গুহাং প্রবিষ্টৌ’ ইতি, “যঃ সেতুরীজানানাম্” ইতি, “অক্ষরং ব্রহ্ম তৎপরম্” ইতি গুহাপ্রবিষ্টত্বসেতুত্বাক্ষরত্বৈকবচনোক্তৈকত্বাদিলিঙ্গৈর্যুতত্বাদিত্যর্থঃ। এতৈর্লিঙ্গৈর্যুতোঽত্তা বিষ্ণুরেব। তেষাং ভাষ্যদিশা বৈষ্ণবত্বপ্রসিদ্ধেরিতি বা। অত্রাপি বিষ্ণুরিতি বর্ত্তমানে স ইত্যুক্তিঃ সর্ব্বত্রৈক্যদ্যোতনায় বা, “ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ” ইতি তচ্ছব্দেন পূর্ব্বপ্রকৃতো বিষ্ণুরেব দ্বিরূপোঽত্রোচ্যতে, ন ত্বপ্রকৃতো জীব ইতি সূচনায় বা। ন চানশনশ্রুতিবিরোধ ইত্যতোঽপি স ইতি। “তস্মাদাহুঃ পিপ্পলং স্বাদ্বগ্রে তন্নোঽনশদ্ যঃ পিতরং ন বেদ” ইত্যনশনবাক্যশেষে যো জীবানত্ত্যাত্তৃত্বেনোক্তঃ স বিষ্ণুরেবাত্তা ঋতপানকর্ত্তেত্যর্থঃ—“ঋতং সত্যং তথা ধর্ম্মঃ সুকৃতং” ইত্যাদেঃ। তথা চ শ্রুতিঃ জীবাত্ম্যশুভানশনপরেতি ভাবঃ। ‘একঃ’ ইতি জীবেশরূপানেককোটিনিরাশায়, ‘সর্ব্বগঃ’ ইতি গুহাস্থত্বযুক্তিসূচনায়। অত্তারাবিতি বাচ্যে অত্তেত্যুক্তিঃ রূপদ্বয়ৈক্যোক্ত্যর্থা।

নন্বথাপি পূর্ণানন্দো বিষ্ণুরেবেত্যেতদযুক্তম্ ; তস্য—যশ্চাসাবাদিত্যঃ' ইত্যাদিত্যস্থস্বোক্তেঃ, আদিত্যস্থস্য চ— "য এষ আদিত্যে পুরুষঃ" সোঽহমস্মিইতি অগ্নিনা স্বাত্মতাদাত্ম্যোক্তেঃ, আদিত্যস্থস্যৈব চাগ্নেঃ—"য এষোঽন্তরক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মা' ইত্যক্ষিস্থত্ব মুচ্যতে,—"আদিত্যশ্চক্ষুর্ভূত্বাঽক্ষিণী প্রাবিশৎ" ইতি শ্রুত্যা আদিত্যাক্ষোরেক-দেবতাধিষ্ঠানত্বাৎ। অতো হ্যাদিত্যস্থঃ পূর্ণানন্দোঽপ্যাগ্নিরেবেত্যতঃ প্রাপ্তম্ (১৩-১৭)—"অন্তর উপপত্তেঃ" ইতি সূত্রপঞ্চকম্। তদর্থঃ— নিয়ন্তা চেতি পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। সর্ব্বগঃ সন্ "অন্তরক্ষিণী"তি শ্রুতসর্ব্বপ্রাণিচক্ষুরন্তরস্থঃ সন্ "এষ বামনিঃ" ইত্যাদিনোক্তো নিয়ন্তা বামভামশব্দিতসৌন্দর্য্যতেজঃপ্রধানসর্ব্বস্ত্রীপুংসনিয়মনকর্ত্তা স সম্পূর্ণানন্দত্বেনোক্তাদিত্যস্থ একঃ স্বতন্ত্রো বিষ্ণুরেব, ন ত্বগ্নিঃ। কুতঃ? 'লিঙ্গৈঃসর্ব্বৈর্যুতো হি'—"এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" "তদ্ যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেবংবিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে" ইতি, "তদ্ যদস্মিন্ সর্পির্ব্বোদকং বা" ইতি, "এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষতে এতং সর্ব্বাণি বামানি সংযন্তি এষ উ এব বামনিঃ", "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম", "স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি"ইত্যাদিনা উক্তৈরমৃতত্বাভয়ত্বপাপাশ্লেষহেতুবেদনত্ব- স্বাশ্রয়চক্ষুরসঙ্গত্বাপাদকত্বসংযদ্বামত্ব-পূর্ণানন্দত্ব-পূর্ণজ্ঞানত্বাদিভিরেতৎপ্রকরণস্থৈঃসর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্যুতত্বাদিত্যর্থঃ। এতৈর্লিঙ্গৈর্যুতো নিয়ন্তা বিষ্ণুরেব তেষাং ভাষ্যদিশা বৈষ্ণবত্বসিদ্ধেরিতি বা। অত্রাপি স ইত্যুক্তিঃ "যোঽগ্নিনামা সোঽহমস্মি" ইতি তচ্ছব্দেনাদিত্যস্থমুদ্দিশ্য

পাদান্ত্যপ্রাণনযন্ত্যায়েনাহমস্মীতি স্বান্তর্য্যামিতাদাত্ম্যেনোক্তঃ স এব বিষ্ণুঃ "য এষোঽন্তরক্ষিণি" ইতি অক্ষিস্থো নিয়ন্তেতি সূচয়িতুম্। অত্রান্তর ইতি বাচ্যে নিয়ন্তেত্যুক্তিঃ "এষ এব বামনিঃ" ইত্যাদিনোক্তনিয়ন্তৃত্বরূপেণৈবাক্ষ্যন্তরস্থত্বমিতি দ্যোতয়িতুম্। তেনাগ্নেরক্ষিস্থতয়া নিয়ন্তৃত্বে জীবত্বসাম্যেন নিয়ামকান্তরাপেক্ষায়ামনবস্থিতিঃ, নিয়ম্যজীবসাম্যেন নিয়ামকত্বাসম্ভবশ্চেতি সূচিতম্। স্বতন্ত্রেণোক্তৌ ন দোষ ইতিসূচয়িতুং 'একঃ' ইতি। যত্তু অনুভাষ্যে—"এতদ্ভাবাভিধং লিঙ্গং ক্রিয়ালিঙ্গে ততঃপরম্। অন্তর্য্যাম্যন্তরশ্চেতি ক্রিয়া-ভাবাখ্যমুচ্যতে ॥" ইতি ক্রিয়ারূপং ভাবরূপং লিঙ্গমত্রোচ্যত ইত্যুক্তম্; তত্র চক্ষুরন্তঃস্থিতিরূপভাবস্য সর্ব্বগ ইত্যনুবৃত্ত্যা স্পষ্টত্বান্নিয়মনরূপং ক্রিয়াখ্যলিঙ্গমেবোপাত্তং নিয়ন্তেতি। তত্র ক্রিয়াপদেন "অন্তঃ স্থিত্বা রমণকৃৎ" ইত্যনুভাষ্যদিশা ন রমণরূপক্রিয়ৈব বিবক্ষিতা, কিন্তু নিয়মনরূপক্রিয়াপি। অতএব ক্রিয়েতি সামান্যোক্তিঃ।

নন্বক্ষ্যন্তস্থো নিয়ন্তা বিষ্ণুরিত্যযুক্তম্; 'এতদমৃতম্' ইতি তত্র হেতূকৃতস্যামৃতত্বস্য বাজসনেয়ে পঞ্চমে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্নিত্যুপক্রম্য এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যাদিনা পৃথিব্যাদ্যন্তর্য্যামিণঃ শ্রবণাত্তস্য চ 'পৃথিবী শরীরম্' ইতি পৃথিবীশরীরকত্বাদিনা পৃথিব্যাদ্যভিমানিজীবত্বাদুপাদানপ্রকৃতিত্বাদ্বেত্যতঃ প্রাপ্তম্ (১৮-২০)—"অন্তর্য্যামি" ইত্যাদি সূত্রত্রয়ম্। তস্যাপ্যর্থঃ—নিয়ন্তা চেতি। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। স চক্ষুরাদাবমৃতত্বেনোক্তঃ স একো বিষ্ণুরেব। সর্ব্বগো নিয়ন্তা। অন্তর্য্যামি-

শব্দোক্তসর্ব্বপ্রাণ্যন্তস্থঃ সুন্নিয়মনকর্ত্তা, ন তু তত্তদভিমানিজীব-স্তদুপাদানপ্রকৃতির্ব্বেত্যর্থঃ। কুত ? সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্যুতো হি। "যং পৃথিবী ন বেদ পৃথিবীমন্তরঃ" ইত্যাদিনোক্ত পৃথিব্যাদ্যভিমানিদেবা-বিদিতত্বানন্যাপেক্ষরমণবত্ত্বরূপান্তরত্বামৃতত্বাদ্যেতৎপ্রকরণস্থলিঙ্গৈ-র্যুতত্বাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্ববদ্ বা যোজনা। প্রাগুক্তসমুচ্চয়ে চ-শব্দঃ।

নন্বু চ শরীরবত্ত্বলিঙ্গাজ্জীব এব কুতো ন ইত্যতোঽপি নিয়ন্তেতি। বিশ্বজীবান্তরত্বাদ্যৈরিত্যপ্যন্বেতি। হি যস্মাৎ নিয়ন্তান্তর্য্যামী "যো বিজ্ঞানাদন্তরো য আত্মনোঽন্তরঃ" ইত্যাদিনোক্তবিজ্ঞানাত্ম-শব্দিতসর্ব্বজীববিবিক্তত্বরূপান্তরত্বাখ্যবিশ্ব-জীবান্তরত্বাদ্যৈর্লিঙ্গৈর্যুতোঽতো ন জীব ইত্যর্থঃ। আদ্যপদেন য আত্মনীত্যুক্তাধারাধেয়ত্বাদিগ্রহঃ, ন হি জীবাদ্ভেদেন অধীতস্য জীবত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ। কথং তর্হি পৃথিব্যাদ্যভিমানিসর্ব্বজীব-শরীরকত্বমশরীরস্য বিষ্ণোরিত্যতোঽপি নিয়ন্তেতি। হি যতো বিষ্ণুর্নিয়ন্তা সর্ব্বনিয়ামকঃ, অতঃ পৃথিব্যাদ্যভিমানিসর্ব্বজীব-শরীরক ইত্যর্থঃ। যথা লোকে শরীরং জীবতন্ত্রং তথা সর্ব্বে জীবা বিষ্ণুতন্ত্রত্বাদ্ গৌণ্যা বৃত্ত্যা তচ্ছরীরাণীত্যর্থঃ—"পৃথিব্যাদ্যা দেবতাস্তু দেহবদ্ যদ্বশত্বতঃ। শরীরমিতি চোচ্যন্তে যস্যবিষ্ণো-র্মহাত্মনঃ" ॥ ইতি বৃহদ্ভাষ্যোক্তস্মৃতেঃ। "শীর্য্যতে নিত্যমেবাস্মাৎ" ইতি ভাষ্যোক্তদিশা সর্ব্বস্য বিষ্ণুনা দেহাদিদ্বারা যথাযোগ্যং শীর্য্যমাণত্বাচ্চ যোগ্যবৃত্ত্যা সর্ব্বশরীরত্বং যুক্তমিতি চ-শব্দার্থঃ।

নন্বথাপি যদুক্তং "যং পৃথিবী ন বেদ", "অদৃশ্যেঽনাত্ম্যে" ইত্যাদিনা বিষ্ণোরদৃশ্যত্বাদিকং, তদাথর্ব্বণে "অথ পরা যয়া

তদক্ষরমধিগম্যতে যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্” ইত্যাদিনাঽক্ষরস্যোচ্যতে। তচ্চাক্ষরং “যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি” ইতি দৃষ্টান্ত-পূর্ব্বকং “অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্” ইতি বিশ্বোপাদানকারণত্বেন “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইত্যুৎকর্ষাবধিত্বেন চ শ্রুতমিতি অনু-পাদানে সর্ব্বোৎকৃষ্টে বিষ্ণৌ অনুপপন্নং সচ্চিদচিৎপ্রকৃতি-বিরিঞ্চরুদ্রা বা তদন্যতমমেব বা ব্রহ্ম ঈশশ্রুত্যাদিপ্রাপক-বশাদুপেয়মিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (২১-২৩)—“অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ” ইত্যাদিযোগত্রয়ম্। তদর্থঃ—দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতঃ সদেতি। পূর্ব্ব-বদনুষঙ্গঃ। স প্রাক্ “অদৃশ্যেঽনাত্ম্যে” ইত্যাদিনোক্ত একো বিষ্ণুরেব দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতঃ, ন তু চিৎপ্রকৃত্যাদিরনেকঃ। কুতঃ? লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতো হি—“অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে” ইতি, “যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ” ইতি, “রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশম্” ইতি পর-বিদ্যাবিষয়ত্বসর্ব্বজ্ঞত্বরূপান্তর্যামিশ্রুরুক্মবর্ণাদ্যেতৎপ্রকরণস্থসর্ব্বলিঙ্গ-যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। এতৈর্লিঙ্গৈর্যুতো দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতো বিষ্ণুরেব; তেষাং লিঙ্গানাং ভাষ্যোক্তশ্রুত্যাদিভির্বিষ্ণৌ প্রসিদ্ধেরিতি ব্যর্থঃ। অক্ষরশব্দস্য নপুংসকলিঙ্গত্বেন দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতমিতি বাচ্যে পুংলিঙ্গোক্তির্বিষ্ণুপদান্বয়ায় বা “পরতঃ পরঃ” ইত্যুক্তপরবস্ত্ব-পেক্ষয়া বা। তেন “যত্তদদ্রেশ্যম্” ইত্যাদিনা দৃশ্যত্বাদিহীনং “অক্ষরাৎ সম্ভবতি” ইতি কারণত্বেনোক্তং “অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ” ইতি পরত্বেনোক্তঞ্চ বস্ত্বেকমিতি দর্শিতত্বাৎ পরাবধ্যক্ষ-রমন্যদিতি সূচনায় পরাবধিত্বং দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতাক্ষরস্য বিষ্ণুত্বে বাধকম্। “অক্ষরাৎ সম্ভবতি” ইতি পঞ্চম্যপি কারণত্বমাত্রে ন তূপাদানত্ব ইতি ভাবঃ। অত্র যদ্যপি শ্রুতৌ দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতত্ব-

বৎ "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং যদ্ভূতযোনিম্" ইতি ভাবরূপগুণান্তরমপি শ্রুতং, সূত্রে চ "অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ" ইতি ভাবাভাবসাধারণ্যেন গুণপরং, তথাপি সর্ব্বগতত্বসুসূক্ষ্মত্বাদেঃ 'সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ" ইত্যাদৌ হরৌ সিদ্ধত্বাদিহাদৃশ্যত্বাদিসমন্বয় এব তাৎপর্য্যাৎ দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিত ইত্যুক্তম্। অনুভাষ্যে চ "অদৃশ্যত্বাদ্যভাবাখ্যম্" ইতি ; যদ্বা, ভাবধর্ম্মাণাং বহুত্বাদভাবধর্ম্মাণামল্পত্বাদ্ ভাবোপলক্ষকতয়া দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিত ইত্যুক্তম্ ; যদ্বা, সর্ব্বগ ইতি ভাবান্তরোপলক্ষকতয়া ইহানুবর্ত্ত্য সর্ব্বগঃ সর্ব্বগতঃ সন্ দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিত ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। অত্র দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতত্বং নাম সাকল্যেন চক্ষুর্মনঃপ্রভৃত্যগোচরত্বমপরিচ্ছেদ্যবৈভবত্বমিতি যাবৎ। তন্ন কদাচিজ্জীয়ত ইতি ভাবেনোক্তং সদা দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিত ইতি। তেন শ্রুতৌ নিত্যপদং অদৃশ্যত্বাদেরপি বিশেষণমিতি দর্শিতম্ ; যদ্বা, সদেত্তি, অত্তা, নিয়ন্তা, চেত্যত্রাপ্যন্বেতি। তথা চেশ্বরক্রিয়াপি নিত্যেত্যুক্তং ভবতি। বিবৃতঞ্চানুব্যাখ্যানে ক্রিয়ানিত্যত্বম্।

ননু দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতোঽক্ষরাৎ পরতঃ পরো বিষ্ণুরিত্যযুক্তং,—তদ্ধর্ম্মস্য সর্ব্বগতত্বস্য ছান্দোগ্যে পঞ্চমে "যস্ত্বেতং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে" ইতি বৈশ্বানরস্যাভিতো বিগতং মানং মর্য্যাদা যস্যেত্যভিবিমানপদেন প্রতীতের্বৈশ্বানরশব্দস্য চাগ্নৌ রূঢ়ত্বাদ্ "বৈশ্বানরে ভক্ত্ তম্" ইতি, "হৃদয়ং গার্হপত্যো" ইত্যাদিনোক্ত হোমাধারত্ব গার্হপত্যাদ্যাঙ্গত্বপাচকত্বাদ্যনেক লিঙ্গানাং ভাবেন চাগ্ন্যর্থত্বাৎ ; বিষ্ণ্বর্থত্বে চ বৈশ্বানরাদি শব্দানামগ্ন্যাদৌ প্রয়োগস্য সূক্তবিদ্যাব্যবস্থায়াশ্চাযোগাৎ।

প্রাচীনসর্ব্বগতোঽপ্যগ্নিদেবতা ভূতং বা। ন চ কালাকাশাদেরিবাগ্নাবিষ্ণ্বোরপ্যস্তু সর্ব্বগতত্বমিতি শঙ্ক্যং,—বাধকাভাবেন পূর্ব্বত্র সর্ব্বগতমিত্যনেনাত্রাভিবিমানপদেন চানন্যায়ত্তনিরতিশয়স্যৈব সর্ব্বগতত্বস্য প্রতীতেঃ। তস্য চ দ্বয়োরযোগাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (২৪-৩২)—"বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ" ইত্যাদিসূত্রনবকম্। তদর্থঃ—বিশ্বজীবান্তরত্বাদ্যৈর্লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতঃ স হীতি। একো বিষ্ণুরেবেত্যন্বেতি। সঃ প্রাক্ সর্ব্বগতত্বাদিনোক্তঃ একো বিষ্ণুরেব যৌগিকবৈশ্বানরশব্দিতবিশ্বজীবান্তরত্বাদ্যৈর্হোমাধারত্বগার্হপত্যাদ্যঙ্গত্বাদ্যৈর্লিঙ্গৈর্যুতো বৈশ্বানরাগ্ন্যাদিশব্দৈস্তৎসূক্তৈস্তদ্বিদ্যাভিশ্চ প্রতিপাদ্য ইতি যাবৎ; ন ত্বগ্ন্যাদিদেবতা ভূতঞ্চেত্যর্থঃ। কুতঃ? লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতো হীত্যাবৃত্তিঃ। লিঙ্গশব্দোঽত্র প্রমাপকমাত্রপরঃ। আত্মশ্রুতিপ্রকরণশ্রুতিস্মৃতিসমাখ্যাভির্যুতত্বাদিত্যর্থঃ;—"বৈশ্বানরমাত্মানম্" ইত্যাত্মশ্রুতেঃ, "কো ন আত্মা কিং ব্রহ্ম" ইত্যাদ্যুপক্রমেণাস্য ব্রহ্মপ্রকরণত্বাৎ, "শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত" ইত্যাদিনা পুরুষসূক্তোক্তস্য "মূর্দ্ধৈব সুতেজাঃ" ইত্যাদিনা বৈশ্বানরবিদ্যায়ামাম্নানেনার্থতঃ পুরুষসূক্তোক্তসমাখ্যানাৎ, "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা" ইতি গীতাসমাখ্যানাচ্চেতি চ।

অগ্ন্যাদিলিঙ্গানাং বিষ্ণাবুপাসনার্থত্বেন সাবকাশত্বস্য বিশ্বজীবান্তরত্বোক্ত্যৈব সর্ব্বশব্দমুখ্যার্থবিষ্ণুসম্বন্ধাদন্যত্র হানাদ্যর্থং শব্দপ্রয়োগস্য, তত্তৎসূক্তবিদ্যাপ্রতিপাদ্যস্য বিষ্ণোরুপাসককর্ত্তৃকানুস্মৃত্যভিব্যক্তিপ্রাপ্ত্যধিষ্ঠানানামগ্ন্যাদীনাং ব্যবস্থয়া "পৃথগ্রূপাণি

বিষ্ণোস্তু" ইত্যাদি ঋগ্‌ভাষ্যোক্তদিশা নামরূপভেদব্যবস্থয়া চ সূক্তাদিব্যবস্থায়াশ্চোপপত্তেরিতি ভাবঃ। স্থানৈক্যেন তদ্‌গতানামৈক্যোক্তিবৎ, বক্ষ্যমাণদিশা হৃদয়াকাশস্থাঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বেন তত্রস্থস্থাঙ্গুষ্ঠমাত্রোক্তিবচ্চ প্রাদেশমাত্রত্বস্যাপ্যুপপত্তেরিতি ভাবঃ;—"হৃদয়ে সর্ব্বশো ব্যাপী প্রাদেশঃ পুরুষোত্তমঃ" ইতি ষষ্ঠে বৃহদ্‌ভাষ্যোক্তেঃ। অত্র "শ্রুতির্লিঙ্গাধিকা পরা" ইতি অনুভাষ্যে বৈশ্বানরশব্দস্য লোকতোহগ্নৌ রূঢ়িমাশ্রিত্য নামত্বোক্তাবপি ইহ বিষ্ণৌ যৌগিকত্বাল্লিঙ্গত্বোক্তিরবিরুদ্ধা। পাদার্থমুপসংহরতি—বিশ্বজীবেতি। প্রসিদ্ধেরন্যবস্তুষ্বিত্যাস্তি। "সর্ব্বেষু ভূতেষ্বেতমেব ব্রহ্ম" ইত্যুক্ত বিশ্বজীবান্তরস্থত্বাত্তৈরন্যবস্তুষু প্রসিদ্ধেঃ সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্যু'তঃ স একো বিষ্ণুরেব হি। নান্যত্র প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ ॥৩॥

ইতি শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতস্য ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যস্য টীকায়াং রাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ১।২ ॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

পূর্ব্বপাদে বেদের সর্ব্বশাখাগত নানাবাক্যস্থিত যে-সকল নাম অন্য বস্তু-সমূহে প্রসিদ্ধ, তাহাদের দ্বারা একমাত্র বিষ্ণুই কথিত হন, ইহা বলা হইয়াছে এবং তাহার কারণরূপে তত্তৎপ্রকরণোল্লিখিত বিবিধ লক্ষণও প্রদর্শিত হইয়াছে। পরন্তু তাহা অসমীচীন বলিয়া মনে হয়; কারণ, যে-সকল লক্ষণকে কারণ করিয়া ঐরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তাহাদের মধ্যে কতিপয়ের ঈশ্বরনিষ্ঠত্ব প্রসিদ্ধ থাকিলেও সকলগুলির তাহা নাই

বলিয়া তৎসিদ্ধির জন্য এই লিঙ্গপাদের আরম্ভ হইতেছে। তাহাই বলিতেছেন—"অন্য বস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ একমাত্র বিষ্ণুই কথিত হন।" ইহার সহিত "তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত" এই পরবর্ত্তি-বাক্যের অন্বয়-পূর্ব্বক অর্থ সমাধান করিতে হইবে। অতএব সম্পূর্ণ বাক্যের অর্থ এইরূপ—যিনি পূর্ব্বপাদে সর্ব্ববিধ নামদ্বারা উক্ত হইয়াছেন, সেই এক বিষ্ণুবস্তুই অন্য বস্তুসমূহে প্রসিদ্ধ, অতএব ভগবদ্‌বস্তুতে অপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ বিরুদ্ধ-রূপে প্রতিপন্ন সর্ব্বলিঙ্গ-সমূহদ্বারা যুত অর্থাৎ যুক্ত—ইহা কথিত হইতেছে অর্থাৎ সূত্রকার কর্ত্তৃক এই পাদে প্রতিপাদিত হইতেছে। এখন প্রশ্ন হয় যে, ঐরূপ প্রতিপাদন কি কোন নামদ্বারা হয়, অথবা কোন লক্ষণদ্বারা হয়? নামদ্বারা হয়,—এরূপ বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ হয় (যেহেতু পূর্ব্বে নানাবচনগত বিবিধ লক্ষণদ্বারাই বিষ্ণুবস্তুতে বিবিধ নামের প্রবৃত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে; সম্প্রতি আবার সেই নামকেই লক্ষণসমূহের প্রবৃত্তির কারণ বলিলে পরস্পরাশ্রয়দোষ অবশ্যম্ভাবী)। আবার লক্ষণদ্বারা হয়,—ইহাও বলা যায় না; কারণ, তিনি যে সর্ব্বলক্ষণযুক্ত, ইহাই এস্থলে প্রতিপাদ্য বিষয়, পরন্তু ইহা এখনও স্থির হয় নাই। সুতরাং তাদৃশ অনিশ্চিত লক্ষণ-সমূহের দ্বারা কিরূপে তাঁহার সর্ব্বলক্ষণযুক্তত্ব প্রমাণিত হইতে পারে? এ স্থলেও বলিতেছেন—"লিঙ্গৈর্হি" (লক্ষণসমূহ-দ্বারাই ইহা প্রমাণিত হইবে) অর্থাৎ যে-সকল লক্ষণ বিষ্ণুর ধর্ম্মরূপে অন্যান্য প্রমাণদ্বারা প্রসিদ্ধ, যাহাদের বিষ্ণু ব্যতীত অপর আশ্রয় সম্ভব হয় না এবং যাহাদের বিষ্ণুধর্ম্মত্ব-সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই, তত্তৎপ্রকরণস্থিত তাদৃশ লক্ষণ-সমূহ দ্বারাই এস্থলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে, ইহা উপলক্ষণ মাত্র। পরন্তু যাহাদের বিষ্ণু ব্যতীত অন্য আশ্রয় নাই, তাদৃশ শ্রুতি প্রভৃতি দ্বারাও কার্য্যসিদ্ধি জানিতে হইবে।

সম্প্রতি আশঙ্কা এই যে, 'প্রাণ'-শব্দদ্বারা উক্ত বিষ্ণুবস্তুর উপাসনার জন্য 'সেই স্বপ্নগত পুরুষে অবস্থিত ভগবান্ নিজকে সর্ব্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বব্যাপিত্ব প্রভৃতি গুণ প্রদর্শিত হইয়াছে—এ কথা অযুক্ত; কারণ, ঐতরেয় শ্রুতিতে তাহার পরেই—"ছন্দোগগণ ইহাকেই এই পৃথিবীতে এবং ইহাকেই দ্যুলোকে ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন" ইত্যাদি বাক্যগত "ইহাকেই" এই পদোল্লিখিত 'এতৎ' শব্দে—"আদিত্যই রসস্বরূপ"—এই পূর্ব্বপ্রস্তাবিত আদিত্যকে অথবা "চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়" ইত্যাদিদ্বারা বক্ষ্যমাণ জীবকে পরামর্শ করিতেছে। পরে তাহাকেই পৃথিবী প্রভৃতি কতিপয় জীবদেহের হৃদয়গুহাস্থিতরূপে বর্ণন করিয়া অবসানে "নিখিল ভূতগণের মধ্যবর্ত্তী ইঁহাকেই ব্রহ্মনামে কীর্ত্তন করেন"—এই বাক্যে 'ভূতগণের মধ্যবর্ত্তী ইঁহাকেই ব্রহ্মনামে কীর্ত্তন করেন, অন্যকে করেন না'—এইরূপ অর্থ-বশতঃ সর্ব্বভূতের হৃদয়ে জীব এবং আদিত্যেরই অবস্থান কথিত হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী সর্ব্বব্যাপ্তত্ব ও অন্তঃস্থিতত্ব ও এক প্রকরণে উল্লেখ-হেতু তাহাদেরই অবশ্যম্ভাবী। বিশেষতঃ বিষ্ণুবস্তুর ব্যাপকতা-নিবন্ধন জীব-দেহের ন্যায় অল্পদেশে অবস্থানও অসঙ্গত। আর তাঁহাকে জীবদেহের অভ্যন্তরস্থ বলিলে জীবের ন্যায় সুখ-দুঃখ-ভোগের প্রসঙ্গও হইয়া পড়ে। এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য (১-৮)—"সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ", "বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ", "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ", "কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপ-দেশাচ্চ", "শব্দবিশেষাৎ", "স্মৃতেশ্চ", "অর্ভকৌকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ", "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ"—এই আটটী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—'সর্ব্বগ'। "তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত" এবং 'এক বিষ্ণুই' এই বাক্যদ্বয়েরও এস্থলে অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এই যে, "ছন্দোগগণ ইহাকেই এই

পৃথিবীতে” ইত্যাদি বাক্যোক্ত ‘সর্ব্বগ’ অর্থাৎ সর্ব্বহৃদয়গুহাগত বস্তু বিষ্ণু বলিয়াই জ্ঞাতব্য এবং তিনিই পূর্ব্বে সর্ব্বব্যাপ্তরূপে উল্লিখিত; পরন্তু আদিত্য বা জীবগণ নহে। কি হেতু? তাহাই বলিতেছেন—“তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত”। মূলস্থ ‘হি’ শব্দটী হেতুত্বসূচক অর্থাৎ এই প্রকরণে “ইহাকেই ব্রহ্মনামে কীর্ত্তন করেন”, “ইনি অশরীর প্রজ্ঞাত্মা”, “সেই যিনি অশ্রুত, অপ্রাপ্ত ও অচিন্তিত বস্তু” এবং “অপরকে আত্মোপদেশ করেন” ইত্যাদি বাক্যে সনিশ্চয় ব্রহ্মশব্দার্থত্ব, অশরীরত্ব, অশ্রুতত্ব, অপ্রাপ্তত্ব, অচিন্তিতত্ব ও জীবকর্ত্তৃক উপদেশের কর্ম্মত্ব প্রভৃতি যে-সকল লক্ষণ কথিত হইয়াছে,—যেহেতু বিষ্ণু উক্ত সমস্ত লক্ষণদ্বারাই যুক্ত, অতএব তিনিই সর্ব্বভূতের হৃদয়গুহাগত। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বলক্ষণযুক্তত্ব ভাষ্যোক্ত শ্রুতিদ্বারাই সিদ্ধ রহিয়াছে; অথবা, এই সকল লিঙ্গদ্বারা সর্ব্বগ বিষ্ণুবস্তুই যুক্ত, যেহেতু ভাষ্যোক্ত বাক্যসমূহদ্বারা উক্ত লিঙ্গ-সমুদয় বিষ্ণু-সম্বন্ধিরূপেই প্রসিদ্ধ—‘হি’ শব্দটীর এইরূপ অর্থ; যেহেতু, সনিশ্চয় ব্রহ্মশব্দের মুখ্য ব্রহ্মই অর্থ। আর অপরের মুখ্যত্ব ও ইহার গৌণত্ব হইলে “ইহাকেই ব্রহ্মনামে কীর্ত্তন করেন”—এই বাক্য অসঙ্গত। অশ্রুতত্ব প্রভৃতি লিঙ্গ-সম্বন্ধেও এরূপ জ্ঞাতব্য।

পুনরায় আপত্তি হয় যে, “আদিত্যই এই সম্বৎসরে রস অর্থাৎ সারস্বরূপ—যে আদিত্য প্রতি-পুরুষের অভিমুখে বর্ত্তমান রহিয়াছেন” এই শ্রুতিগত ‘আদিত্য’-শব্দ নামপাদীয় রীত্যনুসারে বিষ্ণুরূপে সিদ্ধ হইলেও সম্বৎসর-সারত্ব ও সর্ব্বপুরুষের অভিমুখ্য প্রভৃতি সূর্য্যেরই লক্ষণ। আবার “চক্ষুর্ম্ময়, শ্রোত্রময়” ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত চক্ষুর্ম্ময়ত্ব প্রভৃতি ও হৃদয়গুহাস্বরূপ অল্প-প্রদেশ-স্থিতত্ব জীবের লক্ষণ। অতএব বিরোধ হয় দেখিয়া বলিলেন—“তিনি সর্ব্বলিঙ্গ-দ্বারা যুক্ত” অর্থাৎ সেই বিষ্ণুই সম্বৎসর-সারত্ব প্রভৃতি সর্ব্বলিঙ্গযুক্ত,—ইহা শ্রুত্যাদি প্রসিদ্ধ। তাহা

প্রদর্শন করিতেছেন—“প্রজাপতিই সম্বৎসর,” “তথায় ‘সম্বৎসর’-নামক ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন,” “ব্রহ্মাই সম্বৎসরাভিমানী” ইত্যাদি শ্রুতি ও স্মৃতিসমূহ-দ্বারা ‘সম্বৎসর’-শব্দে বিরিঞ্চি সিদ্ধ হওয়ায় “যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন” ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ তন্নিয়ন্তৃস্বরূপ সারত্ব বিষ্ণুবস্তুতেই সিদ্ধ হয়। এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-দ্বারা তাঁহার আদিত্য-মধ্যে অবস্থান সিদ্ধ হওয়ায় মণ্ডলদ্বারা আদিত্যের ন্যায় তাঁহারও সর্ব্বপুরুষাভিমুখ্য সঙ্গত হয়। শ্রুতি যথা—“সেই ইনিই আদিত্যান্তর্গত হিরণ্ময় পুরুষ” এবং “যে ইনি আদিত্যের মধ্যে” ইত্যাদি, স্মৃতি—“সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণ সর্ব্বদা ধ্যেয়,” “প্রদ্যুম্নরূপী ভগবান্ শ্রীহরি—ব্রহ্মার সার (মূল আকর)স্বরূপ এবং তিনিই আদিত্যের মধ্যগত” ইত্যাদি। এইরূপ “সর্ব্বপ্রাণিমধ্যগত বিষ্ণু সর্ব্বেন্দ্রিয়ময়”—এই স্মৃতি চক্ষুরাদির নিয়ামকত্ব এবং ‘পূর্ণানন্দ’ এই স্থলে উক্ত রীত্যনুসারে পূর্ণদর্শনশক্তিত্ব-নিবন্ধন “চক্ষুর্ম্ময়” ইত্যাদি স্মৃতি ও “ময়ট্” প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থদ্বারা চক্ষুর্ম্ময়ত্বরূপ লক্ষণটীও শ্রীহরিতে সঙ্গত হইতেছে। এইরূপ—“নারায়ণ তাহার অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া অবস্থিত”—এই শ্রুতি, “হে গুড়াকেশ! পরমাত্মরূপী আমি সর্ব্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত” ইত্যাদি স্মৃতি এবং “অন্তরঃ খবৎ” এই সূত্র-ব্যাখ্যায় প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লিখিত যুক্তি-অনুসারে হৃদয়গুহারূপ অল্পদেশে অবস্থানও সর্ব্বব্যাপী শ্রীহরিতে সম্ভবপর হয়; অথবা, পূর্ব্ব হইতে “খবৎ”—এই পদটীর অনুবৃত্তি করিয়া বিষ্ণু ‘খবৎ’ অর্থাৎ আকাশের ন্যায় সর্ব্বগ—এইরূপ অন্বয়পূর্ব্বক সমাধান করিতে হইবে। এইরূপ, সর্ব্বগ বিষ্ণু—এই বচন-দ্বারাই “তত্তদ্বস্তুতে অবস্থিত বিষ্ণু তাহাদের শক্তির প্রবোধক” ইত্যাদি অনুভাষ্যের উক্তি-অনুসারে সর্ব্বগতত্ব অর্থে তাহাদের শক্তির প্রবোধকত্ব জ্ঞাত হওয়ায় সামর্থ্যাতিশয়হেতু বিষ্ণু জীবতুল্য

সুখ-দুঃখ-ভোগী নহেন,—ইহা সিদ্ধ হইল। এস্থলে পূর্ব্বোক্তির সহিত ঐক্য প্রদর্শনার্থই "সঃ" (তিনি)—এই পদটী প্রদত্ত হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, 'সর্ব্বকর্ত্তা বিষ্ণু'—এই বাক্যে বিষ্ণু-সম্বন্ধে সর্ব্বজগতের জন্ম-স্থিতি-লয়-কর্ত্তৃত্ব যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা অযুক্ত; কারণ, "সকল বস্তুকে অদন (ভক্ষণ) করেন বলিয়াই অদিতির অদিতিত্ব সিদ্ধ হয়"—এই কাণ্বশ্রুতিতে অদিতিরই সর্ব্ববস্তুর অদনরূপ উপসংহারকর্ত্তৃত্ব কথিত হইয়াছে। এই আশঙ্কায় (৯—১০)—"অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ" ও "প্রকরণাচ্চ"—এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'অত্তা'। 'এক বিষ্ণুই' এবং 'তিনি সর্ব্বলিঙ্গ-দ্বারা যুক্ত'—এই বাক্যদ্বয়েরও ইহার সহিত অন্বয় হইবে। অতএব ইহার অর্থ এইরূপ যে,—পূর্ব্বে 'সর্ব্বকর্ত্তা' এই বাক্যে সংহারকরূপে উক্ত বিষ্ণুবস্তুই এ স্থলে "সকল বস্তুকে অদন (ভক্ষণ) করেন" এই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছেন, অন্য বস্তু নহে। কি হেতু? তাহাই বলিলেন— "যেহেতু তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'। 'হি'-শব্দটী হেতুত্বসূচক অর্থাৎ "সকল বস্তুকে অদন করেন"—এই বাক্যোক্ত নিরবচ্ছিন্ন সর্ব্বগ্রাস-ব্যাপারটী "সৃষ্টির পূর্ব্বে (প্রলয়কালে) কিছুই ছিল না, এই বিশ্ব মৃত্যুকর্ত্তৃক আবৃত ছিল" ইত্যাদি বাক্যোক্ত প্রলয়কালবর্ত্তী বলিয়া সংবৎসরস্রষ্টৃত্ব ও চতুর্ম্মুখকে ভক্ষণ করিবার উদ্যম প্রভৃতি এই প্রকরণস্থিত সর্ব্বলিঙ্গ-দ্বারা বিষ্ণুই যুক্ত হওয়ায় তিনিই "সকলকে অদন করেন" এই বাক্যে কথিত হইতেছেন। অথবা, এই লিঙ্গসমূহদ্বারা যুক্ত অত্তা (ভক্ষক) পুরুষ বিষ্ণুই হন; যেহেতু ভাষ্যোক্ত প্রণালী-ক্রমে ঐ লিঙ্গসমুদয় বিষ্ণুসম্বন্ধী বলিয়াই প্রসিদ্ধ—এই প্রকার অর্থ হইবে। বিশ্বস্থিত পদার্থ-সমূহের মধ্যে অদিতি কতিপয় পদার্থ এবং বিষ্ণু কতিপয় পদার্থ ভক্ষণ করেন—এইরূপ আশঙ্কা কর্ত্তব্য নহে;

পরন্তু বিষ্ণুই সমস্ত পদার্থের ভক্ষক,—ইহা বলিবার জন্যই 'এক' এই পদটী প্রযুক্ত হইল। এস্থলেও 'বিষ্ণু' এই পদটী বর্ত্তমান থাকিলেও আবার 'সঃ' (তিনি) এই পদটী পূর্ব্বোক্তির সহিত ঐক্য সূচনার জন্যই প্রদত্ত হইয়াছে। অথবা, "তিনি সেই বাক্য ও সেই আত্ম-পদার্থ-দ্বারা সর্ব্ববস্তু সৃষ্টি করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বাক্যে প্রথমান্ত 'তদ্'-শব্দোক্ত (অর্থাৎ 'সঃ' এই পদোক্ত) প্রস্তাবিত মৃত্যুই (মৃত্যুপদ-বাচ্য বিষ্ণুই) এই বিচার্য্য শ্রুতিতে 'অত্তা' বলিয়া কথিত হইতেছেন—ইহার সূচনার জন্যই এস্থলে 'সঃ' এই পদটী কথিত হইল।

পুনরায় আশঙ্কাসহকারে বলিতেছেন যে, তথাপি বিষ্ণুর সর্ব্বাদন (সর্ব্বভোক্তৃত্ব) যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, "পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন পক্ষিযুগল মিলিতভাবে এক দেহবৃক্ষে অবস্থান করিতেছে; তন্মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) কর্ম্মফলরূপ স্বাদু পিপ্পল (অশ্বত্থ বৃক্ষবিশেষের ফল) ভক্ষণ করে এবং অপর পক্ষী (ঈশ্বর) তাহা ভক্ষণ না করিয়া সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন "এই শ্রুতিতে তাঁহার কর্ম্মফল বিষয়ে অভোক্তৃত্বই শ্রুত হয়। যদি বল-"সৎকর্ম্মরচিত এই শরীরে হৃদয়গুহায় সর্ব্ব-জীবোত্তম পরিপূর্ণ বায়ুমধ্যে প্রবিষ্ট যে পুরুষদ্বয় ঋত অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করেন, তাহাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞ এবং ত্রিবার নাচিকেত সম্পাদক পঞ্চযজ্ঞশীল পুরুষগণ ছায়া ও আতপরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন" এই শ্রুতিতে ত' দ্বিবচনদ্বারা দেহমধ্যবর্ত্তী হৃদয়গুহাগত জীব ও ঈশ্বর, উভয়েরই কর্ম্মফল-ভোগ জানা যায়, তাহা হইলে উত্তর এই যে, ঈশ্বরে বস্তুতঃ কর্ম্মফলভোক্তৃত্ব নাই। এস্থলে কেবলমাত্র ছত্রিন্যায়ানু-সারেই কর্ম্মফল ভোগ কথিত হইয়াছে (অর্থাৎ বহুছত্রধারী পুরুষের সঙ্গে অল্পলোক ছত্রহীন থাকিলেও জগতে যেরূপ—'ছত্রিগণ গমন করিতেছে'—এরূপ বাক্যের ব্যবহার হয়, সেইরূপ এস্থলেও কর্ম্মফল-

ভোগী জীবের সঙ্গে একত্র বাসহেতু ফলভোগহীন ঈশ্বরও উক্তবচনে ফলভোগী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন)। অতএব এই প্রকার আশঙ্কা নিবৃত্তির জন্য (১১-১২)—"গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ" ও "বিশেষাচ্চ" এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'অত্তা'। 'সর্ব্বগ' এবং "তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত" এই বাক্যদ্বয়েরও অন্বয় হইবে। সুতরাং অর্থ এইরূপ—সর্ব্বগ অত্তা অর্থাৎ "সৎকর্ম্মরচিত এই শরীরে—ঋত অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগ করেন" ইত্যাদি বাক্যোক্ত সর্ব্বপ্রাণিশরীরের হৃদয়গুহাস্থিতরূপে কর্ম্মফলের ভোগকারী পুরুষই পূর্ব্ব অধিকরণে সর্ব্বভোক্তৃরূপে কথিত হইয়াছেন। ইনি একমাত্র বিষ্ণুই হন, পরন্তু জীব ও ঈশ্বর, এই উভয় নহেন। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—"যেহেতু তিনি সর্ব্বলিঙ্গ-দ্বারা যুক্ত" অর্থাৎ 'হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট," "যিনি যাজ্ঞিকগণের সেতুস্বরূপ" এবং "সেই ব্রহ্ম পরম অক্ষর-বস্তু" ইত্যাদি বাক্যোক্ত গুহাপ্রবিষ্টত্ব সেতুরূপত্ব, অক্ষরত্ব ও একবচনদ্বারা উল্লিখিত একত্ব প্রভৃতি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা তিনি কথিত হওয়ায় তিনিই সর্ব্বভোক্তা। অথবা—এই সকল লিঙ্গদ্বারা যুক্ত অত্তা বিষ্ণুই হন, যেহেতু ভাষ্যোক্ত প্রণালীক্রমে এই সকল লিঙ্গ বিষ্ণুসম্বন্ধিরূপেই প্রসিদ্ধ—এইরূপ অর্থ। এস্থলেও 'বিষ্ণু' পদটী বর্ত্তমান সত্ত্বেও পুনরায় 'সঃ' (তিনি) এই পদটী সর্ব্বত্র ঐক্য সূচনার জন্য অথবা "তিনি যে-পদে বর্ত্তমান, তাহা কে স্বরূপতঃ জানিতে পারেন?"—এই বাক্যে 'তদ্'-শব্দের দ্বারা যে বিষ্ণু পূর্ব্বে প্রস্তাবিত হইয়াছেন, তিনিই এস্থলে রূপদ্বয়বিশিষ্ট কথিত হইতেছেন। পরন্তু অপ্রস্তাবিত জীব নহে—ইহা সূচনার জন্য প্রদত্ত হইয়াছে। "অপর পক্ষী (ঈশ্বর) কর্ম্মফল ভক্ষণ না করিয়া সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন"—এই শ্রুতির অবিরোধ-সূচনার জন্যও 'সঃ' (তিনি)—এই পদটী প্রয়োগ করিতে হইয়াছে;

অর্থাৎ অনশন-বাক্যের শেষে "অতএব বলিয়াছেন যে, যিনি সম্মুখস্থিত স্বাদু পিপ্পল ভোজন না করায় পিতাকে জানিতে পারেন নাই"— এই বাক্যে জীবের অভোগ কথিত হইয়াছে। সুতরাং জীবের অভোগ্য তাদৃশ কর্ম্মফলের ভোক্তৃরূপে যিনি উল্লিখিত, সেই বিষ্ণুই 'অত্তা' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত 'ঋত' পানকর্ত্তা। 'ঋত-শব্দ সত্য, ধর্ম্ম ও সুকৃতবাচক।" অতএব ঈশ্বরের সম্বন্ধে অভোগ শ্রুতির অর্থ জীবভোগ্য অশুভ কর্ম্মফলের অভোগই জ্ঞাতব্য। 'এক'—এই উক্তিদ্বারা জীব ও ঈশ্বর— এই উভয়ের সর্ব্বভোক্তৃত্ব-নিরাস-পূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরেরই তাহা সিদ্ধ হইল। এইরূপ 'সর্ব্বগ'—এই উক্তিদ্বারা গুহাস্থিতত্ব যুক্তির সূচনা হইল। পূর্ব্বাধি-করণোক্ত সর্ব্বগ্রাসরূপ অত্তৃত্বও এ স্থলের সুকৃত ফলভোগরূপ অত্তৃত্ব— এই ক্রিয়াদ্বয়ের অনুরোধে কর্ত্তৃপুরুষেও দ্বিবচন প্রয়োগপূর্ব্বক "অত্তারৌ" —এইরূপ বলা উচিত ছিল। পরন্তু তাহা না বলিয়া এখানে উক্ত রূপদ্বয়ের ঐক্য জ্ঞাপনের জন্য 'অত্তা'—এইরূপ একবচনান্ত কর্ত্তৃপদেরই প্রয়োগ করিয়াছেন।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, বিষ্ণুই পূর্ণানন্দ, ইহা যুক্তিযুক্ত নহে; কারণ, "আদিত্যের মধ্যে ঐ যে পুরুষ দৃষ্ট হন"—এই বাক্যে তাঁহাকে (পূর্ণানন্দ বস্তুকে) আদিত্যস্থিত বলা হইয়াছে। আবার, "আদিত্যের মধ্যে এই যে পুরুষ বর্ত্তমান, তিনিই আমি" এই বাক্যে অগ্নিকর্ত্তৃক নিজের সহিত উক্ত পুরুষের একাত্মতা কথিত হইয়াছে। সুতরাং আদিত্যস্থ উক্ত অগ্নিই "নেত্রদ্বয়ের অভ্যন্তরে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনি আত্মা" —এই বাক্যেও নেত্রস্থিতরূপে কথিত হইতেছেন; কারণ, "আদিত্য চক্ষুঃ হইয়া অক্ষিগোলকদ্বয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন"—এই শ্রুতিদ্বারা একই দেবতা আদিত্য ও অক্ষি,—এই উভয়ের অধিষ্ঠাতা কথিত হইতেছেন। অতএব আদিত্যস্থিত পূর্ণানন্দও অগ্নিই হন। অতএব শঙ্কা-

নিরাসার্থ (১৩-১৭)—"অন্তর উপপত্তেঃ", "স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ", "সুখ-বিশিষ্টাভিধানাদেব", "শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ" ও "অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ"—এই পাঁচটী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'নিয়ন্তা'। পূর্ব্বের ন্যায় 'সর্ব্বগ' ও 'তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'—এই বাক্যদ্বয়েরও অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—'সর্ব্বগ' অর্থাৎ "নেত্রদ্বয়ের অভ্যন্তরে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন" ইত্যাদি বাক্যোক্ত সর্ব্বপ্রাণিনয়নের অন্তরস্থ যিনি "ইনি 'বাম' (সৌন্দর্য্য-প্রধান স্ত্রী-পুরুষ) এবং 'ভাম' (তেজঃপ্রধান স্ত্রী-পুরুষ)-গণকে পরিচালিত করায় বামনি ও ভামনি-নামে প্রসিদ্ধ হন"—এই শ্রুতিতে নিয়ন্তা অর্থাৎ 'বাম' ও 'ভাম' শব্দ-বাচ্য সৌন্দর্য্য ও তেজঃ-প্রধান নিখিল স্ত্রী-পুরুষগণের নিয়মন-কর্ত্তৃরূপে কথিত হইয়াছেন, তিনি পূর্ণানন্দরূপে উক্ত আদিত্যস্থিত 'এক' অর্থাৎ স্বতন্ত্র বিষ্ণুবস্তুই হন, পরন্তু অগ্নি নহে। কি হেতু? তাহাই বলিতেছেন—'যেহেতু তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত' অর্থাৎ "এই ব্রহ্ম অমৃত ও অভয়", "পদ্মপত্রে যেরূপ জল সংলগ্ন হয় না, সেইরূপ যিনি ইহা (ব্রহ্মের ঈদৃশ তত্ত্ব) অবগত হন, তাঁহাতে পাপ-কর্ম্ম সংলগ্ন হয় না", "যেহেতু ইনি চক্ষুরিন্দ্রিয়ে বর্ত্তমান, অতএব যদি কেহ এই চক্ষুর প্রতি ঘৃত বা জল নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহা চক্ষুরিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিতে পারে না", "ইহাকে প্রাপ্ত হইয়া বামগণ সংযত হয়, অতএব শাস্ত্রজ্ঞগণ ইহাকে 'সংযদ্বাম'-নামে কীর্ত্তন করেন", 'ইনিই বামনি", "'ক' ব্রহ্ম, 'খ' ব্রহ্ম", "তিনি ইহাদিগকে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন" ইত্যাদি বাক্যোক্ত অমৃতত্ব, অভয়ত্ব পাপস্পর্শাভাবের কারণ-স্বরূপ জ্ঞেয়ত্ব, স্বাশ্রয় চক্ষুরাদির সহিত অন্য বস্তুর সম্পর্কাভাব-প্রাপকত্ব সংযদ্বামত্ব, পূর্ণানন্দত্ব ও পূর্ণজ্ঞানত্ব প্রভৃতি এতৎপ্রকরণস্থিত সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা বিষ্ণুবস্তুই যুক্ত বলিয়া তিনিই এস্থলে প্রতিপাদ্য। অথবা, বিষ্ণুই এই সকল লিঙ্গদ্বারা যুক্ত নিয়ন্তা হন,

যেহেতু ভাষ্যোক্ত প্রণালীক্রমে ঐসকল লিঙ্গ বিষ্ণু-সম্বন্ধিরূপেই প্রসিদ্ধ—এইরূপ অর্থ। এস্থলেও—অগ্নি-নামক যিনি "আদিত্যের মধ্যে এই যে পুরুষ বর্ত্তমান, তিনিই আমি"—এই বাক্যে 'তদ্'-শব্দদ্বারা ('তিনিই'—এই শব্দদ্বারা) আদিত্যস্বরূপে উদ্দিষ্ট হইয়া পশ্চাৎ পাদান্তস্থিত প্রাণাধিকরণের রীতি-অনুসারে অর্থ করায় 'তিনিই আমি' এই বাক্যে অন্তর্য্যামীর সহিত একাত্মকরূপে কথিত হইতেছেন, সেই বিষ্ণুই "নেত্রদ্বয়ের অভ্যন্তরে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন", এই বাক্যোক্ত 'অক্ষিস্থিত নিয়ন্তা'—ইহার সূচনার জন্যই 'সঃ' (তিনি) এই পদটী প্রযুক্ত হইতেছে। এস্থলে 'অন্তর'—এইরূপ পদটীই বক্তব্য হইলেও তৎপরিবর্ত্তে প্রযুক্ত 'নিয়ন্তা' এই পদটীর দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, "ইনিই বামনি" ইত্যাদি বাক্যোক্ত নিয়ন্তৃরূপে তিনিই অক্ষির অভ্যন্তরে অবস্থিত। আর অগ্নিকে অক্ষিস্থিত নিয়ন্তা বলিলে তাহার জীবত্ব-সাম্যহেতু অপর একজন নিয়ামকের অপেক্ষা করে বলিয়া অনবস্থা-দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ নিয়ম্য জীবের সহিত সাম্যহেতু অগ্নির নিয়ামকত্বও অসম্ভব—ইহাও 'নিয়ন্তা' এই পদদ্বারা প্রকাশিত হইল। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র ঈশ্বরের স্বীকারে কোন দোষ হয় না, ইহার সূচনার জন্য 'এক' এই পদের উক্তি। "এই ভাব নামক লিঙ্গ, ইহার পর ক্রিয়া ও লিঙ্গ; অন্তর্য্যামী ও অন্তর, ইহাই ক্রিয়া ও ভাব নামক লিঙ্গ বলিয়া কথিত হয়" অনুভাষ্যে এই যে ক্রিয়ারূপ ভাবরূপ লিঙ্গ এস্থলে কথিত হইতেছে বলিয়া বর্ণিত হইল, তন্মধ্যে 'সর্ব্বগ'—এই পদের অনুবৃত্তিদ্বারাই চক্ষুর অভ্যন্তরে অবস্থিতিরূপ ভাব-লিঙ্গ স্পষ্টীকৃত হওয়ায় 'নিয়ন্তা' পদদ্বারা কেবলমাত্র নিয়মনরূপ ক্রিয়া-লিঙ্গই গৃহীত হইল। উক্তস্থলে 'ক্রিয়া' পদদ্বারা কেবলমাত্র "যিনি অন্তঃকরণে অবস্থান-পূর্ব্বক রমণ করেন"—এই অনুভাষ্যোক্ত রমণ-ক্রিয়াই অভীপ্সিত হয় নাই, পরন্তু নিয়মনরূপা ক্রিয়াও অভীপ্সিত হইয়াছে, ইহার

প্রতিপাদনের জন্যই সে-স্থলে 'ক্রিয়া' এইরূপ সাধারণ নির্দ্দেশ হইয়াছে। পুনরায় আশঙ্কা—অক্ষির অভ্যন্তরস্থ নিয়ন্তা বিষ্ণু নহেন; কারণ, তদ্‌বিষয়ে "এই ব্রহ্ম অমৃত" - এই বাক্যোক্ত অমৃতত্ব হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে; পরন্তু "যিনি পৃথিবীতে অবস্থান-পূর্ব্বক পৃথিবীর অন্তরভাগকে নিয়মিত করেন, পৃথিবী যাঁহাকে জানিতে পারে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর-স্বরূপ, সেই ইনি তোমার অন্তর্য্যামী অমৃত আত্মপদার্থ"—ইত্যাদি বাক্যে পৃথিবী প্রভৃতির অন্তর্য্যামী-পদার্থেরই অমৃতত্ব শ্রুত হইয়াছে। অতএব "পৃথিবী যাঁহার শরীরস্বরূপ" এই বাক্যানুসারে পৃথিবীরূপ শরীর-বিশিষ্টত্ব হেতুদ্বারা পৃথিব্যাদ্যভিমানী জীব অথবা উপাদানভূতা প্রকৃতি উক্ত অন্তর্য্যামী অমৃত পদার্থরূপে গ্রাহ্য হন। এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য (১৮-২০)—"অন্তর্য্যাম্যধিদেবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ","ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভি-লাপাৎ" ও "শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে" এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'নিয়ন্তা'। 'সর্ব্বগ' ও 'তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'—এই বাক্যদ্বয়েরও পূর্ব্ববৎ অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—"সেই অর্থাৎ চক্ষুরাদিতে অমৃতরূপে কথিত সেই এক বিষ্ণুই সর্ব্বগ ও নিয়ন্তা অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্ব-প্রাণি-শরীরের অভ্যন্তরস্থ হইয়া তাহাদের নিয়মন কর্ত্তা হন; পরন্তু 'জীব' বা 'উপাদান প্রকৃতি' নহে। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—"তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত" অর্থাৎ "যাঁহাকে পৃথিবী জানিতে পারে না"—ইত্যাদিবাক্যে পৃথিব্যাদ্যভিমানী দেবতাকর্ত্তৃক অবিদিত্ব, অন্য নিরপেক্ষ রমণশালিত্বরূপ অন্তরত্ব ও অমৃতত্ব প্রভৃতি এতৎপ্রকরণ কথিত লিঙ্গ-সমূহ-দ্বারা যুক্ত বলিয়া বিষ্ণুই এস্থলে প্রতিপাদ্য বস্তু। অথবা, বিষ্ণুই এই সকল লিঙ্গদ্বারা যুক্ত নিয়ন্তা হন; যেহেতু ভাষ্যোক্তপ্রণালীক্রমে এই লিঙ্গ-সমূহ বিষ্ণুসম্বন্ধিরূপেই প্রসিদ্ধ—এইরূপ অর্থ। 'নিয়ন্তা চ' এই স্থলের 'চ'-শব্দটী পূর্ব্ব উক্তির সমুচ্চয়সূচক।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শরীর-বিশিষ্টত্বরূপ লক্ষণ-হেতু জীবই এস্থলে প্রতিপাদ্য হয় না কেন? এজন্যও বলিলেন—'নিয়ন্তা'। এস্থলে 'বিশ্বজীবের অন্তরত্ব প্রভৃতি'—এই পশ্চাদুক্ত বাক্যের অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—'হি' অর্থাৎ যেহেতু নিয়ন্তা অন্তর্য্যামী পদার্থ "যিনি বিজ্ঞানের অতীত, যিনি আত্মার অতীত"—ইত্যাদি বাক্যে 'বিজ্ঞান' ও 'আত্ম'-শব্দে কথিত সর্ব্বজীবের অতীতত্বরূপ অন্তরত্ব-সংজ্ঞক বিশ্বজীবান্তরত্বাদি লিঙ্গ-সমূহ-দ্বারা যুক্ত, অতএব উক্ত পদার্থ জীব নহেন। 'বিশ্বজীবান্তরত্বাদ্য' এই বাক্যস্থ 'আদ্য'-শব্দ-দ্বারা "যিনি আত্মায় অবস্থান-পূর্ব্বক" ইত্যাদি বাক্যোক্ত আধেয়ত্ব প্রভৃতি লিঙ্গ-সমূহেরও সংগ্রহ হইল। সুতরাং যিনি জীবের অতীতরূপে পঠিত হইয়াছেন, তাঁহার আর জীবত্ব সম্ভবপর হয় না। তবে শ্রুতিতে পৃথিব্যাদ্যভিমানী সর্ব্বজীব যে তাঁহার শরীররূপে কথিত হইয়াছে, তাহা অশরীরী বিষ্ণুর সম্বন্ধে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরেও বলিলেন—'নিয়ন্তা' অর্থাৎ যেহেতু বিষ্ণুই নিয়ন্তা বা সর্ব্বনিয়ামক, অতএব পৃথিব্যাদ্যভিমানী সর্ব্বজীব তাঁহার শরীরস্বরূপ। জগতে শরীরটী যেরূপ জীবের অধীন, সেইরূপ সর্ব্বজীব বিষ্ণুর অধীন বলিয়া গৌণী বৃত্তিদ্বারা তাঁহার শরীররূপে কথিত হয়। বৃহদ্ভাষ্যোক্ত স্মৃতি-বচনও এইরূপ—"পৃথিব্যাদি দেবতাগণ যে মহাত্মা বিষ্ণুর বশীভূতত্ব-নিবন্ধন তাঁহার শরীররূপে কীর্ত্তিত হন" ইত্যাদি। "এই বিষ্ণু হইতে ঈদৃশ জগৎ নিত্য শীর্ণ হইতেছে এবং ইনি ইহাতে রমণ করিতেছেন বলিয়া জগৎ তাঁহারই শরীর"—এই ভাষ্যোক্ত-প্রণালীক্রমে বিষ্ণু কর্ত্তৃক দেহাদিদ্বারা সর্ব্ববস্তু যথাযোগ্যরূপে শীর্ণ হইতেছে বলিয়াও যৌগিকবৃত্তিদ্বারা (অর্থাৎ শীর্ণ হয় বলিয়াই 'শৄ' ধাতুর উত্তর 'ঈরন্' প্রত্যয়-দ্বারা শরীর শব্দ নিষ্পন্ন হওয়ায়) তাঁহার সর্ব্বশরীরত্ব যুক্ত হয়। ইহাই 'চ'-শব্দের দ্বারা সূচিত হইল।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, "পৃথিবী যাঁহাকে জানিতে পারে না" এবং "অদৃশ্য, অনাত্ম্য" ইত্যাদি শ্রুতিতে বিষ্ণুর যে অদৃশ্যত্বাদি গুণ কথিত হইয়াছে, তাহা আথর্ব্বণ-শ্রুতিতে "যাহা দ্বারা অদ্রেশ্য ও অগ্রাহ্য প্রভৃতি ধর্ম্মযুক্ত অক্ষর বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহাই পরা বিদ্যা"—এই বাক্যে অক্ষর বস্তুর গুণরূপে কথিত হইতেছে। আবার, "যেরূপ ওষধিগণ জাত হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়"—এই বাক্যে বিশ্বের উপাদানকারণরূপে এবং "পরম বস্তু অক্ষর হইতে পরবর্ত্তী"—এই বাক্যে উৎকর্ষের সীমারূপে সেই অক্ষর বস্তু শ্রুত হইতেছেন। অতএব অনুপাদান সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিষ্ণু বস্তুতেই উহা অযুক্ত বলিয়া চিদচিৎপ্রকৃতি, বিরিঞ্চি, রুদ্র—ইঁহারা অথবা তাঁহাদের অন্যতম কেহ এস্থলে অদৃশ্যত্বাদিগুণবিশিষ্ট। এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য (২১-২৩)—"অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ", "বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ", "রূপোপন্যাসাচ্চ"—এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ 'সর্ব্বদা দৃশ্যত্বাদিবর্জ্জিত'। 'তিনি সর্ব্বলিঙ্গ-দ্বারা যুক্ত'—এই বাক্যেরও পূর্ব্ববৎ অন্বয় জ্ঞাতব্য। অতএব অর্থ এইরূপ—তিনি অর্থাৎ পূর্ব্বে 'অদৃশ্য, অনাত্ম্য' ইত্যাদি বাক্যে কথিত এক বিষ্ণুই দৃশ্যত্বাদি-বর্জ্জিত, পরন্তু চিৎপ্রকৃতি প্রভৃতি অনেক নহে। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—'তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত' অর্থাৎ "যাহা দ্বারা অক্ষর বস্তুর জ্ঞান হয়, তাহাই পরা বিদ্যা", "যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই সর্ব্ববিৎ" এবং "যে-কালে দ্রষ্টা জীব হিরণ্যগর্ভের কারণ-স্বরূপ জগৎকর্ত্তা রুক্মবর্ণ ঈশ্বর-বস্তুকে দর্শন করেন, তৎকালে উক্ত বিদ্বান্ (মুক্ত) জীব পুণ্য ও পাপ পরিহার-পূর্ব্বক নির্লেপ (ভোগ-ত্যাগ-বাঞ্ছা-রহিত) হইয়া পরম সাম্য (সশক্তিক বিষ্ণুর সেবা-ভূমিকা) লাভ করেন" ইত্যাদি বাক্যোক্ত পরবিদ্যাগম্যত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব ও রুক্মবর্ণত্ব প্রভৃতি এতৎপ্রকরণস্থ যাবতীয় লিঙ্গদ্বারা যুক্ত বলিয়া বিষ্ণুই দৃশ্যত্বাদিবর্জ্জিত; অথবা, ভাষ্যোক্ত প্রণালী-

ক্রমে এই সকল লিঙ্গ বিষ্ণু-সম্বন্ধিরূপে প্রসিদ্ধ বলিয়া বিষ্ণুই এই সকল লিঙ্গদ্বারা যুক্ত দৃশ্যত্বাদিবর্জ্জিত বস্তু হন—এইরূপ অর্থ। 'অক্ষর'-শব্দ নপুংসকলিঙ্গ বলিয়া 'দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতম্'—এইরূপ নপুংসকলিঙ্গের রূপই বক্তব্য হইলেও 'দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতঃ'—এইরূপ পুংলিঙ্গত্ব-নির্দ্দেশ 'বিষ্ণু'-পদের সহিত অন্বয়ের জন্য, অথবা "পরম বস্তু অক্ষর হইতে পরবর্ত্তী"—এই বাক্যোক্ত পরবস্তুর অপেক্ষায় জানিতে হইবে। অতএব "যিনি অদ্রেশ্য" ইত্যাদি বাক্যোক্ত দৃশ্যত্বাদিহীন বস্তু, "অক্ষর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়" এই বাক্যোক্ত জগৎকারণ বস্তু এবং "পরম বস্তু অক্ষর হইতে পরবর্ত্তী" এই বাক্যোক্ত পরম বস্তু এক—ইহা দর্শিত হওয়ায় উৎকর্ষের সীমাভূত অক্ষর বস্তুর ইহা হইতে পার্থক্য-সূচনাহেতু উৎকর্ষের সীমাস্বরূপত্ব-দ্বারা দৃশ্যত্বাদিহীন অক্ষর বস্তুর বিষ্ণুত্ব বাধিত হইল না। 'অক্ষর হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়"—এস্থলে 'অক্ষর' শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তিও সাধারণ কারণত্ব-মাত্রেই হইয়াছে, উপাদানকারণত্বে নহে। যদিও দৃশ্যত্বাদিহীনত্বরূপ অভাবগুণের ন্যায় শ্রুতিতে—"যিনি নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, ভূত-যোনিস্বরূপ" ইত্যাদি বাক্যে ভাবগুণও শ্রুত হয় এবং সূত্রে 'অদৃশ্যত্বাদি-গুণকঃ'—এই বাক্যটী ভাবগুণ ও অভাবগুণ—এই উভয়েরই প্রতিপাদক হইয়াছে, তথাপি সর্ব্বগতত্ব সুসূক্ষ্মত্ব প্রভৃতি ভাবগুণসমূহ "সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ"ইত্যাদি সূত্রে শ্রীহরিতেই সিদ্ধ হওয়ায় এস্থলে অদৃশ্যত্বাদি অভাবগুণ-সমূহের সমন্বয়ই অভীষ্ট বলিয়া 'দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিত' (দৃশ্যত্বাদিহীন) এইরূপ কথিত হইল। অনুভাষ্যেও "অদৃশ্যত্বাদি অভাবগুণ"—এইরূপ কথিত হইয়াছে। অথবা, ভাবগুণ বহু এবং অভাবগুণ অল্প বলিয়া ভাবগুণের উপলক্ষকরূপে 'দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিত'—ইহা কথিত হইল। অথবা, ভাবগুণ-সমূহের উপলক্ষক 'সর্ব্বগ' এই পদটীর এস্থলে অন্বয় করিয়া—'সর্ব্বগ' অর্থাৎ সর্ব্বগত হইয়া তিনি দৃশ্যত্বাদিবর্জ্জিত—এইরূপ ব্যাখ্যা

কর্ত্তব্য। এস্থলে 'দৃশ্যত্বাদিহীনত্ব' শব্দের অর্থ—সম্পূর্ণরূপে চক্ষুঃ মন প্রভৃতির অগোচরত্ব অর্থাৎ অপরিমেয়-বৈভবশালিত্ব। বিষ্ণুবস্তুর তাদৃশ ধর্ম্মটী কোন কালেই বিলুপ্ত হয় না বলিয়াই তিনি সর্ব্বদা দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিত—এইরূপ উক্তি হইয়াছে। অতএব শ্রুতিতে 'নিত্য'—এই পদটী অদৃশ্যত্বাদিরও বিশেষণ-রূপে দর্শিত হইয়াছে। অথবা 'সদা' এই পদটী অত্তা ও নিয়ন্তা এই উভয়স্থলেও অন্বিত হয়, তাহাতে ঈশ্বরের ক্রিয়াও নিত্যরূপে কথিত হইতেছে এবং অনুব্যাখ্যানেও ক্রিয়ার নিত্যত্ব বিবৃত হইয়াছে।

পুনরায় আপত্তি হয় যে, বিষ্ণুই যে দৃশ্যত্বাদিবর্জ্জিত এবং অক্ষর হইতেও পরবর্ত্তী পরম বস্তু—ইহা অসঙ্গত; কারণ, এস্থলে তদীয় ধর্ম্মরূপে যে সর্ব্বগতত্ব শ্রুত হয়, ছান্দোগ্যে পঞ্চম অধ্যায়ে "যিনি প্রাদেশমাত্র অভিবিমান আত্মরূপী এই বৈশ্বানরকে উপাসনা করেন"—এই বাক্যে বৈশ্বানরের ধর্ম্মরূপে কথিত অভিবিমান-শব্দে 'অভি' = সর্ব্বতোভাবে + 'বি' = বিগত হইয়াছে + 'মান' = পরিমাণ যাঁহার,—এইরূপ অর্থবশতঃ সর্ব্বগতত্ব ভাবটীই প্রতীত হওয়ায় তাহা বৈশ্বানরের ধর্ম্মরূপেই লব্ধ হইতেছে। বৈশ্বানর-শব্দটি অগ্নিতেই রূঢ়। বিশেষতঃ "বৈশ্বানরে তাহা আহুতিরূপে প্রদত্ত হয়," "হৃদয় তাহার গার্হপত্য-স্বরূপ"—ইত্যাদি বাক্যোক্ত হোমাধারত্ব, গার্হপত্যাদির অঙ্গত্ব ও পাচকত্ব প্রভৃতি অনেক অগ্নিলক্ষণ বর্ত্তমান থাকায় এস্থলে 'বৈশ্বানর'-শব্দের অর্থ—অগ্নিই। যদি তাহার অর্থ বিষ্ণু হন, তাহা হইলে বৈশ্বানর প্রভৃতি শব্দের অগ্নিতে প্রয়োগ এবং সূক্ত ও বিদ্যাগত ব্যবস্থা অযুক্ত হইয়া পড়ে। অতএব পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বগত পদার্থও অগ্নিদেবতা অথবা ভূত-বিশেষ। সুতরাং কাল ও আকাশ প্রভৃতি বস্তুর ন্যায় অগ্নি ও বিষ্ণু, উভয়েরই সর্ব্বগতত্ব সিদ্ধ হউক—ইহাও শঙ্কনীয় নহে; কারণ, কোনরূপ বাধক না থাকায় পূর্ব্বোক্ত 'সর্ব্বগত' ও এস্থলে

'অভিবিমান'—এই পদদ্বয়ে অনন্যাধীন নিরতিশয় সর্ব্বগতত্বধর্ম্মেরই প্রতীতি হইতেছে। সুতরাং ঈদৃশ ধর্ম্ম এক ব্যতীত বস্তুদ্বয়ের পক্ষে সঙ্গত হয় না। অতএব আপত্তি নিরাসার্থ—(২৪—৩২) "বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ," "স্মর্য্যমানমনুমানং স্যাদিতি," "শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ-প্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষমপি চৈনমধীয়তে," "অত এব ন দেবতা ভূতঞ্চ", "সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ," "অভিব্যক্তে-রিত্যাশ্মরথ্যঃ," "অনুস্মৃতের্বাদরিঃ," "সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথা হি দর্শয়তি" ও "আমনন্তি চৈনমস্মিন্"—এই নয়টী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিলেন—'তিনি বিশ্বজীবের অন্তরত্ব প্রভৃতি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'। 'এক বিষ্ণুই'—এই পূর্ব্ববর্ত্তি-বাক্যেরও এ স্থলে অন্বয় হইবে। সুতরাং অর্থ এইরূপ—'তিনি অর্থাৎ পূর্ব্বে সর্ব্বগতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা যিনি কথিত হইয়াছেন, সেই এক বিষ্ণুবস্তুই যৌগিক বৈশ্বানর-শব্দোক্ত বিশ্বজীবের অন্তরত্ব প্রভৃতি এবং হোমাধারত্ব ও গার্হপত্যাদির অঙ্গত্ব প্রভৃতি লিঙ্গসমূহ-দ্বারা যুক্ত হইয়া বৈশ্বানর অগ্নি প্রভৃতি শব্দ, তদ্‌বিষয়ক সূক্ত এবং বিদ্যা-সমূহের প্রতিপাদ্য ; পরন্তু অগ্ন্যাদি দেবতা বা ভূত নহে।' কি হেতু? তাহাই বলিলেন—'সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'। এস্থলে 'লিঙ্গ'-শব্দটি যাবতীয় প্রমাপকের বাচক। অতএব অর্থ এইরূপ—আত্ম-বিষয়ক শ্রুতি, প্রকরণ, শ্রুতি-সমাখ্যা এবং স্মৃতি-সমাখ্যারূপ যাবতীয় প্রমাপক লিঙ্গদ্বারা যুক্ত বলিয়া তিনিই প্রস্তাবিত এই স্থলের প্রতিপাদ্য। আত্মবিষয়ক শ্রুতি যথা—"যিনি প্রাদেশমাত্র অভিবিমান আত্মরূপী এই বৈশ্বানরকে উপাসনা করেন ;" প্রকরণ, যথা—"আমাদের আত্মবস্তু কি? ব্রহ্মই বা কি?" ইত্যাদি উপক্রম-দ্বারা ইহার ব্রহ্মপ্রকরণত্বই সিদ্ধ ; এইরূপ—"শীর্ষদেশ হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছিল" ইত্যাদি পুরুষসূক্তে উল্লিখিত বস্তুই "মূর্দ্ধাই (মস্তকই) সুতেজাঃ" ইত্যাদি বাক্য-

দ্বারা বা বৈশ্বানর বিদ্যায় কীর্ত্তিত হওয়ায় অর্থাধীন পুরুষসূক্ত-সমাখ্যান-দ্বারাও এস্থলে বিষ্ণুই প্রতিপাদ্য; এতদ্‌ব্যতীত "আমি বৈশ্বানররূপে প্রাণিগণের দেহাশ্রিত হইয়া প্রাণ ও অপান বায়ুর সহযোগে চতুর্ব্বিধ ভুক্ত দ্রব্যের পরিপাক করিয়া থাকি"—এই গীতাসমাখ্যানও জ্ঞাতব্য।

পূর্ব্বে যে বলা হইয়াছে, বৈশ্বানরাদি-শব্দে বিষ্ণুই প্রতিপাদ্য হইলে ঐ সকল শব্দের অগ্ন্যাদিতে প্রয়োগ অযুক্ত হইয়া পড়ে,—তাহাও সঙ্গত নহে; কারণ, অগ্ন্যাদি-বিষয়ক লিঙ্গসমূহ উপাসনার্থকরূপে বিষ্ণু-বস্তুতে সাবকাশ। সুতরাং বিশ্বজীবের অন্তরত্ব-কথনদ্বারাই সর্ব্বশব্দের মুখ্যার্থরূপে যে বিষ্ণুবস্তু কথিত হন, তৎসম্বন্ধী বস্তু ব্যতীত অন্যত্র ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ-নিরাসের জন্যই তৎসম্বন্ধী অগ্ন্যাদিতে বৈশ্বানরাদি-শব্দের প্রয়োগ-সার্থক্য রহিয়াছে। এইরূপ সূক্তাদি ব্যবস্থারও অসঙ্গতি হয় না; যেহেতু তত্তৎ সূক্ত ও বিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষ্ণু-বস্তুর উপাসকগণ অগ্ন্যাদিতে বিষ্ণুর অনুক্ষণ স্মরণ, অগ্ন্যাদিতে তাঁহার উপাসনা-দ্বারা অগ্নিত্ব প্রভৃতি লাভ এবং অগ্ন্যাদিতে তাঁহার আবির্ভাব লক্ষ্য করেন বলিয়া বৈশ্বানরাদি-শব্দের অগ্ন্যাদিতেও প্রয়োগ হইতে পারে। "অগ্নি প্রভৃতি বিষ্ণুরই বিভিন্ন রূপ"—এই ঋগ্‌ভাষ্যোক্ত প্রণালীক্রমে নাম-রূপ-বিভেদ-ব্যবস্থা-দ্বারাও এ বিষয়ের সঙ্গতি হইতেছে। এইরূপ স্থানৈক্য-নিবন্ধন স্থানগত বস্তুসমূহের যেরূপ ঐক্য কথিত হয় এবং হৃদয়াকাশের অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ-হেতু তত্রস্থ আত্মবস্তুর যেরূপ অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতত্ব কথিত হয়, সেইরূপ এস্থলে বিষ্ণুরূপ বৈশ্বানরের প্রাদেশমাত্র বলিয়া উক্তিও সঙ্গত হয়। গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের বৃহদ্‌ভাষ্যেও—"সর্ব্বব্যাপী পুরুষোত্তম হৃদয়ে প্রাদেশপরিমিতরূপে বিরাজমান রহিয়াছেন"—এরূপ কথিত হইয়াছে। "লিঙ্গ অপেক্ষা শ্রুতি বলবতী"—এই অনুভাষ্য-কথিত নিয়মানুসারে 'বৈশ্বানর'শব্দ লোকতঃ অগ্নিতে রূঢ়িহেতু নামত্ব-দ্বারা (শ্রুতিদ্বারা)

অগ্নি কথিত হইলেও এস্থলে বিষ্ণুবস্তুতে যৌগিকত্ব-হেতু 'বৈশ্বানর'-শব্দ কথিত হওয়ায় লিঙ্গত্ব-উক্তি বিরুদ্ধ হয় নাই। সম্প্রতি এই পাদের অর্থের উপসংহার করিতেছেন—'বিশ্বজীব' ইত্যাদি। 'অন্যবস্তু-সমূহে প্রসিদ্ধ'—এই বাক্যও অন্বিত হইবে অর্থাৎ এক বিষ্ণুই "সমস্ত ভূতের মধ্যবর্ত্তী, ইঁহাকেই ব্রহ্ম-নামে কীর্ত্তন করা হইয়া থাকে" এই শ্রুত্যুক্ত বিশ্ব-জীবের অন্তরস্থত্ব প্রভৃতি অন্য বস্তু প্রসিদ্ধ সর্ব্বলিঙ্গ-দ্বারা যুক্ত হন। 'হি' শব্দ-দ্বারা বিষ্ণু ব্যতীত অন্যত্র সর্ব্বলিঙ্গের প্রসিদ্ধি বারিত হইয়াছে ॥ ৩ ॥

ইতি তত্ত্বমঞ্জরী প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥১।২ ॥



তৃতীয়ঃ পাদঃ

সর্ব্বাশ্রয়ঃ পূর্ণগুণঃ সোঽক্ষরঃ সন্ হৃদব্জগঃ।
সূর্য্যাদিভাসকঃ প্রাণপ্রেরকো দৈবতৈরপি।
জ্ঞেয়ো ন বেদৈঃ শূদ্রাদ্যৈঃ কম্পকোঽন্যশ্চ জীবতঃ ॥৪॥

প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়পাদস্য ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ২। মুক্তোপসৃপ্যং ব্যপদেশাৎ ॥ ৩। নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৪। প্রাণভৃচ্চ ॥ ৫। ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ৬। প্রকরণাৎ ॥ ৭। স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ৮। ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥ ৯। ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ। ১০। অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১১। সা চ প্রশাসনাৎ ॥ ১২। অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥ ১৩। ইক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ। ১৪। দহর উত্তরেভ্যঃ ॥ ১৫। গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥ ১৬। ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥ ১৭। প্রসিদ্ধেশ্চ ॥ ১৮। ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥ ১৯। উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ২০। অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ২১। অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ২২। অনুকৃতেস্তস্য চ ॥ ২৩। অপি স্মর্য্যতে ॥ ২৪। শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥ ২৫। হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ ॥ ২৬। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৭। বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেক প্রতিপত্তের্দর্শনাৎ ॥ ২৮। শব্দ ইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৯। অতএব চ নিত্যত্বম্ ॥ ৩০। সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩১। মধ্বাদিষসম্ভবাদনধিকারঃ জৈমিনিঃ ॥ ৩২। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩৩। ভাবন্তু বাদরায়ণোঽস্তি হি ॥ ৩৪। শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রাবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ৩৫। ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরোত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৬। সংস্কার পরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৭। তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৮। শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ

স্মৃতেশ্চ। ৩৯। কম্পনাৎ॥ ৪০। জ্যোতির্দর্শনাৎ॥ ৪১। আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি-ব্যপদেশাৎ॥ ৪২। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন॥ ৪৩। পত্যাদিশব্দেভ্যঃ॥

অনুবাদ—তিনি সকলের আশ্রয়, পূর্ণগুণ(সম্পন্ন), অক্ষর, সদ্-বস্তু, হৃৎপদ্মস্থ, সূর্য্যাদির দীপ্তিদায়ক ও প্রাণের প্রেরক (ব্যবস্থাপক); তিনি দেবগণকর্ত্তৃক ও (দেবজন্মেও বেদাদির দ্বারা) জ্ঞেয়, (কিন্তু) শূদ্রাদি-কর্ত্তৃক বেদসমূহের (অনুশীলন) দ্বারা জ্ঞেয় নহেন; তিনি কম্পক (সকল কম্পন অর্থাৎ চেষ্টার মূল) এবং জীব হইতে ভিন্ন ॥৪॥

রাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

নন্বেবমন্যত্র প্রসিদ্ধানাং নামলিঙ্গাত্মকাশেষশব্দানাং বিষ্ণু-নিষ্ঠতাসিদ্ধাবপি অন্যত্রাপি বৃত্তিরস্তু, মাস্তু বিষ্ণ্বেকনিষ্ঠত্বম্। তথা চ একো বিষ্ণুরেবেত্যবধারণাযোগ ইত্যতঃ প্রাপ্তস্তৃতীয়ঃ পাদঃ। তদর্থমাহ—'তদন্যত্র চ বাচকৈঃ; মুখ্যতঃ সর্ব্বশব্দৈশ্চ বাচ্য একো জনার্দ্দনঃ' ইত্যগ্রেতনত্রিপাদী আদাবপ্যাকৃষ্যতে। চোঽপ্যর্থে; তদিতি প্রস্তুতবিষ্ণুপরামর্শঃ। তদন্যত্রাপীত্যুক্তা বিষ্ণাবপীতি সমুচ্চীয়তে, তদিতি সপ্তম্যন্তাব্যয়ং বা। তত্র বিষ্ণৌ অন্যত্র চ বাচকৈরুভয়বাচকৈঃ। পূর্ব্বপাদদ্বয়ন্যায়াপাদিতোভয়ত্রপ্রসিদ্ধিকৈর্ব্বা শ্রুত্যন্তরসাধারণ্যাদিনা স্বত এবোভয়ত্র প্রসিদ্ধিকৈর্ব্বা সর্ব্বশব্দৈর্নামলিঙ্গোভয়াত্মকৈঃ শব্দৈর্মুখ্যতো মুখ্যবৃত্ত্যা একো জনার্দ্দনো বাচ্যো, ন তু বিষ্ণুরন্যশ্চেত্যর্থঃ। হরৌ তদন্যত্র প্রসিদ্ধনামলিঙ্গসমন্বয়মাহ—বিষ্ণাবেবাত্র সূত্র-কৃদিতি ফলিতার্থঃ। ন কেবলমন্যত্র প্রসিদ্ধৈঃ কিন্তু তদন্যত্র বাচকৈঃ সর্ব্বশব্দৈশ্চেতি চার্থঃ।

নমু দৃশ্যত্বাদ্যুক্তিতো বিষ্ণুরিত্যযুক্তম্। তদ্ধর্ম্মস্যামৃতহেতু-জ্ঞানরূপপরবিদ্যাবিষয়ত্বস্য "তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথ। অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" ইত্যাথর্ব্বণ এবোত্তরত্র "যস্মিন্ দ্যৌঃ" ইতি পূর্ব্ববাক্যোক্তদ্যুভ্বাদ্যাধারে শ্রবণাত্তস্য চ "আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ" ইতি "বায়ুনা বৈ গৌতমঃ সূত্রেণ চায়ঞ্চ লোকঃ পরশ্চ লোকঃ" ইতি, "রুদ্রো বাব লোকাধারঃ" ইতি সমাখ্যাভিঃ প্রকৃতিবায়ুরুদ্রাণাং "বহুধা জায়মানঃ" ইত্যুত্তরবাক্যে শ্রুতজায়মানত্বলিঙ্গেন জীবস্য চ প্রাপ্তত্বাৎ। সমাখ্যাদিস্থরুদ্রাদি-শব্দানাং রুদ্রাদাবেব রূঢ়ত্বাৎ প্রাচীনোঽপি তেষামন্যতমো ন বিষ্ণুরিত্যতঃ প্রাপ্তং(১-৭)—"দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ" ইত্যাদি-সূত্রসপ্তকম্। তদর্থং ভাষতে—সর্ব্বাশ্রয় ইতি। তদন্যত্র চেত্যাদিত্রিপাদী ইহ প্রতিনয়মম্বেতি। লিঙ্গৈরিত্যাদি চ। অন্ত্যশ্চোঽবধারণে। তত্তস্মাদিত্যপ্যর্থঃ। "যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্ব্বৈঃ" ইতি বাক্যোক্তো দ্যুভ্বাদিসর্ব্বাশ্রয়ঃ স প্রাগুক্তঃ। বিষ্ণাবেবোতাশ্চেতি শ্রুতৌ প্রসিদ্ধো বা একো জনার্দ্দনঃ। 'তস্মাদ্ যস্মিন্ তমেবৈকম্' ইত্যাদিভিঃ তদন্যত্র চ বাচকৈঃ শ্রুত্যাদিনাঽন্যবাচকতয়াপি প্রতীতৈঃ সর্ব্বৈরেকো জনার্দ্দন এব মুখ্যতো বাচ্যঃ। ন প্রকৃত্যাদিরনেকঃ। কুতঃ সর্ব্বাশ্রয়ো বিষ্ণুঃ লিঙ্গৈঃসর্ব্বৈর্যুতঃ স হি। লিঙ্গৈরিত্যুপলক্ষণং। "জানথ আত্মানম্" ইত্যাদি-নোক্তেরাত্মশ্রুতিহেয়ত্বানুক্ত্যহেয়াত্বোক্তি মুক্তোপসৃপ্যত্বাদ্যেতৎ-প্রকরণস্থলিঙ্গৈর্যুতত্বাদিতি বা। এতৈর্লিঙ্গৈর্যুতঃ সর্ব্বাশ্রয়

একো জনার্দ্দনঃ। তেষাঞ্চ ভাষ্যোক্তবচনৈর্বিষ্ণৌ প্রসিদ্ধত্বাদিতি বার্থঃ। এবমগ্রেঽপি যোজনাদ্বয়ং বোধ্যম্। ন চ সমাখ্যা-শ্রুত্যাদিবিরোধ ইত্যতোঽপি তদন্যত্র চেতি। চোঽবধারণে। বিষ্ণ্বন্যবাচকতয়ৈব প্রতীতৈঃ সমাখ্যাশ্রুত্যাদিগতৈঃ রুদ্র-পিনাক্যাদিসর্ব্বশব্দৈর্বিষয়বাক্যস্থজায়মানাদিশব্দৈরেকো জনার্দ্দন এব মুখ্যতো মহাযোগপৌরাণিকরূঢ়িভ্যাং বাচ্যো হি যতোঽত ইত্যর্থঃ। স বিষ্ণুরিতি বর্ত্তমানেঽপি জনার্দ্দন ইত্যুক্তিঃ "রুজং দ্রাবয়তে যস্মাদ্ রুদ্রস্তস্মাজ্জনার্দ্দনঃ" ইতিস্মৃতিসূচনেন মহাযোগ-পৌরাণিকরূঢ়িভ্যাং রুদ্রাদিশব্দানাং হরৌ মুখ্যত্বসূচনায়; তথা "ন জায়তে অর্দ্দয়তি চ সংসারমিতি জনার্দ্দনঃ" ইত্যাদিগীতা-ভাষ্যোক্তদিশা জনপদেনাজত্বোক্ত্যা "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতিসূচনেন প্রাদুর্ভাবজনেরমৃতসেতুপদোক্ত-মুক্তোপসৃপ্যত্বস্য চ সূচনায়। তথা "জুষ্টং যদাপশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীতশোকঃ" ইতি, "জীবাদন্যং জ্ঞাত্বা মুচ্যত" ইতি শ্রুত্যুক্তদিশা ভেদজ্ঞানিনঃ সংসারার্দ্দকত্বোক্ত্যা ভেদব্যপ-দেশসূচনেন নাত্র জীবেশাভেদঃ শঙ্ক্যঃ। ঈশশব্দশ্চ জনার্দ্দন-পরো মোচকত্বলিঙ্গাদিত্যাদিসূচনায়। এক ইত্যনেককোটিক-পূর্ব্বপক্ষ নিরাসায়।

নন্বথাপি পূর্ণানন্দো বিষ্ণুরিত্যযুক্তম্,—ছান্দোগ্যে সপ্তমে "যো বৈ ভূমা তৎসুখম্" ইতি ভূমশব্দিতস্য নিরুপপদসুখপদেন পূর্ণসুখত্বোক্তেঃ। ভূম্নশ্চ "প্রাণো বা আশায়া ভূয়ানি"ত্যুপক্রমেণ "উৎক্রান্তপ্রাণান্" ইতি ঈশ্বরে ব্যাপ্তেরনুপপন্নোৎক্রমণ লিঙ্গযুক্ত-

প্রাণশব্দিতমুখ্যবায়ুত্বাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (৮-৯)—"ভূমা সংপ্রসাদাৎ" ইত্যাদি সূত্রদ্বয়ম্। তদর্থঃ—পূর্ণগুণ ইতি। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। "যো বৈ ভূমা" ইতি ভূমশব্দোক্তঃ পূর্ণগুণঃ স প্রাক্‌পূর্ণানন্দত্বেনোক্তঃ স একো জনার্দ্দনঃ। তস্মাৎ প্রাণোপক্রমণেন "বিষ্ণুর্ব্বাব দেবেভ্যো ভূয়ান্" ইতি সমাখ্যায়া চ তত্রান্যত্র চ বাচকত্বেন প্রতীতৈর্ভূমসুখপ্রাণাত্মাদিসর্ব্বশব্দৈর্মুখ্যতো জনার্দ্দন এব বাচ্যো ন তু মুখ্যপ্রাণঃ। কুতঃ? পূর্ণগুণো বিষ্ণুর্লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতো হি। "তৎ সুখম্" ইত্যুক্তপূর্ণসুখত্বসর্ব্বোত্তমত্ব—"স এবাধস্তাৎ" ইত্যাদিনোক্ত-সর্ব্বগতত্বাদিলিঙ্গৈর্যুতত্বাৎ তেষাং ভাষ্যোক্ত-বাক্যৈরীশ্বরে প্রসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। ন চ প্রাণলিঙ্গবিরোধ ইত্যতোঽপি লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতো হীতি। "তমুৎক্রামন্তং প্রাণোঽনূৎক্রামতি" ইত্যাদৌ উৎক্রমণলিঙ্গযুতো জনার্দ্দনঃ প্রসিদ্ধ ইত্যর্থঃ। প্রাণ-পদেন তদন্তর্য্যামিরূপস্যৈব গৃহীতেঃ প্রাণলিঙ্গানামুৎক্রমণাদীনাং ব্যক্ত্যাত্মনাস্থিতাণুরূপবিশেষে যুক্তত্বাদিতি ভাবঃ। "ভূ বহৌ"ইতি ধাতোঃ, "বহুঃ পূর্ণতায়াম্" ইতি চেতি ছান্দোগ্যভাষ্যদিশা ভূম-শব্দঃ পূর্ণগুণবাচী ধ্যেয়ঃ। অত্র জনার্দ্দন ইত্যুক্তিঃ মোচকত্বেনোক্ত ভূম্ন উপাসকতয়োক্তপ্রাণত্বং ন শঙ্ক্যমিতি সূচনায়। এক ইত্যুক্তি-রপি ভূমসুখসত্যবিজ্ঞানাদ্যনেকশব্দৈরেকো গুণভেদেনোচ্যতে ন ত্বনেক ইতি বক্তুম্। সৈর হীত্যতোঽস্যাগতার্থত্বমন্যতো ধ্যেয়ম্।

নন্বথাপি দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিতো বিষ্ণুরিত্যযুক্তং,—বাজসনেয়ে পঞ্চমে "অদৃশ্যং দ্রষ্টৃ অশ্রুতং শ্রোতৃ" ইত্যাদিনাক্ষরব্রাহ্মণোক্তস্যা-ক্ষরস্যাদৃশ্যত্বাদিশ্রবণাৎ। তস্য চ "কূটস্থোঽক্ষরঃ" ইত্যাদৌ

শ্রীতত্ত্বে প্রসিদ্ধাক্ষরশ্রুত্যা "অহং সোমমাহ ন সং বিভর্ম্মি" ইতি লক্ষ্মীসূক্তে শ্রীতত্ত্বে প্রসিদ্ধচন্দ্রাধারত্বস্য "এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতে" ইতি শ্রবণেন সূর্য্যাদ্যাধারত্বলিঙ্গেন চ শ্রীতত্ত্বরূপত্বেনাবিষ্ণুত্বাৎ প্রাচীনমপি তৎ শ্রীতত্ত্বমেব,—দ্বয়োরপরিচ্ছেদ্যবৈভবাযোগাদিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (১০-১২)—"অক্ষরমম্বরান্ত" ইত্যাদিসূত্রত্রয়ম্। তদর্থঃ—সোঽক্ষর ইতি। অত্রাক্ষরশব্দেন যৌগিকঃ তদর্থোঽবিনাশী গ্রাহ্যঃ, তথা প্রস্তাবাৎ। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। স ইতি সর্ব্বাশ্রয়-পরামর্শঃ। "এতস্মিন্ খল্বক্ষরে গার্গ্যাকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ" ইতীহ শ্রুতাবাকাশশব্দিতপ্রকৃতিদ্বারা শ্রুতঃ সঃ পৃথিব্যাদিপ্রকৃত্যন্ত-সর্ব্বাশ্রয়োঽক্ষরোঽক্ষরশব্দার্থোঽবিনাশী স প্রাগ্ দৃশ্যত্বাদ্যুক্তি-তত্ত্বেনোক্তঃ স একো জনার্দ্দনঃ। তথা চাবিনাশিত্বরূপ-প্রবৃত্তিনিমিত্তসাম্যেন তদন্যত্র চ বাচকৈঃ "এতস্মিন্নক্ষরে" ইত্যক্ষরতদ্বিশেষণসর্ব্বশব্দৈর্মুখ্যতশ্চতুর্ব্বিধনাশরাহিত্যরূপযোগ-রূঢ়িভ্যামেকো জনার্দ্দন এব বাচ্যো, ন শ্রীতত্ত্বম্। কুতঃ? অক্ষরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্যুতো হি। "ভূতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চেত্যাচক্ষতে। আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ" ইতি, "অক্ষরে আকাশ ওতশ্চ" ইত্যাদিনোক্তাম্বরান্তশব্দিতপ্রকৃত্যন্তসর্ব্বা-ধারত্বপ্রশাসনশব্দিতাসঙ্কুচিতানন্যায়ত্তাজ্ঞামাত্রাধীনসর্ব্বধারকত্বা-স্থূলমনণ্বিত্যাদিবাক্যোক্তপ্রাকৃতস্থৌল্যাদিরাহিত্যাপ্রাকৃতাণুত্ব-মহত্ত্বাদিরূপৈতৎপ্রকরণশ্রুতসর্ব্বলিঙ্গৈর্যুতত্বাত্তেষাং ভাষ্যোক্ত-বাক্যৈর্বৈষ্ণবত্বস্য প্রসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। অত্রৈক ইতি "একঃ শাস্তা"

ইতি বাক্যসূচনায়। জনার্দ্দন ইত্যক্ষরত্বরূপাবিনাশিত্বসূচনায়। প্রাগুক্তৈব নিরুক্তিঃ। স ইতি অম্বরান্তধৃতিরূপহেতুসূচনায় চন্দ্রাধারত্বস্য সাবকাশত্বসূচনায় চ।

নন্বথাপি সর্ব্বকর্ত্তা বিষ্ণুরিত্যযুক্তং,—ছান্দোগ্যে ষষ্ঠে "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ইত্যাদিনা বহুপ্রকরণেষু শ্রুতসচ্ছব্দোক্তস্যাবধারণেন 'এব'পদাদিনা চানন্যাধীনকারণত্বস্য "তত্তেজোঽসৃজত" ইতি, "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" ইতি, "সতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি" ইত্যাদিনা অত্র সৃষ্টিস্থিতিমুক্তি-সুপ্তি-প্রলয়হেতুত্বা-দেশ্চোক্তেঃ। সচ্ছব্দিতস্য চ "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইতি বহুভবনরূপবিকারশ্রবণেন প্রধানত্বাদীক্ষণস্য চ জড়ে অভিমানি-দ্বারা বা "সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্" ইতি জ্ঞানোপাদানত্বাদ্বা যুক্তত্বান্নির্ব্বিকারে হরৌ চ বিকারস্য সর্ব্বথাপ্যযোগাদিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (১৩)—"ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ" ইতি। তদর্থঃ—সন্নিতি। অত্রাপি পূর্ব্ববদ্ যৌগিকঃ সচ্ছব্দার্থো নির্দ্দোষত্বাদি-বিশিষ্টো বা স্বাতন্ত্র্যাদিবিশিষ্টো বা সন্নিতি নির্দ্দিশ্যতে প্রকরণ-বশাৎ, 'যচ্ছব্দা যোগবৃত্তয়ঃ' ইতি বক্ষ্যমাণানুরোধাচ্চ। পূর্ব্ব-বদনুষঙ্গঃ। "সদেব সোম্য" ইত্যাদৌ সৃষ্টিস্থানে সচ্ছব্দোক্তঃ সন্নির্দ্দোষাদির্ব্বা স্বতন্ত্রো বা স প্রাক্ সর্ব্বকর্তৃত্বেনোক্ত একো জনার্দ্দনঃ। তথা চ কারণত্বমুখেন তদন্যত্র চ বাচকত্বেন প্রতীতেঃ "সদেব সোম্য", "সন্মূলাঃ সোম্য" ইত্যাদিনানেক-প্রকরণেষু শ্রুতৈঃ সর্ব্বৈঃ সচ্ছব্দৈস্তদ্বিশেষণৈঃ "এক এব"

ইত্যাদিশব্দৈর্মুখ্যতো জনার্দ্দন এব বাচ্যো ন প্রকৃতিঃ। কুতঃ ? সন্ বিষ্ণুঃ লিঙ্গৈঃ সর্বৈর্যুতো হি। ঈক্ষিতৃত্ব-স্রষ্টৃত্বাদ্বিতীয়ত্বাদ্যৈর্লিঙ্গৈর্যুতত্বাদিতি বা তৈর্যুতঃ সন্ জনার্দ্দনঃ, তেষাং ভাষ্যোক্তবাক্যৈর্বিষ্ণাবেব মুখ্যত্বপ্রতীতেরিতি বার্থঃ। ন চ বহুভবনবিরোধঃ,—সন্নিতিসচ্ছাব্দার্থোক্ত্যা তেজঃপ্রভৃত্যাত্মনা বিকাররূপদোষাভাবস্য, জনার্দ্দন ইত্যত্রাজত্ববাচিজনপদেন "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতিসিদ্ধস্বরূপবহুভাবস্য চ দর্শিতত্বাৎ। অর্দ্দন ইত্যংশেন চাত্র সৎপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদিনা শ্রুতমুক্তিহেতুত্বঞ্চ তস্যৈবেতি সূচিতম্। এক ইত্যুক্তির্ন ভিন্নজড়রূপেণ বহুভবনং কিন্তু স্বাভিন্ননানানিয়ামকরূপেণেতি সূচয়িতুম্।

নন্বথাপি "সোঽক্ষরঃ" ইতি সূর্য্যাচন্দ্রাদিসর্ব্বাধারোঽক্ষরো হরিরিত্যযুক্তং,—ছান্দোগ্যেঽষ্টমে "ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" ইত্যাদিনা হৃৎপদ্মস্থং কিঞ্চিদুক্ত্বাস্য "উভে অস্মিন্ দ্যাবাপৃথিবী সূর্য্যাচন্দ্রমসাবুভৌ" ইত্যাদিনা সূর্য্যাচন্দ্রাদিসর্ব্বাধারত্বোক্তেঃ, হৃৎপদ্মস্থস্য চাকাশশ্রুত্যাকাশত্বাৎ "হৃদি হ্যেষ আত্মা" ইত্যাদের্জীবত্বাদ্বেত্যতঃ প্রাপ্তং (১৪-২১)— "দহর উত্তরেভ্যঃ" ইত্যাদি সূত্রাষ্টকম্। তদর্থঃ—হৃদজগ ইতি। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। সর্ব্বাশ্রয়ঃ সন্নিতি চ বর্ত্ততে। "তস্মিন্ যদন্তঃ" ইত্যাদৌ হৃৎস্থাকাশস্থতয়া পরম্পরয়া শ্রুতো বা সাক্ষাৎ পরম্পরা সাধারণ্যেন বা; অথবা পৃথিব্যাদিসর্ব্বাশ্রয়ঃ সন্ সর্ব্বাধারো ভূত্বা হৃদজগঃ হৃদয়পদ্মস্থঃ। সঃ "সোঽক্ষরঃ" ইত্যত্র সর্ব্বাধারত্বেনোক্ত একো জনার্দ্দনঃ।

তস্মাৎ "যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্" ইতি শ্রুতেঃ বিষ্ণাবিব 'তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং তস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্", "হৃদিহ্যেষ আত্মা" ইতিশ্রুত্যন্তরাদন্যত্র বাচকতয়া প্রতীতেঃ "যদন্তস্তদন্বেষিতব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যং কিন্তদত্র বিদ্যতে যদন্বেষ্টব্যং যদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যং যাবান্ বা অয়মাকাশঃ" ইতিশ্রুতৈর্যৎ "অন্তরাকাশঃ" ইত্যাদিসর্ব্বশব্দৈর্হৃৎপদ্মস্থনিষ্ঠৈর্মুখ্যতোঽন্বয়াদাকাশস্থ একো জনার্দ্দন এব বাচ্যো ন ত্বনেকো জীবাদিঃ। কুতঃ? উক্তরূপহৃদব্জগো বিষ্ণুঃ লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতো হি। উপলক্ষণমেতৎ। বাহুল্যাৎ স্বশব্দেন লিঙ্গোক্তিঃ। আত্মব্রহ্মশ্রুত্যপহতপাপ্মত্বাদি-সত্যকামত্বাদি-সুপ্তপ্রজাপ্রাপ্যত্বারণ্যাখ্যসুধাসমুদ্রাশ্রয়-লোকবত্ত্বসর্ব্বলোকাধারত্বাদিলিঙ্গবাজসনেয়তৈত্তিরীয়সমাখ্যানে - যুতত্বাত্তেষাং ভাষ্যোক্তবাক্যৈর্বিষ্ণৌপ্রসিদ্ধেরিতি এতেষাং জীবাকাশয়োরসম্ভবাৎ, মুক্তজীবস্যাপহতপাপ্মত্বাদেঃ সম্ভবেঽপি তস্য হৃৎপদ্মস্থত্বাভাবাদীশায়ত্তত্বেন নিরপেক্ষস্য তস্যাসম্ভবাচ্চেতি ভাবঃ। তথা হি বাক্যশেষাঃ—"য আত্মাপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোঽন্বেষ্টব্যঃ" ইত্যাদাবাত্মশ্রুত্যপহতপাপ্মত্বাদিলিঙ্গানি ; তথা "প্রজা অহরহর্গচ্ছন্ত্য এতং ব্রহ্মলোকং ন বিন্দন্তি" ইত্যত্র সুপ্তপ্রজাপ্রাপ্যত্ব-লিঙ্গ-ব্রহ্মশ্রুতী। ব্রহ্মণো লোকো ব্রহ্মলোক ইতি হৃৎপদ্মস্থস্য ব্রহ্মলোকত্বোক্ত্যা তৎস্থস্য ব্রহ্মশব্দবত্ত্বস্য সুপ্তপ্রাপ্যত্বস্য চ সিদ্ধেঃ; তথা "অরশ্চ হ বৈ ণ্যশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকঃ" ইত্যুত্তরবাক্যে সুধাসমুদ্রাশ্রয়বিষ্ণুলোকে প্রযুক্তব্রহ্মলোকপদস্য হৃৎপদ্মে ব্রহ্মলোকং

ন বিন্দন্তীতি পূর্ব্ববাক্যে প্রয়োগেণ তৎস্থস্য তাদৃশসমুদ্রাশ্রয়-লোকবত্ত্বস্য চ সিদ্ধেঃ ; তথা "স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানা-মসম্ভেদায়ে"তি সর্ব্বলোকধারণসমর্থঃ সেতুরাশ্রয় ইত্যুক্তেঃ ; "য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্ শেতে সর্ব্বস্য বশী" ইত্যাদি-বাজসনেয়শ্রুতৌ "যৎ পুণ্ডরীকং পুরমধ্যসংস্থং তত্রাপি দহরং গগনং বিশোকং তস্মিন্ যদন্তস্তদুপাসিতব্যম্" ইতি তৈত্তিরীয়-শ্রুতৌ চৈকার্থ্যপ্রতীতেঃ।

নন্বেবং "কিংতদত্র বিদ্যতে" ইতি প্রশ্নস্য—ব্রহ্ম বিদ্যত—ইতি পরিহারং বিনা "যাবান্ বা" ইত্যাদেরনন্বয় ইত্যতোঽপি হৃদজ্জগ ইতি। সর্ব্বাশ্রয় ইত্যাদিসর্ব্বমিহান্বেতি। অয়মর্থঃ—কীদৃশং তদত্র বিদ্যত ইতি প্রশ্নে যাবান্ পরমাত্মাকাশাখ্যঃ পূর্ণগুণস্তিষ্ঠতি তাবান্ পূর্ণগুণো হৃদজ্জগঃ হৃদ্যয়নাদ্ধৃদয়নামকে হৃৎপদ্মস্থাকাশে বিদ্যমানঃ স দ্যাবাপৃথিব্যাদিসর্ব্বাশ্রয়ঃ অক্ষরঃ সন্ অবিনাশী সন "নাস্য জরয়ৈতজ্জীর্য্যতে ন বধেনাস্য হন্যতে" ইত্যাদ্যুক্ত্যা দেহনাশেঽপ্যনশ্যন্ সন্ বিদ্যমানোঽপহতপাপ্মেত্যাদ্যুক্তাপহত-পাপ্মত্বাদিলিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈঃ যুত ইতি বাক্যান্বয় ইতি 'সর্ব্বাশ্রয়ো হৃদজ্জগো হরিঃ' ইত্যুক্তৌ চ "তস্যান্তে" ইতি বাক্যে সুষিরে সর্ব্বাধারত্বোক্তিরপি মন্দিরে মণিমালেতিবৎ সুষিরস্থহর্য্যপেক্ষয়া সমাহিতা। অল্পস্থানঞ্চ খবৎ সর্ব্বগ ইত্যত্র সমাহিতমিতি ভাবঃ।

নন্ব ব্যোম্নোঽংশতোঽল্পস্থানমিত্যুপপত্তাবপি বিষ্ণোরংশতো-ঽপি ব্যাপ্তত্বাম খবদুপপত্তিরিত্যস্যাপ্যুত্তরং—পূর্ণগুণো হৃদজ্জগ ইতি। সর্ব্বগতত্বাদিগুণপূর্ণত্বেনৈব হৃদজ্জগতত্বস্য "এষ আত্মান্ত-

হৃদয়ে জ্যায়ান্ ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেরিতি হেরর্থঃ—অচিন্ত্যশক্ত্যো-পপত্তেরিতি ভাবঃ। জনার্দ্দন ইতি সংসারার্দ্দকো হৃদব্জগ ইত্যুক্ত্যা "পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে এষ আত্মা" ইত্যত্তচ্ছব্দেন জীবং পরামৃশ্য হৃৎপদ্মস্থতয়া প্রাগুক্তাত্মত্ববিধানাৎ সর্ব্বাশ্রয়ো হৃদব্জগো জীব ইতি নিরস্তং, জ্যোতিঃপদোক্তস্য মোচকস্যৈবৈষ ইতি পরামৃশ্যাত্মত্বোক্তের্জীবপরামর্শাভাবাদিতি। অজত্ববাচিনা জনেত্যংশেন দেহনাশেঽপ্যনশ্যন্নিতি প্রাগুক্তো বাক্যান্বয় উপপাদিতঃ। 'হৃদব্জগো হরিঃ পূর্ণগুণঃ' ইত্যুক্ত্যৈব "তদেতৎ সত্যং ব্রহ্মপুরম্" ইতি দেহবাচিপদপ্রয়োগাদাত্মা ন বিষ্ণুরিতি প্রত্যুক্তং,—ব্রহ্মৈব পূর্ণত্বাৎ পুরমিত্যুপপত্তেঃ। এক ইত্যনেককোটিকপূর্ব্বপক্ষনিরাসায়েতি।

নন্বথাপি দৃশ্যত্বাদ্ব্যক্তিতো বিষ্ণুরিত্যসাধু,—কাঠকে "তদেত-দিতি মন্যন্তেঽনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখম্। কথং নু তদ্ বিজানীয়াং কিমু ভাতি ন ভাতি বা॥" ইতি পূর্ব্বোত্তরাভ্যাং ধর্ম্মাভ্যাং "তেষাং সুখং শাশ্বতম্" ইতি পূর্ব্বপ্রকৃতজ্ঞানিসুখপরামর্শেন তস্যাদৃশ্যত্বাজ্জ্ঞেয়ত্বয়োরুক্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (২১-২৩)—"অনু-কৃতেস্তস্য চ" ইতি সূত্রদ্বয়ম্। তদর্থঃ—'সূর্য্যাদিভাসকঃ' ইতি। উপলক্ষণমেতৎ। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি" ইতিবাক্যোক্তসূর্য্যাদ্য-প্রকাশ্যঃ "তস্য ভাসা" ইতিবাক্যোক্তজগৎপ্রকাশকশ্চেত্যপি গ্রাহ্যম্। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। "তমেবভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্" ইত্যুত্তর-বাক্যে যস্য পরমাত্মনো রূপমনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং কথং নু জানীয়াদিত্যাবির্ভাবং প্রার্থয়ন্তে তং পরমাত্মানং ভান্তমনুসৃত্য সর্ব্বং

সূর্য্যচন্দ্রতারকাদি তেজোজাতং ভাতি প্রকাশত ইত্যাদিনা শ্রুতঃ সূর্য্যাদিভাসকঃ স প্রাক্ দৃশ্যত্বাদ্যুম্বিতত্বেনোক্ত একো জনার্দ্দনঃ, ন তু জ্ঞানিসুখম্। তত্তস্মাৎ সাধারণসুখশ্রুত্যা তদন্যবাচকতয়া প্রতীতৈস্তদেতচ্ছব্দৈরানুকূল্যেন গৃহ্যমাণনিষ্ঠৈঃ সর্ব্বৈরেকো জনার্দ্দনো মুখ্যতো ব্যবহিতপরামর্শনপুংসকক্লেশাদিনা বিনা বাচ্যঃ। "যতো বাচঃ" ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রসিদ্ধং যদনির্দ্দেশ্যং পরমং সুখং "কথং নু তদ্ বিজানীয়াম্" ইত্যানুকূল্যেন গৃহ্নন্তি তদনির্দ্দেশ্যং সুখম্,—এতৎ "চেতনশ্চেতনানাম্" ইতি সন্নিহিতপরমাত্মনো-রূপমিতি মন্যন্ত ইতি বাক্যযোজনোপপত্তেঃ। কুত এবং কল্পনেত্যতঃ প্রাগুক্তমুপলক্ষণং মত্বাহ লিঙ্গৈর্যুতো হি। সূর্য্যাদি-তেজোরাশিভাসকত্ব-তদুপলক্ষিতসূর্য্যাদ্যপ্রকাশ্যত্বজগৎপ্রকাশকত্ব-লিঙ্গৈর্যুতত্বস্য ভাষ্যোক্তশ্রুতিস্মৃতিভিঃ বৈষ্ণবত্বপ্রসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। অত্রৈক ইত্যুক্তিঃ "তদেতৎ" ইতি শ্রুতৌ "একং রূপম্" ইতি প্রাক্প্রকৃতরূপপরামর্শ ইতি বা, "একো বহূনাম্" ইতি সন্নিহিতত্বং বা সূচয়িতুম্। জনার্দ্দন ইতি অজত্বমোচকত্বয়োরুক্ত্যা "নিত্যো নিত্যানাম্" ইতি "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ তেষাং শান্তিঃ" ইতি হরেঃ সান্নিধ্যাদ্যস্যরূপমেবং সুখরূপং তমেব ভান্তমিতি প্রাগুক্তবাক্যযোজনাসূচনাৎ "তদেতৎ" ইত্যাদি-নপুংসকত্বস্য তমিত্যাদিপুংলিঙ্গত্বস্য চোপপত্তিরিতি সূচিতম্। অতএবানুগ্রাহ্যত্বস্য সমন্বয়লিঙ্গস্য নির্দ্দেশে কার্য্যে সূর্য্যাদি-ভাসকত্বরূপসাধকহেতোরেবোক্তিরুক্তযোজনোপপাদনসূচনার্থত্বাৎ, সূত্রানুসারাচ্চেতি।

নম্ন কথং সূর্য্যাদিভাসক ইতি,—"কর্ত্তরি চ" ইতি সূত্রে "তৃজকাভ্যাং যোগে কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" ইতি যা ষষ্ঠী, সা ন সমস্যত ইতি সমাসনিষেধাৎ। নৈবম্, "যাজকাদিভিশ্চ" ইতি প্রতিপ্রসবাৎ; যদ্বা, শেষষষ্ঠীত্বেন সমাসঃ; অথবা ভাসয়তীতি ভাসঃ—"নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ" ইতি সূত্রে পচাদিরাকৃতিগণ ইতি বৃত্তাবুক্তত্বাৎ। "অজ্‌বিধিঃ সর্ব্বধাতুভ্যো বক্তব্যঃ" ইতি মহাভাষ্যোক্তের্ব্বা, "যঙোঽচি চ" ইতি সূত্রেঽজ্‌গ্রহণেন সর্ব্বধাতুভ্যোঽচ্‌প্রত্যয়বিধের্ম্মর্য্যাং জ্ঞাপিতত্বাদ্‌ বা, অচ্‌প্রত্যয়ান্তণ্যন্তভাসশব্দেন সূর্য্যাদের্ভাসঃ সূর্য্যাদিভাস ইতি সমাসঃ। "অজ্ঞাতঃ" ইতি সূত্রেণ কপ্রত্যয়ঃ, সূর্য্যাদিভাসক ইত্যুপপত্তেঃ। যথোক্তং লিঙ্গপাদেস্বুধায়াং "তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্তত্তচ্ছক্তিপ্রবোধকঃ" ইত্যেতদ্‌ ব্যাখ্যাবসরে—তত্তচ্ছক্তিপ্রবোধক ইতি কথং, কর্ত্তরি চেতি সমাসনিষেধাৎ। ন,—যাজকাদিভিশ্চেতি প্রতিপ্রসবাৎ। যদ্বা, প্রকৃষ্টো বোধো যস্মাদিতি বা পচাদ্যজন্তত্বেন বা প্রবোধঃ; শক্তীনাং প্রবোধঃ শক্তিপ্রবোধঃ। ততশ্চাজ্ঞাত ইতি কপ্রত্যয় ইতি।

নম্বথাপি বিষ্ণুরেব জিজ্ঞাস্য ইত্যুক্তমযুক্তং,—কাঠকে "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশান ইত্যুক্তে্,ঊর্দ্ধং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি। মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে" ইতীশানস্যৈব জিজ্ঞাস্যত্বোক্তেঃ। 'সোপাসনা চ দ্বিবিধা' ইত্যুক্তোপাসনাজিজ্ঞাসয়োরৈক্যাদীশানস্য "এবমেবৈষ প্রাণঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যন্তরপ্রসিদ্ধপ্রাণব্যবস্থাপকত্বাদিরূপমুখ্যপ্রাণ-

লিঙ্গানামীশানে উর্দ্ধং প্রাণমিতি শ্রবণেন মুখ্যপ্রাণত্বেন তস্যাপি জিজ্ঞাস্যত্বপ্রাপ্ত্যা মোচকত্বস্যাপি স্বাতন্ত্র্যেণ প্রাপ্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তং (২৪-২৫)—"শব্দাদেব প্রমিতঃ" ইত্যাদিসূত্রদ্বয়ম্। তদর্থঃ—প্রাণপ্রেরক ইতি। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। উর্দ্ধং প্রাণমিতিবাক্যে শ্রুতঃ প্রাণপ্রেরকঃ প্রাণানাং প্রাণোপলক্ষিত প্রাণাদিবায়ূনাং ব্যবস্থাপকঃ স প্রাগ্ জিজ্ঞাস্যত্বেনোক্তঃ একো জনার্দ্দনঃ, ন তু মুখ্যপ্রাণঃ। তস্মাৎ প্রেরকত্বসাম্যেন তদন্যত্রাপি বাচকতয়া প্রতীতেশানশব্দতদ্-বিশেষণাঙ্গুষ্ঠমাত্রাদিসর্ব্বশব্দৈর্মুখ্যতঃ স্বারস্যেন বাচ্য এব। কুতঃ? প্রাণপ্রেরকো বিষ্ণুঃ লিঙ্গৈর্যুতো হি। লিঙ্গশব্দোঽত্র শ্রুতেরপ্যুপলক্ষকঃ। "মধ্যে বামনম্" ইতি (কাঠকে) বিষ্ণৌ প্রসিদ্ধবামনশ্রুত্যা "ঈশানো ভূতভব্যস্য" ইত্যুক্তাসঙ্কুচিত-ভূতভব্যেশিতৃত্ব-বিশ্বদেবোপাস্যত্ব বিমুচ্যত ইতি শ্রুতমোচকত্ব ইতরেণ তু জীবন্তীত্যাদিনোক্তমুখ্যপ্রাণাদিসর্ব্বজীবনদত্বাদি-লিঙ্গৈশ্চ যুক্তত্বাত্তেষাং বৈষ্ণবত্বপ্রসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। সূত্রে শব্দাদেবে-ত্যুক্তারপি লিঙ্গানামপ্যুক্তিঃ শব্দাদেবেত্যুপলক্ষণমিতি সূচনায়। ব্যক্তমেতৎ "কম্পনাৎ" ইত্যত্র টীকায়াম্। "সুখবিশিষ্টা-ভিধানাদেব" ইত্যত্রৈব-শব্দাদেব কিমু লিঙ্গৈরিতি সূচনাদ্ বা। অঙ্গুষ্ঠমাত্রত্বস্য শাস্ত্রস্য মনুষ্যাধিকারিকত্বেন তত্তদঙ্গুষ্ঠমিতহৃদয়স্থ-ত্বোপচারেণ যুক্তমিতি ভাবঃ। একো জনার্দ্দন ইত্যেকস্যৈব মোচকত্বসূচনাদ্ বিশ্বদেবোপাস্যত্বমন্যস্য ন মুখ্যমিতি সূচিতম্। অত্রেশান-পদস্য বিষ্ণ্বর্থত্বে বক্তব্যে "উর্দ্ধং প্রাণম্" ইতি বাক্যোক্তলিঙ্গস্য বৈষ্ণবত্বোক্তিঃ পূর্ব্বপক্ষমূলভঞ্জনায় বা ঈশান-

পদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং ঈশান্ মুখ্যপ্রাণাদীনপি অনিতি প্রেরয়তীতী-শানপদস্য যোগবৃত্ত্যা বৈষ্ণবত্বং সূচয়িতুং বেতি। অতএব পূর্ব্বপক্ষলিঙ্গস্য সাবকাশত্বাদেবাক্ষিপ্তমপি বিশ্বদেবোপাস্যত্বাদি-লিঙ্গং সিদ্ধান্তসাধকমেব। ব্যক্তমেতদপি "কম্পনাৎ" ইত্যত্র টীকায়াম্; যদ্বা, ঈশং প্রাণমুন্নয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা যৌগিকেশান-পদার্থস্যৈবায়ং নির্দ্দেশঃ। সমাসঃ প্রাগ্‌বৎ।

নন্বু "বিশ্বে দেবা উপাসতে" ইত্যযুক্তং,—দেবানাং তৎপদ-বিশিষ্টানামাদ্যন্তবত্ত্বে পূর্ব্বং পশ্চাচ্চ দেবতাভাবেন তদুদ্দেশেন হবিষঃ ত্যাগাযোগেন কর্ম্মবিরোধাপত্ত্যা 'ইন্দ্রাগচ্ছ' ইত্যাহ্ব-নাদিনিত্যবেদস্য পূর্ব্বোত্তরং বাচ্যহীনত্বেনাপ্রামাণ্যাপত্ত্যা চানাদি-নিত্যত্বে বাচ্যে তাদৃশানাং মোক্ষে অর্থিত্বাভাবেন তদ্ধেতুভগব-দুপাসনায়ামনধিকারাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (২৬-৩৩)—"তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ" ইত্যাদি সূত্রাষ্টকম্। তদর্থঃ—দৈবতৈরপি জ্ঞেয় ইতি। অস্য নয়স্য সাক্ষাদসমন্বয়পরত্বেন প্রাসঙ্গিকত্বাদেকো জনার্দ্দন ইত্যেবান্বেতি। এবমগ্রেঽপি। বেদৈরিতীহাপ্যাকৃষ্যতে। বহু-বচনমাদ্যর্থে। "ষণ্ণাঞ্চ সপ্তানাঞ্চোদ্‌গাতৄণাং চমসভক্ষঃ" ইত্যা-দাবিব; যদ্বা, "বেদা ইত্যেব শব্দিতাঃ" ইতি ন বিলক্ষণত্ব-নয়ভাষ্যোক্তস্মৃত্যা বেদশব্দস্যৈব বেদাদীত্যর্থঃ। একো জনার্দ্দনো দৈবতৈরপিকর্তৃভিঃ, বেদৈঃ বেদাদিভিঃ করণৈঃ জ্ঞেয়ঃ; ন কেবলং মনুষ্যৈরিত্যপেরর্থঃ। তেন দেবানাং মনুষ্যতাদশায়া-মিব দেবতাদশায়ামপীতি সূচনাৎ যোগ্যমনুষ্যাণাং বিদ্যাকর্ম্মভ্যাং দেবত্বপ্রাপ্ত্যা দেবানামাদ্যন্তবত্বেনাতিশয়িতফলে মোক্ষেঽর্থিত্ব-

সম্ভবাৎ, সামর্থ্যবিশিষ্টবুদ্ধ্যাদের্দেবত্বাদেব সিদ্ধের্নিষেধাভাবাচ্চাধিকারপ্রয়োজকস্যানিষিদ্ধত্বে সতি বিশিষ্টবুদ্ধ্যাদিমত্ত্বস্য সত্ত্বেনাধিকারাবশ্যম্ভাবাদিতি ভাবঃ। ন চৈবং দেবতানামাদ্যন্তবত্ত্বে কর্ম্মণি শাব্দে চ বিরোধঃ,—দৈবতৈরিতি বহুবচনেন দেবতানাং বহুত্বসূচনাৎ। পূর্ব্বোত্তরকালয়োরিদানীন্তনেন্দ্রাদিদেবতাঽভাবেঽপি তদন্যদেবতাসত্ত্বেন তদুদ্দেশেন কর্ম্মানুষ্ঠানস্য তৎপ্রতিপাদকানাদিনিত্যশব্দপ্রামাণ্যস্য চোপপত্তেরিতি ভাবঃ।

ন চ তেষাং বহুত্বেঽপি নানানামরূপাদিমত্ত্বেনৈকরূপবেদপ্রামাণ্যবিরোধ ইত্যতোঽপি দৈবতৈরিতি। দেবতানাং সম্বন্ধিভির্দৈবতৈরিত্যর্থঃ। "একৈব বা মহানাত্মা দেবতা" ইত্যনুক্রমণিকাদৌ প্রতিপাদ্যে দেবতাপদ-প্রয়োগস্য প্রসিদ্ধেঃ। যা দেবতা ইদানীং ইন্দ্র আগচ্ছেত্যাদিভিঃ প্রতিপাদ্যতে তৎসম্বন্ধিভিস্তজ্জাতীয়ৈস্তৎসমাননামরূপধর্ম্মকর্ম্মবদ্ভিরনেকৈঃ পূর্ব্বোত্তরকালীনৈর্দৈবতৈর্জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। ন চ প্রলয়ে দেবতাভাবাদপ্রামাণ্যং বেদস্যেত্যতোঽপি দৈবতৈর্দেবতানামিন্দ্রাদীনাং সম্বন্ধিভিস্তৎপ্রতিপাদকৈরপি বেদৈরেকো জনার্দ্দনোঽনাদিনিত্যো জ্ঞেয়ঃ প্রতিপাদ্য ইত্যর্থঃ। "সৃজতো হি তে শ্রুতয়োঽনুবর্ত্তন্তে নৈবাসৃজতঃ কং বিদধতে কং বা নিষেধন্তি স্তুতিমাত্রা এব তে স্যুঃ" ইতি "লয়স্য ত্বষ্টমো ভাগঃ সৃষ্টিকাল উদাহৃতঃ। তত্রৈব বেদসঞ্চারো হ্যন্যদা স্তুতিমাত্রকা॥" ইতি শ্রুতিগীতাতাৎপর্য্যোক্তশ্রুত্যাদেস্তদা ভগবন্মাত্রবিষয়ত্বোপপত্তেরিতি ভাবঃ।

নমু মোক্ষেতরফলার্থব্রহ্মকর্ম্মবিদ্যাফলানাং বস্বাদীনাং

তৈরাপ্তত্বান্ন তাস্বধিকারঃ, নাপি মোক্ষার্থাসু : তেষাং সার্ব্বজ্ঞেন মুক্তিহেতু বিদ্যাসাধ্যজ্ঞানস্য প্রাগেব সিদ্ধত্বাদিত্যতোঽপি দৈবতৈরপীতি। প্রাপ্তবসুত্বাদিফলৈরপি দৈবতৈর্বস্বাদিদেবৈর্ব্বেদৈঃ। কাৎ´স্ন্যং বহুবচনার্থঃ। মোক্ষার্থৈর্মোক্ষেতরফলার্থৈঃ কর্ম্মব্রহ্মবিদ্যারূপৈরশেষৈর্ব্বেদৈর্জ্ঞে´য় ইত্যর্থঃ, —মোক্ষরূপফলসাধনজ্ঞানেঽতিশয়সত্ত্বাৎ। তথা দৈবতৈস্তন্ত্রং—'সাস্য দেবতা' ইত্যাদৌ সম্প্রদানে দেবতাপদপ্রয়োগাদ্দেবতাসম্বন্ধীনি দেবতোদ্দেশেন ক্রিয়মাণানি যজ্ঞকর্ম্মাণি তৈর্দৈবতৈর্যজ্ঞাদিকর্ম্মভির্জনার্দ্দনঃ সংসারমোচকো জ্ঞেয় আরাধ্য ইত্যর্থঃ। তথা চ দেবতানাং মুখ্যসার্ব্বজ্ঞাভাবেন মুক্তিহেতুজ্ঞানেঽতিশয়সত্ত্বেন মোক্ষার্থাসু জ্ঞানমাত্রসাধ্যমোক্ষগতাতিশয়সত্ত্বেন চ মোক্ষেতরাসু কর্ম্মবিদ্যাস্বধিকারোঽস্ত্বিতি ভাবঃ। "অঙ্গাববদ্ধাস্তু" ইতি বক্ষ্যমাণদিশান্যেষাং জ্ঞেয়ত্বেঽপ্যেকো জনার্দ্দনো জ্ঞেয় ইত্যুক্তিঃ "তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ" ইত্যুক্তদিশা স্বস্বযোগ্যবিমুক্তৌ প্রাধান্যেন স একো ভববন্ধমোচকত্বাজ্ জ্ঞেয় ইতি সূচয়িতুম্।

নন্বু দৈবতৈরপীত্যপিশব্দেন ন কেবলং মনুষ্যৈর্জ্ঞে´য় ইতি সমুচ্চিতং তদযুক্তং। তথাত্বে স্ত্রীশূদ্রব্রহ্মবন্ধুপ্রভৃতীনাং দ্বিজাতিবন্মনুষ্যত্বাবিশেষাত্তৈরপি বেদৈর্জ্ঞে´য়ো জনার্দ্দনঃ স্যাৎ। ন চাদর্শনবিরোধঃ ;—"অহহারে ত্বা শূদ্র গোভিঃ সহ তবৈবাস্তু" ইতি ছান্দোগ্যে চতুর্থে সংবর্গবিদ্যায়াং শূদ্রস্য, "এতদ্বৈতদক্ষরং গার্গি," "এতস্য বাক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি" ইত্যাদি-বাজসনেয়ে অক্ষর-

বিদ্যায়াং স্ত্রিয়শ্চাধিকারদর্শনাৎ। ন চ তদিষ্টম্,—"অবৈষ্ণবস্য বেদেঽপি হ্যধিকারো ন বিদ্যতে। ন চ বর্ণাবরস্যাপি" ইত্যাদি-বিরোধাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (৩৪-৩৮)—"শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ" ইত্যাদিসূত্রপঞ্চকম্। তদর্থঃ—জ্ঞেয়ো ন বেদৈঃ শূদ্রাদ্যৈরিতি। শূদ্রাদ্যৈর্বর্ণাবরাদিভিঃ কর্ত্তৃভির্বেদৈঃ করণৈর্জনার্দ্দনো জ্ঞেয়ো ন ভবতীত্যর্থঃ,—তেষাং বেদাভাবাদিতি ভাবঃ। শূদ্রেত্যুক্ত্যা "ন সংস্কারো ন ব্রতানি শূদ্রস্য" ইতি পৈঙ্গী শ্রুতৌ শূদ্রস্যোপনয়ন-সংস্কারাভাবোক্তেঃ অধ্যয়নস্য "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণমুপনয়ীত তম-ধ্যাপয়ীত" ইত্যুপনীতমাত্রকর্ত্তৃকত্বাবগমাৎ শূদ্রস্যাপ্যুপনয়নমুপেত্যা-ধ্যয়নোক্তৌ "অধ্যয়নে জিহ্বাচ্ছেদঃ," "শূদ্রস্য—তথৈবাধ্যয়নং কুতঃ" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিনিষেধাদিতি সূচিতম্। শ্রুতৌ "অহহারে ত্বা শূদ্র" ইতি পৌত্রায়ণং প্রতি রৈক্বমুনিনা সম্বোধনকরণং তু হংস-কৃতানাদরশ্রবণজাতয়া শুচা মুনিং প্রতি তত্ত্বজিজ্ঞাসয়া আদ্রবণ-রূপযোগেন যুক্তম্। শুগ্দ্রেতি বাচ্যে শোকাধিক্যেনাদ্রবণা-দ্ধেতোস্তদ্ধার্দ্দং জানতা সর্ব্বজ্ঞেন মুনিনা শূদ্রেতি ক্ষত্রিয়স্যৈব পৌত্রায়ণস্য সম্বোধনং কৃতং "রাজা পৌত্রায়ণঃ শোকাচ্ছূদ্রেতি মুনিনোদিতঃ" ইত্যাদেরিতি ভাবঃ। বেদৈর্জ্ঞেয়ো নেতি শূদ্রে বেদাভাবোক্ত্যা "যত্র বেদো রথস্তত্র" ইতি স্মৃত্যা রথস্য বেদ-ব্যাপ্তত্বাৎ। তথা শূদ্রে বেদাভাবেন রথাভাবাদশ্বতরীরথ ইতি-বাক্যশেষোক্তস্বাভাবিকরথসম্বন্ধিত্বেন তস্য ক্ষত্রিয়ত্বাবগমাদিতি সূচিতম্। গার্গিপ্রভৃত্যুক্তমন্ত্রীণাং তু নিষেধশ্রুত্যাদৌ শূদ্রপদস্যৈব স্ত্রীপদাভাবেন তাসাং নিষেধাভাবাৎ। উপনয়নপ্রতিনিধিপ্রদানাখ্য

সংস্কারভাবাচ্চ ন নিষেধ ইত্যপি শূদ্রপদোক্ত্যৈব সূচিতম্।

তর্হি যোগ্যানাং সচ্ছূদ্রাদীনামনুত্তমস্ত্রীণাঞ্চ মুক্ত্যভাবঃ স্যাৎ, বিষ্ণুজ্ঞানাভাবাৎ। ন চেষ্টাপত্তিঃ,—"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ। স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্" ইত্যাদিবিরোধাদিত্যতোঽপি—জ্ঞেয়ো ন বেদৈরিত্যাদি। ন সমাসোঽয়ম্। বিভাষানুবৃত্ত্যা ন লোপস্তু বিকল্পিতত্বান্নঞ্ সমাসো বা। ন বেদৈরবেদৈর্বেদাদন্যৈরিতিহাস-পুরাণাদিভিঃ শূদ্রাদ্যৈঃ জনার্দ্দনঃ সংসারার্দ্দনো ভগবানেকো জ্ঞেয় ইত্যর্থঃ। শূদ্রাদ্যৈরিত্যুক্ত্যা "স্ত্রীশূদ্রব্রহ্মবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা" ইত্যারভ্য "ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্" ইত্যাদিনা ভাগবতে, "য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যম্" ইত্যারভ্য "শূদ্রঃ সুখমবাপ্নুয়াৎ" ইত্যাদিনা সহস্রনামসু, "স্ত্রীশূদ্রব্রহ্ম-বন্ধূনাং তন্ত্রজ্ঞানেঽধিকারিতা" ইত্যাদিনা তেষামপি মুক্তিহেতু-জ্ঞানজনকে বেদাদন্যত্রাধিকারসত্ত্বং সূচয়তি।

নন্মু দৈবতৈরপি মোক্ষার্থং জ্ঞেয়ো জনার্দ্দন ইত্যযুক্তং,—"যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম্। মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং য এতদ্ বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি" ইতি কাঠকে ব্রজ্র-জ্ঞানাদেব মোক্ষোক্তেঃ। বজ্রস্য চেন্দ্রায়ুধে নিরূঢ়বজ্রশ্রুত্যা তেনেন্দ্রো বজ্রমুদযচ্ছদিত্যাদৌ আয়ুধে প্রসিদ্ধোদ্যতত্বলিঙ্গেন চেন্দ্রায়ুধত্বাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (৩৯)—"কম্পনাৎ" ইতি। তদর্থঃ—কম্পক ইতি। উপলক্ষণমেতৎ। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। যদিদং সর্ব্বং প্রাণে স্থিতং প্রাণাদেজতি চ। 'এজৃ কম্পনে' ইতি ধাতোরেজতী-

ত্যাদ্যুক্তকম্পকাদির্জ্জগচ্চেষ্টাদির্জনার্দ্দনঃ। তস্মাল্লোকপ্রসিদ্ধ্যা বিষ্ণুলিঙ্গেন চ তদন্যত্র চ বাচকৈর্বজ্রোত্থত-মহদ্ভয়প্রাণাদি সর্ব্বশব্দৈরেকো জনার্দ্দন এব মুখ্যতো বর্জ্জনাদ্বজ্রমিত্যাদি-যোগরূঢ়িভ্যাং বাচ্যঃ; ন ত্বিন্দ্রায়ুধম্। কুতঃ? কম্পকো বিষ্ণুঃ লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতো হি। কম্পকত্ব-তদুপলক্ষিতমুক্তি-হেতুবেদনত্ব-তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম তদেবামৃতমিতি পূর্ব্ববাক্যোক্তা-মৃতত্ব-ব্রহ্মশ্রুতি "ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি" ইত্যাদ্যুত্তরবাক্যোক্তাগ্ন্যাদি-ভয়ঙ্করত্বাদিলিঙ্গৈর্যুতত্বস্য বিষ্ণৌ শ্রুত্যাদিসিদ্ধত্বাদিত্যর্থঃ। অত্র জনার্দ্দন ইত্যত্র জনেত্যনাদিত্বোক্ত্যা পূর্ব্বার্দ্ধোক্ত সর্ব্বজনকত্বাদি অর্দ্দনেত্যংশে চ "য এতদ্ বিদুঃ" ইত্যুক্তমুক্তিহেতুত্বং যুক্তং তস্মিন্নিতি সূচিতম্। অত্র যৌগিকসমন্বেয়বজ্রশব্দার্থে বর্জ্জিত ইতি নির্দ্দেষ্টব্যে কম্পক ইতি তৎসাধকলিঙ্গোক্তিঃ সূত্রোপাত্ত-ত্বাদ্ বা বজ্রনাম্নো বৈষ্ণবত্বাদ্ বা কম্পকত্বস্য বিষ্ণ্বায়ত্তত্বাদ্বেতি। সূত্রে কম্পকত্বোক্তাবপি লিঙ্গৈরিত্যনেকলিঙ্গোক্তিস্তস্যোপলক্ষণত্ব-সূচনায়। উক্তঞ্চ ভাষ্যটীকায়ামত্রৈব নয়ে "তদবিহায়ৈব লিঙ্গা-ন্তরস্যাপ্যুক্তত্বাৎ" ইতি, "তদন্যত্রাপ্যনুসন্ধেয়ম্" ইতি চ।

অত্র জ্যোতিরাকাশনয়াভ্যাং সমন্বেয়যৌগিকজ্যোতিরাকাশ-পদোক্তয়োর্জ্ঞানপ্রকাশরূপত্বসর্ব্বভূতাবকাশদাতৃত্বরূপগুণয়োর্নাম-পাদীয়জ্যোতিরাকাশনয়ার্থসংগ্রাহকজ্যোতিঃ খবদাদিপদৈঃ বিষ্ণৌ লব্ধত্বান্নেহ পুনস্তয়োঃ সংগ্রহঃ কৃতঃ; যদ্বা, জ্যোতিরিত্যাদ্যৈরিত্যত্র "জ্যোতির্হৃদয় আহিতং যৎ" ইত্যুক্তহৃদয়াহিতং জ্যোতির্বিষ্ণু-রিত্যুক্তমযুক্তম্। বাজসনেয়ে যষ্ঠে "প্রাণেষু হৃদ্যন্তর্জ্জ্যোতিঃ"

ইতি শ্রুতহৃৎস্থজ্যোতিষঃ "স সমানঃ সন্নুভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি" ইত্যাদিনোক্তকর্ম্মাধীনোভয়লোকসঞ্চরণাদিলিঙ্গৈর্জীবত্বাৎ প্রাক্তনমপি স এবেত্যতঃ প্রাপ্তং (৪০)—"জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ" ইতি। তস্যাপ্যর্থঃ—কম্পক ইতি। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। জীবত ইত্যগ্রেতনং পদমিহাপ্যন্বেতি। ল্যব্লোপনিমিত্তা পঞ্চমী। একো জনার্দ্দনোঽজন্মমোচকত্বাভ্যাং স্বতন্ত্রো বিষ্ণুর্জীবতো জীবমাদায়। কম্পকশ্চেষ্টকঃ। "স সমানঃ" ইতি বাক্যোক্তোভয়লোকসঞ্চারকর্ত্তা ; ন ত্বস্বতন্ত্রো জীবঃ। উক্তঞ্চ ন্যায়বিবরণে—"লোকসঞ্চরণং জীবমাদায় তস্যৈবাদুঃখেন স্বাতন্ত্র্যাৎ" ইতি। তত্তস্মাৎ, জ্ঞানরূপবৃত্তিহেতুসাম্যেন তদন্যত্র চ বাচকৈরেতৎপ্রকরণস্থ-জ্যোতিঃশব্দস্বয়মাত্মাদিশব্দৈর্মুখ্যতো জনার্দ্দন এব বাচ্যঃ। তথা "জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানঃ" ইত্যাদিনোক্ত জায়মানত্বম্রিয়মাণত্বাদিলিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈরন্তর্ণীতনিজর্থতয়া যুতশ্চ। কুতঃ কম্পকো বিষ্ণুঃ? "বিষ্ণুরেবেদং জ্যোতিঃ" "তদ্দেবা জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" ইত্যাদিশ্রুতিষু জ্যোতিঃশব্দস্য বিষ্ণ্বেকবাচিত্বসিদ্ধেরিতি। তথা "আত্মৈবাস্য জ্যোতিঃ। কতম আত্মা যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" ইতি জীবস্য সুপ্ত্যাদৌ জ্ঞানহেতুত্বরূপজ্যোতিষ্ট্বেনোক্তাত্মনো জীবস্বরূপত্বে তস্য প্রসিদ্ধত্বেন কতর আত্মেতি প্রশ্নাযোগাদ্বিষ্ণুত্বস্যৈব বাচ্যত্বাচ্চেতি হেরর্থঃ। জনার্দ্দনেত্যত্র জনেত্যজত্বোক্ত্যাদিত্যাদির্জোতির্মাত্রস্যাস্তময়েন জীবস্য সুপ্ত্যাদৌ জ্ঞানহেতুত্বেঽপি হরেরুদয়াস্তময়াদিশূন্যস্য তদাজীবজ্ঞানহেতুত্বরূপজ্যোতিষ্ট্বং যুক্তম্। অর্দ্দনেতি সংসারার্দ্দক-

ত্বোক্ত্যা দুঃখাভোগসূচকত্বেন "স সমানঃ সন্" ইত্যুক্তসমানত্বেনৈবোভয়লোকসঞ্চরণং হরেরেব যুক্তং, ন তু সংসারিণোঽস্বতন্ত্রজীবস্যেত্যপি সূচিতম্।

নমু সর্ব্বাশ্রয়ো জনার্দ্দন ইত্যযুক্তং,—ছান্দোগ্যে দৃষ্টান্তে "আকাশো বৈ নাম নামরূপয়োর্নির্বহিতা। তে যদন্তরা তদ্ব্রহ্ম তদমৃতম্" ইতি বাক্যে বৈ নামেতিনিপাতদ্যোতিত প্রসিদ্ধাকাশস্যৈব নামরূপনির্ব্বহিতৃপদেন সর্ব্বাশ্রয়ত্বোক্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (৪১)—"আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশা"দিতি। তদর্থঃ—অন্যশ্চেতি। অন্যশব্দোঽর্থান্তরশব্দিতবিলক্ষণার্থবাচী। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। "তে যদন্তরেতি নামরূপে অন্তরা বিনা যদ্ বর্ত্ততে" ইতি অনামরূপতয়োক্তোঽন্যশ্চ বিলক্ষণশ্চ একো জনার্দ্দন এব। ন কেবলং কম্পকাদিরিতি চার্থঃ। তত্তস্মাৎ, অন্তরঃ খবদিত্যত্র হরৌ লোকতো গগনে চ প্রয়োগাৎ প্রয়োগসাধারণ্যেন তত্রান্যত্রাপি বাচকতয়া প্রতীতৈরাকাশনির্ব্বহিতাযদিত্যাদিসর্ব্বশব্দৈরেকো জনার্দ্দন এব বাচ্যঃ; ন ত্ববকাশঃ। কুতঃ? অন্যো বিষ্ণুঃ লিঙ্গৈর্যুতো হি। অনামত্বারূপত্বোপলক্ষিতব্রহ্মত্বামৃতত্বনামরূপনির্ব্বহিতৃত্বলিঙ্গৈর্যুতত্বস্য লোকতোঽপ্রসিদ্ধত্বেঽপি শ্রুতিষু বিষ্ণৌ প্রসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। নিপাতদ্বয়মপি বৈদিক প্রসিদ্ধিমাদায় বিষ্ণৌ সাবকাশমিতি ভাবঃ। জনার্দ্দনেত্যজত্ব-মোচকত্বয়ো-রুক্ত্যামৃতত্বং ব্রহ্মত্বঞ্চ তস্যৈবেতি সূচিতং,—"যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তীতি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্ ব্রহ্ম" ইত্যাদেঃ। অত্র সমন্বয়যৌগিকাকাশশব্দার্থে বাচ্যোঽপ্যর্থান্তরত্বরূপলিঙ্গবিশেষোক্তিঃ প্রাগুক্তাশয়া।

নন্বথাপি সোঽক্ষরো হরিরিত্যযুক্তং,—তদ্ধর্ম্মস্য "অসঙ্গমরসম্" ইত্যুক্তাসঙ্গমত্বস্য "দ্রবতিস্বপ্নায়ৈব স যত্তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যত্যনন্বাগতস্তেন ভবতি" ইতি বাজসনেয়ে ষষ্ঠেঽধ্যায়ে স্বপ্নাদিদ্রষ্টৃজীবস্যোক্তেঃ। "স বা এষ সংপ্রসাদো রত্বা চরিত্বা দৃষ্ট্বৈব পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চ" ইত্যাদি জীবলিঙ্গবাহুল্যাৎ। স্বপ্নদ্রষ্টৃত্বস্য জীবে প্রসিদ্ধেশ্চাসঙ্গত্বাদিব্রহ্মলিঙ্গানাং তদভিন্নজীবচৈতন্যে সম্ভবাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (৪২)—"সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" ইতি। তদর্থঃ—অন্যশ্চ জীবত ইতি। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। "প্রাজ্ঞেনাত্মনা সম্পরিষ্বক্তঃ," "প্রাজ্ঞেনাত্মনাঽন্বারূঢ়ঃ" ইতি সুষুপ্ত্যুৎক্রান্তিপ্রকরণয়োঃ শ্রুতো জীবাদন্যশ্চৈকো জনার্দ্দনঃ। তত্তস্মাদসঙ্গত্বলোকপ্রসিদ্ধিভ্যাং তদন্যত্র চ বাচকত্বেন প্রতীতেঃ "দ্রবতি সংপশ্যতি অনন্বাগতোঽসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি সর্ব্বশব্দৈর্মুখ্যতোঽনুপচারেণৈকো জনার্দ্দন এব বাচ্যঃ; ন জীবঃ। কুতঃ? অন্যো বিষ্ণুঃ লিঙ্গৈর্যুতো হি। "অনন্বাগতস্তেন" ইত্যুক্তস্বপ্নদর্শনকৃতবিকাররাহিত্যরূপাসঙ্গত্ব— "অনন্বাগতত্বং পুণ্যেন" ইত্যাদ্যুক্তপুণ্যপাপালেপাদিরূপলিঙ্গৈরেতৎপ্রকরণস্থৈর্যুতত্বাত্তেষাং বৈষ্ণবত্বপ্রসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। স্বাপ্নপদার্থানাং সত্যত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বাচ্চেশস্য পশ্যতীত্যাদিশব্দমুখ্যার্থত্বঞ্চ বোধ্যম্। তত্র কিঞ্চিৎ পশ্যতীত্যুক্ত সমন্বেয়স্বপ্নদ্রষ্টৃনির্দ্দেশে কার্য্যোঽন্যশ্চেত্যাদ্যুক্তিঃ সূত্রানুসারাত্তথা চাত্রৈব প্রকরণে হরের্জীবাদ্‌ভেদেনোক্তিঃ। নাভেদমাশ্রিত্য লিঙ্গান্যমুখ্যতো নেয়ানীতি তদ্‌বলাদ্ দ্রবতীত্যাদি শব্দমুখ্যার্থো হরিরেবেতি ভাবঃ। জনার্দ্দন ইতি সংসারার্দ্দক-

স্বোক্ত্যা সংপরিষ্বক্ত ইতি সুপ্তিপ্রকরণস্থ মুক্তপরত্বস্যাপি স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরিতি সূত্রসিদ্ধত্বাৎ সম্পরিষ্বক্তঃ সুপ্ত ইতিবন্মুক্ত ইত্যপি লাভেন ভেদস্যাপি মুক্তাবপি সত্ত্বান্ন ব্যবহারিকো ভেদঃ ; কিন্তু সত্য এবেতি সূচিতম্ ॥৪॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত প্রণালী-ক্রমে অন্যত্র প্রসিদ্ধ নাম-লিঙ্গাত্মক যাবতীয় শব্দের বিষ্ণুনিষ্ঠত্ব সিদ্ধ হইলেও তাহাদের কেবলমাত্র বিষ্ণুতেই বৃত্তি না হইয়া বিকল্পপক্ষে অন্যত্রও বৃত্তি হউক। সুতরাং 'এক বিষ্ণুই উক্ত হন'—এইরূপ অবধারণ সঙ্গত নহে। এইরূপ আপত্তি-নিরাসের জন্যই এই তৃতীয় পাদের আরম্ভ হইতেছে। ইহার অর্থ প্রদর্শনের জন্য এস্থলে 'তদন্যত্র বাচক সর্ব্ব-শব্দ-দ্বারা মুখ্যতঃ এক জনার্দ্দনই বাচ্য'—এই পরবর্ত্তী শ্লোকপাদত্রয় আকৃষ্ট হইতেছে। 'তদন্যত্র চ'—এই চ-শব্দটী অপি-শব্দের অর্থে প্রযুক্ত। তদ্-শব্দদ্বারা প্রস্তাবিত বিষ্ণুবস্তুই বিবেচিত। 'তদন্যত্রাপি প্রসিদ্ধ'—এই উক্তিদ্বারা বিষ্ণুতে প্রসিদ্ধ শব্দসমূহেরও সমুচ্চয় হইল ; অথবা 'তৎ' এইটী সপ্তম্যন্ত অব্যয় পদ। অতএব 'তৎ' অর্থাৎ তত্র অর্থাৎ বিষ্ণুবস্তুতে এবং অন্যত্রও বাচক—এইরূপ অর্থ-হেতু উভয়বাচক শব্দসমূহই লভ্য হয়। অথবা পূর্ব্ব পাদদ্বয়-বর্ণিত ন্যায়-দ্বারা যে-সকল শব্দের উভয়ত্র প্রসিদ্ধি প্রতিপাদিত হইয়াছে, কিংবা শ্রুত্যন্তরসামান্যাদি হেতুদ্বারা যে-সকল শব্দ স্বতঃই উভয়ত্র প্রসিদ্ধ, তাদৃশ নামলিঙ্গাত্মক সর্ব্ব-শব্দদ্বারা মুখ্যতঃ অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিক্রমে এক জনার্দ্দনই বাচ্য ; পরন্তু বিষ্ণু ও তদিতর অন্য বস্তু—এই উভয় বস্তুই যুগপৎ বাচ্য নহেন। সুতরাং সূত্রকার হরি ও তদন্যত্র প্রসিদ্ধ নাম-লিঙ্গসমূহের বিষ্ণুতেই সমন্বয় বলিতেছেন। কেবল অন্যত্র প্রসিদ্ধ নহে, পরন্তু অন্যত্র বাচক সর্ব্ব-শব্দদ্বারাও প্রসিদ্ধ—ইহাই চ-শব্দের অর্থ।

সম্প্রতি আপত্তি হইতেছে যে, বিষ্ণু দৃশ্যত্বাদি-বর্জ্জিত—ইহা অযুক্ত; কারণ, "একমাত্র তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া অবগত হও, অন্য বাক্যসমূহ পরিত্যাগ কর। ইনিই অমৃতের সেতু (উপায়)"—এই শ্রুতি-বাক্যে উক্ত বস্তুর জ্ঞান অমৃত-হেতুরূপে কথিত হওয়ায় তিনি পরবিদ্যার বিষয়রূপে অবগত হইতেছেন। পরন্তু উক্ত আথর্ব্বণ-শ্রুতির পূর্ব্বাংশে "যাহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মন এবং প্রাণসমূহ ওত (গ্রথিত) রহিয়াছে"—এই বাক্যে তাদৃশ পরবিদ্যার বিষয়ীভূত বস্তু স্বর্গ ও পৃথিব্যাদির আধাররূপে কথিত হইয়াছেন। আবার "আকাশেই তাহা ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান", "হে গৌতম! বায়ুরূপ সূত্রের দ্বারা পরি-দৃশ্যমান লোক, পরলোক ও ভূতগণ গ্রথিত রহিয়াছে", "রুদ্রই লোক-সমূহের আধার" ইত্যাদি শ্রুতি-সমাখ্যান-দ্বারা প্রকৃতি, বায়ু ও রুদ্র,—ইঁহাদেরই লোকাধারত্ব জানা যায়। আবার "ইনি বহুরূপে জন্মশীল"—এই পরবর্ত্তি-বাক্যে জন্মরূপ লক্ষণদ্বারা তাহার জীবত্বই উপলব্ধি হয়। অতএব শ্রুতি-সমাখ্যানাদিতে কীর্ত্তিত রুদ্রাদি শব্দ রুদ্রাদিতেই রূঢ় বলিয়া পূর্ব্ব-প্রতিপাদ্য বস্তুও ইঁহাদেরই অন্যতম, পরন্তু বিষ্ণু নহেন। এই আশঙ্কার সমাধানার্থ (১-৭)—(১) "দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ", (২) "মুক্তোপসৃপ্যং ব্যপদেশাৎ", (৩) "নানুমানমতচ্ছব্দাৎ", (৪) "প্রাণভৃচ্চ", (৫) "ভেদব্যপ-দেশাৎ", (৬) "প্রকরণাৎ" ও (৭) "স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ"—এই সাতটী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—'সর্ব্বাশ্রয়'। 'তদন্যত্র বাচক' ইত্যাদি শ্লোকপাদত্রয় এবং 'তিনি সর্ব্ব-লিঙ্গদ্বারা যুক্ত'—এই বাক্য এই পাদে প্রতি-অধিকরণে অন্বিত হইবে। 'সর্ব্বশব্দৈশ্চ'—এই চ-কার অবধারণার্থে প্রযুক্ত। তৎ-পদে 'তস্মাৎ' (সেই হেতু)—এইরূপ অর্থও হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—"যাঁহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মন এবং প্রাণ-সমূহ ওত (গ্রথিত) রহিয়াছ"— এই বাক্যোক্ত স্বর্গাদি সর্ব্বলোকের আশ্রয়

পূর্ব্বোক্ত বস্তু, অথবা "বিষ্ণুতেই সকল লোক প্রথিত রহিয়াছে" —এই শ্রুতিতে প্রসিদ্ধ বস্তু যেহেতু এক জনার্দ্দন, সেই হেতু "যাহাতে স্বর্গ, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, মনঃ ও প্রাণসমূহ ওত রহিয়াছে, তাঁহাকেই একমাত্র আত্মা বলিয়া অবগত হও" ইত্যাদি তদন্যত্র বাচক অর্থাৎ শ্রুত্যাদিদ্বারা অন্যবাচকরূপে প্রতীত সর্ব্বশব্দদ্বারা এক জনার্দ্দনই মুখ্যতঃ বাচ্য, প্রকৃত্যাদি অনেক বস্তু নহে। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—(যেহেতু) সর্ব্বাশ্রয় সেই বিষ্ণু সর্ব্ব লিঙ্গদ্বারা যুক্ত। এ স্থলে 'লিঙ্গ'-শব্দটী উপলক্ষণ মাত্র। অতএব "তাঁহাকেই একমাত্র আত্মা বলিয়া অবগত হও, অন্য বাক্যসকল পরিত্যাগ কর" ইত্যাদি বাক্যোক্ত আত্মশ্রুতির হেয়ত্ব-অকথন, অহেয়ত্ব-কথন এবং মুক্তোপসৃপ্যত্ব (মুক্তপুরুষ কর্ত্তৃক লভ্যত্ব) প্রভৃতি এতৎপ্রকরণস্থিত লিঙ্গসমূহদ্বারা যুক্তত্ব নিবন্ধন—এইরূপ অর্থও জ্ঞাতব্য। অথবা, এই সকল লিঙ্গদ্বারা যুক্ত সর্ব্বাশ্রয় বস্তু এক জনার্দ্দনই হন; যেহেতু ভাষ্যোক্ত বচনসমূহদ্বারা ঐ লিঙ্গসমূহ বিষ্ণুতেই প্রসিদ্ধ, এইরূপ অর্থ হইবে। পশ্চাদ্‌বর্ত্তী অধিকরণেও ঈদৃশ অর্থযোজনাদ্বয় জ্ঞাতব্য। সমাখ্যাশ্রুত্যাদির বিরোধও আশঙ্কনীয় নহে। এজন্যও বলিয়াছেন—'তদন্যত্র চ'। চ—অবধারণার্থে প্রযুক্ত, অর্থাৎ যেহেতু বিষ্ণু ব্যতীত অন্য বস্তুর বাচকরূপেই প্রতীত সমাখ্যাশ্রুত্যাদিগত 'রুদ্র', 'পিনাকী' প্রভৃতি শব্দ এবং বিষয়বাক্যগত 'জায়মান' (জন্মশীল) প্রভৃতি শব্দদ্বারা এক জনার্দ্দনই মুখ্যতঃ অর্থাৎ মহাযোগশক্তি ও পৌরাণিকীরূঢ়ি শক্তিক্রমে বাচ্য, অতএব সমাখ্যা-শ্রুত্যাদি বিরোধ হয় না। 'সেই বিষ্ণু'—এই পদদ্বয় বর্ত্তমান সত্ত্বেও পুনরায় 'জনার্দ্দন' এই উক্তি—"যেহেতু তিনি 'রুদ্' (অর্থাৎ সংসার-পীড়াকে) 'বিদ্রাবণ' (দূরীভূত করেন, সেই হেতু জনার্দ্দনই 'রুদ্র' শব্দ-বাচ্য"—এই স্মৃতিবাক্য সূচনার দ্বারা মহাযোগশক্তি ও পৌরাণিকী রূঢ়িশক্তি-হেতু রুদ্রাদি-শব্দের শ্রীহরিতেই মুখ্যত্ব সূচনা

বলিয়া জানিতে হইবে। এইরূপ "তিনি জাত হন না এবং সংসার অর্দ্দন করেন বলিয়া জনার্দ্দন-শব্দবাচ্য" ইত্যাদি গীতাভাষ্য-বচনক্রমে 'জন'-পদে অজত্ব কথিত হওয়ায় "তিনি অজায়মান হইয়াও বিভিন্নরূপে জাত হন" এই শ্রুতি-সূচনার দ্বারা তাঁহার প্রাদুর্ভাবরূপ জন্মের অমৃত-সেতুত্ব অর্থাৎ মুক্তপুরুষ-গম্যত্বের সূচনার জন্যও 'জনার্দ্দন'-পদটী প্রদত্ত হইল। এইরূপ, "পুরুষ যে-কালে আপনা হইতে ভিন্ন সেব্য ঈশ-বস্তুকে দর্শন করেন, তখনই (সংসার) শোক-বিমুক্ত হইয়া তাঁহার মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন", এবং "জীব হইতে ভিন্নরূপে (তাঁহাকে) অবগত হইয়া মুক্ত হন" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যোক্তক্রমে ভেদজ্ঞানীর সংসার-মর্দ্দকত্বের উক্তি-হেতু ভেদব্যপদেশ সূচিত হওয়ায় জীবের ও ঈশ্বরের অভেদ শঙ্কনীয় হয় না। এইরূপ শ্রুত্যুক্ত 'ঈশ'-শব্দটীও সংসারমোচকত্ব-রূপ লিঙ্গদ্বারা জনার্দ্দনপরই—ইত্যাদি সূচনার জন্যও 'জনার্দ্দন' পদটী কথিত হইয়াছে। 'এক' এই পদদ্বারা পূর্ব্বপক্ষের কল্পিত অনেক পক্ষ নিরস্ত হইল।

তথাপি বিষ্ণুই পূর্ণানন্দ—এই বাক্য অসঙ্গত; কারণ, ছান্দোগ্যে সপ্তম অধ্যায়ে—"যিনি ভূমা, তিনি সুখস্বরূপ"—এই বাক্যে নিরবচ্ছিন্ন সুখ-পদদ্বারা 'ভূম' শব্দোক্ত বস্তুরই পূর্ণসুখত্ব কথিত হইয়াছে। আবার "আশা অপেক্ষা প্রাণ ভূয়ান্ বস্তু"—এই শ্রুতিতে প্রাণেরই ভূমত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাণ-শব্দ এস্থলে মুখ্যবায়ুরূপেই উপলব্ধ হয়; যেহেতু শ্রুতিস্থ "উৎক্রান্ত প্রাণ" (যাহার প্রাণ উৎক্রান্ত অর্থাৎ দেহ হইতে ঊর্দ্ধে গমন করিয়াছে)—এই বাক্যের উৎক্রমণ বা ঊর্দ্ধগমনরূপ ক্রিয়াটী বায়ুরই সম্ভবপর, ঈশ্বরের নহে। সুতরাং মুখ্যবায়ুরূপ প্রাণই ভূমা এবং উহাই পূর্ণানন্দ বস্তু। এই আশঙ্কা-নিরাসার্থ (৮-৯)—(৮) "ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ" ও (৯) "ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" - এই সূত্রদ্বয়

বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—'পূর্ণগুণ'। 'তদন্যত্র' ইত্যাদি শ্লোকপাদত্রয় এবং 'তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'—এই বাক্যেরও এস্থলে অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—"যিনি ভূমা, তিনিই সুখস্বরূপ"—এই 'ভূম'-শব্দোক্ত পূর্ণগুণ বস্তু এবং পূর্ব্বে পূর্ণানন্দরূপে কথিত সেই বস্তু একমাত্র জনার্দ্দনই। অতএব প্রাণ-শব্দের দ্বারা উপক্রম ও "বিষ্ণুই দেবগণ অপেক্ষা ভূয়ান্"—এই সমাখ্যাহেতু বিষ্ণু এবং অন্যত্র বাচকরূপে প্রতীত ভূমা, সুখ, প্রাণ ও আত্মা—এই সকল শব্দদ্বারা মুখ্যতঃ জনার্দ্দনই বাচ্য, মুখ্যপ্রাণ নহে। কি হেতু? তাহাই বলিতেছেন—যেহেতু 'পূর্ণগুণ বিষ্ণু সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত' অর্থাৎ যেহেতু বিষ্ণুবস্তুতেই—'তিনিই সুখ-স্বরূপ'—এই বাক্যোক্ত পূর্ণসুখত্ব, সর্ব্বোত্তমত্ব এবং "তিনিই অধোদেশে, তিনিই উর্দ্ধদেশে, তিনিই পশ্চাদ্দেশে, তিনিই সম্মুখদেশে" ইত্যাদি বাক্যোক্ত সর্ব্বগতত্ব প্রভৃতি লিঙ্গযুক্ত অর্থাৎ ভাষ্যোক্ত বাক্যানুসারে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। আবার প্রাণলিঙ্গবিরোধ যে হয় না, ইহার প্রতিপাদনের জন্যও বলিলেন—'তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'। "তিনি উৎক্রমণ করিলে প্রাণও তদনুসরণ-পূর্ব্বক উৎক্রমণ করিয়া থাকে" ইত্যাদি বাক্যে জনার্দ্দন উৎক্রমণরূপ লিঙ্গযুক্তরূপে প্রসিদ্ধ; যেহেতু এ স্থলে প্রাণ-শব্দে তদন্তর্য্যামী বস্তুরই গ্রহণ হয়। তাৎপর্য্য এই যে—পরমেশ্বরেরই অংশভূত অণুপরিমিত জীবাত্মায় উৎক্রমণাদি প্রাণলিঙ্গসমূহ যুক্ত বলিয়া এস্থলে প্রাণ-শব্দে অর্থাধীন অংশী বা অন্তর্য্যামীই পরমেশ্বরই লক্ষিত হইতেছেন। ধাতু-পাঠে 'ভূ'-ধাতুটী 'বহু' এই অর্থে কথিত হইয়াছে। সুতরাং "বহু শব্দ পূর্ণত্ব-অর্থে প্রযুক্ত"—এই ছান্দোগ্য-উক্তি অনুসারে 'ভূম' শব্দটী পূর্ণগুণবাচকরূপে জ্ঞাতব্য। এ স্থলে 'ভূমা' বস্তুটী মোচকরূপে কথিত, অতএব উপাসকরূপে যে 'প্রাণে'র উল্লেখ হইয়াছে, তিনি যে 'প্রাণ' নহেন,—ইহা জ্ঞাপন করিবার জন্য 'জনার্দ্দন'—এই পদটী

কথিত হইল। এইরূপ ভূমা, সুখ, সত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি অনেক শব্দদ্বারা গুণভেদে এক বস্তুই কথিত হন, পরন্তু বস্তু অনেক নহে— ইহার প্রতিপাদনের জন্যই 'এক' এই পদের উল্লেখ হইয়াছে। 'হি' শব্দ-প্রয়োগেরও উদ্দেশ্য ইহাই বলিয়া অন্তরূপেও (অর্থাৎ এস্থলে হি-শব্দটীর অন্বয়-দ্বারাও) উক্ত অর্থ-লাভ হয়।

তথাপি বিষ্ণু—দৃশ্যত্বাদিবর্জ্জিত—এই উক্তি অযুক্ত; যেহেতু, বাজসনেয় উপনিষদে পঞ্চমে—"তিনি অদৃশ্য হইয়াও দ্রষ্টা, অশ্রুত হইয়াও শ্রোতা" ইত্যাদি বাক্যে অক্ষরব্রাহ্মণোক্ত অক্ষর বস্তুর অদৃশ্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম শ্রুত হইয়াছে। "কূটস্থ পদার্থ অক্ষর নামে কথিত হয়" ইত্যাদি বাক্যে আবার শ্রীতত্ত্বই অক্ষর-পদে প্রসিদ্ধরূপে শ্রুত হন। "অহং সোমমাহ ন সং বিভর্ম্মি"—এই শ্রীসূক্তে আবার শ্রীতত্ত্বকে চন্দ্রের আধাররূপে বর্ণন-হেতু এবং "হে গার্গি! এই অক্ষর বস্তুর প্রকৃষ্ট শাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিশেষরূপ ধৃত হইয়া অবস্থান করিতেছেন"—এই শ্রুতি-অনুসারে সূর্য্যাদির আধারস্বরূপ লক্ষণদ্বারা শ্রীতত্ত্বরূপেই অক্ষরবস্তুর সিদ্ধি হওয়ায় অবিষ্ণুত্ব-নিবন্ধন পূর্ব্বোক্ত বস্তুও শ্রীতত্ত্বই হন, পরন্তু শ্রীতত্ত্ব ও বিষ্ণু—এই উভয় নহেন; কারণ, অপরিমেয় বৈভব উভয়-বস্তুতে থাকিতে পারে না। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (১০-১২)— (১০) "অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ", (১১) "সা চ প্রশাসনাৎ" ও (১২) "অন্যভাব ব্যাবৃত্তেশ্চ" এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—'তিনি অক্ষর'। এস্থলে প্রস্তাবাধীন 'অক্ষর'-শব্দে 'অবিনাশী' এই যৌগিক অর্থ গ্রাহ্য। 'তদন্যত্র চ বাচক' এবং 'তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত' এই বাক্যদ্বয়েরও পূর্ব্ববৎ অন্বয় জ্ঞাতব্য। 'সোঽক্ষরঃ' (তিনি অক্ষর) এই স্থলে 'সঃ'—এই পদটীতে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাশ্রয় বস্তুই বিবেচ্য। সুতরাং অর্থ এইরূপ—"হে গার্গি! এই অক্ষর বস্তুতে আকাশ ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান"—এই বাক্যে

'আকাশ'-শব্দে প্রকৃতিরূপ অর্থবশতঃ যিনি পৃথিবী হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত সর্ব্বপদার্থের আশ্রয় অক্ষর অর্থাৎ 'অক্ষর'-শব্দার্থ অবিনাশী বস্তু এবং যিনি পূর্ব্বে দৃশ্যত্বাদিবর্জ্জিতরূপে কথিত, তিনি এক জনার্দ্দন। অতএব জনার্দ্দনে 'অক্ষর'-শব্দ-প্রয়োগের কারণরূপে অবিনাশিত্ব-ধর্ম্ম বর্ত্তমান থাকায় "হে গার্গি! এই অক্ষর বস্তুতে" ইত্যাদি বাক্যোক্ত তদন্যত্রবাচক (বিষ্ণু ভিন্ন অপরের বাচক) অক্ষর এবং তদ্‌বিশেষণ সর্ব্বশব্দ-দ্বারা মুখ্যতঃ অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ নাশরাহিত্যরূপ যৌগিকী ও রূঢ়িবৃত্তিক্রমে এক জনার্দ্দনই বাচ্য,—শ্রীতত্ত্ব নহেন। কি হেতু? তদুত্তরে বলিলেন—'যেহেতু অক্ষর বিষ্ণু সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত' অর্থাৎ "ভূত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যদ্রূপে যে-সমস্ত বস্তুর নির্দ্দেশ করা হয়, তৎসমুদয় আকাশেই ওতপ্রোতভাবে বর্ত্তমান" এবং "আকাশ অক্ষর-বস্তুতে ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত" ইত্যাদি বাক্যের 'আকাশ'-শব্দোক্ত প্রকৃতি পর্য্যন্ত যাবতীয় বস্তুর আধারত্ব, প্রশাসন শব্দোক্ত নিরবচ্ছিন্ন স্বতন্ত্র আজ্ঞামাত্রের অধীন সর্ব্বধারকত্ব, "অস্থূল অনণু" ইত্যাদি বাক্যোক্ত প্রাকৃতস্থৌল্যাদিহীনত্ব ও অপ্রাকৃত অণুত্ব, মহত্ত্ব প্রভৃতি এতৎপ্রকরণশ্রুত সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্তত্ব-নিবন্ধন অর্থাৎ ভাষ্যোক্ত বাক্যানুসারে ঐ সকল লিঙ্গের বিষ্ণুতেই প্রসিদ্ধি-নিবন্ধন বিষ্ণুই এস্থলে প্রতিপাদ্য বস্তু। এস্থলে 'এক'—এই উক্তিদ্বারা "এক ব্যতীত দ্বিতীয় শাসক নাই—যিনি হৃদয়ে শয়ান রহিয়াছেন, আমি তাঁহার সম্বন্ধেই ইহা বলিতেছি"—এই শ্রুতি-বাক্যের সূচনা হইল। 'জনার্দ্দন' শব্দদ্বারা অক্ষরত্বরূপ অবিনাশিত্বধর্ম্ম জ্ঞাপিত হইয়াছে। এস্থলেও 'জনার্দ্দন'-শব্দের নিরুক্তি অর্থাৎ প্রকৃতি-গত অর্থ পূর্ব্ববৎই জ্ঞাতব্য। 'সঃ' (তিনি) এই পদটীর দ্বারা অম্বরান্ত-ধৃতি অর্থাৎ আকাশ পর্য্যন্ত বস্তুর ধারণরূপ হেতু ও চন্দ্রাধারত্ব বচনের সাবকাশতা সূচিত হইয়াছে।

তথাপি বিষ্ণুই সর্ব্বকর্ত্তা,—ইহা সঙ্গত হয় না; যেহেতু ছান্দোগ্য ষষ্ঠ অধ্যায়ে—"হে সৌম্য! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় 'সৎ' পদার্থরূপেই বর্ত্তমান ছিল" ইত্যাদি বহুপ্রকরণে 'এব' শব্দাদি দ্বারা নিশ্চয় সহকারে স্বতন্ত্র কারণরূপে 'সৎ'-শব্দই কথিত হইয়াছেন এবং "তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিয়াছিলেন", "হে সৌম্য! সদ্‌বস্তুই এই প্রজাগণের মূলস্বরূপ, সদ্‌বস্তুই আয়তন-স্বরূপ ও সদ্‌বস্তুই প্রতিষ্ঠাস্বরূপ" এবং "হে সৌম্য! তৎকালে জীব সদ্‌বস্তুদ্বারা সম্পন্ন হয়" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সদ্‌বস্তুই সৃষ্টি, স্থিতি, মুক্তি, সুপ্তি ও প্রলয়ের কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। আবার উক্ত 'সদ্'বস্তুর সম্বন্ধে "তিনি ঈক্ষণ (সঙ্কল্প) করিলেন যে, আমি বহু হইব—আমি জন্মগ্রহণ করিব" ইত্যাদি বাক্যে বহুরূপ প্রাপ্তিস্বরূপ বিকার-শ্রবণ-হেতু প্রধান (প্রকৃতি)ই 'সৎ' শব্দের বাচ্য হওয়া উচিত। পরন্তু নির্ব্বিকার শ্রীহরিতে কোনরূপেই বিকার সম্ভব না হওয়ায় এস্থলে তিনি 'সৎ'শব্দের বাচ্য নহেন। যদি বল,—শ্রুত্যুক্ত ঈক্ষণ (সঙ্কল্প) জড়বস্তু প্রকৃতিতে কিরূপে সম্ভবপর হইবে? তাহার উত্তর এই যে, অভিমানি দেবতা-দ্বারা অথবা "সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান সঞ্জাত হয়" ইত্যাদি বাক্যোক্ত জ্ঞানের উপাদান বলিয়া প্রকৃতির ঈক্ষণ সম্ভবপর। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (১৩) "ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। তাহার অর্থ—'সন্' (সদ্‌বস্তু)। এ স্থলেও প্রস্তাবাধীন 'সন্' এই পদে 'সৎ'-শব্দে নির্দ্দোষত্বাদি-বিশিষ্ট অথবা স্বাতন্ত্র্যাদি-বিশিষ্ট—এইরূপ যৌগিক অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। "যেহেতু শব্দসমূহ যৌগিকবৃত্তি-বিশিষ্ট"—এই পরবর্ত্তি-বচনের অনুরোধেও এস্থলে তাদৃশ যৌগিক অর্থ কল্পনীয়। এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় 'তদন্যত্র বাচক' এবং 'সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'—এই বাক্যদ্বয়ের অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—সৃষ্টিস্থানে "হে সৌম্য!

এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় 'সৎ' পদার্থরূপেই বর্ত্তমান ছিল'' ইত্যাদি বাক্যে "সৎ'শব্দোক্ত 'সন্' অর্থাৎ নির্দ্দোষত্বাদি-বিশিষ্ট অথবা স্বতন্ত্র-বস্তু ও পূর্ব্বে সর্ব্বকর্ত্তৃরূপে উক্ত বস্তু—এক জনার্দ্দন। অতএব কারণত্বমুখে তদন্তত্র বাচকরূপে প্রতীত এবং "হে সৌম্য! এই পরিদৃশ্যমান জগৎ" ইত্যাদি বাক্য ও "হে সৌম্য! সদ্‌বস্তুই এই প্রজাগণের মূলস্বরূপ'' ইত্যাদি বাক্যে শ্রুত যাবতীয় 'সৎ'শব্দ ও 'এক এব' ইত্যাদি তদীয় বিশেষণ শব্দ-সমূহ দ্বারা মুখ্যতঃ জনার্দ্দনই বাচ্য, পরন্তু প্রকৃতি নহে। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—'সৎবিষ্ণু সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত' অর্থাৎ ঈক্ষণ-কর্তৃত্ব, স্রষ্টৃত্ব, অদ্বিতীয়ত্ব প্রভৃতি সর্ব্বলিঙ্গ দ্বারা যুক্ত; অথবা তাদৃশ লিঙ্গসমূহ-দ্বারা যুক্ত 'সৎ'বস্তু জনার্দ্দনই হন, যেহেতু ভাষ্যোক্ত বচন-ক্রমে উক্ত লিঙ্গসমূহের বিষ্ণুতেই মুখ্যত্ব প্রতীত —এইরূপ অর্থ। তাদৃশ নির্ব্বিকার বিষ্ণুবস্তুর বহুভাবধারণ বিরুদ্ধ— এইরূপ আশঙ্কাও কর্ত্তব্য নহে; কারণ, 'সন্' এই পদে 'সৎ'শব্দের উক্তি-হেতু তাঁহার তেজঃ প্রভৃতি স্বরূপেই বিকার জ্ঞাতব্য। এইরূপ 'জনার্দ্দন' এই পদে অজত্ব-বাচক 'জন' শব্দদ্বারা "তিনি অজায়মান (জন্মরহিত) হইয়াও বহুরূপে জাত হন"—এই শ্রুতি-প্রসিদ্ধ স্বরূপের বহু ভাব দর্শিত হইয়াছে। 'অর্দ্দন'—এই অংশদ্বারাও এস্থলে 'সৎবস্তুই প্রতিষ্ঠাস্বরূপ' এই শ্রুত্যুক্ত মুক্তিহেতুত্ব তাঁহারই সূচিত হইয়াছে। নিজ হইতে ভিন্ন জড়রূপে তাঁহার বহু ভাব নহে, পরন্তু নিজের সহিত অভিন্ন বিশ্বনিয়ামক-রূপেই বহু ভাব—ইহার সূচনার জন্যই 'এক' এই পদের উক্তি হইল।

তথাপি "তিনি অক্ষর"—এই বাক্যে সূর্য্য-চন্দ্রাদি সর্ব্বাধার অক্ষর বস্তু হরি—ইহা অসঙ্গত; কারণ, ছান্দোগ্যে অষ্টম অধ্যায়ে—"এই ব্রহ্মপুরে (শরীরে) দহর পদ্মনামক গৃহ বর্ত্তমান; তন্মধ্যে দহর আকাশ রহিয়াছে; তন্মধ্যে আবার যে বস্তু আছেন, তাঁহারই অন্বেষণ কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বাক্যে

হৃৎপদ্মস্থ কোন বস্তুর কীর্ত্তন করিয়া পশ্চাৎ "তন্মধ্যে স্বর্গ ও পৃথিবী, সূর্য্য ও চন্দ্র বর্ত্তমান রহিয়াছে"—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং উক্ত হৃৎপদ্মস্থ বস্তু 'আকাশ'-শ্রুতিহেতু আকাশ অথবা "হৃদয়ে ইনি আত্মা" এই শ্রুতিহেতু জীবাত্মা হওয়াই উচিত। অতএব এই শঙ্কার নিবৃত্তির জন্য (১৪-২১)—(১৪) "দহর উত্তরেভ্যঃ", (১৫) "গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ", (১৬) "ধৃতেশ্চ মহিম্নোঽস্যাস্মিন্নুপলব্ধেঃ", (১৭) "প্রসিদ্ধেশ্চ", (১৮) "ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেন্নাসম্ভবাৎ", (১৯) "উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু", (২০) "অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" ও (২১) "অল্পশ্রুতেরিতি চেত্তদুক্তম্"—এই আটটী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—'হৃদজগ' (হৃৎপদ্মস্থিত)। এস্থলেও পূর্ব্ববৎ 'তদন্তত্রবাচক', 'তিনি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত' এই বাক্যদ্বয় এবং 'সর্ব্বাশ্রয়' ও 'সন্' এই পদদ্বয়েরও অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—"তন্মধ্যে যে বস্তু আছে, তাহার অন্বেষণ কর্ত্তব্য" ইত্যাদি বাক্যে হৃদয়াকাশস্বরূপে পরম্পরায় অথবা সাক্ষাৎ ও পরম্পরা—এই উভয়ভাবে যিনি শ্রুত হইতেছেন, কিংবা 'সর্ব্বাশ্রয়' ও 'সন্' —এই পদদ্বয়ে সর্ব্বাধার হইয়া 'হৃদজগ' অর্থাৎ হৃদয়পদ্মস্বরূপে যিনি শ্রুত হন,—"তিনি অক্ষর"—এই বাক্যে সর্ব্বাধাররূপে কথিত এক জনার্দ্দনই। অতএব "যিনি গুহানিহিত সেই বস্তুকে জানেন" এই শ্রুতিহেতু "তন্মধ্যে সূক্ষ্ম সুষির (রন্ধ্র) বর্ত্তমান ; তাহাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত" এবং "হৃদয়ে ইনি আত্মা" ইত্যাদি শ্রুত্যন্তর হইতে বিষ্ণুর ন্যায় অন্য বস্তুর বাচকরূপে যে-সকল শব্দ প্রতীত হয় অর্থাৎ "তন্মধ্যে যে বস্তু আছে, তাহার অন্বেষণ কর্ত্তব্য, তাহারই জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য ; সে-স্থানে কি বস্তু আছে ?—যাহার অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে ? এই আকাশ যাদৃশ, সে-স্থানেও এই-রূপ আকাশ রহিয়াছে" ইত্যাদি শ্রুতি-বচনে 'যৎ', অন্তঃ ও 'আকাশ' প্রভৃতি যে-সকল শব্দ শ্রুত হয়,—হৃৎপদ্মস্থিত-বস্তু-নিষ্ঠ ঐ সমুদয়

শব্দদ্বারা মুখ্যতঃ অন্বয়ক্রমে আকাশস্বরূপে এক জনার্দ্দনই বাচ্য, পরন্তু জীবাদি অনেক বস্তু নহে। কি হেতু? তাহাই বলিতেছেন—তাদৃশ হৃৎপদ্মস্থ বিষ্ণু সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত। বাহুল্যভয়ে এস্থলে শ্রুত্যাদি সকলের উপলক্ষণরূপে 'লিঙ্গ'-শব্দটী মাত্র প্রযুক্ত হইল। বস্তুতঃপক্ষে ব্রহ্ম ও আত্ম-বিষয়ক শ্রুতি, অপহতপাপ্মত্ব(পাপনাশকত্ব), সত্যকামত্ব, সুপ্ত জীবের অপ্রাপ্যত্ব, 'অর' ও 'ণ্য' নামক সুধাসমুদ্রের আশ্রয় লোকশালিত্ব, সর্ব্ব-লোকাধারত্ব প্রভৃতি লিঙ্গ এবং বাজসনেয় ও তৈত্তিরীয় সমাখ্যান-সমূহ-দ্বারা যুক্তত্বহেতু অর্থাৎ ভাষ্যোক্ত বাক্যদ্বারা উক্ত শ্রুতি-লিঙ্গ-সমাখ্যানাদির বিষ্ণুতে প্রসিদ্ধিহেতু তিনিই এস্থলে প্রতিপাদ্য; কারণ, জীব বা আকাশে তাহাদের প্রসিদ্ধি অসম্ভব। যদিও মুক্তজীবের অপহতপাপ্মত্ব (পাপনাশকত্ব) প্রভৃতি লক্ষণ সম্ভবপর, তথাপি তাঁহার হৃৎপদ্মস্থিতত্ব লক্ষণ নাই। বিশেষতঃ পাপনাশকত্ব ভাবটীও তাঁহাতে ঈশ্বরাধীনত্বরূপেই বর্ত্তমান, স্বতন্ত্ররূপে নহে। সম্প্রতি বাক্যশেষ প্রদর্শন করিতেছেন; যথা—"যে আত্মা পাপনাশক, জরা-মৃত্যু-শোকরহিত, ক্ষুৎপিপাসা-শূন্য, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, তিনিই অন্বেষণীয়" ইত্যাদি আত্মশ্রুতি ও পাপনাশকত্ব প্রভৃতি লিঙ্গ-সমূহ বিবেচ্য; এইরূপ—"জীবগণ প্রত্যহ (সুপ্তি দশায়) এই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও উক্ত লোককে জানিতে পারেন না"—এস্থলে সুপ্তজীব-প্রাপ্যত্ব-রূপ লিঙ্গ ও ব্রহ্মশ্রুতি বিবেচ্য। ব্রহ্মের লোক—'ব্রহ্মলোক', এইরূপে হৃৎপদ্মস্থ বস্তুর ব্রহ্মলোকত্ব কীর্ত্তন-হেতু তদ্গত বস্তুই ব্রহ্মশব্দবাচ্য ও সুপ্তজীব-প্রাপ্যরূপে সিদ্ধ হইতেছেন; ইরূপ—"'অর' ও 'ণ্য'—অর্ণব অর্থাৎ ব্রহ্মলোকদ্বয়"—এই পরবর্ত্তী বাক্যে সুধাসমুদ্রদ্বয়ের আশ্রয়ভূত বিষ্ণুলোকে যে ব্রহ্মলোক-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়, "জীবগণ প্রত্যহ এই ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও উক্ত লোককে জানিতে পারেন না"—এই পূর্ব্ববাক্যে আবার সেই ব্রহ্মলোক-শব্দটী হৃৎপদ্মে প্রযুক্ত হওয়ায় উক্ত

হৃৎপদ্মস্থিত বস্তুই তাদৃশ সমুদ্রের আশ্রয়ভূত লোকশালিরূপে সিদ্ধ হইতেছেন। এইরূপ "তিনি এই লোকসমূহের মর্য্যাদারক্ষকরূপে ধারণ-কর্ত্তা সেতুস্বরূপ"—এই বাক্যে সর্ব্বলোকধারণ-সমর্থ সেতু বা আশ্রয় কথিত হইয়াছেন। অতএব—এই "অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ বর্ত্তমান, সর্ব্বেশ্বর বস্তু তাহাতে শয়ান রহিয়াছেন"—এই বাজসনেয় শ্রুতি ও "এই পুরমধ্যে (শরীর মধ্যে) যে পদ্ম অবস্থিত, তন্মধ্যে দহরাকাশ নামক লোকাতীত স্থান বর্ত্তমান রহিয়াছে ; তদভ্যন্তরে যে-বস্তু বিদ্যমান আছেন, তিনিই উপাস্য"—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতেও সমানার্থ প্রতীত হয়।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, যদি এইরূপই অর্থ হয়, তাহা হইলে "সে-স্থানে কি বস্তু আছেন?—যাঁহার অন্বেষণ ও জিজ্ঞাসা করিতে হইবে?" এই প্রশ্নবাক্যের উত্তররূপে "সে-স্থানে ব্রহ্ম আছেন"—এইরূপ না বলিয়া এই "আকাশ যাদৃশ" ইত্যাদি বলায় অন্বয়শূন্যতা দোষই হইতেছে। এই শঙ্কার নিবৃত্তির জন্যও বলিলেন—'হৃদজ্জগ' (হৃৎপদ্মগত)। 'সর্ব্বাশ্রয়' ইত্যাদি পূর্ব্ব বাক্য-সমূহেরও অন্বয় হইবে। সুতরাং অর্থ এইরূপ—'সে-স্থানে কি বস্তু অর্থাৎ কীদৃশ বস্তু আছেন'? এই প্রশ্নে 'আকাশ' অর্থাৎ আকাশ-সংজ্ঞক পরমাত্মা যাদৃশ পূর্ণগুণরূপে অবস্থিত, তাদৃশ পূর্ণগুণরূপে যিনি 'হৃদজ্জগ' অর্থাৎ 'হৃৎ'-স্থানে 'অয়ন' হেতু (গত বলিয়া) 'হৃদয়' নামে হৃৎপদ্মগত যে আকাশ প্রসিদ্ধ, তাহাতে যিনি বিদ্যমান, তিনি স্বর্গাদি সর্ব্বলোকাশ্রয় "অক্ষর" বা অবিনাশী অর্থাৎ "এই শরীরের জরা দ্বারা তিনি জীর্ণ বা ইহার বধদ্বারা তিনি হত হন না" ইত্যাদি বাক্যানুসারে দেহনাশেও অবিনশ্বররূপে বিদ্যমান থাকিয়া "অপহত-পাপ্মা" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত অপহতপাপ্মত্ব (পাপনাশকত্ব) প্রভৃতি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত রহিয়াছেন—এইরূপ উত্তর-হেতু বাক্যান্বয় সিদ্ধ হইল। সুতরাং 'মন্দিরে মণিমালা'—এই বাক্যে যেরূপ মন্দিরস্থিত

শ্রীবিগ্রহেই মণিমালার প্রতীতি হয়, সেইরূপ "তন্মধ্যে সূক্ষ্ম সুষির (রন্ধ্র) বর্ত্তমান; তাহাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত"—এই পূর্ব্ব-বাক্যোক্ত সুষির বা রন্ধ্রকে যে সর্ব্বাধাররূপে বলা হইয়াছে, তাহা সুষিরস্থিত শ্রীহরিকে অপেক্ষা করিয়াই জ্ঞাতব্য। সূক্ষ্ম সুষিররূপ অল্পস্থানে তাঁহার অবস্থান পূর্ব্বে 'খবৎ সর্ব্বগঃ' (আকাশের ন্যায় সর্ব্বগত)—এই বাক্যেই সম্ভব বলিয়া সমাহিত হইয়াছে।

যদি বল—আকাশের অংশতঃ অল্পস্থানে অবস্থান সম্ভব হইলেও শ্রীহরির তাহা হইতে পারে না; কারণ, তিনি অংশতঃও সর্ব্বব্যাপী?—তাহা হইলে ইহার উত্তর—'পূর্ণগুণ হৃদব্জগ' অর্থাৎ "অন্তর্হৃদয়ে ইনি মহান্ আত্মা অবস্থিত" ইত্যাদি শ্রুতিতে সর্ব্বগতত্বাদিগুণপূর্ণত্বরূপেই তাঁহার হৃৎপদ্মগতত্ব প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। 'লিঙ্গৈঃ সর্ব্বৈর্যুতঃ স হি' এই বাক্যের নিশ্চয়ার্থক 'হি' শব্দের ইহাই অর্থ। তাদৃশ বিরুদ্ধভাব অচিন্ত্যশক্তিবশতঃই তাঁহাতে সঙ্গত হয়—ইহাই তাৎপর্য্যরূপে জ্ঞাতব্য। "তিনি পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া নিজ-রূপে অভিনিষ্পন্ন হন, ইনি আত্মা" এই শ্রুতির 'এতৎ'শব্দদ্বারা (ইনি—এই পদদ্বারা) জীবকে পরামর্শ করিয়া হৃৎপদ্মস্থরূপে তাহারই পূর্ব্বোক্ত আত্মত্ব-বিধান হওয়ায় জীবই সর্ব্বাশ্রয় হৃদব্জগ বস্তু—এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্যই 'জনার্দ্দন হৃদব্জগ' অর্থাৎ সংসারার্দ্দক বস্তুই হৃৎপদ্মস্থিত,—ইহা কথিত হইল; কারণ, জ্যোতিঃপদোক্ত মোচকবস্তুরই 'এতৎ' শব্দে পরামর্শ-পূর্ব্বক আত্মত্বকীর্ত্তনহেতু জীবের পরামর্শ হইল না। অজত্ববাচক 'জন' এই অংশদ্বারা 'তিনি দেহনাশেও অবিনশ্বর'—এই পূর্ব্বোক্ত বাক্যান্বয়ের সঙ্গতি দর্শিত হইয়াছে। "ইহা সত্য ব্রহ্মপুর"—এই বাক্যে দেহবাচক 'পুর'-শব্দের প্রয়োগহেতু আত্মা বিষ্ণু নহেন, এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য 'হৃদব্জগ হরি পূর্ণগুণ' এইরূপ কথিত হইয়াছে; কারণ, পূর্ণত্বহেতু ব্রহ্মই

'পুর'শব্দবাচ্য। 'এক' এই পদে অনেক পক্ষাশ্রিত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইল।

তথাপি বিষ্ণুই দৃশ্যত্বাদ্যুজ্ঝিত, ইহা অসঙ্গত; কারণ, "শাস্ত্রজ্ঞগণ পূর্ব্বোক্ত এই বস্তুকে অনির্দ্দেশ্য পরম সুখস্বরূপ মনে করেন; সুতরাং তাহা প্রকাশমান বা অপ্রকাশমান, তাহা কিরূপে অবগত হইব?"—এই কঠ-শ্রুতিতে পূর্ব্বোত্তর ধর্ম্মদ্বয়দ্বারা "তাঁহাদের সুখ শাশ্বত (নিত্য), অপরের সুখ শাশ্বত নহে"—এই পূর্ব্ববাক্য-প্রস্তাবিত জ্ঞানিগণের সুখেরই পরামর্শ-হেতু তাহারই অদৃশ্যত্ব ও অজ্ঞেয়ত্ব কথিত হইতেছে। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (২২—২৩)—(২২) "অনুকৃতেস্তস্য চ" ও (২৩) "অপি স্মর্য্যতে"—এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—'সূর্য্যাদির ভাসক'। ইহা উপলক্ষণ মাত্র। পরন্তু "উক্ত বস্তুতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি—ইহারা কেহই প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু সকলে সেই প্রকাশমান পদার্থের অনুগতরূপেই প্রকাশমান এবং সেই বস্তুর প্রকাশদ্বারাই প্রকাশ প্রাপ্ত হয়"—এই শ্রুতিবাক্যোক্ত 'সূর্য্যাদিকর্ত্তৃক অপ্রকাশ্য' ও 'জগৎপ্রকাশক'—ইহাদেরও এস্থলে গ্রহণ করিতে হইবে। 'তদন্যত্র বাচক' এবং 'সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'—ইহাদেরও পূর্ব্ববৎ অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—"সকলে সেই প্রকাশমান পদার্থের অনুগতরূপেই প্রকাশমান"—এই পরবর্ত্তি-বাক্যে উল্লিখিত যে পরমাত্মার রূপের আবির্ভাব—"তাহা অনির্দ্দেশ্য সুখস্বরূপ, কিরূপে তাহা অবগত হইব?" ইত্যাদি বাক্যে প্রার্থিত হইতেছে, সেই প্রকাশমান পরমাত্মার অনুসরণ-পূর্ব্বকই সূর্য্য-চন্দ্র-তারকাদি যাবতীয় তেজোরাশি প্রকাশ প্রাপ্ত হইতেছে—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা শ্রুত সূর্য্যাদির ভাসক সেইবস্তু পূর্ব্বে দৃশ্যত্বাদিবর্জ্জিতরূপে কথিত এক জনার্দ্দনই, পরন্তু জ্ঞানিগণের সুখ নহে। অতএব সাধারণরূপে 'সুখ'-শব্দের শ্রবণ-হেতু বিষ্ণু ব্যতীত অন্যবস্তুর বাচকরূপে

প্রতীত অর্থাৎ অনুকূলভাবে (জ্ঞানিসুখরূপ) প্রতিপাদ্যমান বস্তুনিষ্ঠ যাবতীয় 'তৎ' ও 'এতৎ' শব্দসমূহদ্বারা জনার্দ্দনই মুখ্যতঃ অর্থাৎ ব্যবহিত বস্তুর পরামর্শ এবং নপুংসক 'সুখ'-শব্দের প্রয়োগরূপ পরকল্পিত দোষাদি রহিতরূপেই বাচ্য ; কারণ, "মনের সহিত বাক্যসমূহ যাঁহাকে লাভ করিতে না পারিয়া নিবৃত্ত হয়" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ যে অনির্দ্দেশ্য পরম সুখবস্তু—"কিরূপে তাঁহাকে অবগত হইব ?"—এই বাক্যে অনুকূলভাবে গৃহীত হন—সেই অনির্দ্দেশ্য সুখবস্তু "যিনি নিত্য চেতন ও একস্বরূপ হইয়া নিত্য চেতন অনেক পদার্থের বিধান করেন" ইত্যাদি সন্নিহিত বাক্যোক্ত পরমাত্মারই রূপ—ইহা (শাস্ত্রজ্ঞগণ) মনে করেন—এইরূপে বাক্যযোজনা করিলেই ব্যবহিত পরামর্শাদি দোষ ঘটে না। ঈদৃশ বাক্যযোজনার কল্পনা কিরূপে হইতে পারে ?—এই আশঙ্কায় পূর্ব্বোক্ত উপলক্ষণ মনে করিয়া বলিলেন—'সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত' অর্থাৎ সূর্য্যাদি প্রকাশকত্ব, সূর্য্যাদিকর্ত্তৃক অপ্রকাশ্যত্ব ও জগৎপ্রকাশত্বাদি লিঙ্গসমূহদ্বারা বিষ্ণুই যুক্ত—ইহা ভাষ্যোক্ত শ্রুতিস্মৃতিসমূহদ্বারা প্রসিদ্ধ। "শাস্ত্রজ্ঞগণ পূর্ব্বোক্ত এই বস্তুকে পরম সুখস্বরূপ মনে করেন"—এই শ্রুতিতে পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত "সর্ব্বভূতান্তরাত্মা যে এক ঈশ্বর স্বীয় এক রূপকে বহুরূপে প্রকাশ করেন"—এই শ্রুত্যুক্ত রূপের পরামর্শ-সূচনার জন্য অথবা "যিনি নিত্য-চেতন একস্বরূপ হইয়া নিত্য-চেতন অনেক পদার্থের বিধান করেন"—এই শ্রুতির সান্নিধ্য জ্ঞাপনের জন্য 'এক' এই উক্তি। 'অজত্ব' ও 'মোচকত্ব'-সূচক 'জনার্দ্দন'-শব্দের দ্বারা "যিনি নিত্য-চেতন একস্বরূপ হইয়া নিত্য-চেতন অনেক পদার্থের বিধান করেন—যে ধীরগণ আত্মস্থিত তাঁহাকে অনুক্ষণ দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্যা শান্তি লাভ হয়, অপরের হয় না" এই বাক্যে শ্রীহরিরই সাক্ষাদ্ভাবে সূচনাহেতু—যাঁহার রূপ ঈদৃশ সুখস্বরূপ, সেই

প্রকাশমান বস্তুর অনুসরণ-পূর্ব্বকই সকলে প্রকাশমান হন—এইরূপে বাক্যযোজনা সূচিত হওয়ায় 'তৎ' ও 'এতৎ' এই নপুংসকত্ব এবং 'তম্' ("তমেব ভান্তম্" ইত্যাদি) এই পুংলিঙ্গত্ব—উভয়েরই সঙ্গতি জ্ঞাপিত হইল। অতএব সমন্বয়লিঙ্গের অনুগ্রাহ্যত্ব নির্দ্দেশরূপ কার্য্যে সূর্য্যাদি-ভাসকত্বরূপ সাধকহেতুর উক্তি—পূর্ব্বোক্ত যোজনার উপপাদন সূচনা ও সূত্রানুসরণহেতু সঙ্গতই হয়।

সম্প্রতি আপত্তি হইতেছে যে, 'সূর্য্যাদিভাসক' এই সমাসান্ত পদটী কিরূপে সঙ্গত হয়? কারণ, "কর্ত্তরি চ"—এই সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, —'তৃচ্' ও 'অক' প্রত্যয়ান্ত শব্দযোগে কর্তৃ বা কর্ম্মকারকে যে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, তাহাতে সমাস হয় না? তাহার উত্তর এই যে—'তৃচ্' বা 'অক'-প্রত্যয়ান্ত সাধারণ শব্দযোগে সমাস নিষিদ্ধ হইলেও 'যাজক' প্রভৃতি বিশেষ শব্দসমূহের যোগে সমাস বিহিতই আছে (সুতরাং এস্থলে 'ভাসক' শব্দটীকেও যাজকাদিগণের অন্তর্ভুক্ত বলিলে কোন দোষ হয় না); অথবা শেষে ষষ্ঠীত্ব-নিবন্ধন সমাস জ্ঞাতব্য; অথবা 'ভাসিত (প্রকাশিত) করেন'—এইরূপ ব্যুৎপত্তিক্রমে 'ভাস' ধাতুর উত্তর 'অচ্' প্রত্যয়যোগে 'ভাস'-শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। "নন্দি-গ্রহি-পচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ"—এই সূত্রের বৃত্তিতে 'পচাদি' আকৃতিগণরূপে কথিত হওয়ায় 'ভাস' ধাতুটীকে পচাদির অন্তর্গত স্বীকার করা যায়; অথবা, "সর্ব্বধাতুর উত্তরই 'অচ্'প্রত্যয় বক্তব্য"—এই মহাভাষ্যোক্তি-অনুসারে কিংবা "ঘঞোঽচি চ"—এই সূত্রে 'অচ্'-গ্রহণহেতু সর্ব্বধাতুর উত্তরই 'অচ্'-প্রত্যয়বিধি মঞ্জরীতে জ্ঞাপিত হওয়ায় 'অচ' প্রত্যয়ান্ত ণ্যন্ত 'ভাস'-শব্দ স্বীকার্য্য। অনন্তর সূর্য্যাদির ভাস—এইরূপ ব্যাসবাক্যে সূর্য্যাদিভাস এই পদটী সিদ্ধ করিয়া 'অজ্ঞাত' এই সূত্রানুসারে 'ক' প্রত্যয় করিলে 'সূর্য্যাদিভাসক' এই পদটীর সঙ্গতি হইয়া থাকে। "তত্র তত্র স্থিতো বিষ্ণুস্তত্তচ্ছক্তিপ্রবোধকঃ"—এই

লিঙ্গপাদোক্ত বাক্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ন্যায়সুধায়ও কথিত হইয়াছে যে,—"কর্ত্তরি চ" এই সূত্রানুসারে সমাস নিষিদ্ধ হওয়ায় 'তত্তচ্ছক্তিপ্রবোধকঃ' এইস্থলে কিরূপে সমাস হইল? উত্তর বলিয়াছেন যে, যাজকাদিত্ব-নিবন্ধন সমাস হইতে পারে; অথবা, 'প্রকৃষ্ট বোধ হয় যাহা হইতে'—এইরূপ বিগ্রহবাক্য আশ্রয়পূর্ব্বক বহুব্রীহি সমাস-দ্বারা অথবা পচাদিত্বহেতু 'অচ্'প্রত্যয় দ্বারা 'প্রবোধ'পদ সিদ্ধ করিয়া—শক্তি-সমূহের প্রবোধ—এই ব্যাসবাক্যে শক্তি-প্রবোধ এই পদ সাধনপূর্ব্বক 'অজ্ঞাত' এই সূত্রদ্বারা 'ক'-প্রত্যয় করা হইয়াছে।

তথাপি বিষ্ণুই জিজ্ঞাস্য—ইহা অযুক্ত; কারণ, কঠশ্রুতিতে—"আত্ম-মধ্যে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অবস্থিত; তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তু-সমূহের ঈশান" এইরূপ উল্লেখপূর্ব্বক "তিনি প্রাণকে ঊর্দ্ধদিকে ও অপানকে অধোদেশে পরিচালন করিতেছেন; বিশ্বদেবগণ সেই মধ্যস্থানে অবস্থিত বামনকে উপাসনা করেন"—এইরূপ উক্তি-হেতু ঈশানেরই জিজ্ঞাস্যত্ব কথিত হইতেছে; যেহেতু, "সেই উপাসনাও দ্বিবিধ" ইত্যাদি বাক্যে উপাসনা ও জিজ্ঞাসার একত্ব কথিত হইয়াছে। আবার শ্রুত্যন্তরে "এইরূপ এই প্রাণ" ইত্যাদি বাক্যে ইতর প্রাণের পরিচালনস্বরূপ যে-লক্ষণটী মুখ্য প্রাণের সম্বন্ধে দৃষ্ট হয়, এস্থলে "তিনি প্রাণকে ঊর্দ্ধদিকে" ইত্যাদি-বাক্যেও সেই লক্ষণটী ঈশানের সম্বন্ধে কথিত হওয়ায় মুখ্যপ্রাণই ঈশান এবং তিনিই জিজ্ঞাস্য,—ইহা উপপাদিত হইতেছে। এইরূপ স্বাতন্ত্র্যহেতু তাহার মোচকত্বও লব্ধ হইল। এই আশঙ্কার নিরাসকল্পে (২৪-২৫)—(২৪) "শব্দাদেব প্রমিতঃ" ও (২৫) "হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ" এই সূত্রদ্বয় কথিত হইয়াছে। ইহার অর্থ—'প্রাণপ্রেরক'। 'তদন্যত্র-বাচক' ও 'সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'—এই বাক্যদ্বয়েরও পূর্ব্ববৎ অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ- "তিনি প্রাণকে ঊর্দ্ধদিকে" ইত্যাদি বাক্যশ্রুত

'প্রাণপ্রেরক' অর্থাৎ প্রাণশব্দোপলক্ষিত প্রাণাদি বায়ুসমূহের ব্যবস্থাপক বস্তু এবং পূর্ব্বে জিজ্ঞাস্যরূপে কথিত বস্তু এক জনার্দ্দনই, পরন্তু 'মুখ্যপ্রাণ' নহে। অতএব প্রেরকত্ব-সাম্যহেতু অন্যবস্তুরও বাচকরূপে প্রতীত ঈশান ও তদ্‌বিশেষণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র প্রভৃতি সর্ব্বশব্দদ্বারা মুখ্যতঃ অর্থাৎ স্বাভিপ্রায়ানুসারে তিনিই বাচ্য হন। কি হেতু? তাহাই বলিলেন— 'প্রাণপ্রেরক বিষ্ণু সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'। এ স্থলে লিঙ্গ শব্দটী শ্রুতিরও উপলক্ষক; অর্থাৎ "সেই মধ্যস্থানে অবস্থিত বামনকে উপাসনা করেন" এই বাক্যে বিষ্ণুবস্তুতে প্রসিদ্ধ 'বামন'-শব্দের শ্রবণ-হেতু "তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তুসমূহের ঈশান"—এই বাক্যোক্ত ভূত-ভবিষ্যৎ বস্তুমাত্রের নিরবচ্ছিন্ন নিয়ামকত্ব, বিশ্বদেবোপাস্যত্ব, "বিমুক্ত হন,"—এই শ্রুত্যুক্ত মোচকত্ব এবং "ইতরেণ তু জীবন্তি" ইত্যাদি বাক্যোক্ত মুখ্যপ্রাণাদি সকলের জীবনদায়কত্ব প্রভৃতি লিঙ্গসমূহদ্বারা যুক্তত্বহেতু অর্থাৎ ঐ লিঙ্গসমূহের বিষ্ণু-সম্বন্ধিত্ব প্রসিদ্ধিহেতু তিনিই এস্থলে প্রতিপাদ্য বস্তু। যদিও সূত্রে "শব্দাদেব"—এই বাক্যদ্বারা শ্রুত্যাত্মক শব্দকেই এস্থলে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি 'শব্দ' এস্থলে উপলক্ষণমাত্র। ইহার সূচনার জন্যই লিঙ্গসমূহেরও উল্লেখ হইল। "কল্পনাৎ"—এই সূত্রের টীকায় এ বিষয়টী ব্যক্ত হইয়াছে। অথবা "সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ"—এই সূত্রের ন্যায় এস্থলেও "শব্দাদেব" এইরূপ নিশ্চয়োক্তিদ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, শব্দ হইতেই এস্থলে অভীষ্টসিদ্ধি হইতেছে। লিঙ্গের আর আবশ্যকতা কি? এই শাস্ত্রের মনুষ্যই অধিকারী বলিয়া তাহাদের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা পরিমিত হৃদয়ে অবস্থান-হেতু গৌণভাবে হৃদ্‌গত বিষ্ণুবস্তুর অঙ্গুষ্ঠ-পরিমিতত্ব সঙ্গত হয়। 'এক জনার্দ্দন'—এই উক্তিদ্বারা একেরই মোচকত্ব-সূচনাহেতু অপরের বিশ্বদেবোপাস্যত্ব মুখ্য নহে—ইহা জ্ঞাপিত হইল। এস্থলে 'ঈশান'-শব্দের বিষ্ণুবাচকত্বই বক্তব্য। তথাপি

"তিনি প্রাণকে ঊর্দ্ধদিকে" ইত্যাদি বাক্যোক্ত প্রাণপ্রেরকত্ব লিঙ্গের বৈষ্ণবত্ব-কথন পূর্ব্বপক্ষের মূলবিনাশের জন্য কথিত হইল; অথবা, বিষ্ণু-বস্তুতে 'ঈশান' শব্দ প্রয়োগের হেতুরূপে—'ঈশ' অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণাদিকেও 'অনন' অর্থাৎ প্রেরণ করেন যিনি, তিনিই ঈশান—এইরূপ যোগবৃত্তি-দ্বারা 'ঈশান' শব্দের বিষ্ণুত্ব সূচনার জন্যই "তিনি প্রাণকে ঊর্দ্ধদিকে" ইত্যাদি কথিত হইয়াছে। অতএব পূর্ব্বপক্ষগত লিঙ্গের সাবকাশত্ব-হেতুই বিশ্বদেবোপাস্যত্ব প্রভৃতি লিঙ্গ আক্ষিপ্ত (পূর্ব্বপক্ষকর্ত্তৃক নিরস্ত) হইয়াও সিদ্ধান্তের সাধকই হইতেছে। ইহাও "কল্পনাৎ"—এই সূত্রের টীকায় ব্যক্ত হইয়াছে; অথবা, 'ঈশ' অর্থাৎ প্রাণকে ঊর্দ্ধদিকে প্রেরণ—এইরূপ ব্যুৎপত্তিহেতু যৌগিক ঈশান-পদার্থেরই এই নির্দ্দেশ হইয়াছে। সমাস পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্য।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে,—"বিশ্বদেবগণ মধ্যদেশে অবস্থিত সেই বামনকে উপাসনা করেন"—ইহা অযুক্ত; কারণ, ইন্দ্রত্বাদিপদবিশিষ্ট দেবগণ যদি আদ্যন্তভাবযুক্ত হন (অর্থাৎ যদি তাঁহাদের পূর্ব্ব-পশ্চাৎ অস্তিত্ব না থাকে), তাহা হইলে যে-কালে তাঁহারা বর্ত্তমান আছেন, তাহার পূর্ব্বকালে বা পরবর্ত্তিকালে তাঁহাদের অভাবহেতু তাঁহাদের উদ্দেশে যজ্ঞীয় হবিঃ প্রদানের অভাবে কর্ম্মবিরোধ উপস্থিত হয় এবং "ইন্দ্র আগচ্ছ" (অর্থাৎ হে ইন্দ্র! আপনি এই যজ্ঞস্থানে আসুন) ইত্যাদি অনাদিনিত্যবেদ-বাক্যের পূর্ব্ব-পশ্চাৎকালে বাচ্যবস্তু ইন্দ্রাদির অভাব-বশতঃ অপ্রামাণ্য ঘটে। আবার তাঁহারা যদি অনাদি নিত্য হন, তাহা হইলে তাঁহাদের মোক্ষ-বিষয়ে প্রার্থনা থাকিতে পারে না। সুতরাং মোক্ষলাভের উপায়-ভূত ভগবদুপাসনায় তাঁহাদের অধিকারই নাই। অতএব এই আশঙ্কার নিরাসার্থ (২৬-৩৩)—(২৬) "তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ", (২৭) "বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেক প্রতিপত্তের্দ্দর্শনাৎ", (২৮) "শব্দ ইতি

চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্”, (২৯) “অতএব চ নিত্যত্বম্”, (৩০) “সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ”, (৩১) “মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ”, (৩২) “জ্যোতিষি ভাবাচ্চ” ও (৩৩) ভাবং তু বাদরায়ণোঽস্তি হি”—এই আটটী সূত্র বলিতেছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—‘দৈবতগণ কর্ত্তৃকও জ্ঞেয়’। এই অধিকরণটী সাক্ষাদ্ভাবে সমন্বয়পর নহে বলিয়া প্রাসঙ্গিক। অতএব এস্থলে ‘এক জনার্দ্দন’—এই বাক্যের মাত্র অন্বয় হইতেছে। এইরূপ পশ্চাৎ অধিকরণেও জ্ঞাতব্য। পশ্চাদ্‌বর্ত্তী ‘বেদৈঃ’ (বেদসমূহদ্বারা) এই পদটী এস্থলেও আকৃষ্ট হইয়া অন্বিত হইবে। যজ্ঞে যিনি সামগান করেন, তাঁহাকেই উদ্‌গাতা বলা হয়। “যজ্ঞাঞ্চ সপ্তানাঞ্চোদ্‌গাতৄণাং চমসভক্ষে”—এই বাক্যে যেরূপ উদ্‌গাতা একজন হইলেও ‘উদ্‌গাতৄণাং’—এই বহুবচন দ্বারা তৎসহকারী অন্যান্য ঋত্বিগ্‌গণকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে (অর্থাৎ উদ্‌গাতা অর্থ উদ্‌গাতৃ প্রভৃতি), সেইরূপ এস্থলেও ‘বেদৈঃ’—এই পদে বহুবচন বেদ প্রভৃতি এই অর্থে প্রযুক্ত; অথবা “ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ”—এই সূত্রের ভাষ্যোক্ত “ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব, মূল রামায়ণ, মহাভারত, পঞ্চরাত্র—ইহারা বেদ-শব্দেরই বাচ্য”—এই স্মৃতি-বচনানুসারে ‘বেদ’-শব্দে বেদাদিই জ্ঞাতব্য। অতএব অর্থ এইরূপ—এক জনার্দ্দন দৈবতগণ কর্ত্তৃক বেদসমূহ অর্থাৎ বেদাদি করণসমূহ দ্বারা জ্ঞেয়। কেবল যে মনুষ্যগণ কর্ত্তৃকই জ্ঞেয়, এরূপ নহে—ইহাই ‘অপি’-শব্দের অর্থ। অতএব দেবতাগণের মনুষ্যত্ব-দশার ন্যায় দেবতা-দশায়ও বিষ্ণুই জ্ঞেয়—ইহা সূচিত হওয়ায় যোগ্য মনুষ্যগণের বিদ্যা ও কর্ম্মবলে দেবত্ব-প্রাপ্তিও পশ্চাৎ দেবত্ব-পদের আন্তবত্ত্ব (বিনশ্বরত্ব)-হেতু ফলাতিশয়সম্পন্ন মোক্ষ-বিষয়ে প্রার্থনা সম্ভবপর হয়। এইরূপ দেবত্ব-নিবন্ধনই তাঁহাদের ভগবজ্‌জ্ঞান-বিষয়ে সামর্থ্যযুক্ত বুদ্ধ্যাদিও সম্ভবপর হয়। সুতরাং তাঁহাদের ভগবজ্‌জ্ঞান-বিষয়ে

অধিকারজনক সামর্থ্যযুক্তবুদ্ধ্যাদি কুত্রাপি নিষিদ্ধ না হইয়া অনিষিদ্ধরূপে বর্ত্তমান থাকায় অধিকার অবশ্যম্ভাবী। 'দৈবতৈঃ'—এই পদে বহুবচনদ্বারা দেবতাগণের বহুত্ব-সূচন-হেতু তাঁহাদের আদ্যন্তবত্ত্ব দশায়ও কর্ম্ম বা বেদ-বিষয়ে কোন বিরোধ হয় না ; কারণ, পূর্ব্বোত্তরকালে ইদানীন্তন ইন্দ্রাদি-দেবগণের অভাব হইলেও ইন্দ্রত্বাদিপদ-প্রাপ্ত অন্য দেবতাগণের বর্ত্তমানত্ব-নিবন্ধন তাঁহাদের উদ্দেশ্যে কর্ম্মানুষ্ঠান ও তৎপ্রতিপাদক অনাদিনিত্য বেদ-প্রামাণ্য সঙ্গতই হইয়া থাকে।

সম্প্রতি আশঙ্কা হইতে পারে যে, তাঁহাদের বহুত্ব সিদ্ধ হইলেও সেই বহু দেবগণের বিভিন্ন নাম ও রূপাদি-হেতু একরূপ-প্রতিপাদক বেদের প্রামাণ্য বিরোধ হয়। এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্যও বলিলেন—'দৈবতগণ কর্ত্তৃক'। "মহান্ আত্মাই একমাত্র দেবতা (প্রতিপাদ্য বস্তু)" এই স্থলে—'প্রতিপাদ্য' অর্থে দেবতা-শব্দের প্রয়োগহেতু এস্থলেও দেবতা অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বস্তুর সম্বন্ধী (প্রতিপাদক) বাক্যসমূহই 'দৈবত'-শব্দে জ্ঞাতব্য। সুতরাং অর্থ এইরূপ—যে দেবতা ইদানীং "ইন্দ্র আগচ্ছ" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছেন, তৎসম্বন্ধী, তজ্জাতীয়, তৎসদৃশ নাম-রূপ-ধর্ম্ম-কর্ম্মশালী পূর্ব্বোত্তরকালীন অনেক দৈবতগণ কর্ত্তৃক জ্ঞেয়। প্রলয়কালে দেবতার অভাব হইলেও বেদের অপ্রামাণ্য হয় না—ইহার সূচনার জন্যও বলিলেন—'দৈবতগণ কর্ত্তৃক'। অর্থ এইরূপ—'দৈবত' অর্থাৎ ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সম্বন্ধী এবং তৎপ্রতিপাদক বেদসমূহ কর্ত্তৃক এক জনার্দ্দনই অনাদিনিত্যরূপে 'জ্ঞেয়' অর্থাৎ প্রতিপাদ্য। তাৎপর্য্য এই যে, "যৎকালে ভগবান্ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, বেদগণও তৎকালে তাঁহার অনুবর্ত্তন করেন (অর্থাৎ সৃষ্ট দেবতাদির প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হন), অন্য সময়ে নহে ; কারণ তৎকালে সৃষ্ট বস্তুর অভাবহেতু বেদগণ কোন্ বস্তুর বিধান করিবেন ? কোন্ বস্তুরই বা নিষেধ করিবেন ? পরন্তু তৎকালে

তাঁহারা কেবলমাত্র ভগবান্ বিষ্ণুর স্তুতিবচনরূপেই অবস্থান করেন"—এই শ্রুতি এবং "প্রলয়ের অষ্টম ভাগ সৃষ্টিকাল কথিত হয়; তৎকালেই বেদগণের সঞ্চার হয়, অন্য সময়ে তাঁহারা স্তুতিবচনমাত্র"—এই গীতা-তাৎপর্য্যোক্ত বচন-প্রামাণ্যে প্রলয়কালেও ভগবদ্বস্তু বেদের বিষয়রূপে বর্ত্তমান থাকায় দেবতাগণের অভাবেও দোষ হইল না।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, মোক্ষেতর-ফল-জনিকা ব্রহ্মবিদ্যা ও কর্ম্ম-বিদ্যার ফলস্বরূপ বসুত্ব প্রভৃতি লব্ধ হওয়ায় দেবগণের আর তাদৃশী বিদ্যায় অধিকার নাই। আবার বসুত্বাদিপ্রাপ্ত দেবগণের সর্ব্বজ্ঞত্ব-নিবন্ধন মোক্ষহেতুভূতা বিদ্যার সাধ্য জ্ঞানও পূর্ব্বেই সিদ্ধ হওয়ায় মোক্ষার্থ-বিদ্যায়ও অধিকার থাকিতে পারে না। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ বলিলেন—'দৈবতগণ-কর্ত্তৃকও' অর্থাৎ যাঁহারা বসুত্বাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাদৃশ 'দৈবত' অর্থাৎ বসুপ্রভৃতিগণকর্ত্তৃকও 'বেদসমূহদ্বারা' অর্থাৎ মোক্ষার্থক ও মোক্ষেতরফল-জনক কর্ম্মবিদ্যাও ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপ সমগ্র বেদদ্বারা বিষ্ণুই জ্ঞেয়। এস্থলে 'বেদৈঃ' এই বহুবচনদ্বারাই কৃৎস্ন অর্থাৎ সমগ্র বেদেরই সূচনা হইল। এইরূপ এস্থলে 'দৈবতৈঃ'—এই পদের তন্ত্রতা-নিবন্ধন (অর্থাৎ একবার প্রয়োগেই উভয়ার্থ-সাধকত্ব-নিবন্ধন) অপর অর্থ এইরূপ —"সাস্য দেবতা" ইত্যাদি ব্যাকরণ-সূত্রে সম্প্রদান-কারক-অর্থে 'দেবতা-' পদের প্রয়োগহেতু 'দৈবত' অর্থাৎ দেবতাসম্বন্ধী বা দেবতার উদ্দেশ্যে ক্রিয়মাণ যজ্ঞকর্ম্ম জ্ঞাতব্য। অতএব মোক্ষরূপ ফলের সাধক জ্ঞানের অতিশয়ত্ব-নিবন্ধন 'দৈবত' অর্থাৎ তাদৃশ যজ্ঞকর্ম্মাদিদ্বারা জনার্দ্দন অর্থাৎ সংসারমোচক বস্তুই জ্ঞেয় অর্থাৎ আরাধ্য। এইরূপ দেবতাগণের মুখ্য-সর্ব্বজ্ঞত্বের অভাবহেতু মুক্তির হেতুভূত জ্ঞানের অতিশয়ত্বনিবন্ধন মোক্ষার্থ-বিদ্যায় ও জ্ঞানমাত্রসাধ্য মোক্ষগত অতিশয়ত্বনিবন্ধন মোক্ষেতর কর্ম্ম-বিদ্যায়ও অধিকার জ্ঞাতব্য। "অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্"

(অর্থাৎ ব্রহ্মাদি অঙ্গদেবতার উপাসনা কোন বেদে কোন শাখায়ই নিষিদ্ধ হয় নাই) এই স্ত্রানুসারে অন্যদেবতাগণ জ্ঞেয় হইলেও 'এক জনার্দ্দনই জ্ঞেয়'—এই উক্তিদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে,—"একমাত্র সেই আত্মাকেই অবগত হও ; অন্য বাক্যসকল পরিত্যাগ কর ; ইনি অমৃতের সেতু"—এই উক্তি অনুসারে নিজ-নিজ-যোগ্য-মুক্তি লাভের জন্য প্রধান-ভাবে এক তিনিই ভববন্ধমোচকত্বহেতু জ্ঞাতব্য।

পুনরায় এই আশঙ্কা হয় যে, 'দৈবতৈরপি' এই 'অপি' শব্দদ্বারা তিনি কেবলমাত্র মনুষ্যগণের জ্ঞেয়—এরূপ নহে, এইরূপ অর্থহেতু মনুষ্যমাত্রেরও অধিকার সমুচ্চিত হইয়াছে। পরন্তু তাহা অযুক্ত ; কারণ, তাহা হইলে স্ত্রী, শূদ্র ও নীচ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণাধম) প্রভৃতিরও দ্বিজাতিগণের ন্যায় মনুষ্যত্ব-নিবন্ধন তাহাদিগকর্ত্তৃকও বেদদ্বারা জনার্দ্দন জ্ঞেয় হউন ? শাস্ত্রে কোথায়ও তাহাদের অধিকার দৃষ্ট হয় নাই, অতএব ইহা শাস্ত্র-বিরুদ্ধ—এরূপও বলা যায় না ; কারণ, ছান্দোগ্যে চতুর্থাধ্যায়ে সংবর্গ-বিদ্যায় শূদ্রের অধিকার এবং "হে গার্গি ! ইনিই অক্ষর", "হে গার্গি ! এই অক্ষরবস্তুর প্রকৃষ্টশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিশেষরূপে ধৃত হইয়া অবস্থিত" ইত্যাদি বাজসনেয়-শ্রুতিতে অক্ষর-বিদ্যায় স্ত্রীলোকেরও অধিকার দৃষ্ট হইতেছে। পরন্তু তাহা অভীষ্ট নহে ; যেহেতু "অবৈষ্ণবের ও নীচবর্ণের বেদেও অধিকার নাই" ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে উহা বিরুদ্ধ ? অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৩৪-৩৮)—(৩৪) "শুগস্য তদনাদর শ্রবণাৎ তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি" (৩৫) "ক্ষত্রিয়ত্বাবগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ", (৩৬) "সংস্কারপরামর্শাৎ তদভাবাভিলাপাচ্চ", (৩৭) "তদভাব-নির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ" ও (৩৮) "শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ"—এই পাঁচটী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিলেন—'শূদ্রাদিকর্ত্তৃক বেদসমূহদ্বারা জ্ঞেয় নহেন', অর্থাৎ শূদ্রাদি নীচবর্ণাদিকর্ত্তৃক বেদসমূহরূপ করণ-

দ্বারা জনার্দ্দন জ্ঞেয় হন না, যেহেতু তাহাদের বেদে অধিকার নাই। "শূদ্রের উপনয়ন-সংস্কার বা ব্রত নাই"—এই শ্রুতিতে শূদ্রের উপনয়ন সংস্কারের অভাব কথিত হওয়ায় "অষ্টবর্ষ ব্রাহ্মণকে উপনীত করিবে, তাহাকে অধ্যয়ন করাইবে"—এই বাক্যে উপনীত মাত্রেরই অধ্যয়নকর্ত্তৃত্বজ্ঞান-নিবন্ধন শূদ্রেরও উপনয়ন-গ্রহণ-পূর্ব্বক অধ্যয়ন স্বীকার করিলে—"শূদ্রের বেদাধ্যয়নে জিহ্বাচ্ছেদ বিধেয়"—এই শ্রুতি ও "শূদ্রের অগ্নি, যজ্ঞ বা অধ্যয়ন নাই" ইত্যাদি স্মৃতি-বাক্যানুসারে বেদানুশীলনের নিষেধ হয়—ইহাই 'শূদ্রাদি কর্ত্তৃক'—এই বাক্যে 'শূদ্র' এই উক্তিদ্বারা সূচিত হইয়াছে। শ্রুতিতে "অহ হারে ত্বা শূদ্র"—এই বাক্যে রৈক্বমুনিকর্ত্তৃক (ক্ষত্রিয়) পৌত্রায়ণের প্রতি 'শূদ্র' এই সম্বোধনের কারণ এই যে, হংসকৃত অনাদর-শ্রবণ-হেতু পৌত্রায়ণের হৃদয়ে যে 'শুক্' (শোক) উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি মুনির নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসা সহকারে সেই 'শুক্' দ্বারা নিজেকে 'দ্রবীভূত' করায় মুনিকর্ত্তৃক 'শূদ্র' এই সম্বোধন যৌগিকত্ব-হেতুই সঙ্গত। যদিও পূর্ব্বোক্ত যৌগিকার্থানুসারে 'শুগ্‌দ্র' এইরূপ সম্বোধনই উচিত ছিল, তথাপি শোকাধিক্য-নিবন্ধন দ্রবীভূত করায় "মুনিকর্ত্তৃক রাজা পৌত্রায়ণ শোকহেতু 'শূদ্র' এইরূপ কথিত হইয়াছিলেন"—ইত্যাদি বাক্যানুসারে তদীয় হৃদ্‌গতভাব অবগত হইয়া সর্ব্বজ্ঞ মুনি ক্ষত্রিয় পৌত্রায়ণকেই 'শূদ্র' এই সম্বোধন করিয়াছেন। 'বেদসমূহদ্বারা জ্ঞেয় নহেন'—এই বাক্যে শূদ্রের বেদাভাব (বেদে অযোগ্যতা) উক্তির দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, "যাহাতে (যাহার) বেদ আছে, তাহাতেই (তাহারই) রথ থাকিতে পারে" এই স্মৃত্যনুসারে রথের বেদব্যাপ্তি-নিবন্ধন শূদ্রে বেদাভাবহেতু রথেরও অভাব সিদ্ধ হইতেছে। অতএব প্রস্তাবিত শ্রুতির শেষে "এই অশ্বতরী রথ" ইত্যাদি বাক্যে স্বাভাবিক রথ-সম্বন্ধ দৃষ্ট হওয়ায় তাহার ক্ষত্রিয়ত্বই অবগত হওয়া যায় (শূদ্রত্ব নহে)। নিষেধ-

শ্রুতি প্রভৃতিতে 'শূদ্র'-পদের যেরূপ উল্লেখ হইয়াছে, 'স্ত্রী'-পদটী সেরূপ উল্লেখ হয় নাই। বিশেষতঃ উপনয়নের প্রতিনিধিরূপে তাহাদের বিবাহ-সংস্কার বর্ত্তমান আছে। অতএব গার্গী প্রভৃতি উত্তম নারীগণের অধিকার নিষিদ্ধ নহে—ইহাও 'শূদ্র'-পদের উক্তিদ্বারাই সূচিত হইল।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, যদি এরূপই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে যোগ্য সৎ-শূদ্র ও নিকৃষ্ট স্ত্রী-জাতির বিষ্ণুজ্ঞানাভাবে মুক্তির অভাব হইয়া পড়ে। পরন্তু ইহা অভীষ্ট নহে; কারণ, তাহা হইলে "হে পার্থ! আমাকে আশ্রয় করিয়া পাপজাতি বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীগণও পরম-গতি প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। অতএব বলিলেন—'জ্ঞেয়ো নবেদৈঃ।' এস্থলে 'নবেদৈঃ' ইহা সমাসান্ত পদ নহে; অথবা নঞ্‌সমাসান্ত পদ। 'ন' লোপের বিকল্প-বিধানহেতু 'অবেদ' ও 'নবেদ' এই দুই প্রকার রূপই নঞ্‌সমাসে সিদ্ধ হয়। অতএব—'নবেদ' বা 'অবেদ' অর্থাৎ বেদভিন্ন ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি দ্বারা শূদ্রাদিকর্ত্তৃক জনার্দ্দন অর্থাৎ সংসার-নাশন ভগবান্‌ই একমাত্র জ্ঞেয়—এইরূপ অর্থ। 'শূদ্রাদি'—এই উক্তিদ্বারা সূচিত হইতেছে যে,—"স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু (দ্বিজাধম)গণের বেদ শ্রবণযোগ্য নহে। অতএব মুনিবর (শ্রীব্যাসদেব) কৃপাবশতঃ মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন"—এই ভাগবত-বচন, "যিনি এই বিষ্ণুসহস্রনাম নিত্য শ্রবণ করেন, এবম্বিধ স্ত্রী-শূদ্রও সুখ প্রাপ্ত হয়" এই সহস্রনামবচন এবং "স্ত্রী, শূদ্র ও নীচব্রাহ্মণ (অর্থাৎ ব্রাহ্মণাধম)গণের তন্ত্রজ্ঞানে অধিকার আছে" ইত্যাদি বচনদ্বারা তাহাদেরও মোক্ষ-সাধক-জ্ঞানজনক বেদেতর শাস্ত্রে অধিকার আছে।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, দৈবতগণকর্ত্তৃকও মোক্ষার্থ জনার্দ্দন জ্ঞেয়—ইহা অযুক্ত; যেহেতু, "প্রাণে স্থিত ও প্রাণ হইতে নিঃসৃত এই নিখিল জগৎ যাহা (যে প্রাণ) হইতে এজিত (স্পন্দিত) হইতেছে, সেই

মহাভয় উদ্যত বজ্রকে যাঁহারা অবগত হন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন”—এই কঠ-শ্রুতিতে বজ্রজ্ঞান হইতেই মোক্ষ কথিত হইয়াছে। ‘বজ্র’-শব্দটি ইন্দ্রায়ুধেই রূঢ়; বিশেষতঃ “ইন্দ্র সেই হেতু বজ্র উদ্যত করিয়াছিলেন” ইত্যাদি বাক্যানুসারে এস্থলেও ‘উদ্যতত্ব’ ভাবটী আয়ুধেই সম্ভবপর বলিয়া এস্থলে বজ্র-শব্দে ইন্দ্রায়ুধই গ্রাহ্য। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৩৯)—“কম্পনাৎ”—এই সূত্রটী বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিলেন—‘কম্পক’। ইহা উপলক্ষণ-মাত্র। এস্থলেও ‘তদন্যত্র বাচক’ ও ‘সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত’—এই বাক্যদ্বয়ের অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—“প্রাণে স্থিত এই নিখিল জগৎ প্রাণ হইতে এজিত অর্থাৎ কম্পিত হইতেছে, তাদৃশ কম্পন অর্থাৎ জগতের যাবতীয় চেষ্টার মূল জনার্দ্দনই। অতএব লোকপ্রসিদ্ধি ও বিষ্ণুলিঙ্গ-নিবন্ধন তদন্যত্রবাচক বজ্র, উদ্যত, মহদ্ভয় ও প্রাণাদি সর্ব্বশব্দদ্বারা এক জনার্দ্দনই মুখ্যতঃ অর্থাৎ বর্জ্জন-হেতু বজ্র”—এইরূপ যৌগিকী ও রূঢ়িবৃত্তিদ্বারা বাচ্য হন, পরন্তু ইন্দ্রায়ুধ নহে। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—কম্পক বিষ্ণু সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত অর্থাৎ কম্পকত্ব, তদুপলক্ষিত, মুক্তিহেতু জ্ঞেয়ত্ব,“তিনিই শুক্র, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত”—এই পূর্ব্ব-বাক্যোক্ত অমৃতত্ব, ব্রহ্মত্ব ও “ইহার ভয়ে অগ্নি সন্তপ্ত” ইত্যাদি বাক্যোক্ত অগ্ন্যাদি ভয়ঙ্করত্ব প্রভৃতি লিঙ্গদ্বারা বিষ্ণু যে যুক্ত, তাহা শ্রুত্যাদিতে প্রসিদ্ধ। এস্থলে ‘জনার্দ্দন’ এই শব্দের ‘জন’ এই অংশে অনাদিত্ব-উক্তিদ্বারা প্রস্তাবিত শ্রুতির পূর্ব্বার্দ্ধোক্ত সর্ব্বজনকত্ব প্রভৃতি এবং ‘অর্দ্দন’ এই অংশে “যাঁহারা এই মহাভয় উদ্যত বজ্রকে জানেন, তাঁহারা অমৃতত্ব লাভ করেন”—এই উত্তরার্দ্ধোক্ত মুক্তিহেতুত্ব বিষ্ণুতে যুক্তরূপে সূচিত হইল। এস্থলে বিষ্ণুতে সমন্বয়যোগ্য যৌগিক ‘বজ্র’-শব্দের অর্থরূপে ‘বর্জ্জিত’ এই পদটীই নির্দ্দেশার্হ হইলেও ‘কম্পক’ এইরূপ তৎসাধক লিঙ্গ-কথনের কারণ এই যে, সূত্রে ‘কম্পন’-

শব্দের উল্লেখ-হেতু তাহার অর্থেও 'কম্পক' উক্তিই সঙ্গত। কিংবা. 'বজ্র'এই নামের বৈষ্ণবত্ব-নিবন্ধন অথবা বজ্রের কম্পকত্ব-ধর্ম্ম বিষ্ণুর অধীন বলিয়া ঐরূপ কথিত হইল। সূত্রে একমাত্র 'কম্পকত্ব' লিঙ্গ কথিত হইলেও তাহা যে উপলক্ষণ-মাত্র, ইহার সূচনার জন্যই 'সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা' এই পদে অনেক লিঙ্গ কথিত হইল। এই অধিকরণেরই ভাষ্যের টীকায়ও কথিত হইয়াছে যে, এইরূপে শ্রুতি ও লিঙ্গ উভয়েরই বিষ্ণু-বিষয়ে অবকাশ থাকায় "যাঁহারা এই মহাভয় উদ্যত বজ্রকে অবগত হন" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত লিঙ্গই বলা উচিত ছিল। পরন্তু তাহা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কম্পনরূপ লিঙ্গান্তর গ্রহণ করিলেন কেন? উত্তরে বলিলেন—শ্রুত্যুক্ত লিঙ্গও পরিত্যক্ত হয় নাই। পরন্তু তাহাকে রক্ষা করিয়াই সঙ্গে এই লিঙ্গান্তরটীও কথিত হইয়াছে। বিশেষতঃ অন্যত্রও এই লিঙ্গটীর আবশ্যকতা আছে।

"জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ" এই সূত্রোক্ত অধিকরণে ও "আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি-ব্যপদেশাৎ"—এই পরবর্ত্তি-সূত্রোক্ত অধিকরণে সমন্বয়-যোগ্য যৌগিক 'জ্যোতিঃ' ও 'আকাশ'-পদে যথাসংখ্যকভাবে জ্ঞানপ্রকাশরূপত্ব ও সর্ব্বভূতের অবকাশদাতৃত্বরূপ গুণদ্বয় কথিত হইয়াছে। পরন্তু নামপাদীয় 'জ্যোতিঃ' অধিকরণেই জ্যোতিঃ পদদ্বারা ও 'আকাশ' অধিকরণেই "খবৎ" পদদ্বারা উক্ত গুণদ্বয় বিষ্ণুবস্তুতে কথিত হওয়ায় এস্থলে পুনরায় তাহাদের সংগ্রহ হইল না। অথবা নামপাদীয় 'জ্যোতিরিত্যাদ্যৈঃ' এই স্থলে (অর্থাৎ জ্যোতিরধিকরণে) কথিত "যে জ্যোতিঃ হৃদয়ে নিহিত" ইত্যাদি বাক্যোক্ত জ্যোতিঃ বিষ্ণু ইহা অযুক্ত ; কারণ, বাজসনেয়-শ্রুতির ষষ্ঠাধ্যায়ে "হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রাণসমূহের মধ্যে জ্যোতিঃ বর্ত্তমান" এই বাক্যোক্ত হৃদয়স্থ জ্যোতিঃ জীবই ; যেহেতু, "তিনি সমানভাবাপন্ন হইয়া উভয় লোকে সঞ্চরণ করেন" ইত্যাদি বাক্যে ঐ জ্যোতির সম্বন্ধে

কর্ম্মাধীন উভয় লোক সঞ্চরণরূপ জীবলক্ষণ কথিত হইয়াছে। অতএব নামপাদীয় 'জ্যোতিঃ'পদেও জীবই গ্রাহ্য। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৪০) "জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'কম্পক'। পূর্ব্ববৎ 'তদন্যত্রবাচক' ও 'সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত' এই বাক্যদ্বয় এবং পরবর্ত্তী 'জীবতঃ' এই পদও এস্থলে অন্বিত হইবে। 'জীবতঃ' এই পদে 'ল্যব্ লোপে পঞ্চমী' বিভক্তি, অতএব 'জীবকে গ্রহণপূর্ব্বক'—এইরূপ অর্থ। সুতরাং বাক্যার্থ এইরূপ—'এক জনার্দ্দন' অর্থাৎ অজত্ব ও মোচকত্বশালী স্বতন্ত্র বিষ্ণু—'জীবতঃ' অর্থাৎ জীবকে গ্রহণপূর্ব্বক 'কম্পক' অর্থাৎ চেষ্টাশীলরূপে—"তিনি সমানভাবে উভয় লোকে সঞ্চরণ করেন" ইত্যাদি শ্রুতি-কথিত উভয় লোকেই সঞ্চারী, পরন্তু জীব নহে। ন্যায়-বিবরণেও কথিত হইয়াছে যে—তিনিই স্বতন্ত্রতা-হেতু জীবকে গ্রহণ-পূর্ব্বক অনায়াসে উভয় লোকে সঞ্চরণ করেন। অতএব বিষ্ণু ও জীব, উভয়েই জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া তদর্থসূচক যে-শব্দ-সমূহ বিষ্ণু ব্যতীত অন্যত্র অর্থাৎ জীবেও বাচকরূপে প্রতীত হয়, এতৎপ্রকরণস্থিত 'জ্যোতিঃ', 'স্বয়মাত্মা' প্রভৃতি সেইসকল শব্দদ্বারা মুখ্যতঃ জনার্দ্দনই বাচ্য। এইরূপ "জায়মান অর্থাৎ শরীর-ধারণোন্মুখ" ইত্যাদি বাক্যোক্ত জায়মানত্ব ও ম্রিয়মাণত্ব প্রভৃতি সর্ব্বলিঙ্গদ্বারাও তিনিই যুক্ত। এস্থলে 'জায়মান', 'ম্রিয়মাণ' প্রভৃতি পদের অভ্যন্তরে 'নিচ্' প্রত্যয়ের অর্থ নিহিত থাকায় উক্ত শব্দদ্বয় জীবের জন্ম-প্রাপক ও মৃত্যু-প্রাপকরূপে জ্ঞাতব্য। সুতরাং বিষ্ণুর লিঙ্গরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। এ স্থলে জ্যোতিঃশব্দে কম্পক অর্থাৎ চেষ্টাশালী বিষ্ণু কি হেতু গ্রাহ্য হন?—এই প্রশ্নের উত্তর এই যে,—"বিষ্ণুই এই জ্যোতিঃ", "দেবগণ সেই জ্যোতিঃর জ্যোতিঃকে" ইত্যাদি শ্রুতিতে 'জ্যোতিঃ'শব্দ বিষ্ণুরই বাচকরূপে প্রসিদ্ধ। এইরূপ—"আত্মাই ইহার জ্যোতিস্বরূপ; আত্মা কে? যিনি প্রাণসমূহের মধ্যে

বিজ্ঞানময়রূপে স্থিত,— (তিনিই আত্মা)"—এই বাক্যে জীবের সুপ্তি প্রভৃতি দশায় জ্ঞানসঞ্চারক জ্যোতির্ম্ময় যিনি আত্ম-শব্দে কথিত, তিনি জীব নহেন ; কারণ, জীবের সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রসিদ্ধি-নিবন্ধন তাহার সম্বন্ধে 'আত্মা কে' ?—এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে না। অতএব এ স্থলে পরমাত্মা বিষ্ণুই 'জ্যোতিঃ'-শব্দবাচ্য। 'হি'-শব্দের ইহাই অর্থ। 'জনার্দ্দন'—এই পদে 'জন' এই অংশে অজত্ব-উক্তিদ্বারা সূচিত হইতেছে যে, আদিত্যাদি জ্যোতিঃসমূহ জ্ঞানের হেতু হইলেও জীবের সুপ্তি প্রভৃতি দশায় তাহারা অস্তময়ভাবযুক্ত বলিয়া তদপেক্ষা উদয়াস্ত-ময়ভাবরহিত শ্রীহরিরই তৎকালে জীবের জ্ঞানহেতুস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়ত্ব সঙ্গত। "অর্দ্দন"-শব্দে সংসারনাশকত্ব-উক্তিহেতু দুঃখভোগশূন্যতা সূচিত হওয়ায় "তিনি সমানভাবে" ইত্যাদি বাকোক্ত সমানরূপে উভয়লোক-সঞ্চরণ শ্রীহরিরই যুক্ত হয়, পরন্তু সংসারী ও অস্বতন্ত্র জীবের তাহা কখনও যুক্ত হয় না।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, সর্ব্বাশ্রয় বস্তু বিষ্ণু—ইহা অযুক্ত ; কারণ, ছান্দোগ্যে দৃষ্টান্ত-বাক্যে—"আকাশই নাম ও রূপের নির্ব্বাহক ; তাহারা ব্যতীত যে বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম, তাহাই অমৃত"—এই শ্রুতিতে 'বৈ' এবং 'নাম'—এই নিপাতদ্বয়কর্ত্তৃক প্রসিদ্ধ আকাশই সূচিত হওয়ায় নাম-রূপ-নির্ব্বাহক-পদে তাহারই সর্ব্বাশ্রয়ত্ব কথিত হয়। অতএব শঙ্কা-নিরাসার্থ (৪১)—"আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি-ব্যপদেশাৎ" এই সূত্র বলিয়াছেন। তাহার অর্থ—'অন্যশ্চ' (অন্যও)। এ স্থলে 'অন্য'-শব্দটী অর্থান্তর (অর্থাৎ) বিলক্ষণার্থ-বাচক। পূর্ব্ববৎ 'তদন্যত্র বাচক' ও 'সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'—এই বাক্যদ্বয় এস্থলে অন্বিত হইবে। অতএব অর্থ—'তাহারা বিনা' অর্থাৎ নাম ও রূপ বিনা যে বস্তু বর্ত্তমান, সেই বস্তু অর্থাৎ নামরূপশূন্যস্বরূপে কথিত 'অন্য' অর্থাৎ

বিলক্ষণ সেই বস্তুও এক জনার্দ্দনই হন। কেবলমাত্র যে তিনি কম্পকাদি, তাহাই নহে—ইহার 'চ'-শব্দের অর্থ। অতএব 'খবং' এই স্থলে শ্রীহরিতে ও লোকতঃ গগনে প্রয়োগ-হেতু যে-সকল শব্দ বিষ্ণুর অন্যত্র (আকাশে) ও বাচকরূপে প্রতীত হয়,—'আকাশ' 'নির্ব্বাহক' 'যৎ' (যে) ইত্যাদি সেই শব্দসমূহদ্বারা জনার্দ্দনই বাচ্য, পরন্তু অবকাশ (ভূতাকাশ) নহে। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—'অন্ত বিষ্ণু সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'। যদিও নামরূপশূন্যতাদ্বারা উপলক্ষিত ব্রহ্মত্ব, অমৃতত্ব, নামরূপনির্ব্বাহকত্ব প্রভৃতি লিঙ্গসমূহ বিষ্ণুবস্তুতে লোকতঃ অপ্রসিদ্ধ, তথাপি শ্রুতিতে তাহা বিষ্ণু-সম্বন্ধিরূপেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ বস্তুর সূচক 'বৈ' এবং 'নাম' এই নিপাতদ্বয়ের যদিও লোকতঃ আকাশ-পদে প্রসিদ্ধ ভূতাকাশেই অবসর দৃষ্ট হয়, তথাপি বেদে 'আকাশ'-পদে বিষ্ণুর প্রসিদ্ধি থাকায় উক্ত প্রসিদ্ধিকে আশ্রয়-পূর্ব্বক এস্থলেও আকাশ-পদে বিষ্ণুর সূচনা-বিষয়ে তাহাদের অবকাশ রহিয়াছে। 'জনার্দ্দন' পদে অজত্ব ও মোচকত্ব উক্তিদ্বারা অমৃতত্ব এবং ব্রহ্মত্বও তাঁহাই সূচিত হইল, যেহেতু শ্রুতিবাক্যে "প্রয়াণকালে ভূতগণ যাঁহাতে সর্ব্বতোভাবে প্রবিষ্ট হয়, তিনি ব্রহ্ম, তদ্‌বিষয়েই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা কর",—এরূপ কথিত হইয়াছে। এ স্থলে সমন্বয়াই যৌগিক 'আকাশ'-শব্দের অর্থই বাচ্য হইলেও তদ্‌বিষয়ে 'অন্যশ্চ'—এই পদে অর্থান্তরত্বরূপ লিঙ্গবিশেষের উল্লেখের অভিপ্রায় পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্য (অর্থাৎ এই পাদেরই দশম অধিকরণের ব্যাখ্যার শেষভাগে কম্পনরূপ লিঙ্গ-কথনের যেরূপ অভিপ্রায়, এস্থলেও সেইরূপ অভিপ্রায় জানিতে হইবে)।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, 'সেই অক্ষর বস্তু হরি'—ইহা অযুক্ত; কারণ, সেই অক্ষর বস্তুর ধর্ম্মরূপে "অসঙ্গ, অরস" ইত্যাদি বাক্যে অসঙ্গমত্ব কথিত হইয়াছে; পরন্তু বাজসনেয় শ্রুতির ষষ্ঠাধ্যায়ে—"সেই

সম্প্রসাদ বস্তু রমণ ও বিচরণ-পূর্ব্বক পাপ-পুণ্য দর্শন করিয়া পুনরায় স্বপ্নার্থ প্রতি শরীরে প্রতিযোনিতে প্রবিষ্ট হন ; তিনি সেখানে স্বপ্নকালে যাহা কিছু দর্শন করেন, তাহাদ্বারা অনন্বাগত অর্থাৎ অসম্বদ্ধই হন, যেহেতু এই পুরুষ অসঙ্গ বস্তু" এই বাক্যে স্বপ্নাদিদর্শী জীবেরই অসঙ্গত্ব দৃষ্ট হয়। "সেই সম্প্রসাদ রমণ ও বিচরণ-পূর্ব্বক পুণ্য-পাপ দর্শন করিয়া" "ইত্যাদি বাক্যে রমণ, বিচরণ, পুণ্য-পাপ-দর্শনাদি জীবলিঙ্গই বহুলরূপে বর্ত্তমান এবং স্বপ্নদ্রষ্টৃত্বও জীবেই প্রসিদ্ধ। অতএব অসঙ্গত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মলিঙ্গসমূহও তদভিন্ন জীব-চৈতন্যে সম্ভবপর হয়, অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৪২)—"সুষুপ্ত্যোৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন"—এই সূত্রে বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিলেন—'জীব হইতে অন্য'। পূর্ব্ববৎ 'তদন্যত্রবাচক' ও 'সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'—এই বাক্যদ্বয়ের অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—"প্রাজ্ঞ-আত্মকর্ত্তৃক সম্পরিষক্ত অর্থাৎ সম্বদ্ধ হইয়া (সুষুপ্তিকালে পুরুষ) বাহ্য ও আভ্যন্তর কোন পদার্থই জানিতে পারে না" এই বাক্যে সুষুপ্তি-প্রকরণে ও "প্রাজ্ঞ-আত্মকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া (পুরুষ) উৎক্রমণ করিয়া থাকে"—এই বাক্যে উৎক্রান্তি-প্রকরণে জীব হইতে অন্য যিনি (প্রাজ্ঞ আত্মা—এইপদে) শ্রুত হন, তিনি এক জনার্দ্দনই। অতএব অসঙ্গত্ব ও লোকতঃ প্রসিদ্ধি-নিবন্ধন যে-সকল শব্দ তদন্যত্র অর্থাৎ জীব-বিষয়েও বাচকরূপে প্রতীত হয়, তাদৃশ 'প্রতিযোনি-প্রবেশক,' 'স্বপ্নকালীনবস্তুদর্শক', 'অনন্বাগত', 'অসঙ্গ' এই পুরুষ প্রভৃতি সর্ব্বশব্দদ্বারা মুখ্যতঃ অর্থাৎ ঔপচারিক-বৃত্তিরাহিত্যক্রমে জনার্দ্দনই বাচ্য। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—'অন্য বিষ্ণু সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত' অর্থাৎ তাহাদ্বারা "অনন্বাগত" এই বাক্যোক্ত স্বপ্নদর্শনকৃতবিকার রাহিত্য-রূপ অসঙ্গত্ব ও "উক্ত বস্তু পুণ্যদ্বারা অনন্বাগত" ইত্যাদি বাক্যোক্ত পুণ্য-পাপ-লেপশূন্যত্ব প্রভৃতি এতৎপ্রকরণস্থ সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা তিনিই যুক্ত ;

যেহেতু—ঐ সকল লিঙ্গ বিষ্ণুসম্বন্ধিরূপেই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহের সত্যত্ব ও ঈশ্বরেরও সর্ব্বজ্ঞত্ব-নিবন্ধন—"স্বপ্নকালে যাহা কিছু দর্শন করেন" ইত্যাদি বাক্যোক্ত 'দর্শন' প্রভৃতি শব্দের মুখ্য অর্থই জ্ঞাতব্য। এস্থলে যদিও "যাহা কিছু দর্শন করেন" এই বাক্যোল্লিখিত সমন্বয়যোগ্য স্বপ্নদর্শক বস্তুই নির্দ্দেশ্য, তথাপি 'অন্যশ্চ' এই উক্তটী সূত্রের অনুসরণেই করা হইয়াছে। বিশেষতঃ ইহা দ্বারা এই প্রকরণেই জীব হইতে শ্রীহরির ভেদ কথিত হওয়ায় অভেদবাদ আশ্রয়-পূর্ব্বক ভেদ-প্রতিপাদক লিঙ্গসমূহের গৌণার্থ আর কল্পনীয় হইতে পারে না এবং ইহারই বলে "প্রতি যোনিতে প্রবিষ্ট হয়" ইত্যাদি শব্দেরও মুখ্যার্থ শ্রীহরিই সিদ্ধ হইতেছেন। 'জনার্দ্দন'-শব্দে সংসারনাশকত্ব-কথনদ্বারা এস্থলে ইহাই সূচিত হইল যে, সুপ্তিপ্রকরণগত 'সংপরিষ্বক্ত'-শব্দটী স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি"—এই সূত্রদ্বারা মুক্তবাচক-রূপেও সিদ্ধ বলিয়া 'সম্পরিষ্বক্ত' অর্থাৎ সুপ্ত পুরুষের ন্যায় মুক্ত—এইরূপ অর্থোপলব্ধি হওয়ায় মোক্ষদশায়ও যেহেতু ভেদের সত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব ভেদ ব্যবহারিক নহে,—পরন্তু বাস্তবিকই ॥৪॥

পতিত্বাদিগুণৈর্যুক্তস্তদন্যত্র চ বাচকৈঃ।
মুখ্যতঃ সর্ব্বশব্দৈশ্চ বাচ্য একো জনার্দ্দনঃ ॥৫॥

অনুবাদ—তিনি পতিত্ব (সকলের উপর আধিপত্য) প্রভৃতি গুণসমূহ দ্বারা যুক্ত এবং বিষ্ণু ভিন্ন অন্যত্রও (অপর জীব-বিষয়েও) বাচক সকল শব্দের দ্বারাই মুখ্যভাবে একমাত্র সেই জনার্দ্দনই বাচ্য ॥৫॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

নন্বথাপি 'সর্ব্বকর্ত্তা' 'পূর্ণানন্দ' ইত্যাদাবনন্যাপেক্ষসর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদিগুণোক্ত্যা যন্নিত্যমহিমত্বং বিষ্ণোরভিমতং তদযুক্তং—

তস্য কাণ্বশ্রুতৌ ষষ্ঠে "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্যেতি স বা এষ মহানজ আত্মা" ইতি অজশব্দাদ্ধিরণ্যগর্ভে রূঢ়ব্রাহ্মণপদ-সহকৃতাচ্চতুর্ম্মুখস্য প্রতীতের্নিত্যমহিমত্বাদিবিষ্ণুলিঙ্গস্য চ তদ-ভেদেন বিরিঞ্চেঽপ্যুপপত্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তং (৪৩)—"পত্যাদি-শব্দেভ্যঃ" ইতি। তদর্থঃ—পতিত্বাদিগুণৈর্যুক্ত ইতি। পূর্ব্ব-বদনুষঙ্গঃ। সর্ব্বস্য বশী "সর্ব্বস্যেশানঃ", "সর্ব্বস্যাধিপতিরেষ সর্ব্বেশ্বরঃ" ইত্যাদিনোক্তসর্ব্বাধিপতিত্বাদিগুণৈর্যুক্ত একো জনার্দ্দনঃ। তত্তস্মাৎ প্রসিদ্ধ্যা নিত্যমহিমত্ববিষ্ণুলিঙ্গেন (তত্র তদন্যত্র চ বা) চোভয়বাচকত্বেন প্রতীতৈর্ব্রাহ্মণাজমহদাত্মাদি-সর্ব্বশব্দৈরেকো জনার্দ্দন এব মুখ্যতো ব্রহ্মণা বেদেনাণ্যতে জ্ঞায়ত ইত্যাদি যোগবৃত্ত্যা বাচ্যো ন বিরিঞ্চঃ। কুতঃ? পতিত্বাদিগুণযুক্তো বিষ্ণুঃ সর্ব্বৈর্লিঙ্গৈর্যুতো হি। সর্ব্ববশিত্ব-সর্ব্বেশানত্বাদিলিঙ্গযুতত্বস্যেশান ইত্যাদিভাষ্যোক্তশ্রুতিভিঃ বিষ্ণৌ প্রসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। অত্র জনেত্যজত্বোক্ত্যাজ শব্দস্য হরৌ যৌগিকত্ব মর্দ্দনেতি-সংসারমোচকত্বোক্ত্যা ব্রাহ্মণপদস্য বেদগম্যত্বরূপ-যৌগিকত্বঞ্চ সূচিতং—মোচকস্যৈব বেদগদম্যত্বাৎ "তমেবং বিদ্বান্" ইত্যাদেঃ। ব্রহ্মাণ ইতি দীর্ঘব্যত্যয়স্যাধিক্যার্থত্বাদ্ ব্রাহ্মণাজ-শ্রুত্যোঃ সাবকাশত্বাৎ নির্ব্বীজোঽভেদো নাশঙ্ক্য ইতি ভাবঃ—বশিত্বাদিগুণৈর্যুক্ত ইতি বাচ্যে পতিত্বাদীত্যুক্তিঃ সূত্রানুসারাৎ। সূত্রঞ্চ ভাষ্যোক্তশ্রুত্যনুসারি। পাদার্থমুপসংহরতি—তদন্যত্র চ বাচকৈঃ; মুখ্যতঃ সর্ব্বশব্দৈশ্চ বাচ্য একো জনার্দ্দন ইতি। তদিদং তন্ত্রমাবৃত্তির্ব্বা। পতিত্বাদিগুণৈর্যুক্ত ইত্যস্তি। অত্রাদি-

পদেন প্রাগুক্তসর্ব্বাশ্রয়ত্ব-পূর্ণগুণত্বাদয়ো জীবান্যত্বান্তাশ্চ গুণা গৃহ্যন্তে। যতঃ পতিত্বাদিগুণৈর্যুক্তঃ, তৎ তস্মাৎ তত্র তদন্যত্র চ বাচকৈঃ সর্ব্বশব্দৈশ্চ নামলিঙ্গোভয়াত্মকৈঃ কেবলমন্যত্র প্রসিদ্ধৈরিতি চার্থঃ। মুখ্যতো মুখ্যযা বৃত্ত্যা এক্কো জনার্দ্দনঃ বাচ্যো, ন তু বিষ্ণুরন্যশ্চেত্যনেকে ইত্যর্থঃ ॥৫॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবৃত্তৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং রাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং প্রথমাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ১।৩॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, 'সর্ব্বকর্ত্তা', 'পূর্ণগুণ' ইত্যাদি বাক্যে অন্যনিরপেক্ষ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদি গুণের উক্তি-হেতু বিষ্ণুর যে নিত্যমহিমশালিত্ব অভিমত হয়, তাহা অসঙ্গত; কারণ, কাণ্ব-শ্রুতির ষষ্ঠ অধ্যায়ে—"ব্রাহ্মণেরই এই নিত্য মহিমা; সেই ইনি মহান্, অজ আত্মা" এইরূপ উক্তি-হেতু হিরণ্যগর্ভে রূঢ় 'ব্রাহ্মণ' এই শব্দের সহিত একত্র কথিত 'অজ'-শব্দ হইতে চতুর্ম্মুখেরই প্রতীতি-নিবন্ধন নিত্যমহিমশালিত্ব প্রভৃতি বিষ্ণুলিঙ্গও তদভেদবশতঃ চতুর্ম্মুখেও সঙ্গত হইতে পারে। অতএব এই শঙ্কা-নিরাসার্থ (৪৩)—"পত্যাদিশব্দেভ্যঃ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিলেন—'পতিত্বাদিগুণসমূহদ্বারা যুক্ত'। পূর্ব্ববৎ 'তদন্যত্র চ বাচক' ও 'সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত'—এই বাক্যদ্বয়েরও অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—"ইনি সকলের বশী, সকলের ঈশান, সকলের অধিপতি, ইনি সর্ব্বেশ্বর" ইত্যাদি বাক্যোক্ত সর্ব্বাধিপতিত্ব প্রভৃতি গুণসমূহ-দ্বারা এক জনার্দ্দনই যুক্ত। অতএব ব্রাহ্মণ, অজ, মহান্, আত্মা প্রভৃতি যে-সকল শব্দ নিত্যমহিমত্বরূপ বিষ্ণুলিঙ্গ বলিয়া 'তৎ' (তাঁহাতে—বিষ্ণুতে) ও প্রসিদ্ধি-নিবন্ধন 'অন্যত্র চ'

(চতুর্ম্মুখেও) বাচকরূপে প্রতীত, তাদৃশ উভয়-বাচক শব্দসমূহদ্বারা এক জনার্দ্দনই মুখ্যতঃ অর্থাৎ যোগবৃত্তিদ্বারা বাচ্য, চতুর্ম্মুখ নহেন। যোগবৃত্তি যথা—যিনি 'ব্রহ্ম' অর্থাৎ বেদদ্বারা 'অণিত' অর্থাৎ জ্ঞাত হন, তিনিই 'ব্রাহ্মণ' (অণ্ ধাতুর অর্থ—'জ্ঞান') ইত্যাদি। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—পতিত্বাদিগুণযুক্ত বিষ্ণু সর্ব্বলিঙ্গদ্বারা যুক্ত। "ইনি সকলের ঈশান, সকলের ঈশান" ইত্যাদি ভাষ্যোক্ত শ্রুতিসমূহ দ্বারা সর্ব্ববশিত্ব ও সর্ব্বেশানত্ব প্রভৃতি লিঙ্গযুক্তরূপে বিষ্ণুই প্রসিদ্ধ। এস্থলে 'জন'—এই অজত্ব-উক্তিদ্বারা 'অজ'-শব্দের শ্রীহরিতে যৌগিকত্ব সূচিত হইল। আবার 'অর্দ্দন'—এই সংসারমোচকত্ব উক্তিদ্বারা ব্রাহ্মণ-পদের বেদগম্যত্ব-রূপ যৌগিক অর্থ জ্ঞাপিত হইয়াছে; যেহেতু—"তমেবং বিদ্বান্" ইত্যাদি শ্রুতি-অনুসারে মোচক বস্তুই বেদগম্যরূপে সিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত যৌগিকার্থানুসারে ধাতুপ্রত্যয়যোগে 'ব্রহ্মাণ' এইরূপ হইলেও 'ব্রাহ্মণ'—এইরূপ দীর্ঘ-বিপর্য্যয়ের আধিক্যার্থনিবন্ধন (অতিরিক্ত প্রয়োজনীয়তা-নিবন্ধন) ব্রাহ্মণ ও অজ-শ্রুতির বিষ্ণুতে সাবকাশত্ব-হেতু বিষ্ণু ও চতুর্ম্মুখের নির্ম্মূলক অভেদ আশঙ্কনীয় হয় না। 'বশিত্বাদি-গুণযুক্ত' না বলিয়া 'পতিত্বাদিগুণযুক্ত'—এইরূপ উক্তি সূত্রানুসরণেই হইল। সূত্রেও ভাষ্যোক্ত শ্রুতিরই অনুসারী। সম্প্রতি এই তৃতীয় পাদের অর্থের উপসংহার করিতেছেন—'তদন্যত্র বাচক সর্ব্বশব্দদ্বারা মুখ্যতঃ এক জনার্দ্দন বাচ্য'। 'তদন্যত্র'—এই বাক্যের 'তৎ' এই পদটীর তন্ত্রতা (একবার প্রয়োগে উভয়কার্য্য-সাধকতা) অথবা আবৃত্তি (বারম্বার উচ্চারণ) হইবে। 'পতিত্বাদিগুণসমূহদ্বারা যুক্ত'—এই বাক্যেরও এস্থলে অন্বয় জ্ঞাতব্য। 'পতিত্বাদি'—এই 'আদি'-শব্দে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বাশ্রয়ত্ব ও পূর্ণগুণত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জীবান্যত্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় গুণ গৃহীত হইতেছে। অতএব অর্থ এইরূপ—যেহেতু (জনার্দ্দন) পতিত্ব প্রভৃতি

গুণসমূহ-দ্বারা যুক্ত, অতএব তাঁহাতে ও তাঁহা ব্যতীত অন্যত্রও (জীব-বিষয়েও) বাচক-রূপ নাম ও লিঙ্গ, এই উভয়াত্মক সর্ব্বশব্দদ্বারাই মুখ্যতঃ অর্থাৎ মুখ্যবৃত্তিক্রমে এক জনার্দ্দনই বাচ্য, পরন্তু বিষ্ণু ও অন্য বস্তু —এইরূপ অনেক বাচ্য নহেন। 'তদন্যত্র চ'—এই 'চ'-শব্দদ্বারা কেবল অন্যত্র প্রসিদ্ধ শব্দসমূহদ্বারাও জনার্দ্দনই বাচ্য—ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥৫॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্যের শ্রীরাঘবেন্দ্রযতিকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকার প্রথম-অধ্যায়-তৃতীয়পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্থঃ পাদঃ

অব্যক্তঃ কর্ম্মবাচ্যৈ(ক্যৈ)শ্চ বাচ্য একোঽহমিতাত্মকঃ
অবান্তরং কারণঞ্চ প্রকৃতিঃ শূন্যমেব চ ॥৬॥
ইত্যাদ্যন্যত্র নিয়তৈরপি মুখ্যতয়োদিতঃ ।
শব্দৈরতোঽনন্তগুণো যচ্ছব্দাযোগবৃত্তয়ঃ ॥৭॥

ইতি শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃতব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যে শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎপাদাচার্য্যবিরচিতে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১॥

প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থপাদস্থ ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যস্তগৃহীতের্দ্দর্শয়তি চ ॥ ২। সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ৩। তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৪। জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৫। বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি ॥ ৬। প্রকরণাৎ। ৭। ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ৮। মহদ্বচ্চ ॥ ৯। চমসবদবিশেষাৎ ॥ ১০। জ্যোতিরুপক্রমাৎ তু তথা হ্যধীয়ত একে ॥ ১১। কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ ॥ ১২। ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ ॥ ১৩। প্রাণাদয়োবাক্যশেষাৎ ॥ ১৪। জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে ॥ ১৫। কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৬। সমাকর্ষাৎ ॥ ১৭। জগদ্বাচিত্বাৎ ॥ ১৮। জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৯। অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্ন-ব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ২০। বাক্যান্বয়াৎ ॥ ২১। প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥ ২২। উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ ॥ ২৩। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥ ২৪। প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥ ২৫। অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥ ২৬। সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ ॥ ২৭। আত্মাকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ২৮। যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥ ২৯। এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥

অনুবাদ—তিনি (বিষ্ণু) অব্যক্ত (অক্ষর বস্তু) ও কর্ম্মবাচক শব্দসমূহের দ্বারা বাচ্য ; তিনি এক (অদ্বিতীয়), তিনি অপরিমিত-সংখ্যক বস্তুর (অনেকের) নিয়ামক অথবা মিত(ব্যক্ত)-স্বরূপ ; তিনি (ভূত বা আকাশাদির) অবান্তর (গৌণ) কারণও বটেন ; তিনি প্রকৃতি (পুংলিঙ্গ—প্রকৃষ্ট কৃতিশালী) এবং তিনি শূন্যই ('শ' অর্থাৎ 'পরের সুখ', 'উণ' অর্থাৎ 'নিজ-সুখ হইতে অল্প' করেন বলিয়া 'শূণ্য')। এইরূপ অন্যত্রও (জীবের বা জড়ের প্রতিও) নিয়ত (প্রসিদ্ধ, বর্ত্তমান, ব্যবহৃত বা ব্যুৎপন্ন) শব্দসমূহের দ্বারাও তিনিই পরম মুখ্যবৃত্তিক্রমে কথিত হন ; অতএব তিনি (বিষ্ণু) অনন্ত গুণময়, যেহেতু শব্দ-সমূহ (নিত্য) যোগবৃত্তিবিশিষ্ট অর্থাৎ বিষ্ণুতেই যৌগিকরূপে বর্ত্তমান ॥৬-৭ ॥

ইতি ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের শ্রীমধ্বাচার্য্যকৃত 'অণুভাষ্যম্'এর বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

নন্বেবং ত্রিপাদ্যা জন্মাদিসূত্রোক্ত-সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-তৎসঙ্গত-পূর্ণানন্দত্বাদিপ্রতিপাদকবাক্যস্থ-কতিপয়শব্দবাচ্যত্বোক্ত্যা বিষ্ণৌ কতিপয়গুণসিদ্ধাবপি আদ্যসূত্রস্থব্রহ্মপদোক্তানন্তগুণত্বাসিদ্ধিরেব। দেবতা-তারতম্য-কর্ম্মক্রম-কালাদি-বোধকবাক্যস্থাশেষশব্দবাচ্যত্ব-স্যানুক্ত্যা সমন্বয়সূত্রপ্রতিজ্ঞাতাশেষশব্দসমন্বয়স্যাপ্রতিপাদনা-দিত্যতঃ প্রবৃত্তশ্চতুর্থঃ পাদঃ। তদর্থং ভাষতে—'অব্যক্ত' ইতি। 'ইত্যাদ্যন্যত্র নিয়তৈরপি মুখ্যতয়োদিতঃ। শব্দৈরতোঽনন্তগুণো যচ্ছব্দা যোগবৃত্তয়ঃ' ইত্যন্তিমশ্লোকোঽপ্যত্রাকৃষ্যতে। একো জনার্দ্দন ইত্যনুষজ্যতে। ইত্যাদীতি ভিন্নং পদং, ক্রিয়াবিশেষণং

বা ; অবিভক্তিকোঽয়ং নির্দ্দেশো বা ; তৃতীয়ার্থে প্রথমা বা ; ইত্যাদ্যন্তর্য্যাম্যুচ্যত ইত্যন্তর্য্যামিনয়পূর্ব্বপক্ষভাষ্যস্থেত্যাদীতি শব্দবৎ। যথোক্তং তত্ত্বপ্রদীপে—ইত্যাদীতি প্রথমা সপ্তম্যর্থে ; তৃতীয়ার্থে বা, সপ্তস্থ প্রথমেতিসূত্রাৎ ক্রিয়াবিশেষণং বেতি। তথা চায়মর্থঃ—অব্যক্ত ইত্যাদিভিরব্যক্ত-দুঃখি-বন্ধাবর-বসন্ত-জ্যোতিরাকাশাদিভির্দেবতা-তারতম্য-কর্ম্মক্রমাদিবোধক-বাক্যস্থৈরিত্যর্থঃ। অন্যত্র নিয়তৈরপি নিয়মেনান্যত্র বর্ত্তমানৈরপি। অন্যত্রৈব প্রসিদ্ধৈরপীতি যাবৎ। ন কেবলমন্যত্রোভয়ত্র প্রসিদ্ধৈরিত্যপেরর্থঃ। শব্দৈর্মুখ্যতয়া পরমমুখ্যবৃত্ত্যা একো জনার্দ্দন উদিতঃ সূত্রকৃতা প্রতিপাদিতোঽস্মিন্ পাদে ইত্যর্থঃ—অতোঽখিলশব্দবাচ্যত্বাদনন্তগুণ ইত্যর্থঃ। তাবতা কথমনন্তগুণতেত্যত উক্তং —যচ্ছব্দা যোগবৃত্তয় ইতি। যদ্ যস্মাচ্ছব্দা হরৌ যৌগিকা অত ইত্যর্থঃ।

নন্বেবং দেবতা-তত্তারতম্য-কর্ম্মক্রমাদ্যলৌকিক-সর্ব্বপদার্থপরিলোপস্তেষাং শব্দৈকবেদ্যত্বাদিত্যতোঽপি মুখ্যতয়াঽন্যত্র নিয়তৈরপীতি। নিগমনিঘণ্ট্বাদি-লোকপ্রসিদ্ধ-যোগরূঢ়িরূপ-মুখ্যবৃত্ত্যাঽন্যবাচকৈরপি শব্দৈস্তদবাধেন মহাযোগবিদ্বদ্রূঢ়িরূপ পরমমুখ্যবৃত্ত্যোদিত ইতি।

ননু সমন্বয়সূত্রোক্তং সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বং বিষ্ণোরযুক্তম্। কাঠকে "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ" ইত্যাদিনা "মহতঃ পরমব্যক্তম্" ইত্যব্যক্তান্তদেবতা তারতম্যমুক্ত্বা "অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ" ইতি পুরুষোৎকর্ষাবধিত্বেন শ্রুতাব্যক্তশব্দস্য প্রসিদ্ধমহত্তত্ত্বপরত্ব-পুরুষোৎকর্ষা-

বধিত্বাদিলিঙ্গেন চ প্রধানবাচিত্বাদিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (১-৯)—"আনুমানিকমপি" ইত্যাদি সূত্রনবকম্। তদর্থঃ—অব্যক্ত ইতি। 'একো জনার্দ্দনঃ' ইতি, 'অন্যত্র নিয়তৈরপি মুখ্যতয়োদিতঃ শব্দৈঃ' ইতি চাত্রোক্তরত্র চান্বেতি। অব্যক্ত ইত্যুপলক্ষণম্; শ্রীবাচিতয়া প্রাধান্যাদস্যোক্তিঃ। ব্যক্তো ন ভবতীত্যব্যক্তঃ 'অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ' ইত্যাদৌ অব্যক্তজীবাদিপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তযুক্তোঽব্যক্তপ্রাণধারকাদিঃ মুখ্যতয়া একো জনার্দ্দনঃ। তথা চাবরত্ব-দুঃখিত্বাদিলিঙ্গবশাদন্যত্র নিয়তৈরব্যক্তজীববদ্ধাদিশব্দৈর্মুখ্যতয়া পরমমুখ্যবৃত্ত্যা এক জনার্দ্দন উদিতঃ, ন তু প্রধানাদিঃ—অব্যক্তাদিশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তস্য বিষ্ণৌ সত্ত্বে তচ্ছব্দৈরুদিতত্বাবশ্যকত্বাদিতি ভাবঃ। অব্যক্তাদিশব্দার্থাব্যক্তত্বাদিকং কুতো জনার্দ্দনস্যেত্যতঃ শব্দৈরিতি। "যত্তৎ সূক্ষ্মং পরমং বেদিতব্যম্", "এষোঽণুরাত্মা", "স জীবনামা ভগবান্ প্রাণধারণহেতুতঃ" ইত্যাদি শব্দৈরিত্যর্থঃ—সূক্ষ্মস্যৈবাব্যক্তত্বার্হত্বাদিতি ভাবঃ।

নন্বু প্রধানাদৌ রূঢ়াব্যক্তাদিশব্দৈর্যোগমাত্রেণ কথং মুখ্যতয়োদিত ইত্যতোঽপি শব্দৈরিতি—"অব্যক্তমচলং শান্তম্" "অব্যক্তো ঽক্ষর উচ্যতে", "অনেন জীবেনাত্মনা", "জীবো বিনয়িতা সাক্ষী", "নামানি সর্ব্বাণি যমাবিশন্তি" ইত্যাদি বিষ্ণাববক্তাদিপদপ্রয়োগবাহুল্যরূপরূঢ়িপ্রদর্শকৈঃ শ্রুতিস্মৃতিরূপসর্ব্বশব্দবাচ্যত্ববোধকশব্দৈঃ, তথা "তমেবৈকং জানথ" ইত্যাদিভিঃ বিষ্ণোরেব মোক্ষার্থং জ্ঞেয়ত্ববোধকশব্দৈরিত্যর্থঃ। প্রধানাদৌ প্রসিদ্ধৈরব্যক্তাদিশব্দৈর্মহচ্ছব্দচমসশব্দয়োরন্যত্র প্রসিদ্ধয়োরপি "মহান্তং

বিভুম্” ইত্যাদৌ বিষ্ণুশিরসোর্মুখ্যত্বাদ্ধরৌ মুখ্যতয়োদিতত্বং যুক্তমিতিভাবঃ।

নন্বেবম্ অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং নিচায্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে” ইতি বাক্যে মহৎপরত্বলিঙ্গেন প্রধানস্যাপি মুক্ত্যর্থং জ্ঞেয়ত্বোক্তেস্তস্যাপি বৈদিকাব্যক্তাদিশব্দৈঃ পরমমুখ্যয়োদিতত্বং স্যাদিত্যতোঽপি শব্দৈরিতি। “মহতো মহীয়ান্”, “অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবম্” ইতি, “পরো হি দেবঃ পুরুহূতো মহত্তমঃ” ইত্যাদি বিষ্ণোরেব মহৎপরত্ববোধকশব্দৈস্তথা “তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্” ইত্যেতৎপ্রকরণার্থোপাসকস্য বিষ্ণুপদপ্রাপ্তিবোধকশব্দেন পিতৃসৌমনস্য-স্বর্গাগ্নি-পরমাত্মরূপত্রিতয়মাত্রবিষয় প্রশ্নোত্তররূপ-শব্দৈস্তদ্‌বাক্যে জনার্দ্দনঃ প্রাগুক্তনিরুক্ত্যানাদিঃ সংসারার্দ্দনো ভগবান্ মুখ্যতয়োদিতো ন প্রধানমিত্যর্থঃ।

কথং তর্হি অবরত্ব-দুঃখিত্বাদ্যর্থক-পঞ্চম্যাদিশব্দোদিতত্বোপপত্তিঃ সর্ব্বেশে নির্দ্দোষে হরাবিত্যতোঽপি শব্দৈরিতি। “যদধীনো গুণো যস্য তদ্‌গুণী সোঽভিধীয়তে; স বদ্ধঃ স দুঃখী স বন্ধয়তি স দুঃখয়তি” ইত্যাদি শব্দৈঃ স্বাতন্ত্র্যাদিনা নিমিত্তেন তত্তচ্ছব্দবাচ্যত্ববোধকৈঃ শব্দৈরিত্যর্থঃ। বিষ্ণাবরত্বাদ্যভাবেঽপি অন্যগতাবরত্বাদিকং প্রতি স্বাতন্ত্র্যাজ্জয়ীতিশব্দেন রাজ্ঞেব পঞ্চম্যাদিশব্দৈরুদিত ইতি ভাবঃ।

নন্বথাপি ন বিষ্ণোঃ সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বং,—“বসন্তে বসন্তে জ্যোতিষা যজেত” ইত্যাদৌ কালকর্ম্মক্রমাধিকারিফলাদিবাচক-শব্দানাং বিষ্ণুবাচিত্বাযোগাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (১০-১১)—“জ্যোতি-রূপক্রমাৎ” ইত্যাদিসূত্রদ্বয়ম্। তদর্থঃ—কর্ম্মবাচ্যৈশ্চ বাচ্য ইতি।

পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। প্রাধান্যাদুক্তবক্ষ্যমাণ সর্ব্বশব্দানামুপলক্ষণত্বেন কর্ম্মোক্তিঃ। কর্ম্ম বাচ্যং যেষাং তৈঃ কর্ম্মবাচ্যৈশ্চ ন কেবলং তরতমভাবাপন্নার্থবাচকৈরিত্তিচার্থঃ। কর্ম্ম-তদঙ্গ-তৎক্রম-দেশ-কালাধিকার্য্যাদিবাচকৈরন্যত্র নিয়তৈরপি শব্দৈর্মুখ্যতয়া পরম-মুখ্যবৃত্ত্যা একো জনার্দ্দনো বাচ্যো, ন কর্ম্মাদিঃ। কুতঃ? শব্দৈঃ— "তা বা এতাঃ সর্ব্বা ঋচঃ সর্ব্বে বেদাঃ", "নামানি সর্ব্বানি যমা-বিশন্তি", "তমেবৈকং জানথ", "সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি" ইত্যাদি সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বাবেদকশ্রুত্যাদিরূপশব্দৈর্জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ।

অস্তু শ্রুত্যাদিবলাৎ সর্ব্বশব্দোদিতত্বং, মুখ্যবৃত্ত্যেতি তু কুত ইত্যতোঽপি শব্দৈরিতি—"এব ইমং লোকমভ্যার্চ্চৎ" ইত্যাদি-রূপৈর্হরৌ মহাযোগবিদ্বদ্রূঢ়িপ্রদর্শকৈঃ শ্রুত্যাদিরূপশব্দৈরিত্যর্থঃ। এবং তর্হি কর্ম্মাদিপরিলোপঃ। পদেষ্ববয়বানামপি বিষ্ণুবাচিত্বে হরৌ শব্দস্য যোগানুপপত্তিশ্চেত্যতোঽপি কর্ম্মবাচ্যৈশ্চেতি। চোঽপ্যর্থঃ। নিগমনিঘণ্ট্বাদিপ্রসিদ্ধযোগরূঢ়িভ্যাং মুখ্যতয়া কর্ম্ম-বাচকৈরপি জ্যোতিষ্টোমাদিশব্দৈঃ কর্ম্মাদৌ লোকসিদ্ধমুখ্যত্ব-মবাধিত্বৈব তৈঃ শব্দৈঃ পরমমুখ্যতয়া হরিরুদিত ইতি। তথা চ ন কর্ম্মাদিলোপদোষঃ। অবয়বানামন্যবাচকত্বমুপেত্যৈব শব্দস্য হরৌ বুৎপত্ত্যঙ্গীকারেণ ন যোগাসম্ভবদোষোঽপি। "রূঢ়িযোগৌ বিনা কশ্চিন্নৈবার্থো বেদগো ভবেৎ। তথাপি যৌগিকো মুখ্যঃ সর্ব্বত্রাস্তি স বৈদিকে। অনবস্থানিবৃত্ত্যর্থং যৌগিকে রূঢ়িকল্পনা॥" ইতি, "রূঢ়িমেব সমাশ্রিত্য বিভজ্যার্থান্ যথা ক্রমম্। বিদোষগুণপূর্ত্ত্যর্থং বিষ্ণৌ যোগার্থমানয়েৎ। পশ্চাদেব যথাযোগমিতরেষ্বপি সন্নয়েৎ॥"

ইত্যুক্তেরিতি ভাবঃ। অতএব জ্যোতিরাদিভিরিত্যনুক্তং। কর্ম্ম-বাচ্যেশ্চেত্যেবং নির্দ্দেশঃ। কর্ম্মবাক্যেশ্চেত্যেবংপাঠেঽপ্যয়মেবার্থো ধ্যেয়ঃ। অত্র মুখ্যতয়েতি মুখ্যতাৎপর্য্যবিষয়ত্বমাত্রং, বাচ্যত্বস্য পৃথগুক্তেঃ। অন্যত্র তূভয়মপি।

নন্বথাপি ন সর্ব্বশব্দবাচ্যতা হরের্যুক্তা,—কাণ্বশ্রুতৌ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে "যস্মিন্ পঞ্চ পঞ্চ জনা আকাশশ্চ প্রতিষ্ঠিতঃ তমেব মন্য আত্মানং বিদ্বান্ ব্রহ্মামৃতোঽমৃতম্" ইত্যাদৌ পঞ্চ পঞ্চেতি বীপ্সায়া যস্মিন্নিত্যুক্তসর্ব্বশরীরস্থেশ্বরাধারকতয়া শ্রুতানাং পঞ্চত্বসংখ্যা-যুতানাং "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ" ইত্যাদি বাক্যশেষোক্ত-দ্বিতীয়ান্ত প্রাণাদিশব্দিতানাং জনানাং আধারাধেয়ভাববিরোধে-নৈকস্য পঞ্চত্বরূপবহুত্বসংখ্যাবিরোধেন চাবিষ্ণুত্বেন জনাদিশব্দ-বাচ্যত্বাযোগাদিত্যতঃ প্রাপ্তঃ (১২-১৪)—"ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি" ইত্যাদি সূত্রত্রয়ম্। তদর্থঃ—একোঽমিতাত্মক ইতি। পূর্ব্ববদনু-ষঙ্গঃ। একো "যস্মিন্ ইত্যেকবচনান্তযত্তদাদিশব্দোক্তঃ পঞ্চ-জনাদিশব্দার্থ ভূতোঽমিতাত্মক একো জনার্দ্দনঃ। তথা চাধারাধেয়-ত্বাদিনান্যত্র নিয়তৈরপি পঞ্চজনাদিশব্দৈর্মুখ্যতয়া পরমমুখ্যত্বেনো-দিতঃ,—তদর্থং বহুত্বসংখ্যাযুক্তস্য বিষ্ণুত্বে তচ্ছব্দোদিতত্বা-বশ্যম্ভাবাৎ। হরেঃ পঞ্চজনশব্দার্থভূতামিতাত্মকত্বমেব কুত ইত্যতো-ঽপ্যমিতাত্মক ইতি; অমিতানামনেকেষামাত্মা নিয়ামকঃ এবামিতাত্মকঃ— শরীরতদন্তর্গতাকাশপ্রাণাদিপঞ্চজননিয়ামক ইত্যর্থঃ। এতেন "প্রাণস্য প্রাণম্" ইত্যাদিবাক্যশেষে দ্বিতীয়ান্ত-তয়া প্রাধান্যেন নির্দ্দিষ্টানামেব পঞ্চজনশব্দার্থত্বাৎ। তেষামেব

চ প্রাণাদিনিয়ামকত্বরূপ বিষ্ণুলিঙ্গেন বিষ্ণুত্বাদিত্যুক্তং ভবতি। তাবতাপি কথমনেকত্বং হরেরিত্যতোঽপি অমিতাত্মক ইতি—অমিতেষু অনেকেষু শরীর-তদন্তস্থাকাশ-পঞ্চজনেষু আত্মা স্বরূপং যস্য স ইত্যর্থঃ। নিয়ম্যানামনেকত্বেন তন্নিয়ামকতয়া তেষ্বনেকরূপত্বস্য ন্যায়প্রাপ্তত্বাদিতি ভাবঃ। এবং তর্হ্যেকস্যৈবাধারাধেয়ভাববিরোধ ইত্যেতদপি অমিতাত্মক ইত্যুক্ত্যৈব সমাহিতং—শরীরাদীনামাধারাধেয়ভাবাপন্নতয়া তন্নিয়ামকেশ্বররূপাণাং তত্রস্থানামপি তথাত্বোপপত্তেরিতি।

নন্বু "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রস্য শ্রোত্রমন্নস্যান্নং মনসো মনঃ" ইতি মাধ্যন্দিনশ্রুতৌ অন্নাখ্যরূপেণ সহামিতাত্মক উক্তঃ। কাণ্বানাং শ্রুতৌ তু জ্যোতিষা সহ। তথা চ কো বাঽমিতাত্মকঃ পঞ্চজনশব্দাভিধেয় ইত্যতোঽপি এক ইত্যাদি। শ্রুতিদ্বয়োক্তোঽপ্যমিতাত্মক এক ইত্যর্থঃ। অন্নজ্যোতিঃশব্দাভ্যাং রূপপঞ্চকপ্রবিষ্টমেকরূপমুচ্যতে, ন তু রূপভেদ ইত্যর্থঃ ; যদ্বা, একো জনার্দ্দনোঽমিতাত্মকঃ—অমিতোঽনেক আত্মাধিকারী জীবো যস্য স ইত্যর্থঃ। অন্নজ্যোতিষোর্ভিন্নরূপত্বেঽপ্যুপাসকাধিকারিভেদেন পঞ্চকদ্বয়মিতি ভাবঃ।

নন্বু শরীরতৎস্থাকাশপ্রাণাদ্যধিষ্ঠানভেদেন তন্নিয়ামকতয়া তত্রাবস্থিতবিষ্ণোরমিতাত্মকত্বে রূপাণাং ভেদোঽপি স্যাদিত্যতোঽপি "ন স্থানতোঽপি" ইতি বক্ষ্যমাণন্যায়স্মরণায়ৈকো নির্ভেদ ইত্যুক্তম্। কথং নির্ভেদোঽমিতাত্মকোঽন্যত্র লোকেঽদৃষ্টেরিত্যতোঽপ্যমিতাত্মক ইতি। "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি" ইতি

বক্ষ্যমাণন্যায়েনাপরিমিতস্বরূপসামর্থ্য ইত্যর্থ ইত্যাদ্যূহ্যম্। অত্রা-মিতাত্মক ইত্যুক্ত্যা "বিরোধি সর্ব্ববাহুল্য" ইত্যনুভাষ্যোক্তদিশা চ বহুত্ববাচিনঃ শব্দা উদাহরণম্। বহুত্বমেব পূর্ব্বপক্ষযুক্তিঃ। সূত্রে হ্যতিরেকাচ্চেত্যাধারাধেয়সমর্থনঞ্চাভ্যুচ্চয়েন। "গুহাং প্রবিষ্টৌ" ইত্যত্রাত্তেত্যুক্ত্যা কর্ম্মফলাত্তৃত্বমেব তত্র ব্যুৎপাদ্যম্। "দ্বিত্বঞ্চৈকস্য-যুজ্যতে" ইত্যনুভাষ্যাদৌ ত্বভ্যুচ্চয়ত্বেন একস্যানেকত্বব্যুৎপাদনম্। অতো ন পুনরুক্তিরিতি দর্শিতম্।

নম্বথাপি ন সর্ব্বশব্দবাচ্যতা বিষ্ণোঃ,—"আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি তৈত্তিরীয়াদৌ শ্রুতভূতোৎপত্তিপ্রতিপাদকবাক্যস্থা-কাশাদি শব্দানাং কার্য্যত্বে সতি কারণত্বরূপাবান্তরকারণত্বলিঙ্গেনা-কাশাদিভূতমাত্রবাচকত্বাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (১৫)—"কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ" ইতি। তদর্থঃ—অবান্তরং কারণঞ্চ ইতি। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। সম্ভূতবাক্যে শ্রুতং কার্য্যত্বে সতি কারণত্বরূপং যদবান্তরং কারণঞ্চ তদেকো জনার্দ্দনঃ। ন কেবল-মাত্মন ইতি শ্রুতং মূলকারণমিতি বা প্রাগুক্তসমুচ্চয়ে বা চ-শব্দঃ। তথা চান্যত্রৈব নিয়তৈরপি উৎপত্তিমত্ত্বাদিলিঙ্গৈনান্যত্রৈব প্রসিদ্ধৈ-রপ্যাকাশবায়্বগ্ন্যাদিশব্দৈর্মুখ্যতয়া পরমমুখ্যত্বেনৈকো জনার্দ্দন উদিতঃ, ন তু আকাশাদিভূতম্। কুতঃ? শব্দৈঃ— প্রাগুক্ত-সর্ব্বশব্দবাচ্যত্ববোধকৈঃ "নামানি সর্ব্বাণি", "তা বা এতাঃ" "তমেবৈকং জানথ" ইত্যাদিশব্দৈরিত্যর্থঃ। বিরুদ্ধমবান্তরকারণ-মেকো জনার্দ্দনঃ কথমিত্যতোঽমিতাত্মক ইত্যনুবর্ত্ত্যম্। অমিতেষু অনেকেষু আকাশাদিম্বাত্মা স্বরূপং যস্য স ইত্যর্থঃ। আকাশাদিষু

স্থিতত্বাদিতি যাবৎ। তথা চাকাশাদ্ব্যুৎপত্তৌ আকাশান্তর্গতত্বেন বিষ্ণোরুৎপত্ত্যা বায্বাদিস্থ-রূপোৎপত্তিহেতুত্বেন বাহবান্তরকারণত্বং যুক্তমিতি ভাবঃ।

কথমজস্য জনিমত্ত্বমিত্যতোঽপি "দ্যুভ্বাদি"-নয়োক্তস্মরণায় মিতাত্মক ইতি ব্যবচ্ছিদ্য যোজ্যম্। মিতঃ ব্যক্তঃ আত্মা স্বরূপং যস্য স ইত্যর্থঃ। জনেরীশেঽভিব্যক্তিরূপত্বস্য দ্যুভ্বাদ্যায়তনমিত্যত্রাভিধানাদুৎপত্তিরত্রাভিব্যক্তিঃ। ন স্বভূত্বা ভবনাদিরূপেতি ভাবঃ। "ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকত্বেন প্রাদুর্ভাবো হরের্জনিঃ—আকাশাদিষু নান্যোঽস্তি হ্যভিমানোঽভিমানিনঃ।" ইত্যনুভাষ্যোক্তেঃ।

নন্বাকাশাদিষু হরেঃ স্থিতিরেব কুতঃ ? ইত্যতোঽপি শব্দৈরিতি—"য আকাশে তিষ্ঠন্", "যো বায়ৌ তিষ্ঠন্" ইত্যাদাবুক্তান্তর্য্যামিব্রাহ্মণোক্তৈঃ শব্দৈরিত্যর্থঃ। ননু "য আকাশে তিষ্ঠন্" ইত্যাদাবপি হরিরিতি কুত ইত্যতোঽপি শব্দৈরিতি—"যমাকাশো ন বেদ যং বায়ুর্ন বেদ" ইত্যাদিরূপৈরাকাশাদ্যবিদিতত্বামৃতত্বাদ্যন্তর্য্যামিনয়োক্তধর্ম্মবোধকৈঃ শব্দৈঃ "য আকাশে তিষ্ঠন্" ইত্যাদাবুক্তো হরিরেবেত্যর্থঃ। ননু "যমাকাশো ন বেদ" ইত্যাদিশব্দেষ্বপি কুতো হরিরিত্যতোঽপি শব্দৈরিতি—"স যোঽতোঽশ্রুতঃ" ইত্যাদি রূপৈর্হরেরবিদিতত্বাদিধর্ম্মবোধকৈঃ, তেষাং শব্দানাং বৈষ্ণবত্বাদিত্যর্থঃ।

অত্র "সমাকর্ষাৎ" ইত্যাদিসূত্রাষ্টকস্য তত্ত্বপ্রদীপন্যায়রত্নাবলী-ন্যায়চন্দ্রিকা-সম্বন্ধদীপিকাদিপ্রাচীনগ্রন্থোক্তরীত্যাকারণত্বেপেত্যধিকরণশেষত্বাৎ পৃথক্ তদর্থো ন সংগৃহীতঃ। যদ্বা, উক্ত-

বক্ষ্যমাণসর্ব্বশব্দানাং পদবর্ণাদিরূপেণ বিষ্ণুবাচিত্বোক্তিপর-জ্যোতির্নয়ার্থসংগ্রহেণৈব "সমাকর্ষাৎ" ইতি নয়ার্থোঽপি সংগৃহীতঃ। তথাহি যদুক্তং জ্যোতির্ণয়ে সর্ব্বশব্দানাং বিষ্ণৌ মুখ্যত্বমিবাঅন্যত্রাপি মুখ্যত্বান্ন কর্ম্মাদিলোপো বিষ্ণৌ শব্দানাং ব্যুৎপত্ত্যযোগো বা নেতি। তদযুক্তম্। তথাত্বে অক্ষাদিশব্দবদনেকেষু মুখ্যতাপত্ত্যা মুখ্যতয়া সর্ব্বশব্দৈর্বিষ্ণুরেবোচ্যত ইতি "তত্তু সমন্বয়াৎ" ইতি সমন্বয়সূত্রোক্তাবধারণাযোগ ইত্যাদি চোদ্যনিরাসায় প্রাপ্তং (১৬-২৩)—"সমাকর্ষাৎ" ইতি সূত্রাষ্টকম্। তস্যাঽপ্যর্থঃ—কর্ম্মবাচ্যৈশ্চ বাচ্য ইতি পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। কর্ম্মাদিবাচকৈর্মুখ্যতয়ান্যত্র নিয়তৈরুক্তবক্ষ্যমাণসর্ব্বশব্দৈরেকো জনার্দ্দনো মুখ্যতয়া পরমমুখ্যতয়া বাচ্য ইত্যর্থঃ। অমুখ্যবৃত্তৌ গৌণী লক্ষণেতি ভেদবন্মুখ্যবৃত্তাবপি মুখ্যত্বং পরমমুখ্যত্বমিতি দ্বৈবিধ্যসত্ত্বাদিতি ভাবঃ। ন চ তত্র মানাভাব ইত্যত আহ-শব্দৈঃ—"পরস্য বাচকাঃ শব্দাঃ সমাকৃষ্যেতরেষ্বপি" ইতিবৃত্তিতারতম্যবোধক-শব্দৈঃ পরমমুখ্যত্বমুখ্যত্বয়োর্হরৌ তদন্যত্রচাবগমাদিত্যর্থঃ। প্রাক্ প্রতিনয়ং পরমমুখ্যতয়েত্যাদিব্যাখ্যানমস্মাভিরেতদভিপ্রায়েণৈব কৃতম্।

• নন্বীশে পরমমুখ্যত্বেঽন্যত্র সিদ্ধির্ন স্যাদিত্যতোঽন্যত্রৈব নিয়তৈরন্যত্রৈব ব্যবহ্রিয়মাণৈরত এবান্যত্র নিয়তৈরন্যত্রৈব ব্যুৎপন্নৈরপিশব্দৈর্বাচ্য ইতি। লোকস্য জগত্যেব নৈয়ত্যেন শব্দব্যবহারেণ তত্রৈব তচ্ছ্রোতৃণাং ব্যুৎপত্তের্নৈয়ত্যাদীশে তথা বহুলব্যবহারাভাবেন ব্যুৎপত্ত্যভাবাচ্চান্যত্র প্রসিদ্ধেরজ্ঞানমূলত্বোপপত্তেরিতি ভাবঃ।

নম্ব "অস্য যদেকাং শাখাং জীবো জহাতি" ইতি, "বায়ুনা বৈ গৌতম সূত্রেণ" ইতি জীববায্বোরপি স্বাতন্ত্র্যপ্রতীতেঃ তয়োরপি সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বং স্যাদিত্যতোঽপ্যন্যত্র নিয়তৈরপীতি। অন্যত্র নিয়তৈরপি—অন্যত্র বাচকৈরপি শব্দৈঃ জীববায্বাদিশব্দৈরেকো জনার্দ্দনো মুখ্যতয়া বাচ্য ইত্যর্থঃ। জীবাদিশব্দৈস্তত্তদন্তর্য্যামিণো গৃহীতত্বেন তত্র প্রতীতস্বাতন্ত্র্যস্যাপি তদন্তর্য্যামিগতত্বেন পাদান্ত্যপ্রাণনয়েঽভিধানাদিতি ভাবঃ।

নন্মু মুখ্যতয়াঽন্যত্র নিয়তৈরন্যত্র বাচকৈরপি শব্দৈঃ পরমমুখ্যতয়া হরির্ব্বাচ্য ইত্যযুক্তং,—মুমুক্ষুং প্রতি কর্ম্মদেবতাদ্যুক্তৌ ফলাভাবান্মুক্তের্ব্রহ্মজ্ঞানাদেব সিদ্ধেস্তস্য চ পদসমন্বয়াদিনৈব সিদ্ধেরিত্যতোঽপ্যন্যত্র নিয়তৈরিতি। কর্ম্মদেবতাবাচিত্বেন স্থিতৈরপি শব্দৈরস্ততো মুখ্যতো মহাতাৎপর্য্যেণোদিত ইত্যর্থঃ। কর্ম্মদেবতাবাচিত্বেন স্থিতানাং বাক্যানামস্ততো ব্রহ্মপরত্বমিত্যেবংরূপবাক্যান্বয়াভাবে মন্দানাং প্রতিপদান্বয়াযোগ্যতয়া তত্র বৈ মুখ্যেন ব্রহ্মজ্ঞানাদ্যভাবঃ স্যাদিতি ভাব ইত্যাদ্যূহ্যম্।

নন্বথাপি ন হরেঃ সর্ব্বশব্দবাচ্যতা,—পরমপুরুষে স্ত্রীত্বাভাবেন সর্ব্বস্ত্রীশিরোমণি লক্ষ্মীবাচি প্রকৃত্যাদি স্ত্রীশব্দবাচ্যত্বাভাবাৎ। ন চ খট্বাদিশব্দবদুপপত্তিঃ,—সমন্বয়স্য গুণপূর্ত্ত্যর্থত্বেনার্থসাধুত্বস্যৈব বাচ্যত্বাৎ। তদধীনত্বন্যায়াশ্রয়ণেঽপি স্বাতন্ত্র্যস্যৈব সিদ্ধ্যা স্ত্রীশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তরূপগুণাসিদ্ধেঃ, "নামানি সর্ব্বাণি" ইত্যস্য সঙ্কোচসম্ভবাচ্চেত্যতঃ প্রাপ্তং (২৪-২৮)—"প্রকৃতিশ্চ" ইতি সূত্রপঞ্চকম্। তদর্থঃ—প্রকৃতিরিতি। পূর্ব্ববদনুষঙ্গঃ। প্রকৃতিঃ প্রকৃষ্টা

কৃতির্যস্যেতি প্রকৃতিশব্দোক্তঃ প্রকৃষ্টকৃতিমানেকো জনার্দ্দন। তথা স্ত্রীলিঙ্গেনান্যত্র নিয়তৈরন্যত্রৈব প্রসিদ্ধৈঃ "সৈষা প্রকৃতিঃ" ইত্যাদৌ শ্রুতপ্রকৃতিতদুপলক্ষিত স্ত্রীলিঙ্গশব্দৈরেকো জনার্দ্দনো মুখ্যতয়া পরমমুখ্যবৃত্ত্যোদিতো, ন তু লক্ষ্ম্যাদিঃ। কুতঃ? শব্দৈঃ —"হন্তৈতমেব সর্ব্বাণি নামান্যভিবদন্তি" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞা-দৃষ্টান্তাভ্যাং সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বোপপাদক প্রভৃতিভিঃ "নামানি সর্ব্বাণি" ইত্যাদিভিঃ প্রাগুক্তৈশ্চ শব্দৈরিত্যর্থঃ। তথা হরেঃ প্রকৃতিশব্দবাচ্যেচ্ছাস্বরূপত্বাবেদকৈঃ "প্রকৃতির্ব্বাসনেত্যেব তবেচ্ছানন্ত কথ্যতে" ইতি, "সোঽভিধ্যা সপ্রজ্ঞা" ইত্যাদিশব্দৈ-স্তথা "এষ স্ত্রৈষ পুরুষঃ" ইত্যাদিভিঃ সাক্ষাৎ স্ত্রীপুরুষশব্দবাচ্যত্বা-বেদকৈঃ শব্দৈর্মুখ্যতয়োদিতত্বং জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। ন চ নিমিত্তা-ভাব ইত্যতোঽপি শব্দৈরিতি—"অথ হৈষ আত্মা প্রকৃতিমনু-প্রবিশ্যাত্মানং বহুধা চকার, তস্মাৎ প্রকৃতিঃ" ইত্যাদিপ্রকৃতিশব্দ-প্রবৃত্তিনিমিত্তপ্রকৃষ্টকৃতিমত্ত্বাবেদকৈঃ। তথা "যদ্ভূতযোনিম্" ইতি, "সূতিরব্যবধানেন" ইত্যাদিভিঃ স্ত্রীলিঙ্গশব্দমাত্রপ্রবৃত্তি-নিমিত্তভূতাব্যবধানেন প্রসবহেতুত্বরূপস্ত্রীত্বাবেদকৈঃ শ্রুতিস্মৃতি-রূপৈঃ শব্দৈর্হরৌ নিমিত্তভাবাবগমাদিত্যর্থঃ।

নন্বথাপি ন হরেঃ সর্ব্বশব্দবাচ্যতা,—শূন্যাসত্তুচ্ছাদি-শব্দানাং নিঃস্বরূপবাচিনাং সস্বরূপে হরাবযোগান্নিঃস্বরূপে নিয়মনাযোগেন তদধীনত্বন্যায়াসম্ভবাচ্চেত্যতঃ প্রাগুম্ (২৯)—"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" ইতি। তদর্থঃ—শূন্যমেব চ। 'ইত্যাদ্যন্যত্র নিয়তৈরপি মুখ্যতয়োদিতঃ। শব্দৈর' ইতি এক-কারস্যান্যত্রৈবেত্য-

স্বয়ঃ। চঃ পূর্ব্বোক্তসমুচ্চয়ে। ইত্যাদীত্যবিভক্তিকম্—ইত্যাদিভি-রিত্যর্থঃ। তথা চান্যত্রৈব নিয়তৈর্নিশ্বরূপবাচিত্বেনান্যত্রৈব প্রসিদ্ধৈঃ শূন্যমসদভাবস্তুচ্ছমিত্যাদিভিঃ শব্দৈরেকো জনার্দ্দন এব মুখ্যতয়োদিতঃ; ন শূন্যাদিঃ। কুতঃ? শব্দৈঃ—"নামানি সর্ব্বাণি", "তমেবৈকং জানথ", "তা বা এতাঃ সর্ব্বা ঋচঃ", "হ্যেতমেব পুরুষং সর্ব্বাণি নামান্যভিবদন্তি" ইত্যাদিভিঃ সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বাবেদকৈঃ শব্দৈরিত্যর্থঃ। ন চ নিমিত্তাভাব ইত্যতোঽপি শব্দৈরিতি—"শমুনং কুরুতে যস্মাৎ" ইতি নির্ব্বচনপরশব্দৈঃ—তৎ প্রতি স্বাতন্ত্র্যাবেদকসর্ব্বশব্দৈরিত্যর্থঃ। পাদার্থমুপসংহরতি—'ইত্যাদ্যন্যত্র নিয়তৈরপি মুখ্যতয়োদিতঃ। শব্দৈঃ' ইতি; ইত্যাদীত্যনেন সমন্বিতৈস্তৎপাদীয়াব্যক্তাদিকৃৎস্নশব্দপরামর্শঃ। তথা চ ইত্যাদিভিরব্যক্তশব্দপ্রভৃতিভিরন্যত্রৈব প্রসিদ্ধৈরেকো জনার্দ্দনো মুখ্যতয়োদিত ইতি। অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—'অতোঽনন্তগুণো যচ্ছব্দা যোগবৃত্তয়ঃ' ইতি। অত অন্যত্রোভয়ত্রান্যত্রৈব চ প্রসিদ্ধৈরশেষশব্দৈর্বাচ্যত্বাজ্জনার্দ্দনোঽনন্তগুণ ইতি। তাবতা কথমনন্তগুণ ইত্যত উক্তং—যচ্ছব্দা ইতি। যদ্ যস্মাদ্ যোগেনাবয়বার্থসম্বন্ধেন বৃত্তির্যেষাং ত ইতি যোগবৃত্তয়ঃ যৌগিকাঃ শব্দাঃ তস্মাদিত্যর্থঃ॥ ৬-৭॥

সংক্ষেপভাষ্যবিবৃতৌ রাঘবেন্দ্রেণ ভিক্ষুণা।

কৃতায়াং তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং সমাপ্তোঽধ্যায় আদিমঃ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং রাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং প্রথমাধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ॥ ১।৪॥

ইতি প্রথমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত পাদত্রয়দ্বারা "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সূত্রোক্ত সর্ব্বকর্তৃত্ব এবং তৎসঙ্গত পূর্ণানন্দত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্যস্থিত কতিপয় শব্দের বাচ্যরূপে বিষ্ণুর কীর্ত্তন-হেতু তাঁহাতে তাদৃশ কতিপয় গুণের সিদ্ধি হইলেও প্রথম সূত্রস্থ 'ব্রহ্ম'-পদোক্ত অনন্তগুণত্ব অসিদ্ধই রহিয়াছে; যেহেতু, দেবতা, তাঁহাদের তারতম্য, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, তাহার ক্রম এবং কাল প্রভৃতির বোধক-বাক্য-সমূহে যে-সকল শব্দ রহিয়াছে, সেই শব্দ-সমূহের বাচ্যরূপে বিষ্ণু কথিত না হইলে সমন্বয়-সূত্র-প্রতিজ্ঞাত অশেষ-শব্দ-সমন্বয় প্রতিপাদিত হয় না। অতএব তৎপ্রতিপাদনার্থ চতুর্থ পাদ আরব্ধ হইতেছে। তাহার অর্থ বলিলেন—'অব্যক্ত'। 'ইত্যাদি অন্যত্র নিয়ত শব্দসমূহ দ্বারাও (তিনি) মুখ্যতঃ কথিত; অতএব (তিনি) অনন্তগুণ, যেহেতু শব্দসমূহ যোগবৃত্তিসম্পন্ন'—এই অন্তিম শ্লোককেও এস্থলে আকর্ষণ করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে 'এক জনার্দ্দন'—এই বাক্যেরও অনুবর্ত্তন হইবে। 'ইত্যাদি' এইটী ভিন্ন পদরূপে ক্রিয়াবিশেষণ; অথবা, ইহা বিভক্তিহীনরূপে নির্দ্দেশ; কিংবা, অন্তর্য্যামি-প্রকরণের ভাষ্যোক্ত 'ইত্যাদি অন্তর্য্যামী কথিত হইতেছেন,—এই বাক্যে যেরূপ—'ইত্যাদিদ্বারা'—এই তৃতীয়া বিভক্তির অর্থে 'ইত্যাদি' এই প্রথমা হইয়াছে, সেইরূপ এস্থলে তৃতীয়ার্থে প্রথমা। তত্ত্বপ্রদীপেও কথিত হইয়াছে যে, "ইত্যাদি এই পদে—'সপ্ত বিভক্তির অর্থেই প্রথমা বিভক্তি হয়'—এই সূত্রানুসারে সপ্তমী বা তৃতীয়ার অর্থে প্রথমা হইয়াছে, অথবা ইহা ক্রিয়াবিশেষণ।" অতএব সমুদয় বাক্যের অর্থ—'অব্যক্ত ইত্যাদি দ্বারা' অর্থাৎ দেবতা, তাঁহাদের তারতম্য, যজ্ঞাদি কর্ম্ম ও তাহার ক্রম প্রভৃতির বোধক বাক্যস্থিত যে-সকল শব্দ অন্যত্র নিয়ত অর্থাৎ নিয়মিতরূপে অন্যত্র বর্ত্তমান অর্থাৎ অন্যত্রই

প্রসিদ্ধ এবং ('অপি'-শব্দদ্বারা সূচনাক্রমে) উভয়ত্র প্রসিদ্ধ—তাদৃশ অব্যক্ত, দুঃখী, বদ্ধ, অবর, বসন্ত, জ্যোতিঃ ও আকাশাদি শব্দসমূহদ্বারা মুখ্যতঃ অর্থাৎ পরমমুখ্যবৃত্তিক্রমে এক জনার্দ্দন 'উদিত' অর্থাৎ সূত্রকার কর্ত্তৃক এই পাদে প্রতিপাদিত। অতএব তিনি নিখিলশব্দবাচ্যত্ব-হেতু অনন্ত-গুণ। ইহা দ্বারা কি হেতু তাঁহার অনন্তগুণত্ব সিদ্ধ হয়?—এই আশঙ্কায় বলিলেন—'যেহেতু শব্দসমূহ যোগবৃত্তি-সম্পন্ন' অর্থাৎ যেহেতু শব্দসমূহ শ্রীহরিতে যৌগিকরূপে বর্ত্তমান, অতএব তাহাদের বাচ্যত্বদ্বারা অনন্তগুণত্ব সিদ্ধ হয়।

সম্প্রতি আশঙ্কা হইতে পারে যে, দেবতা, তদ্গত তারতম্য, যজ্ঞাদিকর্ম্ম ও তাহার ক্রম প্রভৃতি অলৌকিক পদার্থসমূহ একমাত্র বেদেই গম্য। পরন্তু বেদগত তৎপ্রতিপাদক শব্দ-সমূহের যদি বিষ্ণুই বাচ্য হন, তাহা হইলে দেবতা প্রভৃতি পদার্থের যে সর্ব্বতোভাবে লোপই হইয়া পড়ে? অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ বলিলেন—'মুখ্যতয়া অন্যত্র নিয়তৈরপি' অর্থাৎ উক্ত শব্দসমূহ নিগমনিঘণ্টু প্রভৃতিতে ও লোকতঃ প্রসিদ্ধা যৌগিকী ও রূঢ়িরূপা মুখ্যবৃত্তিদ্বারা অন্যবাচক হইয়াও তাহার অবাধে মহাযৌগিকী ও বিদ্বদ্রূঢ়িরূপা পরমমুখ্যবৃত্তিদ্বারা বিষ্ণুর প্রতিপাদক।

সম্প্রতি অধিকরণের প্রস্তাব হইতেছে। সমন্বয়-সূত্রে বিষ্ণুর সর্ব্বশব্দবাচ্যত্ব যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা অসঙ্গত; কারণ, কঠশ্রুতিতে "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা"—এই মন্ত্রে প্রথমতঃ 'অব্যক্ত' পর্য্যন্ত দেবতাগণের তারতম্য বর্ণন-পূর্ব্বক পশ্চাৎ "অব্যক্ত হইতে পুরুষ উৎকৃষ্ট"—এই বাক্যে পুরুষের উৎকর্ষের সীমারূপে যে 'অব্যক্ত' শব্দের কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই 'অব্যক্ত'-শব্দ এস্থলে প্রসিদ্ধ মহত্তত্ত্ব হইতে উৎকৃষ্টত্ব এবং পুরুষের উৎকর্ষের সীমাস্বরূপত্বরূপ লক্ষণ-হেতু প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিরই বাচক হইতেছে। অতএব উক্ত শব্দের বিষ্ণুবাচকত্ব প্রতিপাদনার্থ (১-৯)—(১) "আনুমানিকমপ্যে-

কেষামিতি চেন্ন শরীররূপক বিন্যস্ত গৃহীতের্দর্শয়তি চ", (২) "সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ", (৩) "তদধীনত্বাদর্থবৎ", (৪) "জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ", (৫) "বদতীতি চেন্ন প্রাজ্ঞো হি", (৬) "প্রকরণাৎ", (৭) "ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ", (৮) "মহদ্বচ্চ" ও (৯) "চমসবদবিশেষাৎ"—এই নয়টী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'অব্যক্ত'। 'এক জনার্দ্দন' ও 'অন্যত্র নিয়ত শব্দসমূহ দ্বারাও মুখ্যতঃ কথিত'—এই বাক্যদ্বয়ের এস্থলে ও পরবর্ত্তিস্থলেও অন্বয় হইবে। 'অব্যক্ত', এই শব্দটী লক্ষ্মীদেবীর বাচক বলিয়া প্রাধান্য-নিবন্ধন এস্থলে কেবলমাত্র উহার উল্লেখ হইল। পরন্তু ইহা অন্যান্য শব্দেরও উপলক্ষক। যিনি ব্যক্ত হন না, তিনি অব্যক্ত—এইরূপে "অব্যক্ত হইতে পুরুষ উৎকৃষ্ট" ইত্যাদি বাক্যে অব্যক্ত, জীব প্রভৃতি পদ-প্রয়োগের নিমিত্তযুক্ত অব্যক্ত, প্রাণধারক প্রভৃতি মুখ্যতঃ এক জনার্দ্দন। অতএব অবরত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি লিঙ্গবশতঃ যে-শব্দসমূহ অন্যত্র নিয়ত, তাদৃশ অব্যক্ত, জীব, বদ্ধ প্রভৃতি শব্দদ্বারা মুখ্যতঃ অর্থাৎ পরম মুখ্যবৃত্তিক্রমে এক জনার্দ্দন কথিত হন, 'প্রধানাদি' নহে। তাৎপর্য্য এই যে, বিষ্ণু-বস্তুতে অব্যক্তাদি শব্দ প্রয়োগের কারণ বর্ত্তমান থাকায় উক্ত শব্দসমূহ দ্বারা তাঁহারই উল্লেখ আবশ্যক হয়। অব্যক্তাদি শব্দের অর্থভূত অব্যক্তত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম জনার্দ্দনের কিরূপে প্রতিপন্ন হয়?—এই আশঙ্কায় বলিলেন, 'শব্দসমূহ দ্বারা' অর্থাৎ "সেই পরম সূক্ষ্ম বস্তুই জ্ঞাতব্য", "এই আত্মা অণুপরিমিত", "সেই ভগবান্ প্রাণ-ধারণের হেতু বলিয়া 'জীব'-নামে প্রসিদ্ধ' ইত্যাদি শব্দদ্বারাই তাঁহাতে অব্যক্তত্ব প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহ সিদ্ধ হয়; যেহেতু সূক্ষ্ম বস্তুরই অব্যক্তত্ব যোগ্য।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, 'অব্যক্ত' প্রভৃতি শব্দ 'প্রধানাদি'র বাচক-রূপেই রূঢ়; অতএব কেবলমাত্র যৌগিকী বৃত্তির অবলম্বন-ক্রমে তাহারা

কিরূপে মুখ্যভাবে বিষ্ণুর প্রতিপাদক?—এই আশঙ্কায়ও বলিলেন, 'শব্দসমূহ দ্বারা' অর্থাৎ "অব্যক্ত, অচল, শান্ত", "অব্যক্ত 'অক্ষর' নামে কথিত", "এই জীবরূপ আত্মদ্বারা", "জীবই অন্তর্য্যামী ও সাক্ষী" এবং "সমস্ত নামসমূহ যাঁহার কীর্ত্তন করে" ইত্যাদি যে-সকল শব্দ বিষ্ণু-বস্তুতে অব্যক্তাদি পদের প্রয়োগ-বাহুল্যরূপ রূঢ়ি-প্রদর্শক, শ্রুতি-স্মৃতিরূপ সর্ব্ব-শব্দের বাচ্যত্ব-বোধক সেইসকল শব্দ ও "একমাত্র তাঁহাকেই অবগত হও" ইত্যাদি যে-সকল শব্দ মোক্ষার্থ বিষ্ণুর জ্ঞেয়ত্ব-বোধক, সেই সকল শব্দের দ্বারা (অর্থাৎ তাহাদের সাহায্যে) অব্যক্তাদি শব্দ মুখ্যরূপে বিষ্ণুরই বাচক। তাৎপর্য্য এই যে, 'মহৎ'-শব্দ ও 'চমস'-শব্দ যথাক্রমে মহত্তত্ত্ব ও যজ্ঞপাত্র-বিশেষে প্রসিদ্ধ হইয়াও যেরূপ "মহান্তং বিভুম্" ইত্যাদি এবং "তচ্ছিরঃ এষ হি অর্ব্বাগ্‌বিলশ্চমস ঊর্দ্ধবুধ্নঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা বিষ্ণু ও মস্তকের বাচক, সেইরূপ অব্যক্তাদি-শব্দ প্রধানাদিতে প্রসিদ্ধ হইয়াও পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাত্মক শব্দদ্বারা মুখ্যভাবে বিষ্ণুরই বাচক।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, "যিনি অনাদি, অনন্ত ও মহৎপদার্থের পর (অতীত), সেই ধ্রুব বস্তুকে অবগত হইয়া (জীব) মৃত্যুমুখ হইতে বিমুক্ত হয়"—এই বাক্যে মহৎপদার্থের (মহত্তত্ত্বের) অতীতত্বরূপ লক্ষণদ্বারা প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতিও মুক্তির জন্য জ্ঞেয়রূপে কথিত হওয়ায় বৈদিক 'অব্যক্ত' প্রভৃতি শব্দদ্বারা প্রধানও মুখ্যরূপে কথিত হউক? তদুত্তরেও বলিলেন—'শব্দসমূহ দ্বারা' অর্থাৎ "তিনি মহৎ হইতেও মহীয়ান্", "যিনি অনাদি, অনন্ত ও মহৎপদার্থের পর (অতীত)" এবং "পরম দেবই পুরুহূত ও মহত্তম" ইত্যাদি বিষ্ণুর মহৎপরত্ব-বোধক শব্দ-সমূহ ও "সূরিগণ সর্ব্বদা বিষ্ণুর সেই পরম পদ দর্শন করেন" ইত্যাদি এতৎপ্রকরণোক্ত বস্তুর উপাসকের বিষ্ণুপদ-প্রাপ্তি-বোধক শব্দ-হেতু উক্ত বাক্যেও ("যিনি অনাদি, অনন্ত" ইত্যাদি বাক্যেও) নচিকেতার পিতৃ-

সন্তুষ্টি, স্বর্গাগ্নি ও পরমাত্মা—এই বিষয়ত্রয়-সম্বন্ধী প্রশ্নের উত্তর-স্বরূপ শব্দ-সমূহের দ্বারা 'জনার্দ্দন' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যৌগিকার্থক্রমে যিনি অনাদি ও সংসার-নাশন, সেই ভগবান্‌ই মুখ্যরূপে কথিত হন, 'প্রধান' নহে।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, যিনি নির্দ্দোষ ও সর্ব্বেশ্বর বস্তু, সেই শ্রীহরিই যে অবরত্ব, দুঃখিত্ব প্রভৃতি দোষ-সূচক পঞ্চম্যাদি শব্দের বাচ্য,ইহা কিরূপে উপপন্ন হয়? এজন্যও বলিলেন—'শব্দসমূহদ্বারা' অর্থাৎ "যে-গুণ যাঁহার অধীন, তিনি তদ্‌গুণযুক্তরূপে কথিত হন; অতএব তিনি জীবকে বন্ধন করেন বলিয়া (অর্থাৎ উক্ত বন্ধন তাঁহার অধীন বলিয়া) 'বদ্ধ'-শব্দে এবং জীবকে দুঃখিত করেন বলিয়া 'দুঃখী'-শব্দে কথিত" ইত্যাদি যে-সকল শব্দ স্বাতন্ত্র্য-হেতু তাঁহাকে তত্তৎশব্দের বাচ্যরূপে প্রতিপাদন করে, তাহাদের দ্বারা তিনিই উক্ত শব্দ-সমূহের বাচ্যরূপে প্রতিপন্ন। তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সৈন্যগণই যুদ্ধে জয়লাভ করে, তথাপি স্বাতন্ত্র্যহেতু তাহাদের ঈশ্বর রাজাই যেরূপ 'জয়ী' শব্দে কথিত হন, সেইরূপ এস্থলেও জীবগত অবরত্ব প্রভৃতি দোষ-বিষয়েও তাঁহার স্বাতন্ত্র্যহেতু এস্থলে অবরত্বাদির প্রতিপাদক পঞ্চম্যাদি-শব্দে তিনিই কথিত হইতেছেন।

পুনরায় আশঙ্কা করিতেছেন যে, বিষ্ণু সর্ব্বশব্দবাচ্য—ইহা অযুক্ত; কারণ "বসন্তে বসন্তে জ্যোতিঃ দ্বারা যাগ করিবে" (অর্থাৎ জ্যোতিষ্টোম-যাগ করিবে) ইত্যাদি বাক্যোক্ত কাল, যজ্ঞাদিকর্ম্ম, তাহার ক্রম, অধিকারী ও ফলাদিবাচক শব্দসমূহ দ্বারা বিষ্ণুর বাচ্যত্ব অসঙ্গত। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (১০-১১)—(১০) "জ্যোতিরুপক্রমাত্তু তথা হ্যধীয়ত একে" ও (১১) "কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধঃ"—এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'কর্ম্মবাচ্য (শব্দসমূহ) দ্বারাও বাচ্য'। 'এক জনার্দ্দন' ও 'অন্যত্র নিয়ত শব্দসমূহদ্বারাও মুখ্যরূপে বাচ্য'—এই বাক্যদ্বয়েরও অন্বয় হইবে। কাল ও কর্ম্ম প্রভৃতি সকলের উপলক্ষণরূপে

'কর্ম্মবাচ্য' এই পদে কেবলমাত্র প্রধান 'কর্ম্ম, শব্দটাই কথিত হইয়াছে। কর্ম্ম—বাচ্য যাহাদের—এইরূপ সমাসহেতু যে-সকল শব্দদ্বারা কর্ম্ম বাচ্য হয়, তাহাদের দ্বারাও বিষ্ণুই বাচ্য—এইরূপ অর্থ। চ-শব্দদ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হয় যে, তিনি যে কেবলমাত্র তারতম্যভাবাপন্ন-বস্তুবাচক শব্দ-সমূহেরই বাচ্য,—ইহা নহে। অতএব কর্ম্ম, তদঙ্গ, তৎক্রম, দেশ, কাল ও অধিকারী প্রভৃতি সমস্ত বাচক অন্যত্র নিয়ত শব্দসমূহ দ্বারাও মুখ্যরূপে অর্থাৎ পরমমুখ্যবৃত্তিক্রমে এক জনার্দ্দনই বাচ্য, কর্ম্মাদি নহে। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—'শব্দসমূহদ্বারা' অর্থাৎ ' সর্ব্ববিধ ঋক্ সর্ব্ববিধ বেদ" ও সর্ব্বপ্রকার নাদসমূহ যাঁহার উল্লেখ করেন'', "সর্ব্বপ্রকার নাম যাঁহাতে বাচকরূপে অনুগত", "একমাত্র তাঁহাকেই অবগত হও", "সর্ব্ববিধ বেদ যাঁহার পরম পদের কীর্ত্তন করেন" ইত্যাদি সর্ব্বশব্দ-বাচ্যত্ব-বোধক শ্রুতি প্রভৃতি শব্দসমূহ দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, এইরূপে শ্রুতি প্রভৃতির বলে বিষ্ণুর সর্ব্বশব্দ-বাচ্যত্ব সিদ্ধ হইলেও মুখ্যবৃত্তিক্রমেই যে তাঁহার বাচ্যত্ব—ইহা কিরূপে সিদ্ধ হয়? অতএব বলিলেন—'শব্দসমূহদ্বারা' অর্থাৎ "ইনি এই লোকের (ধামের) সর্ব্বতোভাবে অর্চ্চন করিয়াছিলেন" ইত্যাদিরূপ শ্রীহরিতে মহাযৌগিকী ও বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তির প্রদর্শক শ্রুতি প্রভৃতিরূপ শব্দসমূহদ্বারাই মুখ্যবৃত্তিক্রমে বিষ্ণুরই বাচ্যত্ব সিদ্ধ হয়। পুনরায় আশঙ্কা এই যে—এইরূপে কর্ম্মাদির বাচক শব্দ-সমূহও মুখ্যরূপে শ্রীহরিরই বাচক হইলে লোকের ঐ সকল শব্দদ্বারা বিষ্ণু-বিষয়ক বোধই হইবে, কর্ম্ম-বিষয়ক বোধ হইবে না। সুতরাং কর্ম্মাদি যে লুপ্ত হইয়াই পড়ে? আর পদসমূহের অবয়ব-সকলেরও বিষ্ণুবাচকত্ব হইলে শ্রীহরিতে শব্দের যৌগিকত্বও উপপন্ন হয় না। অতএব বলিলেন—'কর্ম্মবাচ্যৈশ্চ'। চ-শব্দ অপি-শব্দের অর্থে প্রযুক্ত, অর্থাৎ নিগমনিঘণ্টু প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ যোগরূঢ়িক্রমে 'জ্যোতিষ্টোম'

প্রভৃতি শব্দ মুখ্যতঃ কর্ম্মাদির বাচক হইয়া কর্ম্মাদিগত লোকসিদ্ধ মুখ্যত্বকে নাশ না করিয়াই পরমমুখ্যরূপে শ্রীহরির বাচক বলিয়া কর্ম্মাদিরও লোপাশঙ্কা হয় না। আর পদগত অবয়বসমূহের অন্য পদার্থবাচকত্ব স্বীকারপূর্ব্বক শ্রীহরিতেই শব্দের ব্যুৎপত্তি স্বীকারহেতু যৌগিকত্বও অসম্ভব হইল না। শাস্ত্রও বলিয়াছেন—"বৈদিক কোন শব্দের অর্থই রূঢ়ি ও যোগবৃত্তি-শূন্য নহে; তন্মধ্যেও যৌগিক অর্থই মুখ্য এবং বেদগত সর্ব্ব-শব্দেই তাহা বর্ত্তমান। কেবলমাত্র অনবস্থা-দোষের নিবৃত্তির জন্য যৌগিক শব্দেও রূঢ়ি-কল্পনা হইয়া থাকে এবং "শব্দের রূঢ়ি আশ্রয়-পূর্ব্বক উক্ত শব্দে যথাক্রমে ইতর পদার্থের সন্ধান-পূর্ব্বক বিষ্ণুবস্তুতে নির্দ্দোষগুণপূর্ত্তির জন্য শব্দের যৌগিক অর্থ কল্পনা করিবে। অনন্তর ইতরবস্তুসমূহেও যথাসম্ভব যৌগিক অর্থ কল্পনা করিতে হয়।" অতএব 'জ্যোতিরাদিদ্বারা' এইরূপ না বলিয়া 'কর্ম্মবাচ্যৈশ্চ' এইরূপ বলিয়াছেন। 'কর্ম্মবাচৈশ্চ' এই পাঠান্তরেও অর্থ সমান। এস্থলে 'মুখ্যতয়া উদিতঃ'— এই বাক্যে বিষ্ণুকে শব্দের মুখ্য তাৎপর্য্য-বিষয়মাত্র বলিলেন; কারণ, মুখ্যরূপে বাচ্যত্ব 'মুখ্যতঃ সর্ব্বশব্দৈশ্চ বাচ্যঃ' এইরূপে পৃথক্ই বলিয়াছেন। অন্যত্র তাৎপর্য্য-বিষয়ত্ব ও বাচ্যত্ব, উভয়ই জ্ঞাতব্য।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, তথাপি বিষ্ণুর সর্ব্বশব্দবাচ্যত্ব যুক্ত হয় না; কারণ, কাণ্ব শ্রুতির ষষ্ঠাধ্যায়ে—"যাঁহাতে পঞ্চ পঞ্চ জন ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাকেই 'আত্মা' বলিয়া মনে করি; উক্ত অমৃত ব্রহ্মকে যিনি অবগত হন, তিনি অমর"—এই বাক্যে 'পঞ্চ পঞ্চ' এই বীপ্সাহেতু 'যাঁহাতে' এই বাক্যোক্ত সর্ব্বশরীরস্থ ঈশ্বরের আধেয় পরিচয়ে পঞ্চত্ব-সংখ্যাযুক্তরূপে শ্রুত এবং "সেই প্রাণের প্রাণকে, চক্ষুর চক্ষুকে, শ্রোত্রের শ্রোত্রকে, অন্নের অন্নকে ও মনের মনকে" ইত্যাদি বাক্যে দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, অন্ন ও মন-শব্দে কীর্ত্তিত 'জন'-সমূহের

এক বিষ্ণুর সহিত আধারাধেয়ভাব বিরুদ্ধ। আবার পঞ্চত্বরূপ সংখ্যার বিরোধহেতু তাহারা বিষ্ণুও হইতে পারে না বলিয়া বিষ্ণু 'জন' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য হইতে পারেন না। অতএব এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য (১২-১৪)—(১২) "ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবা-দতিরেকাচ্চ", (১৩) "প্রাণাদয়ো বাক্যশেষাৎ" ও (১৪) "জ্যোতিষৈ-কেষামসত্যন্নে"—এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিলেন—'এক অমিতাত্মক'। পূর্ব্ববৎ 'এক জনার্দ্দন' এবং 'অন্যত্র নিয়ত শব্দ-সমূহদ্বারাও মুখ্যরূপে কথিত'—এই বাক্যদ্বয় অন্বিত হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—'এক' অর্থাৎ 'যাহাতে' ইত্যাদি একবচনান্ত 'যদ্', 'তদ্' প্রভৃতি শব্দোক্ত ও 'পঞ্চজনাদি'-শব্দের অর্থভূত অমিতাত্মক বস্তু এক জনার্দ্দনই। অতএব আধারাধেয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা 'পঞ্চজনাদি'-শব্দ অন্যত্র নিয়ত হইলেও তাহাদের দ্বারা মুখ্যরূপে অর্থাৎ পরমমুখ্যভাবে তিনিই কথিত। সুতরাং বহুত্ব-সংখ্যাযুক্ত বস্তুর বিষ্ণুত্ব সিদ্ধ হইলে উক্ত শব্দবাচ্যত্ব ('জন'-শব্দবাচ্যত্ব) অবশ্যম্ভাবী। শ্রীহরির পঞ্চজন শব্দার্থভূত অমিতাত্মকত্বই কিরূপে সিদ্ধ হয়?—এই আশঙ্কারও উত্তরে বলিলেন—'অমিতাত্মক' অর্থাৎ যিনি অমিত—অপরিমিত অর্থাৎ অনেকের আত্মা অর্থাৎ নিয়ামক, তিনিই অমিতাত্মক। এইরূপে 'অমিতাত্মক'-শব্দে শরীর, তদন্তর্গত আকাশ ও প্রাণাদি পঞ্চজনের নিয়ামকবস্তুই জ্ঞাতব্য। ইহাদ্বারা কথিত হইল যে,—"প্রাণের প্রাণকে" ইত্যাদি বাক্যশেষে দ্বিতীয়া বিভক্ত্যন্ত ও প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট প্রাণাদি পঞ্চকেরই পঞ্চজন-শব্দবাচ্যত্ব সিদ্ধ; যেহেতু প্রাণাদি-নিয়ামকত্বরূপ বিষ্ণুলিঙ্গহেতু তাহাদেরই বিষ্ণুত্ব প্রতিপন্ন হয়। ইহাদ্বারাই কিরূপে বিষ্ণুর অনেকত্ব সিদ্ধ হয়?—এই আশঙ্কায়ও বলিলেন—'অমিতাত্মক' অর্থাৎ অমিত বা অনেক শরীর, তদন্তর্গত আকাশ ও পঞ্চজনের মধ্যে 'আত্মা' অর্থাৎ

স্বরূপ যাঁহার, তিনিই (অমিতাত্মক)। তাৎপর্য্য এই যে, নিয়ম্য শরীরাদির অনেকত্ব-নিবন্ধন নিয়ামকরূপে তাহাদের অন্তর্গত বস্তুরও অনেকত্ব ন্যায়সিদ্ধ। তাহা হইলে এক বস্তুই আধার ও আধেয়রূপে সিদ্ধ হওয়ায় ইহা যে বিরুদ্ধ হয়?—এই আশঙ্কায়ও বলিলেন—'অমিতাত্মক' অর্থাৎ শরীরাদি ইতর পদার্থ-সমূহ জগতে আধারাধেয়-ভাবে বর্ত্তমান বলিয়া তাহাদের অন্তর্য্যামি-সূত্রে ভগবদ্রূপসমূহেরও আধারাধেয়ভাব সঙ্গত হয়।

সম্প্রতি পুনরাশঙ্কা হয় যে, "প্রাণের প্রাণকে, চক্ষুর চক্ষুকে, শ্রোত্রের শ্রোত্রকে, অন্নের অন্নকে ও মনের মনকে"—এই মাধ্যন্দিন-শ্রুতিতে 'অন্ন-' সংজ্ঞক রূপের সহিত অমিতাত্মক কথিত হইয়াছেন। পরন্তু কাণ্বশ্রুতিতে তৎপরিবর্ত্তে জ্যোতির সহিত অমিতাত্মক কথিত। সুতরাং কোন্ অমিতাত্মক 'পঞ্চজন'-শব্দবাচ্য? এজন্যও বলিলেন—'এক' ইত্যাদি অর্থাৎ শ্রুতিদ্বয়োক্ত হইলেও অমিতাত্মক এক। একস্থলে অন্ন ও একস্থলে জ্যোতিঃ শব্দদ্বারা রূপপঞ্চকে প্রবিষ্ট বস্তু একরূপই কথিত, পরন্তু রূপভেদ নহে; অথবা—'এক জনার্দ্দন অমিতাত্মক' অর্থাৎ 'অমিত' বা অনেক আত্মা অর্থাৎ অধিকারী জীব যাঁহার, তিনিই অমিতাত্মক। সুতরাং অন্ন ও জ্যোতিঃ ভিন্ন হইলেও উপাসক-অধিকারীর ভেদে পঞ্চকদ্বয় সঙ্গত।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, শরীর, তদ্গত আকাশ ও প্রাণাদি অধিষ্ঠান-ভেদে তাহাদের নিয়ামকরূপে অবস্থিত বিষ্ণুর অমিতাত্মকত্ব সিদ্ধ হইলে রূপ-সমূহের ভেদও সিদ্ধ হউক? অতএব "ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি" (স্থানভেদেও পরমাত্মার রূপ ভিন্ন হয় না)—এই পরবর্ত্তী সূত্র স্মরণের জন্য 'এক' অর্থাৎ নির্ভেদ এইরূপ কথিত হইল। অমিতাত্মক বস্তু কিরূপে নির্ভেদ হইবেন? যেহেতু, লোকে কোথায়ও এরূপ দৃষ্টান্ত নাই? এই আশঙ্কায়ও বলিলেন—'অমিতাত্মক' অর্থাৎ "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ

হি" (পরমাত্মায় ঈদৃশ বিচিত্র শক্তিসমূহ অবস্থিত)—এই পরবর্ত্তি-সূত্রানুসারে তিনি অপরিমিত স্বরূপ-সমর্থ। ইত্যাদিক্রমে আরও আশঙ্কার উত্তর সমাধেয়। এস্থলে 'অমিতাত্মক'এই উক্তিদ্বারা অনুভাষ্যোক্ত "বিরোধী সর্ব্ববাহুল্য"—এই বাক্যানুসারে দর্শিত হইল যে,—এস্থলে বহুত্ববাচক শব্দ-সমূহ উদাহরণ এবং বহুত্বই পূর্ব্বপক্ষের যুক্তি। সূত্রেও "অতিরেকাচ্চ" এই বাক্য-যোগে সমুচ্চয়-সহকারে আধারাধেয় ভাব সমর্থিত। এইরূপ "গুহাং প্রবিষ্টৌ" ইত্যাদি সূত্রে "অত্তা" এই উক্তিদ্বারা সেখানে কর্ম্মফলভোক্তৃত্বই ব্যুৎপাদ্য বিষয়। "একের দ্বিত্বও যুক্ত হয়" ইত্যাদি অনুভাষ্যে সমুচ্চয়রূপেই একের অনেকত্বের ব্যুৎপাদন (অর্থাৎ একত্ব ও অনেকত্ব উভয়ই ব্যুৎপন্ন)। অতএব এস্থলে পুনরুক্তি হইল না।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, তথাপি বিষ্ণুর সর্ব্বশাব্দবাচ্যত্ব সিদ্ধ হয় না; কারণ, "আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধিগণ, ওষধিগণ হইতে অন্ন এবং অন্ন হইতে পুরুষ উৎপন্ন হয়"—এই তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ভূতোৎপত্তি-প্রতিপাদক বাক্যস্থিত আকাশাদি-শব্দ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদার্থের কার্য্য হইয়া পর পর পদার্থের কারণত্বরূপ গৌণ-কারণত্ব-লক্ষণহেতু ভূতমাত্র বাচকই হয়। অতএব সূত্র বলিলেন,—(১৫) "কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ"। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'অবান্তর কারণও'। পূর্ব্ববৎ 'এক জনার্দ্দন' ও 'অন্যত্র নিয়ত শব্দসমূহদ্বারাও মুখ্যরূপে কথিত' এই বাক্যদ্বয়ের অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—ভূতোৎপত্তি-বাক্যে কার্য্যস্বরূপ হইয়া কারণরূপে যে অবান্তর কারণ (গৌণ কারণ) শ্রুত, তাহাও এক জনার্দ্দনই। চ-শব্দ দ্বারা সূচিত হইল যে, তিনি কেবলমাত্র 'আত্মনঃ' এই পদদ্বারা শ্রুত মূলকারণই নহেন (পরন্তু আকাশাদি শব্দোক্ত গৌণকারণও তিনিই হন); অথবা পূর্ব্ব-অধিকরণোক্ত বিষয়ের সমুচ্চয়ে

চ-শব্দ জ্ঞাতব্য। অতএব যে-সকল শব্দ 'অন্তত্রই নিয়ত' অর্থাৎ উৎপত্তিমত্ত্ব প্রভৃতি লিঙ্গ-নিবন্ধন অন্তত্রই প্রসিদ্ধ—আকাশ, বায়ু, অগ্নি প্রভৃতি সেই শব্দসমূহ দ্বারা 'মুখ্যরূপে' অর্থাৎ পরম মুখ্যভাবে এক জনার্দ্দন কথিত হন, আকাশাদি নহে। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—'শব্দসমূহ দ্বারা' অর্থাৎ বিষ্ণুই পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ব-শব্দের বাচ্য,—এ বিষয়টী যাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাদৃশ শ্রুত্যাদিরূপ শব্দসমূহ দ্বারাই ইহা সিদ্ধ হয়; যথা—"যাবতীয় নামসমূহ যাঁহাকে কীর্ত্তন করেন", "সর্ব্বপ্রকার ঋক্, সর্ব্বপ্রকার বেদ ও সর্ব্বপ্রকার শব্দের এক (বিষ্ণু) বস্তুই বাচ্য", "একমাত্র তাঁহাকেই অবগত হও" ইত্যাদি শ্রুত্যাত্মক শব্দসমূহ দ্বারা তিনিই সর্ব্বশব্দ-বাচ্যরূপে প্রতিপাদিত। এক জনার্দ্দন কিরূপে বিরুদ্ধ গৌণ কারণস্বরূপ হন? তাহার উত্তরেও এস্থলে 'অমিতাত্মক'—এই পদটীর আকর্ষণ কর্ত্তব্য। অমিত অর্থাৎ আকাশাদি অনেক পদার্থে 'আত্মা' অর্থাৎ স্বরূপ যাঁহার, তিনিই 'অমিতাত্মক'। অতএব আকাশাদিতে স্থিতিহেতু আকাশাদিরূপ গৌণ কারণও তিনিই—ইহা জ্ঞাতব্য। তাৎপর্য্য এই যে, আকাশাদির উৎপত্তিকালে তদন্তর্গতত্ব-নিবন্ধন বিষ্ণুর আবির্ভাব-নিবন্ধন ও সেই বিষ্ণুই আবার বায়ু প্রভৃতির মধ্যস্থিত অন্তর্য্যামি-স্বরূপের উৎপত্তি-বিষয়ে কারণ বলিয়া গৌণ-কারণত্ব তাঁহাতে সঙ্গতই হয়।

অজ শ্রীহরির জন্ম কিরূপে হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরেও পূর্ব্বোক্ত "দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ"—এই অধিকরণোক্ত বাক্য-স্মরণার্থ 'একোমিতাত্মকঃ' ইহাকে 'একঃ অমিতাত্মকঃ' এইরূপ বিভাগ না করিয়া 'একঃ মিতাত্মক' এইরূপ বিভাগ-পূর্ব্বক অর্থ প্রদর্শন করিতেছেন। যথা—'মিত' অর্থাৎ ব্যক্ত—'আত্মা' অর্থাৎ স্বরূপ যাঁহার, তিনিই 'মিতাত্মক'। "দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ" এই স্থলে ঈশ্বরের জন্ম অভিব্যক্তি (প্রাকট্য) মাত্ররূপে কথিত হওয়ায় এস্থলে তাঁহার 'উৎপত্তি'র অর্থ—অভিব্যক্তিই

(প্রাকট্যই) জ্ঞাতব্য, পরন্তু পূর্ব্বে অবর্ত্তমান থাকিয়া পশ্চাৎ সত্তা লাভ করিয়াছেন, এরূপ অর্থ নহে। অনুভাষ্যেও বলিয়াছেন যে,"আকাশাদিতে ক্রিয়াপ্রবর্ত্তকরূপে অর্থাৎ অন্তর্য্যামিরূপে শ্রীহরির আবির্ভাবই জন্ম।"

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, আকাশাদিতে তাঁহার স্থিতিই বা কিরূপে সিদ্ধ হয়? তাহার উত্তরেও বলিলেন—'শব্দসমূহ দ্বারা' অর্থাৎ "যিনি আকাশে স্থিত হইয়া আকাশের অভ্যন্তরকে নিয়ন্ত্রিত করেন; যিনি বায়ুতে স্থিত হইয়া বায়ুর অভ্যন্তরকে নিয়ন্ত্রিত করেন" ইত্যাদি অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণোক্ত শব্দসমূহ দ্বারা আকাশাদিতে তাঁহার অবস্থান সিদ্ধ হয়। "যিনি আকাশে স্থিত হইয়া" ইত্যাদি বাক্যেই বা শ্রীহরি কিরূপে সিদ্ধ হন? ইহার উত্তরেও বলিলেন—'শব্দসমূহ দ্বারা' অর্থাৎ "যাঁহাকে আকাশ জানিতে পারে না, যাঁহাকে বায়ু জানিতে পারে না" ইত্যাদি যে-সকল বাক্যদ্বারা—তাঁহাতে আকাশাদির অবিদিতত্ব, অমৃতত্ব প্রভৃতি অন্তর্য্যামি-অধিকরণোক্ত ধর্ম্মসমূহ জ্ঞাপিত হয়, সেই শব্দসমূহ দ্বারাই "যিনি আকাশে স্থিত হইয়া" ইত্যাদি বাক্যে তিনি সিদ্ধ হইলেন। "যাঁহাকে আকাশ জানিতে পারে না" ইত্যাদি শব্দ-দ্বারাই বা শ্রীহরি কিরূপে সিদ্ধ হইবেন? ইহার উত্তরেও বলিলেন—'শব্দসমূহ দ্বারা' অর্থাৎ "সেই যিনি শ্রুত হন না, বিচারিত হন না, বিজ্ঞাত হন না" ইত্যাদি যে-সকল শব্দ শ্রীহরির অবিদিতত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মবোধক, তাহাদিগের দ্বারাই "যাঁহাকে আকাশ জানিতে পারে না" ইত্যাদি বাক্যে তিনিই সিদ্ধ; যেহেতু—"সেই যিনি শ্রুত হন না" ইত্যাদি বাক্য বিষ্ণুসম্বন্ধি-রূপেই প্রসিদ্ধ।

অনন্তর "নমাকর্ষাৎ" ইত্যাদি যে আটটী সূত্র উক্ত হইয়াছে, তাহা 'তত্ত্বপ্রদীপ', 'ন্যায়রত্নাবলী', 'ন্যায়চন্দ্রিকা', 'সম্বন্ধদীপিকা' প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থোক্ত-রীত্যনুসারে "কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথাব্যপদিষ্টোক্তেঃ"—এই

বর্ত্তমান অধিকরণেরই অঙ্গ বলিয়া তাহাদের পৃথক্ অর্থ সংগৃহীত হয় নাই। অথবা পূর্ব্বোক্ত ও পরে বক্ষ্যমাণ সমস্ত শব্দেরই পদ ও বর্ণাদিরূপে বিষ্ণুবাচকত্ব 'জ্যোতিঃ' অধিকরণে সংগৃহীত হওয়ায় 'সমাকর্ষাৎ' ইত্যাদি সূত্রোক্ত অধিকরণের অর্থও 'জ্যোতিঃ' অধিকরণেই সংগৃহীত হইয়াছে। পরন্তু 'জ্যোতিঃ' অধিকরণে কথিত হইয়াছে যে,—সর্ব্ব-শব্দের বিষ্ণুতে যে-রূপ মুখ্যত্ব, অন্যত্রও তদ্রূপ মুখ্যত্ব-নিবন্ধন কর্ম্মাদির লোপ হয় না এবং বিষ্ণুতে শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তিও অযুক্ত হয় না। কিন্তু এরূপ উক্তি সঙ্গত নহে; কারণ, তাহা হইলে 'অক্ষ' প্রভৃতি শব্দের ন্যায় উক্ত শব্দসমূহের অনেক বস্তুতে মুখ্যত্ব-প্রাপ্তি-নিবন্ধন 'সর্ব্ব-শব্দে মুখ্যরূপে বিষ্ণুই বাচ্য'—এরূপ যে-নিশ্চয়োক্তি 'তত্তু সমন্বয়াৎ' সূত্রে করা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত হইয়া পড়ে। অতএব এই আপত্তির নিরাসের জন্য (১৬-২৩)—(১৬) "সমাকর্ষাৎ", (১৭) "জগদ্বাচিত্বাৎ", (১৮) "জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতম্", (১৯) "অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে", (২০) "বাক্যান্বয়াৎ", (২১) "প্রতিজ্ঞাসিদ্ধের্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ", (২২) "উৎক্রমিষ্যত এবং ভাবাদিত্যৌড়ুলোমিঃ" ও (২৩) "অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ"—এই আটটী সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'কর্ম্মবাচ্যেশ্চ বাচ্যঃ'। পূর্ব্ববৎ 'এক জনার্দ্দন' ও 'অন্যত্র নিয়ত শব্দসমূহদ্বারাও মুখ্যরূপে কথিত' এই বাক্যদ্বয়ের অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—কর্ম্মাদির বাচক ও মুখ্যরূপে অন্যত্র নিয়ত—পূর্ব্বোক্ত ও পরে বক্ষ্যমাণ সর্ব্ব-প্রকার শব্দদ্বারা মুখ্যরূপে অর্থাৎ পরমমুখ্যভাবে এক জনার্দ্দনই বাচ্য; যেহেতু—অমুখ্যবৃত্তি যেরূপ 'গৌণী' ও 'লক্ষণা'-ভেদে দ্বিবিধা, সেইরূপ মুখ্যবৃত্তিও 'মুখ্যা' ও 'পরমমুখ্যা'-ভেদে দ্বিবিধা। এ বিষয়ে যে প্রমাণের কোন অভাব নাই—ইহার প্রদর্শনের জন্য বলিলেন—'শব্দসমূহদ্বারা' অর্থাৎ

"বেদ ও লোক-প্রসিদ্ধক্রমে পরম বস্তুর বাচক শব্দসমূহকে আকর্ষণ-পূর্ব্বক ইতরপদার্থসমূহের বাচকরূপেও ব্যবহার করা হয়"—এইরূপ শব্দবৃত্তির তারতম্য-বোধক যে-সকল শব্দ (শাস্ত্রবাক্য) আছে, তাহাদের দ্বারাই শ্রীহরি ও তদিতর বস্তুতে জ্যোতিঃ, আকাশ প্রভৃতি সর্ব্বশব্দের যথা-সংখ্যকক্রমে পরমমুখ্যা ও মুখ্যাবৃত্তি জানা যায়। এই অভিপ্রায়েই আমরা পূর্ব্বে প্রত্যেক অধিকরণেই 'পরমমুখ্যরূপে' এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি।

এইরূপে ঈশ্বর-শব্দের পরমমুখ্যবৃত্তিত্ব সিদ্ধ হইলে অন্যত্র শব্দের সিদ্ধি না হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কায় বলিয়াছেন—'অন্যত্র নিয়তশব্দসমূহ-দ্বারা' অর্থাৎ অন্যত্রই নিয়ত অর্থাৎ অন্যত্রই ব্যবহ্রিয়মাণ, অতএব অন্যত্র নিয়ত অর্থাৎ অন্যত্রই ব্যুৎপন্ন—এইরূপ শব্দসমূহের দ্বারাও তিনি বাচ্য। তাৎপর্য্য এই যে, মানবগণ সাধারণতঃ জাগতিক বস্তুতেই নিয়তভাবে শব্দ ব্যবহার করায় শব্দের শ্রোতৃগণের সেই জাগতিক বস্তুতেই শব্দ-ব্যুৎপত্তি নিয়ত এবং ঈশ্বর-বিষয়ে শব্দের তাদৃশ বহুল ব্যবহার না থাকায়ই তাঁহাতে ব্যুৎপত্তির অভাব। এইরূপে শব্দের অন্যত্র প্রসিদ্ধি অজ্ঞানমূলকরূপে সঙ্গত হয়।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে—"জীব এই বৃক্ষের যে শাখা পরিত্যাগ করে, সেই শাখা অতঃপর শুষ্ক হইয়া থাকে" এবং "হে গৌতম! বায়ুরূপ সূত্রদ্বারা এই জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে"—এই শ্রুতিদ্বয়ে জীব ও বায়ুরও স্বাতন্ত্র্য-প্রতীতিহেতু তাহাদেরও সর্ব্বশব্দবাচ্যত্ব হউক? তদুত্তরেও বলিলেন—'অন্যত্র নিয়ত শব্দসমূহদ্বারাও'। অন্যত্র নিয়ত অর্থাৎ অন্যত্র বাচক 'শব্দসমূহ' অর্থাৎ জীব বায়ু প্রভৃতি শব্দসমূহদ্বারা এক জনার্দ্দনই মুখ্যরূপে বাচ্য; যেহেতু জীবপ্রভৃতি শব্দে এস্থলে তাহাদের অন্তর্যামীরই গ্রহণ এবং জীবাদিতে প্রতীত স্বাতন্ত্র্যও তাহার অন্তর্যামিগত—ইহা পাদশেষে প্রাণাধিকরণে কথিত হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, মুখ্যভাবে অন্যত্র নিয়ত অর্থাৎ অন্যত্রবাচক শব্দসমূহদ্বারাও পরমমুখ্যরূপে শ্রীহরি বাচ্য—ইহা অযুক্ত; কারণ, মুমুক্ষু পুরুষের নিকট শ্রীহরিকে কর্ম্ম বা দেবতারূপে কীর্ত্তন করিয়া কোন ফল নাই। পরন্তু মুক্তি ব্রহ্মজ্ঞান হইতেই সিদ্ধ হয় এবং সেই ব্রহ্মজ্ঞানও পদসমন্বয় প্রভৃতি হইতেই হইয়া থাকে। এই আশঙ্কার নিরৃত্তির জন্যও বলিলেন—'অন্যত্র নিয়ত' ইত্যাদি; অর্থাৎ কর্ম্ম বা দেবতার বাচকরূপে স্থিত হইয়াও শব্দসমূহকর্ত্তৃক অবসানে মুখ্যরূপে অর্থাৎ মহাতাৎপর্য্যক্রমে শ্রীহরিই কথিত হন। কর্ম্ম বা দেবতাবাচক-রূপে অবস্থিত বাক্যসমূহের অবসানে ব্রহ্মপরত্ব হয়—এইরূপ বাক্যান্বয় না হইলে ব্রহ্মবস্তুতে প্রত্যেক পদের অন্বয় অযোগ্য হইয়া পড়ে এবং তদ্‌বিষয়ে মন্দবুদ্ধিগণের মুখ্যরূপে ব্রহ্মজ্ঞানাদির অভাব হইতে পারে। এ সমস্ত এস্থলে বিচার্য্য।

তথাপি শ্রীহরি সর্ব্বশব্দবাচ্য নহেন; যেহেতু, পরম-পুরুষে স্ত্রীভাবের অভাবহেতু সর্ব্বরমণীশিরোমণি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর বাচক 'প্রকৃতি' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য তিনি হইতে পারেন না। যদি বলা হয় যে, পুরুষ বা স্ত্রীভাবাদি-রহিত আসন-বিশেষে স্ত্রীলিঙ্গ 'খট্বা'-শব্দ ব্যবহারের ন্যায় এস্থলেও শ্রীহরিতে নির্ব্বিচারেই 'প্রকৃতি' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়? তাহা হইলে তাহাও সঙ্গত হয় না; কারণ, শ্রীহরিতে সর্ব্বগুণ পূরণার্থই সর্ব্ব-শব্দের সমন্বয় উদ্দিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেক শব্দেরই অর্থ সাধু হওয়া উচিত। প্রকৃতি বা লক্ষ্মীদেবী শ্রীহরির অধীনা বলিয়া উক্ত শব্দে শ্রীহরিই বাচ্য—এইরূপও বলা যায় না; কারণ, তদধীনত্ব-বিচারে শ্রীহরিতে স্বাতন্ত্র্যভাবেরই সিদ্ধি হয়, কিন্তু স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রয়োগ করিবার কারণস্বরূপ কোন গুণের সিদ্ধি হয় না। যদি বলা হয় যে, তিনি যদি সর্ব্বশব্দবাচ্য না হন, তাহা হইলে —"সর্ব্বপ্রকার নাম যাঁহার বাচকরূপে অবস্থিত" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যের

বিরোধ হয় ; সুতরাং শ্রুতির অনুরোধে তিনি 'প্রকৃতি' প্রভৃতি স্ত্রীনাম-সমূহেরও বাচ্য ? তাহা হইলেও উত্তর এই যে, শ্রুতিতে অধিকাংশ অর্থেই 'সর্ব্ব'-শব্দের ব্যবহার বহির। সুতরাং 'সর্ব্বপ্রকার নাম' অর্থে অধিকাংশ নাম—এইরূপ অর্থ-সঙ্কোচও সম্ভবপর হয় বলিয়া 'প্রকৃতি' কতিপয় শব্দের বাচ্যরূপে তাঁহাকে না বলিলেও শ্রুতির সহিত বিরোধ হয় না। অতএব এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্ম (২৪-২৮)—(২৪) "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ", (২৫) "অভিধ্যোপদেশাচ্চ", (২৬) "সাক্ষাচ্চো-ভয়াম্নানাৎ", (২৭) "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ" ও (২৮) "যোনিশ্চ গীয়তে" —এই পাঁচটী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিলেন—'প্রকৃতি'। পূর্ব্ববৎ 'এক জনার্দ্দন' ও 'অন্যত্র নিয়ত শব্দসমূহদ্বারাও মুখ্যরূপে কথিত হন'—এই বাক্যদ্বয়ের অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—প্রকৃষ্টা কৃতি (কার্য্য) যাঁহার—এইরূপ বহুব্রীহি সমাসের অর্থক্রমে 'প্রকৃতি'-শব্দদ্বারা কথিত প্রকৃষ্টকৃতিশালী বস্তু এক জনার্দ্দনই (সুতরাং বহুব্রীহি সমাসহেতু 'প্রকৃতি'-শব্দ পুংলিঙ্গই হইল)। অতএব স্ত্রীলিঙ্গরূপে অন্যত্র নিয়ত অর্থাৎ অন্যত্রই প্রসিদ্ধ ও "ইনি সেই প্রকৃতি" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুত 'প্রকৃতি' ও তদুপলক্ষিত অন্যান্য স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দসমূহদ্বারা এক জনার্দ্দনই মুখ্যরূপে অর্থাৎ পরমমুখ্যবৃত্তিক্রমে কথিত হন, লক্ষ্মী প্রভৃতি নহেন। কি হেতু ? তাহাও বলিলেন—'শব্দ-সমূহদ্বারা' অর্থাৎ "সর্ব্বপ্রকার নামসমূহ বাচকরূপে সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই কীর্ত্তন করে" ইত্যাদি বাক্যোক্ত প্রতিজ্ঞাও দৃষ্টান্ত এবং "সর্ব্ববিধ নাম যাঁহাকে উচ্চারণ করে" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্রুত্যাত্মক শব্দসমূহদ্বারা তিনি এস্থলে সকল নামের বাচ্যরূপে জ্ঞাতব্য। এইরূপ—"হে অনন্ত ! প্রকৃতি বা বাসনা আপনার ইচ্ছাস্বরূপিণী" এবং "তিনি অভিধা, তিনি প্রজ্ঞা" ইত্যাদি যে-সকল শব্দ শ্রীহরিকে প্রকৃতি-শব্দবাচ্য ইচ্ছারূপে জ্ঞাপন করিতেছে এবং "ইনিই স্ত্রী, ইনিই পুরুষ" ইত্যাদি

যে-সকল শব্দ সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহাকে স্ত্রী ও পুরুষ-শব্দবাচ্যরূপে জ্ঞাপন করে, তাহাদের দ্বারা মুখ্যরূপে তাঁহাকে স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দবাচ্যরূপে জানা যায়। শ্রীহরিতে 'প্রকৃতি' প্রভৃতি শব্দ-প্রয়োগের উপযোগী নিমিত্তেরও যে অভাব নাই, ইহার প্রদর্শনের জন্যও বলিলেন—'শব্দ-সমূহ-দ্বারা' অর্থাৎ "এই পরমাত্মা অনন্তর প্রকৃতিতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া নিজকে বহুরূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন; অতএব তিনি প্রকৃতি" ইত্যাদি শ্রুত্যাত্মক শব্দ-সমূহই শ্রীহরিতে 'প্রকৃতি'-শব্দ-প্রয়োগের উপযোগী প্রকৃষ্টকৃতিশালিত্বরূপ নিমিত্তের জ্ঞাপন করিতেছে। এইরূপ—"ধীরগণ যাঁহাকে ভূত-যোনি-রূপে (ভূতগণের প্রসবহেতুরূপে) পরিদর্শন করেন"—এই শ্রুতি এবং "পণ্ডিতগণ ব্যবহিতরূপে প্রসব-কর্তৃত্বকে 'পুংস্ত্ব' ও সাক্ষাদ্‌ভাবে প্রসবকর্ত্তৃত্বকে 'প্রকৃতিত্ব' বলিয়া থাকেন; পরম পুরুষ বাসুদেবে এই উভয়বিধ প্রসব-কর্ত্তৃত্ব অবস্থিত বলিয়া সেই অদ্বিতীয় বস্তুই 'প্রকৃতি' ও 'পুরুষ', এই উভয় শব্দেই কথিত হন"—এই স্মৃতিরূপ শব্দ-সমূহ-দ্বারাও তাঁহাতে স্ত্রীলিঙ্গ সর্ব্ববিধশব্দ-প্রয়োগের নিমিত্ত-স্বরূপ অব্যবধানে প্রসব-কর্ত্তৃত্বরূপ স্ত্রীভাব জ্ঞাপিত হওয়ায় তাঁহাতে স্ত্রীলিঙ্গ-শব্দের প্রয়োগের নিমিত্ত অবগত হওয়া যায়।

তথাপি শ্রীহরি সর্ব্বশব্দবাচ্য হইতে পারেন না; কারণ, স্বরূপহীন পদার্থের বাচক 'শূন্য', 'অসৎ', 'তুচ্ছ' প্রভৃতি যে-সকল শব্দ আছে, স্বরূপশালী শ্রীহরিতে তাহারা প্রযুক্ত হইতে পারে না। ঐসকল বস্তু তাঁহার অধীন বলিয়া নিয়ামকস্বরূপ তিনি উক্ত শব্দ-সমূহের বাচ্য হইতে পারেন—ইহাও বলা যায় না; কারণ, স্বরূপশূন্য বস্তু-সমূহের উপর আবার তাঁহার নিয়ামকত্ব কিরূপে থাকিতে পারে? অতএব এই আশঙ্কা নিরাসার্থ (২৯)—"এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিলেন—'শূন্যমেব চ'। 'ইত্যাদি অন্যত্র নিয়ত শব্দ-সমূহ-

দ্বারা মুখ্যরূপে কথিত হন'—এই বাক্য এস্থলে অন্বিত হইবে। 'শূন্যমেব চ' এই 'এব'-শব্দটীও 'অন্যত্র' এই বাক্যের সহিত অন্বিত হইয়া 'অন্যত্রৈব' এইরূপ হইবে। 'চ'-শব্দ পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের সমুচ্চয়-জ্ঞাপক। 'ইত্যাদি'— এইটী বিভক্তি-শূন্য-নির্দ্দেশ। ইহা 'ইত্যাদিভিঃ'—এইরূপ তৃতীয়ান্ত পদের অর্থ-জ্ঞাপক। অতএব বাক্যার্থ এইরূপ—অন্যত্রই নিয়ত অর্থাৎ স্বরূপহীন-বস্তুবাচকরূপে অন্যত্রই প্রসিদ্ধ—'শূন্য', 'অসৎ', 'অভাব', 'তুচ্ছ' ইত্যাদি শব্দসমূহদ্বারা এক জনার্দ্দনই মুখ্যরূপে কথিত, স্বরূপহীন শূন্যাদি পদার্থ-বিশেষ নহে। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—'শব্দসমূহ-দ্বারা' অর্থাৎ "সর্ব্বপ্রকার নাম যাঁহার কীর্ত্তন করেন", "একমাত্র তাঁহাকেই অবগত হও", "এই ঋক্‌সমূহ, বেদসমূহ ও নাদসমূহ একমাত্র যে-বস্তুর উচ্চারণ করেন" এবং "সর্ব্বপ্রকার নাম এই পুরুষকেই সর্ব্বতোভাবে বর্ণন করেন" ইত্যাদি সর্ব্বশব্দবাচ্যত্বজ্ঞাপক শব্দ (শাস্ত্রবাক্য)সমূহদ্বারাই তাঁহাকে শূন্যাদি শব্দেরও বাচ্যরূপে জানা যায়। তাঁহাতে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগের উপযোগী কারণেরও যে অভাব নাই, তাহার প্রতি-পাদনার্থও বলিলেন—'শব্দসমূহদ্বারা' অর্থাৎ তদ্‌বাচক 'শূন্য' প্রভৃতি শব্দের অর্থনির্ব্বাচক শব্দসমূহ (শাস্ত্রবাক্যসমূহ)দ্বারাই ঐসকল শব্দের প্রয়োগের কারণাস্তিত্ব জ্ঞাপিত হয়; যথা—মহাকৌর্ম্মপুরাণবাক্য— "তিনি 'শ' অর্থাৎ সুখকে (পরের সুখকে) 'উন' অর্থাৎ (নিজ-সুখ হইতে) অল্প করেন বলিয়া তিনি 'শূন্য'-শব্দে কথিত। এইরূপ 'তোদন' অর্থাৎ পীড়ন-হেতু 'তুৎ' ও স্বয়ং ছন্ন (অদৃশ্য) বলিয়া 'ছ'—এইরূপে 'তুচ্ছ'; অন্যকর্ত্তৃক 'ভাবন' অর্থাৎ উৎপাদনের অযোগ্য বলিয়া তিনি 'অভাব'; তিনি কাহারও কর্ত্তৃক 'অশন' (ভক্ষণ) যোগ্য নহেন, এইজন্যই 'নাশ' ইত্যাদি।" অর্থাৎ তদ্‌বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যবোধক শব্দসমূহ-দ্বারাই ইহা জ্ঞাপিত হইতেছে। সম্প্রতি এই পাদের অর্থোপসংহার করিতেছেন—

'ইত্যাদি অন্যত্র নিয়ত শব্দসমূহদ্বারা তিনি মুখ্যরূপে কথিত হন'। 'ইত্যাদি' এই পদদ্বারা এই পাদের অন্তর্গত 'অব্যক্ত' প্রভৃতি যাবতীয় সমন্বিত শব্দ বিবেচিত হইয়াছে। অতএব 'ইত্যাদি' অর্থাৎ অন্যত্রই প্রসিদ্ধ 'অব্যক্ত' প্রভৃতি শব্দ-সমূহ-দ্বারা এক জনার্দ্দনই মুখ্যরূপে কথিত হন। অধ্যায়গত অর্থের উপসংহার করিতেছেন—'অতএব (তিনি) অনন্তগুণ, যেহেতু শব্দসমূহ যোগবৃত্তি-বিশিষ্ট' অর্থাৎ অতএব অন্যত্র, উভয়ত্র ও অন্যত্রই প্রসিদ্ধ অশেষ শব্দ-কর্ত্তৃক বাচ্য বলিয়া জনার্দ্দনই অনন্তগুণ। ইহাদ্বারা কিরূপে অনন্তগুণত্ব সিদ্ধ হইল? এই আশঙ্কায় বলিলেন—'যেহেতু শব্দসমূহ যোগবৃত্তি-বিশিষ্ট'; অর্থ এই—যেহেতু শব্দসমূহ 'যোগবৃত্তি'—'যোগ' অর্থাৎ অবয়বার্থের সম্বন্ধদ্বারা 'বৃত্তি' অর্থাৎ বস্তু-প্রতিপাদনে প্রবৃত্তি যাহাদের, তাদৃশ অর্থাৎ যৌগিক (বিষ্ণুতে যৌগিকরূপে বর্ত্তমান), অতএব তাহাদের অর্থ-বিচার-মুখেই শ্রীহরিতে অনন্তগুণত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৬-৭ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মসূত্রের শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত 'অণুভাষ্যম্'এর শ্রীমদ্‌রাঘবেন্দ্র-যতিকৃতা তত্ত্বমঞ্জরীনাম্নী ব্যাখ্যার প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥১।৪॥

ইতি শ্রীরাঘবেন্দ্রভিক্ষুপ্রণীতা তত্ত্বমঞ্জরীনাম্নী অণুভাষ্যবিবৃতির প্রথমাধ্যায় সমাপ্ত ॥১॥

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

শ্রৌতস্মৃতিবিরুদ্ধত্বাৎ স্মৃতয়ো ন গুণান্ হরেঃ।
নিষেদ্ধুং শক্নুয়ুর্ব্বেদা নিত্যত্বাম্মানমুত্তমম্ ॥১॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদস্য ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥ ২। ইতরেষাঞ্চানুপলব্ধেঃ ॥ ৩। এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥ ৪। ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥ ৫। অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্ ॥ ৬। দৃশ্যতে তু ॥ ৭। অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥ ৮। অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্ ॥ ৯। ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ১০। স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ১১। তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥ ১২। এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৩। ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ ১৪। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ। ১৫। ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৬। সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৭। অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৮। যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৯। পটবচ্চ ॥ ২০। যথা চ প্রাণাদি ॥ ২১। ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রসক্তিঃ ॥ ২২। অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ। ২৩। অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৪। উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৫। দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৬। কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥ ২৭। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৮। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৯। স্বপক্ষদোষাচ্চ ॥ ৩০। সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩১। বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্ ॥ ৩২। ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩৩। লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং ॥ ৩৪। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথা হি দর্শয়তি ॥ ৩৫। ন কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নাঽনাদিত্বাৎ ॥ ৩৬। উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৭। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥

অনুবাদ—শ্রুতির অনুগা স্মৃতিসমূহের দ্বারা বিরোধ হয় বলিয়া শৈবাদি স্মৃতিসমূহ শ্রীহরির গুণসমূহের নিষেধ (অভাব প্রতিপাদন) করিতে সমর্থ নহে ; (যেহেতু) বেদসমূহ ও বেদানুগা স্মৃতিসমূহই উত্তম প্রমাণ ॥১॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

নমু যদুক্তম্ 'অতোঽনন্তগুণঃ' ইতি তদসাধ্বিব, তত্র যুক্ত্যাদিভির্বিরোধাৎ ; তত এব হরের্দ্দোষিত্বস্যাপ্যাপাতাচ্চেতি। অতঃ প্রাপ্তো দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ। তস্যৈকবাক্যত্বসিদ্ধয়ে প্রতিপাদ্যোক্তিপরতয়া "সর্ব্বদোষোজ্ঝিতস্তস্মাদ্ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। উক্তা গুণাশ্চাবিরুদ্ধাস্তস্য বেদেন সর্ব্বশঃ॥" ইতি অন্তিমভাষ্যমাদাবাকৃষ্য যোজ্যম্। তথা হি 'উক্তাঃ' ইত্যাবর্ত্ত্যং, 'সর্ব্বশঃ' ইত্যপি। তস্য ভগবতঃ, সর্ব্বশো বেদেন কৃৎস্নবেদেন পূর্ব্বাধ্যায়োক্তন্যায়ানুগৃহীতেনেতি ভাবঃ, উক্তাঃ সর্ব্বশো গুণাঃ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদয়ো গুণা অবিরুদ্ধাশ্চ যুক্তিসময়াদিবিরোধরহিতাশ্চোক্তাঃ সূত্রকৃতা প্রতিপাদিতা ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ সর্ব্ববিরোধানাং পরিহৃতত্বাৎ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সর্ব্বদোষোজ্ঝিত উক্তঃ প্রতিপাদিত ইতি। পূর্ব্বোক্তার্থে প্রতীতাশেষবিরোধনিরাসেন নির্দ্দোষাশেষগুণতা হরেরত্র নির্ণীতা সূত্রকৃতেতি যাবৎ। আদ্যপাদার্থোক্তিপরতয়া 'নাযুক্তং তদ্বদেচ্ছ্রুতিঃ' ইত্যপ্যাদাব্যাকৃষ্য যোজ্যম্। অতোঽনন্তগুণ ইত্যুক্তং প্রমেয়মযুক্তং 'যুক্তিবিরুদ্ধং ন বদেচ্ছ্রুতিঃ, ইত্যাহাত্র পাদে সূত্রকৃদিতি শেষঃ।

যুক্তি-সময়-শ্রুতিযুক্ত্যুপেতশ্রুতিবিরোধভেদেন বিরোধস্য চাতুর্ব্বিধ্যাত্তত্র প্রাবল্যাদ্ যুক্তিবিরোধমাদৌ নিরাহেত্যর্থঃ। আদ্য-নয়স্য স্মৃতিবিরোধপরস্য যুক্তিবিরোধপরত্বমপ্যস্তি। স্মৃতি-বিরোধস্য যুক্তিসময়াদি-চতুর্ব্বিধ-বিরোধ-রূপত্বাদিতি ভাবঃ।

নন্নু যদুক্তম্ 'অতোঽনন্তগুণঃ' ইতি তন্ন, শৈব-সাংখ্য-বৌদ্ধার্হতাদিস্মৃতিষু শিবাদেরেব সর্ব্বকর্তৃত্বাদিমহিম্নো বর্ণনেন তদ্-বিরোধাৎ। ন চ তাসামপ্রামাণ্যম্; সর্ব্বজ্ঞশিবাদিপ্রত্যক্ষ-মূলত্বেন তদযোগাদিত্যাশঙ্ক্য তন্নিরাসায় প্রাপ্তং (১-৩)—"স্মৃত্য-নবকাশ" ইত্যাদি সূত্রত্রয়ম্। তদর্থং ভাষতে—শ্রৌতস্মৃতিবিরুদ্ধত্বাৎ স্মৃতয়ো ন গুণান্ হরেঃ। নিষেদ্ধুং শক্নুয়ুঃ ইতি। শ্রৌতীভিঃ শ্রুতিসংবাদিনীভিঃ পাঞ্চরাত্রাদিভিঃ স্মৃতিভিঃ বিরুদ্ধত্বাৎ বিশেষেণ রুদ্ধত্বাদ্ বাধিতত্বাদিতি যাবৎ। শৈবাদিস্মৃতয়ো হরের্গুণান্ নিষেদ্ধুং ন শক্নুয়ুঃ—তদভাববোধনাক্ষমা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বজ্ঞতমবিষ্ণু প্রত্যক্ষমূলত্বাচ্ছ্রুতিসংবাদাচ্চ বৈষ্ণবস্মৃতীনাং প্রাবল্যমিতি ভাবঃ। ন চাপ্তোক্তানাং শৈবাদিস্মৃতীনামপ্রামাণ্যাযোগাদনবকাশত্বমিত্যতো ন নিষেধেয়ুরিত্যনুক্ত্বা 'ন শক্নুয়ুঃ' ইত্যুক্তং—তদুক্তসাধনানুষ্ঠানেঽপি যোগ্যফলানুপলব্ধেরলব্ধপ্রামাণ্যানামেতন্নিষেধে শক্ত্যভাবাদিত্যর্থঃ—শিবাদেঃ সর্ব্বজ্ঞত্বেঽপ্যযোগ্যজনপ্রতারণার্থং কৃতত্বেনাপ্তোক্তত্বস্যৈব তাসামভাবাদপ্রামাণ্যস্যৈবোপপত্তেরিতি ভাবঃ।

নন্নু ফলবিসংবাদেনাপ্রামাণ্যে শৈবাদিস্মৃতিবদেব শ্রুতিশ্রৌত-স্মৃতীনামপি তথাত্বং স্যাৎ। বেদাদিষ্বপি ফলবিসংবাদস্য বহুল-মুপলম্ভাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (৪)—"ন বিলক্ষণত্বাদস্য" ইত্যাদি

সূত্রম্। তদর্থঃ—'বেদা নিত্যত্বান্মানমুত্তমম্' ইতি। শ্রৌতস্মৃতয় ইতি বিভাগ-বিপরিণামাভ্যাং অনুবর্ত্ত্যম্। বেদাঃ শ্রৌতস্মৃতয়শ্চোত্তমং প্রমাণং, কুত ইত্যতঃ শ্রৌতস্মৃতিপ্রামাণ্যস্য শ্রুতিপ্রামাণ্যায়ত্তত্বাদ্ বেদপ্রামাণ্যে হেতুমাহ—নিত্যত্বাদিতি। বেদানামিতি যোগ্যতয়ান্বেতি। অপৌরুষেয়ত্বাদিত্যর্থঃ। অপ্রামাণ্যস্য দোষৈকহেতুত্বাদ্ বাক্যে চ দোষাণাং স্বতন্ত্রপুরুষদোষনিমিত্তত্বাদ্ বেদে চাভিনবানুপূর্ব্বীরচয়িতৃ-পুরুষস্যাভাবেনতদ্দোষনিবন্ধনদোষাণামভাবনিয়মাদিতি ভাবঃ। নিত্যত্বঞ্চ "বাচা বিরূপ নিত্যয়া", "নিত্যা বেদাঃ সমস্তাশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বান্নাসিদ্ধমিতি ভাবঃ। অত্র বেদস্য নিত্যত্বং নাম সজাতীয়ানুপূর্ব্বিকত্বং, ন বর্ণবৎকূটস্থ নিত্যত্বমিতিধ্যেয়ং—"ন হি বয়ং বেদস্য কূটস্থনিত্যতাং ব্রূম ইতি ক্রমস্য কৃতকত্বেঽপি" ইত্যাদি-'তত্ত্বনির্ণয়'-টীকোক্তেঃ। যত্তু "নিত্যা বেদাঃ পুরাণাদ্যাঃ কালঃ প্রকৃতিরেব চ। নিত্যা নিত্যম্" ইত্যাদি 'তত্ত্বসংখ্যান'-টীকায়াং "নিত্যত্বং নাম কূটস্থতয়াদ্যন্তশূন্যত্বম্" ইতি বচনং, তত্তু সর্ব্বজ্ঞেশ্বরবুদ্ধিক্রমমপেক্ষ্য, ন ত্বস্মদাদিপ্রমোৎপাদকক্রমমপেক্ষ্য ;—"সর্ব্বজ্ঞত্বাদীশ্বরস্য তদ্বুদ্ধৌ সর্ব্বদা প্রতীয়মানত্বাৎ" ইতি তত্ত্বনির্ণয়োক্তেঃ।

নন্বু মাস্তুপ্রামাণ্যং বেদস্য তদ্ধেতুদোষাণামভাবাৎ। প্রামাণ্যন্তু কুতঃ? তস্যাপ্তোক্তত্বাদিগুণহেতুকত্বাদিত্যতোঽপি নিত্যত্বাদিতি—সহজত্বাদিত্যর্থঃ। মানত্বস্যেতি যোগ্যতয়ান্বেতি। বেদপ্রামাণ্য হি যথার্থজ্ঞানজননশক্তিঃ। সা চ সহজৈব জ্ঞানজননশক্তেরেব প্রমাজননশক্তিত্বাত্তথা চ মানত্বস্য প্রমাজননসামর্থ্যস্য নিত্যত্বাৎ

স্বাভাবিকত্বাৎ গুণানপেক্ষত্বাদিতি যাবৎ বেদা উত্তমং মানমিত্যর্থঃ। জ্ঞানজনকত্বমেবাসিদ্ধমিত্যতঃ শ্রৌতেতি প্রস্তাবাচ্ছ্রুতয় ইতিবাচ্যে বেদা ইত্যুক্তিঃ "বেদা হ্যেবৈনং বেদয়ন্তি তস্মাদাহুর্ব্বেদাঃ" ইত্যাদের্ব্বিদিধাত্বর্থজ্ঞানজনকত্বদ্যোতনায়। তথা চ বোধকত্বা-দ্দোষাভাবেন বিপরীতবোধকত্বাভাবাদ্ বেদা উত্তমং মানমিত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ জৈমিনিসূত্রে—"ঔৎপত্তিকস্তু শব্দস্যার্থেন সম্বন্ধস্তস্য জ্ঞান-মুপদেশোঽব্যতিরেকশ্চার্থেঽনুপলব্ধে তৎ প্রমাণম্" ইত্যাদি। বেদা ইত্যুক্ত্যা "বেদা হ্যেবৈনম্" ইতি শ্রুতিসূচনেন মানান্তর-সংবাদানপেক্ষমেব বেদপ্রামাণ্যমিতি সূচিতম্। এবঞ্চ সতি প্রামাণ্যে বিসংবাদঃ কর্ত্তৃবৈগুণ্যাদিকৃত ইতি কল্প্যম্। অধিকারিণাং ফলোপলম্ভাদিতি ভাবেনোত্তমমিত্যুক্তম্ ॥১॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

'অতএব বিষ্ণু অনন্ত গুণ'—ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। পরন্তু যুক্ত্যাদি-বিরোধ-হেতু ও তন্নিবন্ধনই শ্রীহরির সদোষত্ব-প্রাপ্তি-হেতু উক্ত বাক্য অযুক্ততুল্যই প্রতিভাত হয়—এই আশঙ্কার নিরাসার্থ দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ করা হইতেছে। তাঁহার সর্ব্ব বেদে কথিত গুণসমূহ অবিরুদ্ধ ; অতএব ভগবান্ পুরুষোত্তম সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত—২য় অধ্যায়-শেষোক্ত "এই ভাষ্য-বচনকে (অণুভাষ্য-বচনকে) এস্থলে আদিভাগে আকর্ষণ-পূর্ব্বক এক-বাক্যতা-সিদ্ধির জন্য প্রতিপাদ্যবাক্যপররূপে যোজনা করিতে হইবে। এই বাক্যোক্ত 'উক্ত' এবং 'সর্ব্বশঃ'—এই পদদ্বয়কে প্রয়োজনানুসারে আবৃত্তি (বার বার উল্লেখ) করিয়া—অন্বয় করিবে। অতএব অর্থ—তাঁহার অর্থাৎ ভগবানের, 'সর্ব্বশঃ' অর্থাৎ সমগ্র-'বেদদ্বারা' অর্থাৎ

পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত ন্যায়ানুগৃহীত বেদবচনদ্বারা, কথিত 'সর্ব্বশঃ গুণসমূহ' অর্থাৎ সর্ব্বকর্তৃত্বাদি গুণসমূহ—'অবিরুদ্ধ' অর্থাৎ যুক্তি ও আচারাদি-বিরোধ-রহিত, —ইহা কথিত অর্থাৎ সূত্রকারকর্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে। 'অতএব' অর্থাৎ সর্ব্ববিরোধের পরিহারহেতু—ভগবান্ পুরুষোত্তম সর্ব্বদোষোজ্ঝিতরূপে কথিত অর্থাৎ প্রতিপাদিত হইয়াছেন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অর্থে প্রতীত অশেষবিধ বিরোধের নিরাস-পূর্ব্বক সূত্রকার কর্তৃক এই পাদে শ্রীহরির নির্দ্দোষ সর্ব্বগুণত্ব নির্ণীত হইয়াছে। এইরূপ 'নাযুক্তং তদ্ বদেচ্ছ্রুতিঃ' ('শ্রুতি তাহা অযুক্ত বলেন না')—এই প্রথমপাদশেষোক্ত পশ্চাদ্বাক্যকেও আদ্যপাদীয় অর্থোক্তিপররূপে এস্থলে আকর্ষণ-পূর্ব্বক যোজনা করিতে হইবে। 'অতএব অনন্তগুণ'—এই বাক্যোক্ত প্রমেয় বস্তুকে শ্রুতি 'অযুক্ত' অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ বলেন না—ইহা এই পাদে সূত্রকার বলিয়াছেন। যুক্তি-বিরোধ, আচার-বিরোধ, শ্রুতি-বিরোধ ও যুক্তিসহকৃত-শ্রুতি-বিরোধ—এই বিরোধ-চতুষ্টয়ের মধ্যে যুক্তি-বিরোধ প্রবল বলিয়া প্রথমতঃ তাহার নিরাস করিতেছেন। প্রথম অধিকরণটী স্মৃতি-বিরোধপর হইলেও তাহাকে যুক্তি-বিরোধপরও জানিতে হইবে; যেহেতু—স্মৃতি-বিরোধ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-বিরোধাদি চতুষ্টয়েরই স্বরূপ।

সম্প্রতি আশঙ্কা হইতেছে যে, 'অতএব বিষ্ণু অনন্তগুণ'—এই বাক্য অযুক্ত; যেহেতু, শৈব, সাংখ্য, বৌদ্ধ, আর্হত প্রভৃতি স্মৃতিসমূহে শিব প্রভৃতিরই সর্ব্বকর্তৃত্বাদি মহিমার বর্ণন-হেতু বিষ্ণুর অনন্তগুণত্ব বিরুদ্ধ। সর্ব্বজ্ঞ শিবাদির প্রত্যক্ষমূলত্ব-নিবন্ধন উক্ত স্মৃতিসমূহকে অপ্রমাণও বলা যায় না। অতএব এই আশঙ্কার নিরাসার্থ (১-৩)—(১) "স্মৃত্যনবকাশ-দোষপ্রসঙ্গ ইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ", (২) "ইতরেষাঞ্চা-নুপলব্ধেঃ" ও (৩) "এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ"—এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'শ্রৌতস্মৃতিবিরোধহেতু স্মৃতিসমূহ শ্রীহরির

গুণসমূহকে নিষেধ করিতে সমর্থ নহে।' 'শ্রৌতী' অর্থাৎ শ্রুতিসম্বাদিনী (শ্রুতির সহিত একমতবিশিষ্টা) পঞ্চরাত্রাদি স্মৃতিসমূহ-দ্বারা 'বিরুদ্ধত্বা' অর্থাৎ বিশেষভাবে রুদ্ধত্ব অর্থাৎ বাধিতত্বহেতু 'স্মৃতিসমূহ' অর্থাৎ শৈবাদি স্মৃতিসমূহ শ্রীহরির গুণসমূহকে নিষেধ করিতে সমর্থ নহে অর্থাৎ গুণসমূহের অভাব-প্রতিপাদনে তাহারা অসমর্থ। শৈবাদি-স্মৃতিসমূহও আপ্ত-পুরুষ-বাক্য বলিয়া তাহাদের অপ্রামাণ্য অযুক্ত, সুতরাং তাহারাও নিরবকাশ হইতে পারে না, অতএব তাহাদের উক্তি সত্য—এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থই—'নিষেধ করে না'—এইরূপ না বলিয়া—'নিষেধ করিতে সমর্থ নহে'—এইরূপ বলিলেন। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত স্মৃতিসমূহে যে-সকল সাধন কথিত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান করিলেও যোগ্য ফল উপলব্ধ না হওয়ায় তাহাদের প্রামাণ্যও অনুপলব্ধ। সুতরাং ঈদৃশ অপ্রমাণ স্মৃতিসমূহের শ্রীহরির গুণ-নিষেধে শক্তির অভাবই রহিয়াছে। যদিও শিব প্রভৃতি সর্ব্বজ্ঞ, তথাপি অযোগ্য জনগণকে প্রতারিত করিবার জন্যই তাঁহারা ঐ সকল স্মৃতি প্রণয়ন করায় আপ্তবাক্যত্বরূপ গুণের অভাবহেতুই উক্ত স্মৃতিসমূহ অপ্রমাণরূপে উপপন্ন হইতে

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, ফলবিসংবাদহেতুই যদি শৈবাদি স্মৃতিসমূহ অপ্রমাণ হয়, তাহা হইলে শৈবাদি স্মৃতির ন্যায় শ্রুতি ও শ্রৌতস্মৃতি-সমূহও অপ্রমাণ হইতে পারে; যেহেতু—তাহাদের মধ্যেও বহুলরূপে ফল-বিসম্বাদ দৃষ্ট হয়। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ—(৪) "ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ"—এই সূত্রটী বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'বেদসমূহ নিত্যত্বহেতু উত্তম মান'। পূর্ব্বোক্ত 'শ্রৌতস্মৃতি-বিরুদ্ধত্বাৎ'—এই বাক্য হইতে 'শ্রৌতিস্মৃতি' এই অংশকে বিভাগ-পূর্ব্বক প্রথমা বিভক্তির বহুবচনান্তরূপে পরিণত করিয়া 'শ্রৌতস্মৃতয়ঃ' (শ্রৌতস্মৃতিসমূহ)—এইরূপে এস্থলে অন্বয় করিতে হইবে। অতএব

অর্থ এইরূপ—বেদসমূহ ও শ্রৌতস্মৃতিসমূহ উত্তম 'মান' অর্থাৎ প্রমাণ। কি হেতু? তাহার প্রতিপাদনের জন্য বেদ-প্রামাণ্য-বিষয়েই হেতু বলিলেন—'নিত্যত্বহেতু'; কারণ, বেদপ্রামাণ্য স্থির হইলেই পশ্চাৎ তদধীন শ্রৌতস্মৃতি-প্রামাণ্যও স্থির হইতে পারে। 'নিত্যত্ব-হেতু'—এই পদের সহিত 'বেদসমূহের'—এইরূপ পদেরই যোগ্যতা-বশতঃ অন্বয় জ্ঞাতব্য। 'নিত্যত্ব' অর্থাৎ অপৌরুষেয়ত্বহেতু (বেদসমূহ উত্তম প্রমাণ)। তাৎপর্য্য এই যে, কোনরূপ বাক্য-দোষ থাকিলেই শাস্ত্র অপ্রমাণ হয়। আবার শাস্ত্রকর্ত্তা স্বাধীন পুরুষের ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষ-নিমিত্তই শাস্ত্রে তাদৃশ বাক্যদোষ ঘটে। পরন্তু বেদ-বিষয়ে অভিনব-ক্রমরচয়িতা পুরুষের অভাবহেতু ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষজনিত বাক্য-দোষের অভাব নিয়তই রহিয়াছে। বেদের নিত্যত্ব—"হে বিরূপ! (আত্মন্!) সেই বিষ্ণুবস্তুর উদ্দেশেই নিত্যা বাণীদ্বারা শ্রুতির প্রেরণ কর" ও "সমস্ত বেদই নিত্য" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি-দ্বারাই সিদ্ধ, সুতরাং হেত্বসিদ্ধি-দোষ হইল না। এস্থলে বেদের 'নিত্যত্ব' অর্থ বর্ণসমূহের ন্যায় কূটস্থত্ব নহে, পরন্তু একজাতীয়ক্রমবিশিষ্টত্ব (অর্থাৎ বেদসমূহ বর্ণসমূহের ন্যায় কূটস্থ নহে, যেহেতু সৃষ্টি ও প্রলয়ে বেদের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়; তবে তাঁহাকে নিত্য বলিবার কারণ এই যে, প্রতি আবির্ভাবেই তিনি একজাতীয়ক্রমবিশিষ্ট হইয়াই আবির্ভূত হন, কখনও পূর্ব্ব-পশ্চাৎ আবির্ভাবে বাক্যগত ক্রম-বিপর্য্যয় হয় না)। 'তত্ত্বনির্ণয়'-টীকায়ও বলিয়াছেন যে—"আমরা বেদকে কূটস্থ নিত্য বলি না; তদ্গত ক্রম অনিত্য হইলেও" ইত্যাদি। পরন্তু "বেদ, পুরাণাদি ও কাল—ইহারা নিত্য; এইরূপ প্রকৃতিও নিত্যা" ইত্যাদি 'তত্ত্বসংখ্যান'-বাক্যের টীকায়—"নিত্যত্ব অর্থাৎ কূটস্থ-রূপে আদ্যন্তশূন্যত্ব"—এইরূপ যে উক্তি হইয়াছে, তাহা সর্ব্বজ্ঞ

ঈশ্বরের বুদ্ধিক্রমকে অপেক্ষা করিয়াই বলিয়াছেন,—আমাদের প্রমা (জ্ঞান)-জনক ক্রমকে অপেক্ষা করিয়া নহে; যেহেতু, 'তত্ত্বনির্ণয়ে' কথিত হইয়াছে যে, "ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার বুদ্ধিতে সর্ব্বদা বেদগত ক্রম প্রতীয়মান হয়।"

সম্প্রতি আপত্তি হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত যুক্ত্যাদি দ্বারা অপ্রামাণ্যজনক দোষের অভাব-নির্দ্ধারণ-ক্রমে বেদের অপ্রামাণ্যের অভাব না হয় সিদ্ধ হউক, কিন্তু তাহার প্রামাণ্য কিরূপে স্থির হইবে?—যেহেতু আপ্ত-বাক্যত্ব প্রভৃতি গুণ না থাকিলে ত' প্রামাণ্য হইতে পারে না? ইহার উত্তরেও বলিলেন—'নিত্যত্বহেতু' অর্থাৎ সহজত্বহেতু। 'মানত্বে'র নিত্যত্বহেতু (সহজত্বহেতু) এইরূপ অন্বয়ই যোগ্য বলিয়া কর্ত্তব্য। তাৎপর্য্য এই যে, যথার্থ জ্ঞানজনন-শক্তিই বেদের প্রামাণ্য। তাদৃশী শক্তি সহজাতই হইয়া থাকে, যেহেতু জ্ঞানজননশক্তিই প্রমাজননশক্তি। এইরূপে মানত্বের অর্থাৎ প্রমাজনন-সামর্থ্যের নিত্যত্ব অর্থাৎ স্বাভাবিকত্ব বা গুণনিরপেক্ষত্ব-নিবন্ধন বেদই উত্তম মান (প্রমাণ)। বেদের জ্ঞানজনকত্বই বা কিরূপে সিদ্ধ হইল? এই আশঙ্কায়ই—যদিও এস্থলে 'শ্রৌত' ইত্যাদি প্রস্তাবানুসারে 'শ্রুতয়ঃ'—এইরূপ বলা উচিত ছিল, তথাপি আশঙ্কার নিরাসার্থ 'বেদাঃ' (বেদসমূহ) এইরূপ বলিয়াছেন। সুতরাং 'বেদ' এই শব্দ দ্বারাই "বেদসমূহই ইঁহাকে বেদন করেন (অর্থাৎ ভগবদ্বস্তুকে জীবের নিকট জ্ঞাপন করেন),—সেই কারণে 'বেদ' এইরূপ সংজ্ঞা কথিত হয়" ইত্যাদি বাক্যোক্ত 'বিদ্' ধাতুর জ্ঞানজনকত্ব সূচিত হইতেছে। অতএব যথার্থ-জ্ঞানজনকত্বহেতু ও দোষাভাব-বশতঃ বিপরীত জ্ঞানজনকত্বের অভাবহেতু বেদই উত্তম প্রমাণ। জৈমিনি-সূত্রেও কথিত হইয়াছে যে—"বাচ্য-পদার্থের সহিত বাচক-শব্দের সম্বন্ধ ঔৎপত্তিক; উপদেশ অর্থাৎ বেদ-

বাক্য সেই সম্বন্ধজ্ঞানের জনক। অতীন্দ্রিয় বস্তুবিষয়েও বেদের এই সম্বন্ধজ্ঞানজনন-ব্যাপারের ব্যভিচার হয় না ; অতএব বেদই প্রমাণস্বরূপ" ইত্যাদি। 'বেদ' এই উক্তিদ্বারা "বেদসমূহই ইঁহাকে বেদন করেন" ইত্যাদি শ্রুতির সূচনাক্রমে বেদের প্রামাণ্য প্রমাণান্তর-নিরপেক্ষ—ইহাই সূচিত হইল। অতএব যে-স্থলে শাস্ত্রের প্রামাণ্য-বিষয়ে বিবাদ, তথায় তাহা কর্ত্তৃবৈগুণ্যাদিজনিত জ্ঞাতব্য। এই বেদ হইতে তদধিকারী পুরুষগণের যথাযথ ফল উপলব্ধ হওয়ায় কেবল প্রমাণ না বলিয়া বেদ 'উত্তম' প্রমাণ বলিয়া কথিত হইয়াছেন ॥১॥

দেবতাবচনাদাপো বদন্তীত্যাদিকং বচঃ।
নাযুক্তবাদ্যসন্নৈব কারণং দৃশ্যতে ক্বচিৎ ॥২॥

অনুবাদ—শ্রুতিতে অপ্ প্রভৃতি শব্দে তদভিমানিনী চেতন দেবতার অভিধান-হেতু "অপ্ সমূহ বলিয়াছে" ইত্যাদি বাক্য যুক্তিবিরুদ্ধার্থবাদি নহে ; (যেহেতু) অসৎ (অভাব) কোথায়ও কারণ (কর্ত্তা)রূপে দৃষ্ট হয় না ॥২॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

নন্বথাপি 'অতোঽনন্তগুণঃ' ইত্যযুক্তম্—"আপোঽব্রুবন্", "মৃদব্রবীৎ" ; "তা আপ ঐক্ষন্ত" ইত্যাদিবেদবচসঃ অবাদিকং ন বক্তৃ-জড়ত্বাদ্ঘটবদিত্যাদিযুক্তিবিরুদ্ধত্বেনামানত্বে "তৎসামান্যাদিতরেষু তথাত্বম্" ইতি জৈমিনিন্যায়েন সর্ব্ববেদবচসি প্রামাণ্যেঽনাশ্বাদিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (৫-৬)—"অভিমানিব্যপদেশস্তু" ইতি যোগদ্বয়ম্। তদর্থঃ—'দেবতাবচনাদাপো বদন্তীত্যাদিকং বচঃ।

নায়ুক্তবাদী' ইতি। আপো বদন্তীত্যর্থানুবাদঃ। শাখান্তরবাক্যং বা। "আপোঽব্রুব' ইত্যাদিকং বচো ন যুক্তিবিরুদ্ধার্থবাদি। কুতঃ ? দেবতা-বচনাৎ—দেবতাকর্তৃকবচনাদিত্যর্থঃ। উপলক্ষণমেতৎ। ঈক্ষণাদের্দেবতাকর্তৃকত্বাদিত্যর্থঃ। তদেব কুতঃ ? দেবতা-বচনাৎ। অবাদিশব্দৈরবাদ্যভিমানিচেতনরূপদেবতানামভিধানাদিত্যর্থঃ।

নন্বু কথং যুক্তিবিরোধমাত্রেণাবাদিপদানামমুখ্যার্থান্তরগ্রহণং, "প্রাবল্যমাগমস্যৈব জাত্যাতেষু ত্রিষু স্মৃতম্" ইত্যুক্তেরিত্যতো-ঽবাদিজড়াদপ্যভিমানিচেতনে তচ্ছব্দানাং মুখ্যত্বমিতি সূচনায় বচনাদিত্যভিধা-বৃত্তিরুক্তা। তত্রাবাদিশব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তাপ্ত্বাদিকং প্রতি স্বাতন্ত্র্যরূপতদধীনত্বসূত্রোক্তন্যায়স্মারণায় স্বামিবাচিদেবতা-পদপ্রয়োগঃ ; অন্যথা চেতনেত্যেব ব্রূয়াৎ।

নন্বু দেবতা নাস্ত্যেব, মানাভাবাৎ, শরীরেন্দ্রিয়াদিসত্ত্বে চোপ-লম্ভাপত্তেঃ। অন্তর্দ্ধানশক্তৌ চ ন মানমিত্যুপপত্তিনিরাসায়াপি দেবতা-বচনাদিতি—পৃথিব্যাদ্যভিমানিন্যো দেবতাঃ প্রথিতৌজস ইত্যাদি তাদৃশদেবতাপ্রতিপাদকাগমরূপবচনাদিত্যর্থঃ। তথা চ দেবতা-তদ্বিগ্রহ-তদন্তর্দ্ধানাভিমন্যমান-ব্যাপকত্বাদেঃ সিদ্ধত্বান্ন কোঽপি দোষ ইতি।

নন্বথাপি ন সর্ব্বকর্তৃত্বাদ্যনন্তগুণো হরিরিতি যুক্তং,—সর্ব্বে ভাবাঃ প্রলয়েঽসন্তো ভাবত্বাৎ কার্য্যবদিতি যুক্ত্যা লয়ে ভাবমাত্রা-সিদ্ধৌ কার্য্যস্য কর্ত্রুপাদানপূর্ব্বকত্বনিয়মযুক্ত্যা "অসদেবেদমগ্রে", "স যদ্ যদেব তন্মনোঽকুরুত" ইত্যাদিশ্রুত্যুপসর্জ্জনকয়া কারণত্বে-নোপেতস্য লয়বর্ত্তিবিশ্বপ্রাগভাবস্য কর্তৃত্বসাধনেন তদবিরোধা-

দনন্যগত্যা তস্যৈবোপাদানত্বাৎ। ন চ জড়স্য কর্তৃত্বাযোগঃ। বৃক্ষেণ স্থীয়ত ইত্যাদৌ কর্ত্তৃবাচিতৃতীয়াদর্শনাৎ। ন চাভাবস্য ভাবোপাদানত্বাযোগঃ। নীরূপস্য বায়োরূপযুক্তাগ্ন্যুপাদানত্ববদুপপত্তেঃ। কুত এবেশ্বরঃ কুতস্তরাং তস্য সর্ব্বকর্তৃত্বং কুতস্তমামনন্তগুণতা তস্য ইত্যতঃ প্রাপ্তম্ (৭-১২)—"অসদিতি চেৎ" ইত্যাদিসূত্রষট্কম্। তদর্থঃ—অসন্নৈব কারণং দৃশ্যতে ক্বচিদিত্যাদি। অত্রাসচ্ছব্দেন লয়বর্ত্তিবিশ্বপ্রাগভাব উচ্যতে। কারণশব্দঃ কর্তৃবচনঃ। অভাবো নৈব কর্ত্তা। কুত ইত্যতোঽপি অসদিতি। হেতুগর্ভমিদম্,—অভাবত্বান্নিষেধৈকস্বরূপত্বাৎ। তাবতা কুতোঽকর্তৃতেত্যতোঽপি অসন্নৈব কারণং দৃশ্যতে ক্বচিদিতি। অভাবঃ কর্ত্তা ক্বাপি নোপলভ্যত ইতি ব্যভিচারাভাবোক্ত্যা যোঽভাবঃ, সোঽকর্ত্তেতিব্যাপ্তিলাভাৎ তদ্বলাদিতি ভাবঃ। তৃতীয়াযোগিত্বরূপকর্তৃত্বদৃষ্টাবপি হরাবভিমতস্য বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতিমত্ত্বরূপকর্তৃত্বস্য ক্বচিদভাবেঽনুপলম্ভাদিতি ভাবঃ।

নন্বু লোকেঽদৃষ্টমপি অস্তু বিশ্বপ্রাগভাবস্যোক্তদিশা কর্তৃত্বমুপাদানত্বঞ্চ, তথা চাপ্রযোজকো হেতুরিত্যতোঽপ্যসদিতি। অসদেবেত্যেবকারান্বয়ঃ। যদি অসদভাবঃ কর্তৃ উপাদানকারণং, তর্হি ক্বচিৎ প্রলয়েঽসদেব স্যাদিতি শেষঃ। অভাবমাত্রাবশেষঃ স্যাৎ। কার্য্যনাশে উপাদানকারণাবশেষনিয়মাৎ। নেদমনিষ্টমিত্যতোঽপি ন দৃশ্যতে ক্বচিদিতি। ক্বাপি প্রমাণেলয়েঽভাবমাত্রাবশেষস্যাদর্শনাদিত্যর্থঃ। ভাবত্বস্তু লয়রূপে কালেঽব্যভিচারি। শ্রুতিগতিস্তু বক্ষ্যতে। তথা চাপ্রামাণিকস্বীকাররূপত্বাদনিষ্ট-

মেবেতি নাপ্রযোজকো হেতুরিতি ভাবঃ। কিঞ্চ প্রামাণিক-পরিত্যাগরূপত্বাচ্চেদমনিষ্টমিত্যপ্যাহ—অসদিত্যাদিনা। কারণং ক্বচিৎ প্রলয়েঽসন্নৈব। অভাবো নৈব কিন্তু ভাব এব। কুতঃ? দৃশ্যতে ক্বচিৎ—অনুমানরূপে প্রমাণে তথোপলম্ভাদিত্যর্থঃ। বিমতোৎপত্তিঃ ভাবাধীনা উৎপত্তিত্বাদ্ ঘটোৎপত্তিবৎ। বিমতো বিনাশঃ সশেষঃ নাশত্বাদ্ ঘটনাশবৎ ইত্যনুমানেন লয়ে ভাবকারণ-সিদ্ধেরিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

তথাপি 'অতএব অনন্তগুণ'—এই বাক্য অযুক্ত ; যেহেতু—"অপ্-সমূহ (জল) বলিয়াছিল", "মৃত্তিকা বলিয়াছিল", "সেই অপ্‌সমূহ ঈক্ষণ করিয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যোক্ত জলাদির বক্তৃত্ব জড়ত্ব-নিবন্ধন সম্ভব হয় না ; কারণ, জগতে ঘট-পটাদি কোন জড়বস্তুতেই বক্তৃত্ব দেখা যায় না। অতএব যুক্তিবিরুদ্ধত্ব-নিবন্ধন বেদের এই বাক্যটী অপ্রমাণ হওয়ায় "তৎসাদৃশ্যহেতু অন্যান্য স্থলেও তদ্রূপত্ব সিদ্ধ হয়"—এই জৈমিনি-ন্যায়ানুসারে সর্ব্ববেদ-বচনেরই প্রামাণ্য-বিষয়ে আশ্বাসহীনতা উপস্থিত হয়। অতএব এই আক্ষেপের নিরাসার্থ "অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাম্" ও "দৃশ্যতে তু"—এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—দেবতা-বচনহেতু 'অপ্‌সমূহ বলিতেছে' ইত্যাদি বাক্য অযুক্তবাদী নহে। শ্রুতিতে "অপ্‌সমূহ বলিয়াছিল"—এইরূপ কথিত হইলেও গ্রস্থলে "অপ্‌সমূহ বলিতেছে"—ইহা তাহার অর্থানুবাদরূপেই কথিত হইল ; অথবা, ইহা শাখান্তরগত পৃথক্ বচন। অতএব অর্থ এইরূপ—অপ্‌সমূহ বলিয়াছিল,—ইত্যাদি বাক্য যুক্তিবিরুদ্ধ অর্থবাদী নহে। কি হেতু?

তাহাই বলিলেন—দেবতা-বচনহেতু অর্থাৎ দেবতাকর্তৃক বচনহেতু। ইহা উপলক্ষণ মাত্র। অতএব ঈক্ষণাদিরও দেবতাকর্তৃকত্বহেতু (অর্থাৎ এসকল স্থলে জলাদিগত দেবতারই বক্তৃত্ব ও ঈক্ষণকর্তৃত্বহেতু) ঐ সকল বাক্য বিরুদ্ধার্থবাদী নহে। দেবতাকর্তৃক-বচনত্বই বা কিরূপে সিদ্ধ হয়? ইহার জন্যও বলিলেন—দেবতা-বচনহেতু অর্থাৎ 'অপ্' প্রভৃতি শব্দে তদভিমানিনী চেতন-দেবতার অভিধানহেতু এস্থলে শ্রুতিতে দেবতারই বচনকর্তৃত্ব ও ঈক্ষণকর্তৃত্ব জ্ঞাতব্য।

"প্রমাণত্রয়ের মধ্যে শ্রুতি-প্রমাণই স্বভাবতঃ প্রবল"—এই শাস্ত্র-বচনদ্বারা যে-শ্রুতির প্রাবল্য নির্দ্ধারিত, সেই শ্রুতির উক্তিস্বরূপ 'অপ্' প্রভৃতি শব্দকে কেবলমাত্র যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়াই কিরূপে দেবতাদি অমুখ্যার্থরূপে কল্পনা করা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ জলাদি জড়বস্তু অপেক্ষা তদভিমানিনী চেতন-দেবতাতেই যে 'অপ্' প্রভৃতি শব্দের মুখ্যত্ব,—ইহার সূচনার্থ 'বচনাৎ' এইরূপ অভিধা-বৃত্তির উল্লেখ (অর্থাৎ অপ্ প্রভৃতি শব্দে দেবতারই 'বচন' অর্থাৎ অভিধারূপা মুখ্যা বৃত্তিদ্বারা উল্লেখ) হইয়াছে। তদধীনত্ব-সূত্রোক্ত ন্যায়ানুসারে (যে বস্তু যাঁহার অধীন, সেই বস্তুবাচক শব্দে সেই অধীশ্বরকেই নির্দ্দেশ হয়—এই নিয়মানুসারে) এস্থলে অপ্ প্রভৃতির প্রতি তদ্গত চেতনবস্তুর স্বাতন্ত্র্যই যে উক্ত চেতনে 'অপ্' প্রভৃতি শব্দ-প্রয়োগের কারণ,—ইহা স্মরণ করাইবার জন্যই স্বামিবাচক 'দেবতা'-শব্দ প্রযুক্ত হইল। অন্যথা 'চেতন'—এইরূপই বলা যাইতে পারিত।

আশঙ্কা হইতে পারে যে, দেবতা-বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় দেবতাই অসিদ্ধ; কারণ, যদি তাঁহাদের শরীর ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি থাকে, তাহা হইলে আমাদের দৃষ্টিগোচরই হইতেন। আর তিনি যে অন্তর্দ্ধান-শক্তি-বলে অপ্রত্যক্ষ থাকিবেন,—এ বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। এই

অসঙ্গতির নিরাসার্থও বলিলেন—দেবতা-বচনহেতু অর্থাৎ "পৃথিব্যাদ্য-ভিমানী দেবতাগণ প্রসিদ্ধ শক্তিসম্পন্ন" ইত্যাদি তাদৃশ দেবতা-প্রতিপাদক আগমরূপ বচনহেতু (দেবতা সিদ্ধ হইতেছেন)। অতএব দেবতা, তদীয় বিগ্রহ, তদীয় অন্তর্দ্ধান ও অভিমন্যমান পৃথিব্যাদিতে তাঁহাদের ব্যাপ্ত সিদ্ধ হওয়ায় কোন দোষ হইল না।

তথাপি হরি সর্ব্বকর্তৃত্বাদি-অনন্তগুণ-যুক্ত,—ইহা সঙ্গত নহে; কারণ, ভাবজাতীয় কার্য্য-পদার্থ বিনাশের পর অভাবরূপে পরিলক্ষিত হওয়ায় তদ্দৃষ্টান্তানুসারে প্রলয়কালে সমস্ত ভাবপদার্থই নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তৎকালে ভাবপদার্থ-মাত্রেরই অভাব হয়; অথচ কার্য্যবস্তু-মাত্রই কর্ত্তা ও উপাদান কারণকে অপেক্ষা করিয়াই সত্তা লাভ করে—এইরূপ নিয়মহেতু প্রলয়ান্তে কার্য্যবস্তুর সৃষ্টিকালে—"এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই ছিল" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যানুসারে বিশ্বের প্রলয়-কালীন প্রাগভাবকেই কর্ত্তা এবং তদবিরোধে অনন্যগতি-নিবন্ধন (অর্থাৎ অন্য বস্তু না থাকায় অগত্যা) তাহাকেই উপাদানরূপেও প্রাপ্ত হওয়া যায়। জড় বস্তু কর্ত্তা হইতে পারে না,—এরূপ বলা যায় না; কারণ, 'বৃক্ষকর্তৃক অবস্থান হইতেছে'—এইরূপ বাক্যে জড়বৃক্ষবস্তুতে কর্তৃত্বসূচক তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ হইয়া থাকে। আর অভাব-পদার্থ ভাব-কার্য্যের উপাদান হইতে পারে না,—ইহাও বলা চলে না; কারণ, রূপহীন বায়ু রূপযুক্ত অগ্নির উপাদানরূপে শাস্ত্রে কথিত। সুতরাং কোথায় বা ঈশ্বর, কোথায় বা তাঁহার সর্ব্বকর্তৃত্ব এবং কোথায়ই বা তাঁহার অনন্তগুণত্ব? এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য (৭-১২)—(৭)"অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ", (৮)"অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসম্", (৯) "ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ", (১০) "স্বপক্ষদোষাচ্চ", (১১) "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষ প্রসঙ্গঃ" ও (১২)"এতেন শিষ্টাপরিগ্রহা অপি ব্যাখ্যাতাঃ"—এই ছয়টী সূত্র বলিয়াছেন।

ইহার অর্থ বলিতেছেন—'অসৎ কুত্রাপি কারণ (রূপে) দৃষ্টই হয় না'। এস্থলে 'অসৎ'-শব্দের অর্থ—প্রলয়কালীন বিশ্বপ্রাগভাব; 'কারণ'-শব্দের অর্থ—কর্ত্তা। অতএব অর্থ হইল—অভাব কোনরূপেই 'কর্ত্তা' নহে। কি হেতু? তাহার জন্যও বলিলেন—অসৎ; এস্থলে 'অসৎ'—এই পদটী হেতুগর্ভ। অতএব অর্থ হইল যে—অভাবত্ব অর্থাৎ নিষেধৈকরূপত্বহেতুই অভাব কর্ত্তা নহে। অভাবত্বহেতুই বা অকর্তৃত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? এই আশঙ্কায়ও বলিলেন—'অসৎ কুত্রাপি কারণ দৃষ্ট হয় না'। অর্থাৎ অভাব-পদার্থ কুত্রাপি কর্তৃরূপে উপলব্ধ হয় না—এইরূপ অব্যভিচারী নিয়ম-কথনহেতু, যে পদার্থ অভাবস্বরূপ, সেই পদার্থ অকর্ত্তা—এইরূপ ব্যাপ্তির উপলব্ধি-নিবন্ধন তদ্বলে অভাবের অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হইল। বৃক্ষাদি দৃষ্টান্তানুসারে অভাব-পদার্থে তৃতীয়া বিভক্তিযোগে কর্তৃত্ব দৃষ্ট হইলেও শ্রীহরিতে যেরূপ বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্য-কারিত্বরূপ কর্তৃত্ব শাস্ত্র-সম্মত, তদ্রূপ কর্তৃত্ব কুত্রাপি অভাব-পদার্থে উপলব্ধ হয় না।

সম্প্রতি পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, অভাবের কর্তৃত্ব বা উপাদানত্ব জগতে দৃষ্ট না হইলেও পূর্ব্বোক্ত যুক্ত্যনুসারে বিশ্বের প্রাগভাব কর্ত্তা ও উপাদান হউক। তাহা হইলে 'অসৎ' এই বিরুদ্ধ হেতুটীও নিষ্প্রয়োজনই হয় (অর্থাৎ অভাবের অকর্তৃত্ব ও অনুপাদানত্ব প্রতিপাদনে প্রয়োজন হয় না)। এই আপত্তির নিরাসার্থও বলিলেন—'অসৎ'। এস্থলে 'এব'-শব্দ 'অসৎ'-শব্দে যুক্ত হইবে। অতএব অর্থ—যদি অসৎ অর্থাৎ অভাবই জগতের কর্ত্তা ও উপাদান-কারণ হয়, তাহা হইলে 'ক্বচিৎ' অর্থাৎ প্রলয়ে অসৎই থাকিতে পারে অর্থাৎ অভাবমাত্রই অবশিষ্ট থাকিতে পারে; যেহেতু নিয়ম রহিয়াছে যে, কার্য্যবস্তুর নাশের পর উপাদান-কারণই অবশিষ্ট থাকে। অসৎ অবশিষ্ট থাকিলেই বা অনিষ্ট কি?—এই আশঙ্কায় বলিলেন—'ক্বচিৎ দৃষ্ট হয় না' অর্থাৎ কোন প্রমাণেই

প্রলয়ে অভাবমাত্রের অবশেষ দেখা যায় না ; পরন্তু ভাবত্বই প্রলয়কালে অব্যভিচারী। তবে শ্রুতিতে যে প্রলয়কালে অসৎপদার্থের উল্লেখ প্রতীত হয়, আমরা সেজন্য উক্ত শ্রুতির প্রকৃত অর্থ পশ্চাৎ নির্ণয় করিব। অতএব অপ্রামাণিক অভাবকে কারণ স্বীকার করিলে অনিষ্টই হয়, সুতরাং তদ্‌বিরুদ্ধে প্রবৃত্তি আবশ্যক বলিয়া 'অসৎ' এই হেতুবাক্যটী নিষ্প্রয়োজন নহে। বিশেষতঃ প্রামাণিক বিষয়ের পরিত্যাগ-হেতুও ইহা অনিষ্ট,—এজন্যও বলিলেন—'অসৎ' ইত্যাদি। কারণ-পদার্থ 'ক্বচিৎ' অর্থাৎ প্রলয়ে 'অসৎ' অর্থাৎ অভাব হয় না, পরন্তু ভাবরূপেই বর্ত্তমান থাকে। কি হেতু ? তাহাই বলিলেন—'কচিৎ দৃষ্ট হয়' অর্থাৎ অনুমান-রূপ প্রমাণে তাহা উপলব্ধ হয় ; যথা—যেহেতু ঘটাদি-পদার্থের উৎপত্তি মৃত্তিকাদি ভাব-বস্তুর অধীন, সুতরাং বিবাদবিষয়ীভূত প্রলয়ান্তকালীন জগৎসৃষ্টিও ভাববস্তুর অধীন এবং যেহেতু ঘটাদি বস্তুর নাশের পরেও মৃত্তিকাদি ভাবপদার্থের অবশেষ থাকে, সুতরাং প্রলয়ে কার্য্যবস্তুর অভাব হইলেও তাহার কারণ-পদার্থ ভাবরূপেই বর্ত্তমান থাকে—এইরূপ অনুমান-দ্বারা প্রলয়ে ভাবরূপ কারণের অবস্থান সিদ্ধ হইল ॥২॥

অসজ্জীবপ্রধানাদি শব্দা ব্রহ্মৈব নাপরম্ ।
বদন্তি কারণত্বেন ক্বাপি পূর্ণগুণো হরিঃ ।
স্বাতন্ত্র্যাৎ সর্ব্বকর্তৃত্বান্নাযুক্তং তদ্‌বদেচ্ছ্রুতিঃ ॥৩॥

অনুবাদ—অসৎ, জীব, প্রধান প্রভৃতি শব্দসমূহ ব্রহ্মকেই 'কারণ'-(রূপে) বলিয়া থাকে, কোথায়ও অপর বস্তুকে কারণ(রূপে) বলে না ; কেননা, শ্রীহরি পূর্ণগুণ(সম্পন্ন) এবং স্বতন্ত্র ও সকলের কর্ত্তা বলিয়া তাহা (শ্রুতি-কথিত শ্রীহরির কারণত্ব, নিখিল পূর্ণ-সদ্‌গুণনিলয়ত্ব, স্বাতন্ত্র্য ও সর্ব্বকর্তৃত্ব) অযুক্ত নহে—ইহাই শ্রুতি বলেন ॥ ৩ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

নম্বভাবস্য নিষেধৈকস্বরূপত্বেন বিবক্ষিতকর্ত্তৃত্বাযোগেঽপি ঘটাদৌ কর্ত্তৃত্বেন দৃষ্টস্য জীবস্যৈব লাঘবযুক্ত্যা বিশ্বকর্ত্তৃত্বমপ্যস্তু। তথা প্রধানস্য বিশ্বোপাদানস্য বাস্তু কর্ত্তৃত্বং লাঘবাৎ। অকারণমেবোৎপদ্যতাং জগদুক্তযুক্তেঃ। ন চ যুক্তিরপ্রযোজিকা। "জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি", "প্রধানাদিদমুৎপন্নম্", "অকস্মাদ্ধীদমাবিরাসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতিমূলত্বাদিত্যতোঽমূষাং পূর্ব্বোক্তশ্রুতেশ্চান্যথাসিদ্ধিম্ 'এতেন' ইতি ষষ্ঠগুণসূত্রস্মারিতামাহ—'অসজ্জীবপ্রধানাদিশব্দা ব্রহ্মৈব নাপরম্। বদন্তি কারণত্বেন ক্বাপি' ইতি। "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাঃ" ইত্যত্রোক্তন্যায়েনেতি ভাবঃ। তথা চ যুক্তির্নির্ম্মূলত্বাদপ্রযোজিকৈবেতি ভাবঃ; যদ্বাঽসন্নৈব কারণমিত্যত্রাসৎপদোদ্ধারেণ জীবপদাবাপেন জীবঃ ক্বাপি কারণং নৈব দৃশ্যতে,যেন লাঘবাবতারঃ স্যাদিতি ব্যাখ্যেয়ং;—জীবস্য সুখ-দুঃখাদৌ স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বাভাবদর্শনেন ঘটাদাবপি তথানুমানাদিতি ভাবঃ।

নম্বথাপি অনন্তগুণো হরিরিত্যসাধু,—অল্পগুণজীবাভিন্নত্বাৎ জীববৎ ইতি যুক্তিবিরুদ্ধত্বাৎ। ন চাসিদ্ধিঃ—"পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একী ভবন্তি" ইতি শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ। শ্রৌতৈক্যস্য চ ব্রহ্মধর্ম্মত্যাগেন তস্য জীবসালক্ষণ্যেন বা জীবধর্ম্মত্যাগেন তস্য ব্রহ্মসালক্ষণ্যেন বোভয়ধর্ম্মত্যাগেন চিন্মাত্রেণ বা নির্ব্বাহ্যত্বাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (১৩)—"ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ" ইতি। তদর্থঃ—পূর্ণগুণো হরিরিতি। নির্দ্দোষশ্রুতিসাক্ষিভ্যাং প্রমিতেশ-

জীবধর্ম্মত্যাগাযোগেনৈক্যস্য বাধিততয়া হেতোরসিদ্ধিঃ। শ্রৌতৈক্যোক্তিস্তু উদকে উদকান্তরস্যৈক্যোক্তিবৎ স্থানৈক্যাদিনা গৌণী নেয়েতি ভাবঃ।

নন্বথাপি ন সর্ব্বকর্তৃত্বাদ্ব্যনন্তগুণো হরিরিতি সাধু,—বিমতা সৃষ্টিঃ কর্ত্রন্যস্বতন্ত্রসাধনসাধ্যা সৃষ্টিত্বাৎ পটসৃষ্টিবদিত্যনেকস্য স্বাতন্ত্র্যসাধকযুক্তিবিরোধেনেশস্যৈব স্বাতন্ত্র্যবোধকবেদস্যাপ্রামাণ্যাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (১৪-২০)—"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যাদিযোগসপ্তকম্। তদর্থঃ—স্বাতন্ত্র্যাদিতি। হরেরিতি বিপরিণামেনান্বয়ঃ। 'নাযুক্তং তদ্বদেচ্ছ্রুতিঃ' ইতি চেহাপ্যন্বেতি। হরেরেব স্বাতন্ত্র্যাদন্যস্যাস্বাতন্ত্র্যাদ্ যুক্তিবিরুদ্ধবাদিনী শ্রুতির্ন ভবতি, যেনোক্তদোষঃ স্যাদিত্যর্থঃ। কুতো হরেরেব স্বাতন্ত্র্যমিত্যতোঽপি নাযুক্তমিত্যাদি। 'তৎ' হরেরেব স্বাতন্ত্র্যমন্যস্যাস্বাতন্ত্র্যমিত্যেতৎ "কিংস্বিদাসীদধিষ্ঠানমারম্ভণং নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্ রজো নো ব্যোম" ইত্যাদি সাধনান্তরস্বাতন্ত্র্যনিরাকরণপরা শ্রুতির্বদেৎ, তথাঽযুক্তং ন যুক্তিশূন্যং ন, সর্ব্বস্য তত্তন্ত্রত্বাৎ সাধনসত্তাপ্রদত্বাদিত্যাদিযুক্তিসিদ্ধঞ্চ যতোঽত ইতি যোজ্যম্। স্বরূপনিরাকরণপরেয়ং কুতো নেত্যতোঽযুক্তং তদিতি। 'তৎ'সাধনস্বরূপনিরাকরণমযুক্তমিত্যর্থঃ। কুত ইত্যতোঽপি—নাযুক্তং তদ্বদেচ্ছ্রুতিরিতি। 'তৎ' সাধনজাতং শ্রুতির্বদেৎ প্রতিপাদয়তি, তদযুক্তং ন,—বিমতা সৃষ্টিঃ কর্ত্রন্যসাধনসাধ্যা সৃষ্টিত্বাৎ পটসৃষ্টিবদিতি যুক্তিসিদ্ধঞ্চ যতোঽত ইতি যোজ্যম্—"অদ্ভ্যঃ সম্ভূতঃ পৃথিব্যৈ রসাচ্চ" ইতি, "তম আসীৎ" ইতি,

"অদ্ভ্যঃ সম্ভূতো হিরণ্যগর্ভঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যাদৌ সাধনান্তর-সদ্ভাবোক্ত্যন্যথানুপপত্তেঃ স্বাতন্ত্র্যরূপধর্ম্মান্তরেণ নিষেধো ন স্বরূপেণেতি ভাবঃ। তথা "তদ্ যদাসীত্তদাবৃতমাসীৎ তস্মাদ্ধান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস" ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ 'তৎ' হরিস্বাতন্ত্র্যাদি স্পষ্টং বদেৎ অতশ্চেতি চ যোজ্যম্। অপ্রামাণিকত্বাচ্চ সাধনান্তরস্বাতন্ত্র্যং নোপেয়মিত্যাহ—নাযুক্তং তদ্বদেচ্ছ্রুতিরিতি। 'তৎ' সাধনান্তর-স্বাতন্ত্র্যমযুক্তং যুক্তিশূন্যং শ্রুতির্ন বদেৎ—শ্রুত্যসিদ্ধং চেত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষন্তু তত্র নৈব যোজ্যম্। অতঃ প্রমাণৈরনুপলম্ভান্ন সাধনান্তরস্বাতন্ত্র্যমিতি ভাবঃ। বিমতা সৃষ্টিঃ কর্ত্রন্যস্বতন্ত্রসাধন-সাধ্যেত্যাদি যুক্তিস্তু প্রাগুক্তশ্রুত্যাদিনা বাধিতা। সাধনসত্ত্ব-শ্রুতিস্তু পরতন্ত্রসাধনপরেতি ভাবঃ।

নন্বেবং হরেরেব স্বাতন্ত্র্যে স্বরূপসামর্থ্যেনৈব সর্ব্বসৃষ্ট্যাদ্যুপপত্তৌ সাধনান্তরোপাদানমপি তস্য ন স্যাদিত্যতোঽপি নাযুক্তং তদিত্যাদি। তৎসাধনান্তরোপাদানং স্বতন্ত্রস্যাপি হরেরযুক্তং ন,—লীলয়োপপত্তেরিতি ভাবঃ;—গমনশক্তস্য পুংসো লীলয়া দণ্ডমালম্ব্য গচ্ছতো পঙ্গুত্ববদৈশ্বর্য্যাবিরোধাৎ। লীলয়া তূপাদানমিতি; কুতঃ? অশক্তস্যৈব কুতো নেত্যত আহ—তদ্বদেচ্ছ্রুতিরিতি। লীলয়ৈব সাধনান্তরোপাদানমিত্যেতৎ "শক্তোঽপি হ্যন্যথা কর্ত্তুং স্বেচ্ছানিয়মতো হরিঃ। কারণৈর্নিয়তৈরেব করোতীদম্" ইত্যাদ্যনুভাষ্যোক্ত শ্রুতির্বদেদ্ যতোঽত ইত্যর্থঃ। ইত্যাদ্যূহম্।

নন্বথাপি ন হরিরেব স্রষ্টৃত্বাদ্যনন্তগুণ ইতি যুক্তং—জীবো মহদাদিবিশ্বকর্ত্তা চেতনত্বাদীশবদিত্যঙ্গীকৃতেশবদিত্যাদিযুক্ত্যা

"জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি" ইত্যাদিশ্রুত্যনুভবসংবাদিন্যা জীবকর্তৃত্ব-সাধিন্যা বিরুদ্ধত্বেনেশস্রষ্টৃত্বশ্রুতেরমানত্বাদিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (২১-২৬)—"ইতরব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রষট্কম্। তদর্থঃ—'সর্ব্ব-কর্তৃত্বান্নাযুক্তং তদ্বদেচ্ছ্রুতিঃ' ইতি। হরেরিত্যস্তি। হরেরেব সর্ব্বকর্তৃত্বান্নোক্তযুক্তিবিরুদ্ধবাদিনী শ্রুতিরিত্যর্থঃ। কুত এবম্? জীবকর্তৃত্বমেব কুতো নেত্যতোঽপ্যযুক্তং তদিতি। তচ্চ জীবকর্তৃত্ব-মযুক্তং যুক্তিশূন্যং, তথা হিতাকরণাহিতকরণকৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদি-যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চ যতোঽত ইতি। চেতনত্বং তু প্রযোজকমিতি ভাবঃ। শ্রুত্যাদিমূলং কথমেবমিত্যতোঽপি শ্রুতিস্তজ্জীবকর্তৃত্বং ন বদে-দিতি যোজ্যং,—পূর্ব্বোক্তদিশা ব্রহ্মপরত্বাৎ। স্বতন্ত্রকর্তৃত্বানুভব-স্তু স্বাতন্ত্র্যানুভববাধিত ইতি ভাবঃ।

নন্বু জীব ইবেশেঽপি কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিযুক্তিবিরোধদোষসাম্যাৎ হস্তাদিকরণশূন্যত্বাচ্চ তস্যাপি স্রষ্টৃত্বাদ্যনন্তগুণতা ন যুক্তেত্যতঃ প্রাপ্তং (২৭-৩১)—"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" ইত্যাদিসূত্রপঞ্চকম্। তদর্থঃ—নাযুক্তং তদ্বদেদিত্যাদি। তৎ হরেঃ স্রষ্টৃত্বাদ্যনন্তগুণ-ত্বম্ অযুক্তং কৃৎস্নপ্রসক্ত্যাদিযুক্তিবিরুদ্ধং, ন। কুতঃ? তৎ লোকে বিরুদ্ধধর্ম্মাণামীশেঽবিরুদ্ধত্বং "যোঽসৌ বিরুদ্ধোঽবিরুদ্ধঃ" ইত্যাদিশ্রুতিস্তথা তৎ অপ্রাকৃতহস্তপাদাদিমত্ত্বং বা "অপাণি-পাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদিশ্রুতির্বদেদ্ যতোঽত ইতি।

নন্বু শ্রুত্যুক্তত্বেঽপি কথং যুক্তিবিরুদ্ধমুপেয়মিত্যতোঽপি নাযুক্তং তদিতি। তৎ প্রাগুক্তং যুক্তিবিরুদ্ধং ন। যতস্তৎ প্রকৃতং ব্রহ্মাযুক্তং যুক্ত্যযোগ্যম্। ন হি যুক্ত্যগম্যে যুক্তিবিরোধ ইতি

ভাবঃ। কুত এতৎ ? তৎ যুক্ত্যগম্যত্বম্। "ঔপনিষদঃ পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতির্বদেদ্ যতোঽত ইতি। কিঞ্চ, তদ্ ব্রহ্ম নাযুক্তং সর্ব্ববিরোধ-শামকানন্তশক্তিযুক্তমেব "বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়ঃ" ইত্যাদি শ্রুতির্বদেৎ। জীবস্তু নৈবং যতোঽত ইতি।

নন্বথাপি ন স্রষ্টৃত্বাদ্যনন্তগুণত্বং হরেঃ সাধু,—স্রষ্টৃত্বাদেঃ ফলবত্ত্বেঽপূর্ণতাপত্তেরসতি চ ফলে প্রেক্ষাবত্ত্বাভাবাপত্তেরিত্যাদি-যুক্তিবিরোধাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (৩২-৩৩)—"ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রদ্বয়ম্। তদর্থঃ—নাযুক্তমিত্যাদি। তৎ স্রষ্টৃত্বাদ্য-নন্তগুণত্বম্ অযুক্তম্ উক্তরীত্যা ফলমুখযুক্তিবিরুদ্ধং, ন। কুতঃ ? তৎস্রষ্টৃত্বাদিসাধ্যফলমনপেক্ষ্যৈব স্রষ্টৃত্বাদি-গুণবত্ত্বং কেবলং লীলয়ৈবেতি "দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা" ইত্যাদিশ্রুতির্বদেদ্ যতোঽত ইত্যাদি যোজ্যম্। লোকে মত্তস্য নৃত্যগানাদিবৎ পূর্ণস্যাপি হরের্লীলারূপতয়া স্রষ্টৃত্বোপপত্তেরিতি ভাবঃ। শ্রুতাবেষ ইত্যস্যেচ্ছারূপঃ সৃষ্ট্যাদিব্যাপার ইত্যর্থঃ।

নন্বথাপি ন স্রষ্টৃত্বাদ্যনন্তগুণত্বং হরেঃ সাধু,—নির্নিমিত্তং প্রাণিনাং বিভাগেন সুখদুঃখাদিদানে বৈষম্যস্য নৈর্ঘৃণ্যস্য চাপত্তেরিত্যাদি যুক্তিবিরোধাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (৩৪-৩৬)—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রত্রয়ম্। তদর্থঃ—নাযুক্তং তদিত্যাদি। তৎ স্রষ্টৃত্বাদ্যনন্তগুণত্বং নাযুক্তং প্রাগুক্ত-যুক্তিবিরুদ্ধং ন ভবতি। কুতঃ ? তৎ স্রষ্টৃত্বাদিকং "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপম্" ইত্যাদিকা শ্রুতিঃ কর্ম্ম-

সাপেক্ষং বদেদ্ যতোঽত ইতি যোজ্যম্। অনাদিতত্তদীয়কর্ম্মাপেক্ষয়া সুখাদিদানান্ন বৈষম্যাদিযুক্তিবিরোধ ইতি ভাবঃ।

নন্বেবং কর্ম্মণোঽস্বাতন্ত্র্যে পুনর্বৈষম্যাদ্যাপত্তিঃ। স্বাতন্ত্র্যে তু হরেঃ সর্ব্বস্বাতন্ত্র্যাদিগুণহানিরিত্যতোঽপি নাযুক্তং তদিত্যাদি। 'তৎ' হরেঃ স্রষ্টৃত্ব-স্বাতন্ত্র্যাদিগুণত্বম্ উক্তযুক্তিবিরুদ্ধং, ন। কুতঃ ? 'তৎ'স্বাধীনকর্ম্মাপেক্ষয়া ফলদানং "স কারয়েৎ পুণ্যমথাপি পাপং ন তাবতা দোষবাণীশিতাপি" ইত্যাদিকা শ্রুতিরদোষং বদেদ্ যতোঽত ইতি যোজ্যম্। তত্তদীয়ানাদিপূর্ব্বপূর্ব্বপুণ্যাদিকমপেক্ষ্যাত্মনা তৈস্তৈঃ কারিতোত্তরোত্তরপুণ্যাদিকমপেক্ষ্য সুখদুঃখাদিফলদানেন প্রাপ্তবৈষম্যাদেরদোষত্বস্য শ্রুত্যাবুক্তত্বাদ্ বেদাপ্রামাণ্যকারণত্বাভাবান্ন কোঽপি দোষ ইতি ভাবঃ।

নন্বথাপ্যনন্তগুণো হরিরিত্যসাধু,—হরির্নানন্তগুণঃ চেতনত্বাচ্চৈত্রবৎ। দোষবান্ গুণবত্ত্বাচ্চৈত্রবদিত্যাদিযুক্তিবিরুদ্ধত্বাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (৩৭)—"সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ" ইতি। তদর্থঃ—নাযুক্তং তদিত্যাদি। 'তৎ' হরেরনন্তগুণত্বাদিকং নাযুক্তং যুক্তিবিরুদ্ধং ন। কুতঃ ? 'তৎ'হরের্নির্দ্দোযাশেষসদ্গুণত্বং "গুণাঃ শ্রুতাঃ" ইত্যাদিকা শ্রুতির্বদেদ্ যতোঽত ইতি। তথা নাযুক্তং 'তৎ' উক্তং প্রমেয়ং যুক্তিহীনং ন। কিন্তু হরিঃ সর্ব্বদা প্রাপ্তানন্তগুণঃ তৎপ্রেপ্সুত্বে সতি তত্র শক্তত্বাৎ। হরিঃ সদা ত্যক্তাশেষদোষঃ তজ্জিহাসুত্বে সতি তত্র শক্তত্বাৎ, সামান্যব্যাপ্ত্যা চৈত্রবদিত্যাদি যুক্তিযুক্তমেব যতোঽত ইতি। প্রাচীনযুক্তিস্তু ক্তশ্রুতিযুক্তিবাধি-

তেতি ভাবঃ। পাদার্থমুপসংহরতি—নাযুক্তমিত্যাদি। তৎ তস্মাৎ পূর্ব্ববাদ্যুক্তযুক্তীনাং সিদ্ধান্ত্যুক্তশ্রুতিযুক্তিবাধিতত্বাদ্ ভগবতঃ সর্ব্বকর্তৃত্বাদ্যনন্তগুণবত্ত্ববোধিকা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতির্নযুক্তিবিরুদ্ধং বদেদিত্যর্থঃ। শ্রুতিরিত্যেকবচনম্ অর্থৈক্যাভিপ্রায়েণ; "পুনস্তস্যার্থবিত্তয়ে চকার ব্রহ্মসূত্রাণি" ইত্যাদি বদিতি ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং রাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥২।১॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

সম্প্রতি অন্য আপত্তি হয় যে, 'অভাব'-পদার্থ নিষেধমাত্রস্বরূপ বলিয়া এস্থলে প্রতিপাদ্য কর্ত্তা না হইতে পারে, পরন্তু জীবকে ঘটাদির কর্ত্তৃরূপে যেহেতু দেখা যায়, সেই হেতু লাঘবতঃ এস্থলে জীবকে অথবা বিশ্বের উপাদানভূতা প্রকৃতিকেই বিশ্বকর্ত্তৃরূপে স্বীকার করা হউক, কিংবা পূর্ব্বোক্ত যুক্তিক্রমে কারণ-রহিত হইয়াই জগতের সৃষ্টি হউক? উক্ত যুক্তিকে অপ্রযোজিকা বলাও যায় না; কারণ, "ভূতগণ জীব হইতে উৎপন্ন হয়", "প্রধান হইতে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে", "অকস্মাৎ অর্থাৎ কারণশূন্যরূপেই এই জগৎ আবির্ভূত হইয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতিই মূলে রহিয়াছে। অতএব এই সকল শ্রুতি ও পূর্ব্বোক্ত "এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই ছিল" ইত্যাদি শ্রুতির অন্যপ্রকারের সঙ্গতি 'এতেন' ইত্যাদি সূত্রানুসারে বলিতেছেন (অর্থাৎ "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" এই সূত্রে অসৎ শূন্য প্রভৃতি সর্ব্বশব্দই বিষ্ণুবাচকরূপে ব্যাখ্যাত হওয়ায় এস্থলে তদনুসারেই বলিতেছেন,—যথা—'অসৎ, জীব, প্রধান প্রভৃতি

শব্দসমূহ ব্রহ্মকেই কারণরূপে বলিয়া থাকে, কুত্রাপি অপরকে বলে না'। 'এতেন' অর্থাৎ "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ" এই প্রথমঅধ্যায়ের শেষ সূত্রোক্ত ন্যায়ানুসারে ইহা কথিত হইয়াছে। অতএব যুক্তি মূলশূন্যা বলিয়া অপ্রযোজিকা হইল; অথবা 'অসৎ কারণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না' —এই বাক্যে 'অসৎ'-পদের পরিবর্ত্তে 'জীব'-পদ যোগ করিয়া—জীব কুত্রাপি কারণরূপে দৃষ্ট হয় না—এইরূপ ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। সুতরাং লাঘব-যুক্তির অবতারণা হইল না। সুখ-দুঃখাদি-বিষয়ে জীবের স্বতন্ত্র কর্ত্তৃত্বের অভাব-দর্শনহেতু ঘটাদি-কার্য্যেও তাদৃশ অনুমানই (অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন কর্ত্তৃত্বের অনুমানই) হয়।

তথাপি হরি অনন্তগুণ,—ইহা অযুক্ত; যেহেতু, অল্পগুণশালী জীব হইতে অভিন্নত্বহেতু তিনিও অল্পগুণশালী—এই যুক্তিদ্বারাই অনন্তগুণত্ব বাধিত হয়। জীব হইতে তাঁহার অভিন্নত্ব অসিদ্ধও বলা যায় না, যেহেতু —"সর্ব্ব জীবগণ পরম অব্যয় বস্তুতে একীভাব প্রাপ্ত হয়"—এই শ্রুতি-দ্বারাই তাহা সিদ্ধ। এই স্থলে শ্রৌত একীভাব তিন প্রকারে নির্ব্বাহিত হইতে পারে; যথা—শ্রীহরির ব্রহ্মভাব ত্যাগ-পূর্ব্বক জীব-সাধর্ম্ম্য-প্রাপ্তি, অথবা জীবের জীবধর্ম্মত্যাগ-পূর্ব্বক ব্রহ্মধর্ম্মপ্রাপ্তি, কিংবা উভয়ের উভয়-ভাব ত্যাগ-পূর্ব্বক চিন্মাত্ররূপে অবস্থান। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (১৩)—"ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'পূর্ণগুণ হরি'। তাৎপর্য্য এই যে, নির্দ্দোষ শ্রুতি ও প্রত্যক্ষ দ্বারা প্রমিত ঈশ্বর ও জীবের ধর্ম্মত্যাগ অযুক্ত হওয়ায় ঐক্য বাধিত হইল। সুতরাং শ্রীহরির অল্পগুণত্বসাধকরূপে জীব হইতে অভেদরূপ যে হেতুটি কল্পিত হইয়াছিল, তাহারই অসিদ্ধি হইল। শ্রুতিতে যে একীভাব কথিত হইয়াছে, তাহা জলে অপর জলের ঐক্যোক্তির ন্যায় স্থানৈক্য-নিবন্ধন গৌণী উক্তিই জানিতে হইবে।

তথাপি হরি সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদি অনন্তগুণযুক্ত—ইহা অসঙ্গত; কারণ, পট (বস্ত্র) প্রভৃতির সৃষ্টিতে কর্ত্তৃব্যতীত অন্যান্যও অনেক স্বতন্ত্র সাধন-সামগ্রী (যথা—তন্তু, যন্ত্র প্রভৃতি) দৃষ্ট হওয়ায় বিবাদবিষয়ীভূতা জগৎসৃষ্টিও কর্ত্তৃভিন্ন অন্যান্য স্বতন্ত্র সাধনসামগ্রী-সাধ্য বলিয়াই অনুমান হয়। সুতরাং এই যুক্তিদ্বারা বাধিত হওয়ায় কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞাপিকা যে শ্রুতি, তাহারই অপ্রামাণ্য ঘটিতে পারে। এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য (১৪-২০)—(১৪) "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ", (১৫) "ভাবে চোপলব্ধেঃ", (১৬) "সত্ত্বাচ্চাবরস্য", (১৭) "অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ", (১৮) "যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ", (১৯) "পটবচ্চ" ও (২০) "যথা চ প্রাণাদি"—এই সাতটা সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'স্বাতন্ত্র্যহেতু'। পূর্ব্বোক্ত 'হরিঃ' এই প্রথমান্ত পদকে 'হরেঃ'—এই ষষ্ঠ্যন্তরূপে পরিণত করিয়া এস্থলে অন্বয় করিতে হইবে। পরবর্ত্তী 'নাযুক্তং তদ্বদেৎ শ্রুতিঃ'—এই শ্রুতিরও এস্থলে অন্বয় কর্ত্তব্য। অতএব অর্থ—হরিরই স্বাতন্ত্র্য, আর অপরের অস্বাতন্ত্র্যহেতু শ্রুতি যুক্তি-বিরুদ্ধবাদিনী হয় না। সুতরাং উক্ত দোষ হইল না। শ্রীহরিরই স্বাতন্ত্র্য কিরূপে সিদ্ধ হয়? এজন্যও বলিলেন—'নাযুক্তং তদ্ বদেৎ শ্রুতিঃ'। 'তৎ'—তাহা—অর্থাৎ শ্রীহরিরই স্বাতন্ত্র্য এবং অন্যের অস্বাতন্ত্র্য, ইহা সাধনান্তরের স্বাতন্ত্র্য-নিরাকরণপরায়ণা 'শ্রুতিঃ' অর্থাৎ শ্রুতি-বাক্যই 'বদেৎ' অর্থাৎ বলেন। শ্রুতি যথা—"তৎকালে (সৃষ্টির প্রারম্ভে) অধিষ্ঠান ও আরম্ভণ (সাধন) কি ছিল? (অর্থাৎ কিছুই ছিল না); যেহেতু, তখন সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না, রজঃ ছিল না বা ব্যোম ছিল না।" এইরূপ তাহা 'অযুক্ত' অর্থাৎ যুক্তিশূন্য 'নহে'; যেহেতু সর্ব্ববস্তুই তদধীন এবং তিনিই সাধনসত্তা-প্রদাত-ইত্যাদি যুক্তিসিদ্ধ; অতএব তাহা অযুক্ত নহে—এইরূপ যোজনা হইবে। এই শ্রুতি সাধনান্তরের স্বাতন্ত্র্য-

নিরাকরণপরা না হইয়া তাহার স্বরূপনিরাকরণপরাই হয় না কেন? এই আশঙ্কায় বলিলেন—'অযুক্তং তৎ' (তাহা অযুক্ত) অর্থাৎ সাধনের স্বরূপ-নিরাকরণ অযুক্ত। কি হেতু? এজন্যও বলিলেন—'নাযুক্তং তৎ বদেৎ শ্রুতিঃ' অর্থাৎ শ্রুতি যে সাধনসমূহ 'বলেন' অর্থাৎ প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা অযুক্ত নহে; অর্থাৎ—পট প্রভৃতির সৃষ্টিতে যেরূপ কর্ত্তৃভিন্ন অপর সাধনসমূহও রহিয়াছে, সেইরূপ এই দৃষ্টান্তক্রমে জগৎসৃষ্টিতেও কর্ত্তৃভিন্ন অপর সাধনসমূহও আবশ্যক,—ইত্যাদি যুক্তিদ্বারা সাধনান্তর সিদ্ধ বলিয়া শ্রুতির বাক্য অযুক্ত নহে। তাৎপর্য্য এই যে—"জল, পৃথিবী ও রস হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে", "তৎকালে তমঃ বর্ত্তমান ছিল" ও "জল হইতে হিরণ্যগর্ভ উৎপন্ন হইয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতি প্রভৃতিতে যে-সাধনান্তরের সত্তা কথিত হইয়াছে, ইহার অন্যথা হইতে পারে না বলিয়া নিষেধ-শ্রুতিতে স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মেরই নিষেধ, পরন্তু স্বরূপতঃ তাহাদের নিষেধ নহে জানিতে হইবে। এইরূপ—"যৎকালে এই জগৎ আবৃত ছিল, তৎকালে উক্ত বস্তু বর্ত্তমান ছিলেন; তাঁহা হইতে ভিন্ন বা শ্রেষ্ঠ অপর কিছুই ছিল না" ইত্যাদি শ্রুতি 'তৎ' (তাহা) অর্থাৎ হরির স্বাতন্ত্র্যাদি স্পষ্ট বলিতেছেন,—এই কারণেও পূর্ব্বোক্ত বাক্য অযুক্ত নহে। সাধনান্তরের স্বাতন্ত্র্য অপ্রামাণিক বলিয়াও উহা গ্রাহ্য নহে—ইহার প্রতিপাদনার্থও বলিতেছেন—'নাযুক্তং তদ্ বদেৎ শ্রুতিঃ।' 'তৎ' (তাহা) অর্থাৎ সাধনান্তরের স্বাতন্ত্র্যরূপ 'অযুক্ত' অর্থাৎ যুক্তিশূন্য বিষয়—শ্রুতি বলেন না। অতএব উহা শ্রুতিদ্বারাও অসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ সে-বিষয়ে যোগ্যই নহে। সুতরাং প্রমাণসমূহ-দ্বারা অনুপলব্ধিহেতু সাধনান্তরের স্বাতন্ত্র্য থাকিতে পারে না। আর সৃষ্টি-বিষয়ে কর্ত্তৃভিন্ন অপর সাধনসমূহের স্বাতন্ত্র্য-প্রতিপাদনার্থ প্রথমতঃ যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত

শ্রুত্যাদিদ্বারা বাধিত হইল। সাধনসত্তা-বিষয়ে যে শ্রুতি রহিয়াছে, তাহা পরতন্ত্র-সাধনপরায়ণা জানিতে হইবে।

সম্প্রতি আপত্তি হয় যে, শ্রীহরিরই যদি স্বাতন্ত্র্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে তিনি স্বরূপ-সামর্থ্য-বশতঃই সর্ব্বসৃষ্টিতে সমর্থ, সুতরাং তাঁহার আবার সাধনান্তর গ্রহণ কেন? এজন্যও বলিলেন—'নাযুক্তং তৎ'—'তাহা' অর্থাৎ সাধনান্তর-গ্রহণ—স্বতন্ত্র শ্রীহরির সম্বন্ধেও অযুক্ত নহে; যেহেতু—লীলা-হেতুই উহা সঙ্গত। তাৎপর্য্য এই যে, গতিসমর্থ সুস্থ পুরুষ লীলাসহকারে দণ্ড অবলম্বন-পূর্ব্বক পঙ্গুর ন্যায় গমন করিলে তাদৃশ পঙ্গুত্ব যেরূপ তাহার স্বাভাবিক গতিসামর্থ্যের বিরোধী হয় না, তদ্রূপ এস্থলে স্বতন্ত্র সৃষ্টি-সমর্থ শ্রীহরিরও লীলাসহকারে অন্য সাধন-সামগ্রী-গ্রহণে ঐশ্বর্য্যের ব্যাঘাত হয় না। লীলাহেতুই সাধনান্তর গ্রহণ, অসামর্থ্যহেতু নহে—ইহাই বা কিরূপে সিদ্ধ হইল? এই আশঙ্কায়ও বলিলেন—'তৎ বদেৎ শ্রুতিঃ'—'তাহা' অর্থাৎ লীলাহেতুই সাধনান্তর গ্রহণ—ইহা শ্রুতি বলেন। শ্রুতি যথা অনুভাষ্যে—"শ্রীহরি এই জগৎকে অন্যরূপে সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াও স্বেচ্ছা-নিয়মহেতু নিয়ত সাধন-সমূহদ্বারাই করিয়া থাকেন।" এইরূপ আরও অর্থ-বিশ্লেষণ সুধীগণের চিন্তনীয়।

তথাপি শ্রীহরিই স্রষ্টৃত্বাদি অনন্তগুণশালী—ইহা যুক্ত হয় না; কারণ, চেতনত্ব-হেতু জীব ঈশ্বরের ন্যায় মহত্তত্ত্বাদি-নিখিলবিশ্বের কর্ত্তা—এই যুক্তিটী "জীব হইতে এই ভূতগণ সৃষ্ট হয়"—এই শ্রুতির সহিত একমত-বিশিষ্টা বলিয়া উহার বিরুদ্ধা ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্ব শ্রুতিটি অপ্রমাণ। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (২১-২৬)—(২১) "ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষ-প্রসক্তিঃ," (২২) "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ", (২৩) "অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ", (২৪) "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি", (২৫) "দেবাদিবদপি লোকে" ও (২৬) "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-

কোপো বা"—এই ছয়টী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন— 'সর্ব্বকর্তৃত্বাৎ ন অযুক্তং তৎ বদেৎ শ্রুতিঃ'। পূর্ব্ব হইতে 'হরির' এই পদটীও এস্থলে অন্বিত হইবে। অতএব অর্থ—শ্রীহরিরই সর্ব্বকর্তৃত্বহেতু শ্রুতি উক্ত যুক্তিবিরুদ্ধবাদিনী নহে। কি হেতু শ্রীহরিরই সর্ব্বকর্তৃত্ব, জীবেরই বা নহে কেন? এই জন্যও বলিলেন—'অযুক্তং তৎ' অর্থাৎ যেহেতু জীবকর্তৃত্ব যুক্তিশূন্য তথা হিতাকরণ, অহিতকরণ ও কৃৎস্ন-প্রসক্তি প্রভৃতি যুক্তিরও বিরুদ্ধ; এই হেতুই জীবের সর্ব্বকর্তৃত্ব নাই (অর্থাৎ জীবই যদি জগৎকর্ত্তা হন, তবে নিজের সর্ব্বতোভাবে হিতকররূপে জগৎ করেন না কেন? অহিতকররূপেই বা করেন কেন? এবং জীব যে বিভিন্ন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, ইহা কি নিজের পূর্ণশক্তি বা অংশ-শক্তি-দ্বারা? যদি পূর্ণশক্তি বলা হয়, তবে এক অঙ্গুলিমাত্রদ্বারা যখন একটী তৃণ ধারণ করা হয়, তখন সে-স্থলে পূর্ণশক্তির প্রয়োগ লক্ষ্য হয় না কেন? আর যদি অংশ-শক্তি বলা হয়, তবে তাহাও অসঙ্গত; যেহেতু, জীব স্বয়ংই অংশ, তাহার আর অংশ নাই—ইত্যাদি যুক্তিদ্বারা জীব-কর্তৃত্ব শাস্ত্র-যুক্তি-বিরুদ্ধ)। চেতনত্বরূপ যে হেতুটি জীবকর্তৃত্ব-সাধন-যুক্তিতে উক্ত হইয়াছে, কেবল তাহা দ্বারা কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। (কারণ, কীট-পতঙ্গাদিরও চেতনত্ব আছে। অতএব সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণ থাকিলেই নিখিল-বিশ্ব-সৃষ্টি করিতে চেতন-বস্তু সমর্থ বলিয়া তাদৃশ গুণশালী না হওয়ায় জীব কর্ত্তা নহে)। "জীব হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়" ইত্যাদি শ্রুতি-মূলক জীব-কর্তৃত্ব কিরূপে অসিদ্ধ হইবে? এই জন্যও বলিলেন—শ্রুতি 'তাহা' অর্থাৎ জীব-কর্তৃত্ব বলেন না। তাৎপর্য্য এই যে, উক্ত শ্রুতি-কথিত জীবকর্তৃত্বটি পূর্ব্বোক্ত তদধীনত্ব ন্যায়ানুসারে ব্রহ্মপরই জানিতে হইবে। স্বতন্ত্র-কর্তৃত্বের যে অনুভব, তাহা অস্বাতন্ত্র্যানুভব-দ্বারাই বাধিত হয়।

সম্প্রতি আশঙ্কা হয় যে, জীবের কর্ত্তৃত্বে যেরূপ কৃৎস্ন-প্রসক্তি প্রভৃতি দোষ (অর্থাৎ পূর্ণশক্তিদ্বারা, কিংবা অংশ-শক্তিদ্বারা কর্ত্তৃত্ব ইত্যাদি যুক্তিদ্বারা পূর্ব্ব-প্রদর্শিত দোষ) হয়, ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্বেও উক্ত যুক্তিবিরুদ্ধ-দোষ রহিয়াছে। বিশেষতঃ হস্তাদি ইন্দ্রিয়-শূন্যত্ব-নিবন্ধনও তাঁহার স্রষ্টৃত্বাদি অনন্ত-গুণের সিদ্ধি হয় না। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (২৭-৩১)—(২৭) "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ", (২৮) "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি", (২৯) "স্বপক্ষদোষাচ্চ",(৩০) "সর্ব্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ" ও (৩১) "বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তম্"—এই পাঁচটী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থও বলিতেছেন—'ন অযুক্তং তৎ বদেৎ শ্রুতিঃ'। 'তৎ' তাহা অর্থাৎ হরির স্রষ্টৃত্বাদি অনন্ত-গুণত্ব 'অযুক্ত' অর্থাৎ কৃৎস্ন-প্রসক্তি প্রভৃতি যুক্তি-বিরুদ্ধ 'ন' অর্থাৎ নহে। কি হেতু যুক্তি-বিরুদ্ধ নহে? 'শ্রুতি' অর্থাৎ "যিনি বিরুদ্ধ হইয়াও অবিরুদ্ধ" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "তিনি পাণি-পাদ-রহিত হইয়াও গ্রহণ ও গমন-কার্য্যে সমর্থ" ইত্যাদি শ্রুতি যথাসংখ্যক্রমে 'তৎ' অর্থাৎ লোক-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মসমূহের ঈশ্বরে অবিরুদ্ধত্ব এবং 'তৎ' অর্থাৎ অপ্রাকৃত-হস্ত-পদাদিযুক্তত্ব বলেন (বদেৎ)।

শ্রুতি-কথিত হইলেও যুক্তিবিরুদ্ধ বিষয় কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে? এজন্যও বলিলেন—'ন অযুক্তং তৎ'। 'তৎ' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিষয় 'অযুক্তং ন' অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ নহে; যেহেতু—'তৎ' অর্থাৎ প্রস্তাবিত ব্রহ্ম 'অযুক্ত' অর্থাৎ যুক্তির অগম্য। সুতরাং যে বস্তু স্বভাবতঃই যুক্তির অগম্য, তাহাতে যুক্তিবিরোধ সম্ভাবিত নহে। যুক্তির অগম্যত্বই বা কিরূপে সিদ্ধ হয়? এজন্যও বলিলেন—যেহেতু 'শ্রুতি' অর্থাৎ 'সেই পুরুষ একমাত্র উপনিষদেই জ্ঞাতব্য'—এই শ্রুতি 'তৎ বদেৎ', অর্থাৎ যুক্তির অগম্যত্ব বলিতেছেন, সুতরাং যুক্তির অগম্যত্ব সিদ্ধ। বিশেষতঃ 'শ্রুতি' অর্থাৎ "উক্ত পুরাণ-পুরুষ বিচিত্র-শক্তিশালী, অন্য কাহারও শক্তি নাই"

ইত্যাদি শ্রুতি যেহেতু 'তৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তুকে 'নাযুক্তং' অর্থাৎ সর্ব্ব-বিরোধ-প্রশমন-সমর্থ অনন্তশক্তিযুক্তরূপেই 'বদেৎ' বর্ণন করেন, পরন্তু জীবকে এরূপ বর্ণন করেন না ; অতএব পূর্ব্বোক্ত বিষয় অযুক্ত হয় না।

তথাপি স্রষ্টৃত্বাদি-সর্ব্বগুণযুক্তত্ব শ্রীহরির সম্বন্ধে সঙ্গত হয় না ; কারণ, তাঁহার তাদৃশ সৃষ্টি-কার্য্য কোনরূপ ফলবাঞ্ছাজনিত বলিলে পূর্ণত্বের হানি হয়। পক্ষান্তরে ফলবাঞ্ছা-রহিত বলিলে তাঁহার নির্ব্বোধত্ব আশঙ্কিত হয় (কারণ, নির্ব্বোধ-ব্যতীত ফলশূন্য কার্য্যে বুদ্ধিমানের প্রবৃত্তি জগতে দৃষ্ট হয় না)। এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৩২-৩৩)—(৩২) "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" ও (৩৩)"লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্"—এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'ন অযুক্তং তৎ বদেৎ শ্রুতিঃ'। 'তৎ' অর্থাৎ স্রষ্টৃত্বাদি-অনন্তগুণত্ব 'অযুক্তং ন' উক্ত রীতিক্রমে ফলমুখ-যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কি হেতু? তাহাই বলিতেছেন– যেহেতু, 'শ্রুতি' অর্থাৎ "ইহা (সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার) আপ্তকাম শ্রীহরির স্বতঃসিদ্ধ ভাব ; যেহেতু, আপ্তকামত্ব-নিবন্ধন তাঁহার অন্য কোন স্পৃহা নাই (যে জন্য তিনি সৃষ্টি করিবেন)" ইত্যাদি শ্রুতি 'তৎ' অর্থাৎ স্রষ্টৃত্বাদিসাধ্য ফলাপেক্ষা রহিতরূপেই স্রষ্টৃত্বাদিগুণশালিত্ব—কেবল লীলাহেতুই 'বদেৎ' বলেন, অতএব যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। তাৎপর্য্য এই যে, জগতে মত্ত পুরুষের নৃত্য-গীতাদি যেরূপ কোন ফল-বাঞ্ছা-প্রণোদিত নহে, পরন্তু লীলাজনিতমাত্র, সেইরূপ শ্রীহরির সৃষ্টি-কার্য্যও লীলারূপেই সঙ্গত হয়। 'দেবস্যৈষ' ইত্যাদি শ্রুতিস্থ 'এষঃ' পদের অর্থ—তাঁহার ইচ্ছারূপ সৃষ্ট্যাদি-ব্যাপার জ্ঞাতব্য।

তথাপি তাঁহার স্রষ্টৃত্বাদি সর্ব্বগুণশালিত্ব সঙ্গত নহে ; যেহেতু, অকারণে উচ্চ-নীচাদিভেদে প্রাণি-বিভাগ ও সুখ-দুঃখাদি-প্রদান-নিবন্ধন তাঁহার বৈষম্য ও নির্দ্দয়ত্বেরই উপলব্ধি হয়। অতএব এই আশঙ্কার নিরাসার্থ (৩৪-৩৬)—(৩৪)"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথা হি দর্শয়তি", (৩৫)"ন

কর্ম্মবিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ” ও (৩৬) “উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ” এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—‘ন অযুক্তং তৎ বদেৎ শ্রুতিঃ’। ‘তৎ’ অর্থাৎ স্রষ্টৃত্বাদি অনন্তগুণত্ব ‘ন অযুক্তং’—পূর্ব্বোক্ত যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। কি হেতু? তাহাই বলিতেছেন—যেহেতু ‘শ্রুতি’ অর্থাৎ “তিনি জীবকে পুণ্যহেতু পুণ্যলোকে এবং পাপহেতু পাপলোকে লইয়া যান” ইত্যাদি শ্রুতি ‘তৎ’ অর্থাৎ স্রষ্টৃত্ব প্রভৃতিকে (জীবের) কর্ম্মসাপেক্ষ ‘বদেৎ’—বলেন, অতএব যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে জীবগণের অনাদি স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে সুখ-দুঃখাদি-দানহেতু ঈশ্বরের বিষমত্ব বা নির্দ্দয়ত্ব-দোষ হইতে পারে না।

. পুনরায় আশঙ্কা য, জীবের উক্ত অনাদি কর্ম্ম স্বাধীন কি ঈশ্বরের অধীন? স্বাধীন হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রতার হানি হয়, আর ঈশ্বরের অধীন হইলে পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যাদি-দোষই ঘটে। এজন্যও বলিলেন—‘নাযুক্তং তৎ বদেৎ শ্রুতিঃ’। ‘তৎ’ অর্থাৎ শ্রীহরির স্রষ্টৃত্ব-স্বাতন্ত্র্যাদিগুণশা'লত্ব 'অযুক্তং ন' অর্থাৎ উক্ত যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কি হেতু? তাহাই ব'লিতেছেন—যেহেতু, “তিনি ঈশ্বর হইয়াও জীবকে পাপ বা পুণ্য করাইয়া থাকেন, পরন্তু এজন্য দোষী হন না” ইত্যাদি ‘শ্রুতি’ ‘তৎ’ অর্থাৎ নিজাধীন কর্ম্মের অপেক্ষায় ফলদানকে নির্দ্দোষ বলিতেছেন—সেই হেতু যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। তাৎপর্য্য এই যে, ভগবান্ জীবগণের অনাদিকাল-সঞ্চিত পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুণ্য-পাপকে অপেক্ষা করিয়া তাহাদিগের দ্বারা উত্তরোত্তর পুণ্য-পাপ করাইয়া তদনুসারে সুখ-দুঃখাদি প্রদান করিলে যে বৈষম্যাদি ভাব দৃষ্ট হয়, তাহাতে কোন দোষ নাই,—ইহা শ্রুতি বলিতেছেন। বেদ-বাক্যকে অপ্রমাণও বলা যায় না; সুতরাং কোন দোষ হইল না।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, জগতে চৈত্র মৈত্র প্রভৃতি যাবতীয় চেতন

পুরুষের মধ্যে যেহেতু কেহই অনন্তগুণ নহে, সুতরাং চেতন শ্রীহরিও অনন্তগুণ নহে। আর যে পুরুষের মধ্যে গুণ দৃষ্ট হয়, তৎসঙ্গে তাহাতে অব্যভিচারিরূপে দোষও দৃষ্ট হয় (পরন্তু কেহই কেবল গুণবান্ নহে), সুতরাং শ্রীহরিও কেবল গুণবান্ নহেন। এইরূপ যুক্ত্যাদি-নিবন্ধন তাহার অনন্ত-গুণত্ব সঙ্গত হয় না। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৩৭)—'সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ' এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'ন অযুক্তং তৎ বদেৎ শ্রুতিঃ'। 'তৎ' অর্থাৎ শ্রীহরির অনন্তগুণত্বাদি 'ন অযুক্তং' অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। কি হেতু? তাহাই বলিতেছেন—যেহেতু 'শ্রুতি' অর্থাৎ "শ্রীহরিতে বিরুদ্ধ বা সাধারণতঃ অশ্রুত যে-সকল গুণ শ্রুত হয়, তৎসম্বন্ধে কোন শঙ্কা কর্ত্তব্য নহে" ইত্যাদি শ্রুতি—'তৎ' অর্থাৎ শ্রীহরির নির্দ্দোষ সর্ব্বসদ্‌গুণশালিত্ব 'বদেৎ' অর্থাৎ বলেন, অতএব যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। এইরূপ 'তৎ' অর্থাৎ উক্ত প্রমেয় বিষয়টী 'নাযুক্তং' অর্থাৎ যুক্তিহীন নহে ; যেহেতু চৈত্র প্রভৃতি পুরুষমাত্রেই দেখা যায় যে, কোন সদ্‌গুণের লাভ বা অসদ্‌গুণের পরিত্যাগ-বিষয়ে কাহারও ইচ্ছা ও সামর্থ্য, এই উভয়ই বর্ত্তমান থাকিলে তাহার উক্ত বিষয়-দ্বয়ের প্রাপ্তি ও পরিত্যাগ অবশ্যই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং শ্রীহরির ইচ্ছা ও সামর্থ্য, উভয়ই বর্ত্তমান বলিয়া তিনিও সর্ব্বদোষ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সর্ব্বসদ্‌গুণরাজি-বিরাজিতরূপেই বর্ত্তমান। এইরূপ যুক্তিই তাঁহার অনন্তগুণত্ব ও সর্ব্ব-দোষ-বিবর্জ্জিতত্বের সাধক। পরন্তু পূর্ব্বে সদোষত্ব-স্থাপন ও অনন্তগুণত্বহানি-বিষয়ে যে যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা উক্ত শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা বাধিতই হইল। সম্প্রতি এই পাদের অর্থ সমাপ্তি করিতেছেন—'ন অযুক্তং তৎ বদেৎ শ্রুতিঃ'। 'তৎ'—তস্মাৎ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষোক্ত যুক্তিসমূহ সিদ্ধান্তি-কথিত শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা বাধিত হওয়ায়—"যাঁহা হইতে এই ভূতগণ জাত হইতেছে" ইত্যাদি শ্রীহরির সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদি-অনন্তগুণশালিত্ব-

প্রতিপাদিকা 'শ্রুতি' 'অযুক্তং' অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ 'ন বদেৎ' অর্থাৎ বলেন নাই। বেদ অনেক হইলেও অর্থগত ঐক্যবশতঃ 'শ্রুতিঃ' এইরূপ একবচনান্তই নির্দ্দেশ হইল। "তিনি পুনরায় তাহার (বেদের) অর্থ-জ্ঞানার্থ ব্রহ্মসূত্রসমূহ প্রণয়ন করেন" ইত্যাদি স্থলে যেরূপ অর্থৈক্য-নিবন্ধন অনেক বেদকেও 'তাহার' (তস্য) এইরূপ একবচনান্ত-পদেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে ॥৩॥

ইতি শ্রীরাঘবেন্দ্রযতিকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকার দ্বিতীয়াধ্যায়
প্রথম পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥২।১॥



দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

ভ্রান্তিমূলতয়া সর্ব্বসময়ানামযুক্তিতঃ।
ন তদ্‌বিরোধাদ্ বচনং বৈদিকং শঙ্ক্যতাং ব্রজেৎ ॥৪॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদস্থ ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। রচনানুপপত্তেশ্চনানুমানম্ ॥ ২। প্রবৃত্তেশ্চ ॥ ৩। পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি ॥ ৪। ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চানপেক্ষত্বাৎ ॥ ৫। অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদিবৎ ॥ ৬। অভ্যুপগমেঽপ্যর্থাভাবাৎ ॥ ৭। পুরুষাশ্মবদিতি চেৎ তথাপি ॥ ৮। অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৯। অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞশক্তি বিয়োগাৎ ॥ ১০। বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসম্ ॥ ১১। মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাম্ ॥ ১২। উভয়থাপি ন কর্ম্মাতস্তদভাবঃ ॥ ১৩। সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৪। নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৫। রূপাদি-মত্ত্বাচ্চ বিপর্য্যয়ো দর্শনাৎ ॥ ১৬। উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৭। অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্ত-মনপেক্ষা ॥ ১৮। সমুদায় উভয়হেতুকেঽপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৯। ইতরেতর-প্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ ২০। উত্তরোৎপাদে চ পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২১। অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধো যৌগপদ্যমন্যথা ॥ ২২। প্রতিসংখ্যাঽপ্রতিসংখ্যা-নিরোধাপ্রাপ্তেরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২৩। উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৪। আকাশে চাবিশেষাৎ ॥ ২৫। অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৬। নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৭। উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৮। নাভাব উপলব্ধেঃ ॥ ২৯। বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ৩০। ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩১। ক্ষণিকত্বাচ্চ ॥ ৩২। সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৩। নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৪। এবঞ্চাত্মাকার্ৎস্ন্যম্ ॥ ৩৫। ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধোবিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৬। অন্ত্যা-বস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ৩৭। পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৮। সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯। অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৪০। করণবচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ ॥ ৪১। অন্তবত্ত্ব-মসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪২। উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪৩। ন চ কর্ত্তুঃ করণম্ ॥ ৪৪। বিজ্ঞানাদি-ভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৫। বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥

অনুবাদ—(শ্রীব্যাস ব্যতীত অন্যের কথিত) সমস্ত নির্দ্দেশ সিদ্ধান্তসমূহ অযৌক্তিক বলিয়া লোকের ভ্রান্তি (মিথ্যা-জ্ঞান)-জনক ; অতএব ঐ ইতর সিদ্ধান্তসমূহের প্রতি বিরোধ-হেতু বৈদিক বচন (শ্রুতি) কিছু অপ্রামাণ্য-শঙ্কা-গ্রস্ত হন না ॥৪॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

নন্বু শ্রুতির্ণ্যায়ুক্তবাদিনীত্যুক্তং, তথাপি সাংখ্যচার্ব্বাক-বৈশেষিকাদি-নানামতবিরুদ্ধবাদিনী বিষ্ণুকর্ত্তৃত্বাদিশ্রুতিরপ্রমাণং স্যাদিত্যতস্তেষাং মতানামপ্রামাণ্যং বিবরীতুং দ্বিতীয়ঃ পাদঃ প্রাপ্তঃ। তস্য ভাষ্যানুভাষ্যয়োর্বিবৃতত্বাদিহ সংক্ষেপেণার্থমাহ—'ভ্রান্তিমূলতয়া সর্ব্বসময়ানামযুক্তিতঃ। ন তদ্বিরোধাদ্ বচনং বৈদিকং শঙ্ক্যতাং ব্রজেৎ ॥' ইতি। ব্যাসসমায়ন্যসর্ব্বসময়ানাং ভ্রান্তিমূলতয়া ভ্রান্তের্হেতুত্বেন—মিথ্যাজ্ঞানজনকত্বেনেতি যাবৎ। ভ্রান্তিরিত্যুপলক্ষণং,—ভ্রমপ্রমাদবিপ্রলিপ্সাদিপূর্ব্বকত্বেন। তদেব কুতঃ ? অযুক্তিতঃ—যুক্তিশূন্যত্বাদ্ যুক্তিরুদ্ধত্বাচ্চেত্যর্থঃ। এতচ্চ ব্যক্তং ভাষ্যাদাবিতি ভাবঃ। তদ্বিরোধাত্তৈঃ সময়ৈর্বিরোধাদ্ বৈদিকং বচনং শ্রুতিরপ্রমাণমিতি শঙ্কাস্পদতাং ন ব্রজেদিত্যর্থঃ। অস্য সর্ব্বস্য ন্যায়মুক্তাবল্যাদৌ অস্মাভির্বিবৃতত্বান্নাত্রৈতদ্ বিব্রিয়তে। "অক্ষপাদকণাদৌ চ সাংখ্যযোগার্হতা তথা। শিবশক্তি-মহাযান-লোকায়ত-পুরঃসরাঃ। দুরাগমাঃ" ইতি বৃহদ্ভাষ্যোক্ত-পাদ্মস্মৃত্যাদৌ স্পষ্টমেব দুরাগমত্বং তেষামিতি ॥৪॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং রাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥২।২॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

পূর্ব্বে শ্রুতি অযুক্তবাদিনী নহে—এরূপ কথিত হইয়াছে। তথাপি সাংখ্য, চার্ব্বাক, বৈশেষিক প্রভৃতি নানা মতের বিরুদ্ধবাদিনী বিষ্ণু-কর্ত্তৃত্বাদি-সূচিকা শ্রুতি অপ্রমাণরূপে আশঙ্কিতা হইতে পারে,—এই আশঙ্কায় উক্ত মত-সমূহের অপ্রামাণ্য প্রকাশ করিবার জন্য দ্বিতীয় পাদের আরম্ভ হইল। এই পাদের অর্থ ভাষ্যে ও অনুভাষ্যে (অনুব্যাখ্যানে) বিস্তৃত হওয়ায় এস্থলে কেবলমাত্র সংক্ষেপে অর্থ বলিতেছেন ; যথা—'(অন্যান্য) সর্ব্ব সময়-সমূহের অযৌক্তিকত্ব-হেতু ভ্রান্তিমূলকত্ব-নিবন্ধন তদ্‌বিরোধ-বশতঃ বৈদিক বচন শঙ্কনীয়তা প্রাপ্ত হন না।' 'সর্ব্ব সময়' অর্থাৎ শ্রীব্যাস-কথিত সিদ্ধান্ত ব্যতীত সমস্ত ইতর নির্দ্দেশ বা সিদ্ধান্তসমূহ 'অযুক্তিত্বহেতু' অর্থাৎ যুক্তিশূন্যত্ব ও প্রতিবাদি-যুক্তিদ্বারা রুদ্ধত্বহেতু 'ভ্রান্তিমূল' অর্থাৎ 'ভ্রান্তি'-পদে উপলক্ষিত ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি মূলকত্ব-নিবন্ধন 'ভ্রান্তিমূল' অর্থাৎ লোকের মিথ্যাজ্ঞান-জনক। অতএব 'তদ্‌বিরোধবশতঃ' অর্থাৎ তাদৃশ ইতর নির্দ্দেশ বা সিদ্ধান্ত-সমূহ-দ্বারা বিরুদ্ধ হইলে 'বৈদিক বচন' অর্থাৎ শ্রুতি 'শঙ্কনীয়তা প্রাপ্ত হন না' অর্থাৎ অপ্রামাণ্য-শঙ্কা-গ্রস্তা হন না। এই সমস্ত বিষয় আমরা 'ন্যায়মুক্তাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃতরূপে বর্ণন করিয়াছি। সুতরাং এস্থলে ইহার বিস্তার হইল না। "অক্ষপাদ, কণাদ, সাংখ্য, যোগ, আর্হত, শৈব, শাক্ত, মহাযান, লোকায়ত প্রভৃতির প্রণীত গ্রন্থসমূহ দুষ্ট আগম"—এই বৃহদ্‌ভাষ্যোক্ত পদ্মপুরাণ-স্মৃতি প্রভৃতিতে তাহাদিগকে স্পষ্টরূপেই দুষ্ট আগমরূপে প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥৪॥

ইতি শ্রীমদ্‌রাঘবেন্দ্রযতিকৃত তত্ত্বমঞ্জরী টীকার দ্বিতীয়াধ্যায় দ্বিতীয় পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥২।২॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ

আকাশাদিসমস্তঞ্চ তজ্জং তেনৈব লীয়তে।
সোঽনুৎপত্তিলয়ঃ কর্ত্তা জীবস্তদ্বশগঃ সদা।
তদাভাসো হরিঃ সর্ব্বরূপেষ্বপি সমঃ সদা ॥৫॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদস্য ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ২। অস্তি তু ॥ ৩। গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ৪। শব্দাচ্চ ॥ ৫। স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ৬। প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ৭। যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ ॥ ৮। এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৯। অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১০। তেজোঽতস্তথাহ্যাহ ॥ ১১। আপঃ ॥ ১২। পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরাদিভ্যঃ ॥ ১৩। তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ ॥ ১৪। বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ ॥ ১৫। অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতিচেন্নাবিশেষাৎ ॥ ১৬। চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ ॥ ১৭। নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ১৮। জ্ঞোঽত এব ॥ ১৯ ॥ উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্ ॥ ২০। স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ২১। নাণুরতচ্ছ্রুতে-রিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ ॥ ২২। স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২৩। অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২৪। অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতিচেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি ॥ ২৫। গুণাদ্বা লোকবৎ ॥ ২৬। ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথা চ দর্শয়তি ॥ ২৭। পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৮। তদ্গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ ॥ ২৯। যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥ ৩০। পুংস্ত্বাদি-বত্তস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ ॥ ৩১। নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো-বান্যথা ॥ ৩২। কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ৩৩। বিহারোপদেশাৎ ॥ ৩৪। উপাদানাৎ ॥ ৩৫। ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ ॥ ৩৬। উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ৩৭। শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ৩৮। সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৩৯। যথা চ তক্ষোভয়থা ॥ ৪০। পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৪১। কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ৪২। অংশোনানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে ॥ ৪৩। মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥

৪৪। অপি স্মর্য্যতে ॥ ৪৫। প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥ ৪৬। স্মরন্তি চ ॥ ৪৭। অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ৪৮। অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ৪৯। আভাস এব চ ॥ ৫০। অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ৫১। অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্ ॥ ৫২। প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥

অনুবাদ—আকাশাদি সমস্ত পদার্থ তাঁহা (বিষ্ণু) হইতে উৎপন্ন ও তাঁহা-দ্বারাই লীন (বিনাশ প্রাপ্ত) হয় ; তিনি (বিষ্ণু) —উৎপত্তি-লয়-শূন্য ; তিনি কর্ত্তা ; জীব নিত্যকাল তাঁহার বশগামী (অর্থাৎ অধীন-প্রবৃত্তি বা গমনাগমনশীল ও তাঁহার আভাস (প্রতিবিম্বস্বরূপ) ; শ্রীহরি মৎস্যাদি সর্ব্বরূপেই সর্ব্বদা সমরূপে অবস্থিত ॥৫॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

নন্বেবমুক্তদিশা যুক্তিসময়ানামাভাসত্বেন বিষ্ণোরুক্তস্রষ্টৃত্বাদিগুণানাং তদ্‌বিরুদ্ধত্বাভাবেঽপি অধিদৈবাধিভূতাদ্যনাদিত্বাবেদকশ্রুতিবিরুদ্ধত্বং স্যাদিত্যতঃ শ্রুতিবিরোধং পরিহর্ত্তুং তৃতীয়ঃ পাদঃ প্রবৃত্তঃ। তদর্থোক্তিপরতয়া 'উক্তা গুণাশ্চাবিরুদ্ধাস্তস্য বেদেন সর্ব্বশঃ' ইত্যন্তিমার্দ্ধমত্রাপ্যাকৃষ্য যোজ্যম্। তথা হি পূর্ব্বাধ্যায়েঽশেষশ্রুতিসমন্বয়েনোক্তাস্তস্য হরেঃ স্রস্টৃত্বাদয়ঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বে গুণা বেদেনাবিরুদ্ধা উক্তাঃ সূত্রকৃতা প্রতিপাদিতা ইত্যর্থঃ। হরেঃ স্রষ্টৃত্বাদিগুণবত্ত্বে আকাশাদ্যনুৎপত্তিশ্রুত্যবিরোধং বক্ত্যস্মিন্ পাদ ইতি যাবৎ।

নমু শ্রুতিসমন্বয়েন বিষ্ণুরেব সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদ্যনন্তগুণ ইতি সমন্বয়াধ্যায়োক্তমযুক্তম্। "অনাদির্ব্বা অয়মাকাশঃ", "বায়ুর্ব্বাব নিত্যঃ", "নিত্যো নিত্যানাম্" ইত্যাদিনা আকাশবায়ুজীবা-

মৃৎপত্তিবোধকবেদেন, তথা "বায়োরগ্নিঃ অগ্নেরাপঃ" ইত্যাদিনা অগ্ন্যাদেঃ স্বাতন্ত্র্যেণ বায্বাদ্যভিমানিচৈতন্যকর্তৃত্ববোধকেন স্বাতন্ত্র্যেণ বায্বাদিজড়োপাদানকত্ববোধকেন চ বেদবাক্যেন বিরুদ্ধত্বাদিত্যতঃ প্রাপ্তানি (১) "ন বিয়দশ্রুতেঃ" ইতি, (৮) "এতেন মাতরিশ্বা" ইতি, (১০) "তেজোঽতস্তথা হ্যাহ" ইতি, (১১) "আপঃ" ইতি, (১৮) "জ্ঞোঽত এব" ইতি, চ পঞ্চাধিকরণানি। তেষামর্থমাহ—আকাশাদি সমস্তঞ্চ তজ্জং তেনৈবেতি। অত্রাকাশপদেনাবকাশ-ভূতাকাশয়োঃ তদভিমানিচিৎপ্রকৃতিবিশ্লেষয়োগ্র্হঃ। আদি-পদেন চ বায়ুতেজঃপ্রভৃতিভূত-তদভিমানিদেবানাং তথা সৌত্রবিয়ৎ-পদোপলক্ষিতস্য প্রকৃতিজীবকালমহদহংমনোবুদ্ধ্যাদেস্তদভিমানি-নশ্চ গ্রহঃ। এবং চাকাশাদি অধিভূতমধিদৈবঞ্চ সমস্তং তজ্জং তস্মাৎ পূর্বপ্রকৃতহরেঃ সকাশাজ্জাতম্—পরাধীনবিশেষাবাপ্তি-রূপজন্মবদিত্যর্থঃ। অত্র তজ্জমিত্যত্র জং জন্মবদিত্যনেন বিয়-দিত্যাদিনয় ত্রয়ার্থো ক্ত্যাদ্যশঙ্কা তস্মাদ্ধরের্জ্জাতং তজ্জমিত্যনেন "তেজোঽতঃ" ইত্যাদ্যধিকরণদ্বয়ার্থোক্ত্যাস্ত্যশঙ্কা চ নিরস্তা। বিয়ত্যবিবাদাৎ—তেজঃ প্রভৃতেরতিব্যবহিতস্যাত্মসম্ভূতত্বে কিঞ্চিদ্-ব্যবহিতবায়োরাত্মজত্বস্য সম্ভূতিবাক্যে কৈমুত্যলব্ধতয়া সূত্রকৃতা তেজঃপ্রভৃতেরেবোক্তাবপি কৈমুত্যমননুসৃত্য ভাষ্যকৃতা আকাশাদি সমস্তঞ্চ তজ্জমিত্যুক্তম্। কেন হেতুনা, সমস্তং জন্মবদিতি তজ্জ-মিতি চ জ্ঞায়ত ইত্যতস্তেনৈবেতি বৈদিকং বচনমিত্যেতৎ পরা-মৃশ্যতে। "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ", "ইদং সর্ব্বমসৃজত", "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্রে" ইত্যাদিবৈদিকবচনেনৈব তথা "তে বা এতে

চিদাত্মানো ব্যুচ্চরন্তি", "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ, খং বায়ুর্জ্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী", "তত্তেজোঽসৃজত তদপোঽসৃজত" ইত্যাদিনা চ জন্মবত্বং তজ্জাতত্বঞ্চ জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। অতএব উৎপত্তিবচনবাহুল্যাদাকাশাদ্যনুৎপত্তিবচনানি স্বরূপোৎপত্ত্যভাবাদিপরতয়া গৌণার্থানি নেয়ানীতি ন তদ্বিরোধ ইতি ভাবঃ।

নম্বেবমপি "বায়োরগ্নিঃ" ইত্যাদ্যন্যজাতত্ববচনবিরোধ ইত্যতোঽপি তেনৈবেতি আকাশাদেঃ পরামর্শঃ। করণে তৃতীয়া। তেনৈবাকাশাদিনৈব দ্বাররূপসাধনেন তজ্জং, ন তু দ্বারকারণমনপেক্ষ্যেত্যেবার্থঃ। অন্যজাতত্বশ্রুতিঃ দ্বারকারণপরেত্যুক্তং ভবতি। অত্রৈবকার-প্রয়োগেণেদং চোক্তং নিরস্তং—তেন বিনাপি কর্ত্তুং শক্তস্য দ্বারবৈয়র্থ্যমিতি। শক্তস্যাপি লীলয়া তেনৈব শ্রৌতদ্বারেণ সমস্তস্য জননাদিতি। অত্র "জ্যোঽত এব" ইত্যস্যাপবাদসমাপ্তিক্রিয়মাণজীববিচারসঙ্গততয়াব্যবহিতত্বেঽপি তস্য এতেন মাতরিশ্বেত্যস্য চ বিশেষশঙ্কা-নিবর্ত্তনেন বিয়ন্নয়োক্ত-সর্ব্বজন্মরূপার্থসমর্থনমাত্রপরত্বাৎ। "তেজোঽতঃ", "আপঃ" ইত্যনয়োরপ্যন্যোপলক্ষণতয়া কৈমুত্যেন বা সর্ব্বস্য তজ্জত্বোক্তিপরত্বঞ্চ দ্যোতয়িতুং নয়পঞ্চকস্যার্থমাকাশাদি সমস্তঞ্চ তজ্জং তেনৈবেতি সংক্ষিপ্যাভাষতেতি। যত্তু হরেঃ সাক্ষাদন্যদ্বারা চ সর্ব্বস্রষ্টৃত্বমুক্তং তদযুক্তং,—তস্য পৃথিবীসৃষ্টৌ "অদ্ভ্যঃ পৃথিবী" ইতি হ্যপাং দ্বারত্বশ্রুতেঃ, "তা আপ ঐক্ষন্ত", "তা অন্নমসৃজন্ত" ইত্যপামন্নদ্বারত্বশ্রুত্যা বিরুদ্ধত্বেন তুল্যবলতয়া দ্বয়োরপি দ্বারশ্রুত্যোরপ্রামাণ্যা-

দিত্যতঃ প্রাপ্তং (১২)—"পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরাদিভ্যঃ" ইতি সূত্রম্। তস্যাপ্যর্থঃ—আকাশাদি সমস্তঞ্চ তেনৈবা-কাশাদিনা "আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী-ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তদ্বারভূতসাধনেনৈব তজ্জমিত্যুক্ত্যা সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ। "তা অন্নমসৃজন্ত" ইতিশ্রুত্যন্তরস্থান্নশব্দস্য পৃথিব্যর্থ-ত্বেনাবিরোধাদিতি ভাবঃ। কেন হেতুনান্নশ্রুতেঃ পৃথিব্যর্থত্বং জ্ঞায়ত ইত্যতোঽপি তেনৈবেতি। "আপশ্চ পৃথিবী চান্নং পৃথিবী বা অন্নম্" ইত্যাদিবৈদিকবচনেনৈবেত্যর্থঃ।

নম্নু ন হরেঃ সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বং যুক্তং—"রুদ্রোমা বিশান্তকঃ" ইত্যত্র শ্রুতাবন্তক-পদেন রুদ্রস্য সংহর্তৃত্বোক্ত্যা তদ্‌বিরোধা-দিত্যতঃ প্রাপ্তং (১৩)—"তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ" ইতি সূত্রম্। তদর্থং ভাষতে—লীয়ত ইতি। তেনৈবেতি আকাশাদি সমস্তমিতি চ বর্ত্ততে। আকাশবায়ুতেজঃপ্রভৃত্যধিদৈবাধি-ভূতান্তং সমস্তমপি তেনৈব প্রস্তুতহরিণৈব লীয়তেঃ; ন তু রুদ্রে-ণেত্যর্থঃ। কেন মানেন জ্ঞেয়মিত্যত আহ—তেনৈবেতি। "যম-প্যেতি ভুবনং সাম্পরায়ে স নো হরির্ঘৃতমিহায়ুষেঽস্তু দেবঃ। য ইদং বিলাপয়তি, স হরিঃ স্রষ্টা পাতা চ সংহর্তা স একো হরিঃ" ইত্যাদি বৈদিকবচনৈনৈবেত্যর্থঃ। অন্তকশ্রুতেঃ কা গতিরিত্যতোঽপি তেনৈবেতি—রুদ্রেণৈব দ্বারসাধনেন ভগবতা কর্ত্রা লীয়ত ইত্যর্থঃ। দ্বারপরা সা শ্রুতিরিতি ভাবঃ। অস্যাং যোজনায়াং সমস্তপদং সম্ভাবিতসর্ব্বপরম্। কেনৈবং জ্ঞায়ত ইত্যতোঽপি তেনৈবেতি। "স রুদ্রেণ বিলাপয়তি," "স্রষ্টৃত্বা-

দিকমন্যেষাং দারুযোষাবৎ”, “নিমিত্তমাত্রমীশস্য” ইত্যাদি-বৈদিকবচনেনেত্যর্থঃ।

যত্তু “ক্রমাদ্ বিলীয়তে” ইত্যাদিশ্রুত্যা লোকানুসারিত্ব যুক্ত্যা চোৎপত্তিক্রমেণৈব বিলীয়ত ইতি প্রাপ্তে ব্যুৎক্রমাদ্ বিলয়শ্চৈবেত্যাদিশ্রুতিভিঃ পূর্ব্বোৎপন্নানাং সামর্থ্যাধিক্যযুক্ত্যা চ বিপরীতক্রমেণ লীয়ত ইতি বক্তুং (১৪)—“বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ” ইতি সূত্রম্। তদর্থঃ—বুদ্ধিস্থবাচিনা তেনৈবেত্যনেন নিরবকাশশ্রুত্যাদি প্রসিদ্ধেনৈব বুদ্ধিস্থেন বিপরীত-ক্রমেনৈবাকাশাদিসমস্তঞ্চ লীয়ত ইত্যুক্ত্যা সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ। ক্রমশ্রুতয়স্তু বিপরীতক্রমস্যাপি ক্রমত্বাত্তৎপরত্বেন সাবকাশা ইতি ভাবঃ।

সমস্তঞ্চ তু বিজ্ঞানমনস্তত্ত্বেঽবিনা ইত্যুক্ত্যা চ (১৫-১৬)—“অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ” ইত্যেতন্নয়দ্বয়ার্থোঽপি সংগৃহীতঃ।

নন্ু হরেরপি “অসতঃ সদজায়ত” ইতি, “স ইদং সর্ব্বং বিলাপ্যান্তস্তমসি নিলীনঃ” ইতি চ জন্মলয়য়োঃ শ্রবণান্ন তস্য সর্ব্বকর্ত্তৃতা। ন চ “ন জায়তে ন ম্রিয়তে” ইতি শ্রুতি-বিরোধঃ—অস্যা জন্মলয়াভাবশ্রুতেঃ, জীবে জন্মলয়াভাবশ্রুতেঃ, ইবেশ্বরস্বরূপপরত্বেন, জন্মলয়শ্রুতেস্তু পরাধীনবিশেষদেহাবাপ্তি-তত্ত্যাগাখ্যজন্মলয়পরত্বেন চ ব্যবস্থোপপত্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (৯)—“অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ” ইতিঃ (১৭) “নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ” ইতি চাধিকরণদ্বয়ম্। তদর্থমাহ—সোঽনুৎপত্তিলয়ঃ

কর্ত্তেতি। সঃ অশেষজন্মলয়হেতুত্বেন প্রস্তুতো হরিঃ পরাধীন-বিশেষাবাপ্তিরূপোৎপত্তিশূন্যঃ — দেহত্যাগাখ্যলয়শূন্যশ্চেত্যর্থঃ। কুতঃ ? কর্ত্তেতি হেতগর্ভমিদং—কর্ত্তৃত্বাৎ স্বতন্ত্রত্বাদিত্যর্থঃ, স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তেতি স্মরণাৎ। তজ্জন্মশ্রুতির্বায়োরীশজত্বপরা, বিলীন-শ্রুতিরপ্যপিগিতত্বপরেতি ভাবঃ। অত্র "অসম্ভবস্তু" ইত্যস্যা-সম্ভবজ্জন্মনোর্ণভানভস্বতোঃ শ্রুত্যৈব জন্মোক্তৌ তর্হি তাদৃশ-স্যাপীশস্য শ্রুত্যৈব জন্মাস্ত্বিত্যুৎপন্নচোদ্যনিরাসকতয়া পূর্ব্বত্রৈব সঙ্গতত্বেন পূর্ব্বত্র নিবেশেঽপি তথা "নাত্মাশ্রুতেঃ" ইত্যস্য তু সর্ব্বস্য ব্যুৎক্রমেণ শ্রুত্যৈব লয়োক্তৌ তর্হি ব্রহ্মণোঽপি তথৈব সোঽস্ত্বিতিশঙ্কানিরাসকতয়ালয়প্রকরণানন্তরং নিবেশেঽপিশ্রোতৃ-বুদ্ধিসৌকর্য্যায় ব্যবহিতয়োরপি একত্রৈব সংক্ষিপ্যৈবার্থ-ভাষণম্। এবমগ্রেঽপি বোধ্যম্।

ননু যথাকাশাদের্জন্মোক্ত্যৈব লয়ঃ সিদ্ধঃ, এবং ভগবতো-ঽপ্যসম্ভবস্ত্বিত্যনেন জন্মাভাবোক্ত্যৈব লয়াভাবঃ সিদ্ধঃ। তৎ কিং নাত্মেতিসূত্রেণ ? ন হি আকাশাদের্লয়ব্যুৎপাদনার্থমধিকরণান্তর-মস্তি। "তদভিধ্যানাৎ" ইত্যাদৌ কেন লয় ইত্যাদেরেব চিন্তনাদিতি চেৎ ? উচ্যতে—পরাধীনবিশেষাবাপ্তিরূপজন্মশূন্য-স্যাপি লীলয়া দেহোৎপাদনত্যাগরূপলয়ো নেতি সমর্থনার্থত্বা-দবৈয়র্থ্যম্। অস্য নিত্যো নিত্যানামিতি দেহনিত্যত্বস্যাপ্যুক্তেরিতি।

নন্বথাপি "অণুর্হ্যেষ আত্মা" ইতি জীবাণুত্বশ্রুতেঃ "ব্যাপ্যা হ্যাত্মানঃ" ইতি তদনণুত্বশ্রুতিবিরোধেনামানত্বেন প্রাগুক্তশ্রুতি-সমন্বয়ো হরাবযুক্ত ইত্যতঃ প্রাপ্তম্ (১৯-২৫)—"উৎক্রান্তিগত্যা-

গতীনাম্” ইত্যাদিসূত্রসপ্তকম্। তদর্থমাহ—জীবস্তদ্বশগঃ সদেতি। গচ্ছতীতি গমের্ডঃ। সদোৎক্রান্তিকালে পরলোকাদিগমনা-গমনকালে চ প্রস্তুতহর্য্যধীনগমনাগমনাদিমান্ জীব ইত্যর্থঃ। “সোঽস্মাচ্ছরীরাদুৎক্রম্যামুং লোকমধিগচ্ছতি” ইত্যাদিশ্রুতে-র্গত্যাগতিমত্ত্বাদণুর্জীবঃ। ব্যাপ্তশ্রুতির্ব্রহ্মপরেতি ভাবঃ। অণুত্বে সৌত্রযুক্তিসূচনায়ৈবং নির্দ্দেশঃ। ন চেশ্বরে ব্যভিচারঃ,—তত্রা-পুত্বস্যাপ্যক্ষরনয়সিদ্ধত্বাৎ। ন চ মধ্যমপরিমাণত্বেঽপ্যুপপত্তিঃ,—অনিত্যত্বাপাতেন তস্য (২য় অঃ ২য় পাঃ ৩৫) “ন চ পর্য্যায়াদপি” ইত্যত্রোক্তদিশা নিরস্তত্বাদিতি তাৎপর্য্যাৎ। ন চ গত্যাদে-র্মনোগতস্যাত্মন্যুপচারাদসিদ্ধিঃ। “স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্” ইতি মুক্তাবপি শ্রবণাদত এব সদেত্যুক্তিঃ। অত্র গত্যাদিমান্ জীব ইত্যেব বাচ্যে গত্যাদেরীশবশত্বোক্তিস্তু (২০) “স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ” ইতি সূত্রোক্তং গত্যাদেরীশাধীনত্বং চ সংগ্রহীতুং “পরেণ নীয়তে” ইত্যাদিশ্রুতেঃ। তেন জীবমাদায় হরের্লোকান্তর-গমনে জীববদেব দুঃখভোগাদিকং স্যাদিতি নিরস্তম্। স্বতন্ত্র-ত্বেন তস্য তৎপরিহারসম্ভবাদিতি সূচিতম্। উক্তঞ্চ (১ম অঃ ২য় পাঃ ৮) সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ” ইতি। ‘পরম-ধার্ম্মিক ইত্যত্রেব তদ্বশগ ইত্যত্রাপ্যর্থো ধ্যেয়ঃ।

নন্বথাপি “স একধান সপ্তধা” ইতি জীবৈকরূপ্যশ্রুতেঃ “স পঞ্চধা স সপ্তধা” ইতি তদ্বাহুরূপ্যশ্রুতিবিরোধেনামানত্বান্ন হরৌ শ্রুতিসমন্বয়োযুক্তঃ। ন চ বাহুরূপ্যমণৌ জীবে যুক্তং—যোগ-প্রভাবাৎ কায়ব্যূহেন বাহুরূপ্যমিত্যস্য বিভাবৈব সম্ভবেনাগাব-

যোগাৎ। ন চ ভিন্নাংশশূন্যস্যাপি জীবস্যাঘটিতঘটকশক্ত্যাহগস্ত্যাদেঃ সমুদ্রপানাদিকমিব যুক্তং বহুরূপত্বমিতি বাচ্যম্। তথা সতি জীবস্যেশ্বরেণ সাম্যাপাতাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (২৬)—"ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথা চ দর্শয়তি" ইতি। তদর্থমাহ—জীবস্তদ্বশগঃ সদেতি। জীবঃ যোগিভূতোহংশী জীবঃ ভগবদ্বশঃ সন্নেবাংশতঃ পৃথগ্গতিমানিত্যর্থঃ। যোগিজীবস্য যোগারাধিতভগবৎপ্রসাদেনাংশানাং পৃথগ্গতিসম্ভবেন বহুরূপত্বস্যেশাধীনত্বান্ন তেন গুণসাম্যাপাতঃ, "যথা যথেশ্বরঃ কুরুতে তথা তথা ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। ঐকবিধ্যশ্রুতিঃস্বরূপৈক্যপরেতি ভাবঃ।

নন্বথাপি "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি জীবেশভেদশ্রুতেঃ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদ্যভেদশ্রুতিবিরুদ্ধত্বেনামানত্বে জীবেশভেদাসিদ্ধ্যা ন হরের্বিশ্বকর্তৃত্বাদৌ শ্রুতিসমন্বয়ো যুক্ত ইত্যতঃ প্রাপ্তং (২৭-২৮)—"পৃথগুপদেশাৎ" ইতি সূত্রদ্বয়ম্। তস্যার্থঃ—জীবস্তদ্বশগঃ সদেতি। জীবঃ সদা তদ্বশগো হর্য্যধীনত্বেন বর্ত্তমানো ন কদাচিত্তদৈক্যং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। তর্হ্যভেদশ্রুতিরমানং স্যাদিত্যতো জীবস্তদ্বশ ইত্যেব বাচ্যে তদ্বশগ ইত্যুক্তম্। গমিরত্র জ্ঞানার্থঃ। আনন্দাদেরুপলক্ষণং,—জীবঃ প্রস্তুতহর্য্যধীন-জ্ঞানানন্দাদিমাংশ্চেত্যর্থঃ। তথা চেশ্বরবজ্জীবোহপি জ্ঞানাদিমানিতি কৃত্বা 'আদিত্যো যূপঃ', "সিংহশ্চৈত্রঃ' ইত্যাদিবদভেদশ্রুতিঃ সাদৃশ্যাদভেদপরেত্যুক্তং ভবতি।

নন্বথাপি "জ্ঞোহত এব" ইতি জীবস্যাপ্যুৎপত্তিরুক্তা। তথাত্বে জীবো বিনাশী জনিমত্ত্বাদিতি যুক্ত্যুপেতয়া "ব্রহ্মাল্লয়-

মভ্যুপৈতি" ইতি জীবানিত্যত্বশ্রুত্যা "সোঽনাদিনা পুণ্যেন পাপেন চানুবদ্ধঃ। পরেণ নির্ম্মুক্তঃ আনন্ত্যায় কল্পতে"॥ ইতি জীবনিত্যত্ব-শ্রুতের্বিরুদ্ধত্বেনামানত্বে প্রাপ্তে "জ্ঞোঽতঃ" ইত্যত্র চ রেতো-রূপোপাধ্যুৎপত্ত্যুক্তাবপি উপাধ্যুৎপত্ত্যা প্রতিবিম্বরূপজীবোৎ-পত্তেরাবশ্যকত্বে বিনাশিত্বধ্রৌব্যাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (২৯) "যাবদাত্ম-ভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ" ইতি। তস্যাপ্যর্থঃ—জীবস্তদ্-বশগঃ সদেতি। জীবঃ সদা তদ্‌বশত্বেন বিদ্যমানঃ ন কদাচি-দুপাধিনাশাদিনা হীয়ত ইত্যর্থঃ। বাহ্যদেহরূপোপাধের্জ্জন্মলয়-বত্ত্বেঽপি স্বরূপোপাধেরন্যস্যানাদিনিত্যস্য ভাবাৎ। তস্য 'সোঽনুৎপত্তিলয়ঃ' ইত্যুক্তদিশানাদিনিত্যবিম্বভূতেশ্বরসন্নিধেশ্চ ভাবেনানাদিনিত্যো জীব ইতি ভাবঃ।

নন্বথাপি জীবস্য "বিজ্ঞানাত্মা সহদেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ", "প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠন্তি যত্র" ইত্যাদিজ্ঞানানন্দাত্মকত্বাদিশ্রুতেঃ, "স দুঃখাদ্ বিমুক্ত আনন্দী ভবতি" ইত্যাদিনা আনন্দাদ্যনাত্মকত্ব-শ্রুতিবিরুদ্ধত্বেনামানত্বে প্রাগুক্তশ্রুতিসমন্বয়াযোগ ইত্যতঃ প্রাপ্তং (৩০-৩১)—"পুংস্ত্বাদিবত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ" ইত্যাদি-সূত্রদ্বয়ম্। তস্যাপ্যর্থঃ—জীবস্তদ্‌বশগঃ সদেতি। গচ্ছতিরত্র জ্ঞানার্থো নিবৃত্তে গতমিতি প্রয়োগান্নিবৃত্ত্যর্থো বা। এবঞ্চ জীবস্তদ্‌ববশগঃ হর্য্যধীনাভিব্যক্তিশব্দিতানন্দগোচরানুভববানিতি বা, হর্য্যধীনাভিব্যক্ত্যাখ্যাবিদ্যানিবৃত্তিমানিতি বার্থঃ। যথা বাল্যে সতোঽপি পুংস্ত্বাদের্যৌবনেঽভিব্যক্ত্যা 'ইদানীং পুমান্ন পুরা' ইত্যাদ্যুক্তিস্তথা জীবস্বরূপস্যৈবানন্দাদেঃ প্রাগবিদ্যাবৃতস্য

মুক্তাবপীশপ্রসাদায়ত্তায়া আনন্দজ্ঞপ্তিরূপায়া অবিদ্যানিবৃত্তিরূপায়া বা অভিব্যক্তের্ভাবেন "দুঃখাদ্ বিমুক্ত আনন্দী ভবতি" ইত্যাদিব্যপদেশোপপত্ত্যা জীবস্যানন্দাদ্যাত্মকত্বে ন শ্রুতিবিরোধ ইতি ভাবঃ। অত্র জীবোঽভিব্যক্তিমানিতি বাচ্যে তস্যেশবশত্বোক্তিরনাদিভাবরূপাবিদ্যাখ্যাবরণস্য নিবৃত্তিরসম্ভাবিতেতি শঙ্কানিবৃত্ত্যর্থমচিন্ত্যশক্তিকেশ্বরনিবর্ত্ত্যত্বং দ্যোতয়িতুম্। এতচ্চ "তদভিধ্যানাৎ" ইত্যত্র ব্যক্তমিতি ভাবঃ।

নন্বথাপি "যৎকর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যত" ইতি জীবকর্ত্তৃত্বশ্রুতেঃ, নান্যঃ কর্ত্তা ইতিতদকর্ত্তৃত্বশ্রুত্যা (২য় অঃ ১ম পাঃ ২১) "ইতরব্যপদেশাৎ" ইত্যত্র হিতাকরণাদিনা তদকর্ত্তৃত্বোক্ত্যা চ বিরুদ্ধত্বেনামানত্বপ্রাপ্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তং— (৩২-৪১)— "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রদশকম্। তস্যাপ্যর্থঃ—জীবস্তদ্বশগঃ সদেতি। কর্ত্তেত্যন্বেতি। জীবঃ সদা তদ্বশগঃ সন্ কর্ত্তা, ন ত্বীশবৎ স্বতন্ত্রঃ সন্ কর্ত্তেত্যর্থঃ। "নান্যঃ কর্ত্তা" ইতিশ্রুতিঃ পূর্ব্বোক্তিশ্চ স্বতন্ত্রকর্ত্তৃত্বনিষেধপরেতি ভাবঃ। অত্র সদেত্যুক্তিঃ "জক্ষন্ ক্রীড়ন্"ইতি মুক্তাবপি কর্ত্তৃত্বশ্রবণেন ন কদাচিন্নিবর্ত্তত ইতি কর্ত্তৃত্বং তাত্ত্বিকমিতি বক্তুম্। তদ্বশ ইত্যেব পূর্ত্তৌ তদ্বশগ ইত্যুক্তির্ভগবদধীনবিহিতনিষিদ্ধবিষয়প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপগতিমানিত্যর্থপ্রতীত্যা বিধিনিষেধরূপশাস্ত্রার্থবত্ত্বরূপযুক্তিসূচনায়। জ্ঞানং যথা তদ্বশং, ন তু স্বাধীনমেবং কৃতিরপীতি "উপলব্ধিবদনিয়মঃ"ইতি সূত্রার্থসংগ্রহায় চেতি। গতেরপি ঈশবশত্বোক্তিরীশস্য বিধ্যাদ্যবিষয়ত্বং সূচয়িতুম্।

নন্বথাপি জীবানাং "অংশা এব হীমে জীবাঃ পরস্য" ইতীশাংশত্ব-শ্রুতেঃ, "নৈবাংশো ন সম্বন্ধঃ" ইত্যনংশত্বশ্রুতিবিরোধেনামানত্ব-প্রাপ্তেঃ, জীবানাং মৎস্যাদিবৎ ঈশাংশত্বে মৎস্যাদি সাম্যাপত্তেঃ, মৎস্যাদেশ্চ জীবসাম্যাপত্তেশ্চেত্যতঃ প্রাপ্তম্ (৪২-৪৯)—"অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রাষ্টকম্। তদর্থঃ—জীবস্তদ্বশগঃ সদা; তদাভাসো হরিঃ সর্ব্বরূপেষ্বপি সমঃ সদেতি। গতিরত্র প্রবৃত্তিঃ। আপস্তদাভাসোঽপীত্যন্বেতি। জীবঃ সর্ব্বদা হর্য্য-ধীনপ্রবৃত্তিমান্, তদাভাসোঽপি হরিপ্রতিবিম্বভূতশ্চ। হরিঃ মৎস্যাদিসর্ব্বরূপেষ্বপি সদা সম ইত্যর্থঃ। তথা চ জীবস্যেশাধীন-প্রবৃত্তিমত্ত্বাদীশ প্রতিবিম্বত্বাচ্চ মৎস্যাদেস্তদুভয়াভাবাত্তয়ো রীশাংশত্বাবিশেষেঽপি ন সাম্যাপত্তিঃ। জীবস্য ভিন্নাংশত্বা-ন্মৎস্যাদেরভিন্না শত্বাদিতি ভাবঃ। অত্রোক্তাসু সর্ব্বাস্বপি যোজনাসু উক্তার্থেষু প্রমাণাপেক্ষায়াং বৈদিকবচনপরামর্শকতয়া তেনৈবেতি পদং প্রতিযোজনমনুবৃত্ত্য ভাষ্যোক্তবচনান্যুহ্যানি গ্রন্থগৌরবভয়ান্ন প্রপঞ্চ্যতে।

নন্বথাপি জীবস্য "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব" ইতি প্রতি-বিম্বত্ব শ্রুতেঃ "নৈবাংশো ন সম্বন্ধঃ" ইত্যপ্রতিবিম্বত্বশ্রুত্যা সুর-নরাদি বিচিত্রজীবরাশেরবিচিত্রেশ্বরপ্রতিবিম্বত্বাযোগাদিতি যুক্ত্যু-পেতয়া বিরুদ্ধত্বেনামানত্বপ্রাপ্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (৫০-৫২)—"অদৃষ্টানিয়মাৎ" ইত্যাদি সূত্রত্রয়ম্। তদর্থঃ—তদাভাসো হরিঃ সর্ব্বরূপেষ্বপি সমঃ সদেতি। অপিস্তথাপীত্যর্থঃ। জীব ইত্যস্তি। যদ্যপি হরিঃ সর্ব্বরূপেষু সদা সমঃ একরূপঃ, তথাপি জীবস্তদা-

ভাসঃ হরিপ্রতিবিম্ব ইত্যর্থঃ। বিম্বাবৈচিত্র্যেঽপি তদীয়ানাদ্য-দৃষ্টবৈচিত্র্যেণ দেবদানবমানবাদি-বৈচিত্র্যসম্ভবাৎ প্রতিবিম্বতা যুক্তেতি ভাবঃ। এতস্মিন্নেবার্থে জীবস্তদ্‌বশগঃ সদেতি বানুবর্ত্ত্য তচ্ছব্দস্য বুদ্ধিস্থাদৃষ্টাদ্যর্থপরামর্শিত্বং বর্ণয়িত্বোক্তাভিপ্রায়ো ধ্যেয়ঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং রাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং
দ্বিতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয় পাদঃ ॥ ২।৩ ॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে বিপক্ষের যুক্তি ও নিয়ম-সমূহের আভাসত্ব-নির্ণয়হেতু বিষ্ণুর স্রষ্টৃত্বাদি গুণ-সমূহ তাহাদের দ্বারা বাধিত হয় না বটে, পরন্তু অধিভূত-অধিদৈব-প্রভৃতির অনাদিত্ব-প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহ-দ্বারা বাধিত হইতে পারে,—এই আশঙ্কায় উক্ত শ্রুতিসমুহের বিরোধ-পরিহারার্থ তৃতীয় পাদ আরম্ভ করা যাইতেছে। এই তৃতীয় পাদগত অর্থোক্তিপর-রূপে 'উক্তা গুণাশ্চাবিরুদ্ধাস্তস্য বেদেন সর্ব্বশঃ'—এই অর্দ্ধ শ্লোককে এই অধ্যায়ের শেষভাগ (চতুর্থ পাদ) হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক এস্থলেও যোজনা করিতে হইবে। ইহার অর্থ—পূর্ব্বাধ্যায়ে অশেষ শ্রুতির সমন্বয়-দ্বারা 'উক্তাঃ' অর্থাৎ কথিত 'তস্য' অর্থাৎ শ্রীহরির 'সর্ব্বশঃ গুণাঃ' অর্থাৎ স্রষ্টৃত্বাদি গুণ-সমূহ 'বেদেন অবিরুদ্ধাঃ উক্তাঃ' অর্থাৎ সূত্রকার কর্ত্তৃক বেদদ্বারা অবিরুদ্ধরূপে প্রতিপাদিত (হইয়াছে) অর্থাৎ এই পাদে শ্রীহরির স্রষ্টৃত্বাদি গুণ-বিষয়ে আকাশাদির অনুৎপত্তি-শ্রুতির যে বিরোধ হয় না—ইহাই বলিতেছেন।

সম্প্রতি আশঙ্কা হয় যে, সমন্বয়াধ্যায়ে শ্রুতিসমন্বয়দ্বারা বিষ্ণুরই

সর্ব্বকর্তৃত্বাদি-অনন্তগুণত্ব যাহা কথিত হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে; কারণ, "এই আকাশ অনাদি", "বায়ু নিত্য পদার্থ", "যে এক অদ্বিতীয় বস্তু নিত্যবস্তুগণের মধ্যে নিত্য, চেতন-বস্তুগণের মধ্যে চেতন-বস্তু—বহু নিত্য-চেতনের (জীবের) বিধান-কর্ত্তা" ইত্যাদি আকাশ, বায়ু ও জীবের অনুৎপত্তিবোধক বেদ-দ্বারা তাঁহার সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব বিরুদ্ধ। এইরূপ "বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি বেদ-বাক্যও বায়ু প্রভৃতির অন্তর্গত আভিমানিক দেবতাকে অগ্ন্যাদির স্বতন্ত্র কর্ত্তৃরূপে এবং বায়ু প্রভৃতি জড় বস্তুকেই অগ্ন্যাদির স্বতন্ত্র উপাদানরূপে জ্ঞাপন করায় শ্রীহরির সর্ব্বকর্তৃত্বাদি তদ্দ্বারা বাধিত হইতেছে। অতএব এই শঙ্কার নিরাকরণার্থ পাঁচটী অধিকরণ বলিতেছেন; যথা (১ম অধি)—(১) "ন বিয়দশ্রুতেঃ", (২) "অস্তি তু", (৩) "গৌণ্যসম্ভবাৎ", (৪) "শব্দাচ্চ", (৫) "স্যাচ্চৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ", (৬) "প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ", (৭) "যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবৎ"; (২য় অধি)—(৮) 'এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ"; (৪র্থ অধি)—(১০) "তেজোঽতস্তথা হ্যাহ; (৫ম অধি)—(১১) "আপঃ"; (১২শ অধি)—(১৮) "জ্ঞোঽত এব।" ইহার অর্থ বলিতেছেন—'আকাশাদি সমস্ত তাঁহা হইতে জাত; তাঁহা-দ্বারাই।' এস্থলে 'আকাশ'-পদে অবকাশ, ভূতাকাশ, তদভিমানিনী চিৎ-প্রকৃতি ও বিঘ্নেশ্বরের গ্রহণ হয়। 'আদি'-পদে বায়ু, তেজঃ প্রভৃতি ভূত, তদভিমানিনী দেবতা, সূত্রস্থ 'বিয়ৎ'-পদোপলক্ষিত প্রকৃতি, জীব, কাল, মহৎ, অহঙ্কার, মন, বুদ্ধি ও তদভিমানী দেবগণের গ্রহণ জ্ঞাতব্য। অতএব অর্থ—আকাশাদি অধিভূত ও অধিদৈব সমস্ত পদার্থ 'তজ্জ' অর্থাৎ তাঁহা হইতে—পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত শ্রীহরির নিকট হইতে জাত হয় অর্থাৎ পরাধীন-বিশেষত্ব-প্রাপ্তিরূপ জন্মবিশিষ্ট হয়। এস্থলে 'তজ্জং' এই পদের 'জং' অর্থাৎ জন্মবিশিষ্ট—এই অংশদ্বারা 'বিয়ৎ' ইত্যাদি অধিকরণত্রয়ের অর্থ-

জ্ঞাপনহেতু প্রথম শঙ্কা ও 'তজ্জ' অর্থাৎ তাঁহা হইতে—হরি হইতে জাত—এইরূপ বাক্যদ্বারা "তেজোঽতঃ" ইত্যাদি অধিকরণ-দ্বয়ের অর্থ-জ্ঞাপনহেতু শেষ শঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে। তেজঃ প্রভৃতি অতিব্যবহিত পদার্থ আত্মসম্ভূতরূপে সিদ্ধ হইলে অল্পব্যবহিত বায়ু কৈমুত্যন্যায়ানুসারেই আত্ম-সম্ভূত বলিয়া সিদ্ধ হইবে,—এই অভিপ্রায়ে সূত্রকার তেজঃ প্রভৃতিরই উল্লেখ করিলেও ভাষ্যকার কৈমুত্য-ন্যায়ের অনুসরণ না করিয়া 'আকাশাদি সমস্ত'—এই বাক্যে আকাশাদির উল্লেখ করিবার কারণ এই যে, আকাশ-সম্বন্ধে কোন বিবাদ নাই। কোন্ হেতুদ্বারা আকাশাদি সমস্তকে জন্ম-বিশিষ্ট ও শ্রীহরি হইতে জাত জানা যায়? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন—'তাঁহা দ্বারাই' অর্থাৎ পূর্ব্বের 'বৈদিকং বচনং' এই বাক্যোক্ত বৈদিক-বচন-দ্বারাই তাহা জানা যায়। যথা—"আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে", "এই সমগ্র বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন", "পূর্ব্বে এক আত্মাই এই সমস্তরূপে অবস্থিত ছিলেন" ইত্যাদি এবং "এই চিদাত্ম-সমূহ তাঁহা হইতে উদ্গত হয়", "ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ, সর্ব্বেন্দ্রিয়, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও বিশ্বধারিণী পৃথিবী উৎপন্ন হয়", "উক্ত বস্তু তেজঃ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তিনিই জল সৃষ্টি করিয়াছিলেন" ইত্যাদি বৈদিক-বচন-দ্বারা আকাশাদিকে জন্ম-বিশিষ্ট ও বিষ্ণুজাত জানা যাইতেছে। অতএব আকাশাদির সম্বন্ধে উৎপত্তি-জ্ঞাপক বচন অনেক থাকায় অনুৎপত্তি-বচনোক্ত উৎপত্তির অভাব অর্থে তাহাদের স্বরূপের উৎপত্তির অভাবই জ্ঞাতব্য; অতএব বিরোধ হইল না।

তথাপি "বায়ু হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে" ইত্যাদি বচনে অন্যপদার্থ হইতে উৎপত্তি-কথন-হেতু তাহাদের সহিত বিরোধ হইতেছে, এই জন্যও বলিতেছেন—'তাঁহা-দ্বারাই'। এস্থলে 'তাঁহা'-অর্থে—আকাশাদি। করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি। তাৎপর্য্য এই যে, আকাশাদি দ্বারাই তাঁহা-

হইতে জাত হয়, পরন্তু তাহাদিগকে দ্বাররূপে অবলম্বন না করিয়া নহে। অতএব অন্য পদার্থ হইতে তাহাদের উৎপত্তি যে-সকল শ্রুতিতে কথিত হইতেছে, তাহাতেও অন্য পদার্থকে দ্বাররূপেই জানিতে হইবে (পরন্তু তিনিই মূল কারণ)। দ্বার অবলম্বন না করিয়াও যিনি সৃষ্টি-বিষয়ে সমর্থ, তাঁহার বৃথা দ্বার-অবলম্বন কেন? এইরূপ আশঙ্কা 'তেনৈব'—এই 'এব'-শব্দের প্রয়োগ-দ্বারাই নিরস্ত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি অন্য প্রকারে সমর্থ হইয়াও লীলা-হেতু 'তেনৈব' অর্থাৎ শ্রৌত দ্বার-অবলম্বনেই সমস্ত সৃষ্টি করেন।

এস্থলে "স্তোহত এব" এই অধিকরণটী দূরবর্ত্তী হইলেও বিশেষ-বিধি-প্রাপ্ত ক্রিয়মাণ জীবের বিচারযুক্ত বলিয়া এবং "এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ"—এই অধিকরণটী বিশেষ শঙ্কা-নিরাসক বলিয়া (অর্থাৎ বায়ু আকাশ হইতে অথবা আত্মা হইতে উৎপন্ন—এই শঙ্কার নিরাসক বলিয়া) ইহারা উভয়েই 'বিয়ৎ'-অধিকরণোক্ত সর্ব্বজন্মরূপ বিষয়টীর সমর্থনপর। এইরূপ "তেজোহতঃ" ও "আপঃ" এই অধিকরণ-দ্বয়ও অন্যান্যের উপলক্ষণরূপে অথবা কৈমুত্য-ন্যায়ানুসারে 'বিয়ৎ' অধি-করণের সর্ব্বজন্ম সমর্থন করিতেছে। অতএব সমস্ত অধিকরণই তজ্জাতত্ব-প্রতিপাদক,—ইহা প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত অধিকরণ-পঞ্চকের অর্থ 'আকাশাদি সমস্তঞ্চ' ইত্যাদি বাক্যে সংক্ষেপে বলিয়াছেন।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, শ্রীহরি সাক্ষাৎ ও অন্য দ্বারা সর্ব্বস্রষ্টা—ইহা অযুক্ত; "জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে" এই বাক্যে তাঁহার পৃথিবী-সৃষ্টিকার্য্যে জল দ্বাররূপে কথিত হইতেছে। আবার "সেই জল ঈক্ষণ করিয়াছিল এবং অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিল"—এই শ্রুতিতে জল অন্নসৃষ্টির দ্বাররূপে কথিত হইয়াছে। অতএব শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ-হেতু তুল্যবলত্ব-নিবন্ধন উভয় দ্বার-শ্রুতিই অপ্রমাণ। এই আশঙ্কায় (১২)—পৃথিব্য-

বিকাররূপশব্দান্তরাদিভ্যঃ" এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থও 'আকাশাদি সমস্তঞ্চ তজ্জং তেনৈব' অর্থাৎ "আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত দ্বারভূত আকাশাদি সাধন-দ্বারাই তাঁহা হইতে জাত। "সেই জল অন্ন সৃষ্টি করিয়াছিল"—এই শ্রুতিতে যে 'অন্ন'-শব্দ শ্রুত হয়, তাহার অর্থ—পৃথিবী, সুতরাং কোন বিরোধ নাই। 'অন্ন'-শব্দের অর্থ—পৃথিবী, ইহা কিরূপে জানা যায়? এই প্রশ্নাশঙ্কায়ও বলিলেন—'তেনৈব' অর্থাৎ বেদ-বচন-দ্বারাই; যথা—"জল ও পৃথিবী অন্ন, অথবা পৃথিবীই অন্ন" ইত্যাদি।

তথাপি শ্রীহরির সৃষ্ট্যাদি-কর্ত্তৃত্ব যুক্ত নহে; কারণ, "রুদ্র অন্তক, তুমি প্রবেশ করিও না" এই শ্রুতি-বাক্যে 'অন্তক'-পদদ্বারা রুদ্রেরই সংহারকর্ত্তৃত্ব কথিত হওয়ায় শ্রীহরির সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব বিরুদ্ধ হয়। অতএব শঙ্কা-সমাধানার্থ (১৩)"তদভিধ্যানাদেব তু তল্লিঙ্গাৎ সঃ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিলেন—'লীন হয়'। পূর্ব্ব হইতে 'আকাশাদি সমস্ত' ও 'তাঁহা দ্বারাই' এই বাক্যদ্বয়ের অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ—আকাশ, বায়ু, তেজঃ প্রভৃতি হইতে অধিদৈব অধিভূত পর্য্যন্ত সমস্তই 'তাঁহা দ্বারাই' অর্থাৎ প্রস্তাবিত শ্রীহরিদ্বারাই লীন হয় রুদ্রদ্বারা নহে। কোন্ প্রমাণদ্বারা ইহা জানা যায়? এই প্রশ্নেও বলিলেন—'তাহা দ্বারাই' অর্থাৎ বৈদিক-বচন-দ্বারাই; যথা—"প্রলয়ে এই বিশ্ব যাঁহাতে বিলীন হয় সেই দেব শ্রীহরি আমাদের আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য এই যজ্ঞে ঘৃত পান করুন; যিনি এই বিশ্বকে বিলীন করেন, তিনিই শ্রীহরি, সেই শ্রীহরিই স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা এবং সংহারক" ইত্যাদি। পুনরায় প্রশ্ন হয় যে, পূর্ব্বে যে-শ্রুতি-বাক্যে রুদ্রকে অন্তক বলিয়াছেন, তাহার কি গতি হইবে? অতএব বলিলেন—'তেনৈব' অর্থাৎ শ্রীহরি-কর্ত্তৃক 'তেনৈব' অর্থাৎ তাহা দ্বারাই—দ্বারস্বরূপ রুদ্র-দ্বারাই এই বিশ্ব লীন হয়। অতএব ঐ শ্রুতি দ্বাররূপেই রুদ্রকে

'অন্তক' বলিতেছে, ইহা জানিতে হইবে। এইরূপ ব্যাখ্যায় 'সমস্ত' এই পদটি লয়শীলরূপে সম্ভাবিত সর্ব্বপদার্থপর জানিতে হইবে। তিনি যে রুদ্রদ্বারা বিলীন করেন,—ইহা কিরূপে জানা যায়? এই প্রশ্নেও বলিলেন,—'তাহা দ্বারাই' অর্থাৎ বেদবচন দ্বারাই; যথা—"তিনি রুদ্রদ্বারা বিশ্বের প্রলয় সাধন করেন", "কাষ্ঠপুত্তলিকার নৃত্যাদি যেরূপ তৎপরিচালক পুরুষের অধীন, সেইরূপ অন্যান্য দেবতাতে যে স্রষ্টৃত্বাদি বর্ত্তমান. তাহাও তদধীনই", "ঈশ্বরের নিমিত্তমাত্র" ইত্যাদি।

সম্প্রতি প্রলয়ের ক্রম-বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইতেছে। এ বিষয়ে "ক্রম-অনুসারে বিলয় হয়"—এই শ্রুতি-বাক্য এবং লৌকিকী যুক্তির দ্বারা উৎপত্তিক্রম-অনুসারেই প্রলয় হয়—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হওয়ায় "ব্যুৎক্রমে (উৎপত্তি-ক্রমের বিপরীত ক্রমে) বিলয় হয়" —এই শ্রুতি এবং পূর্ব্ব পূর্ব্বোৎপন্ন পদার্থ বিষ্ণুর ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তিত্ব-নিবন্ধন পর পর পদার্থ অপেক্ষা অধিক স্থিতিশীল—এই যুক্তি-হেতু বিপরীত-ক্রমেই লয় হয় (অর্থাৎ পর পর বস্তুর পূর্ব্ব পূর্ব্ব বস্তুতেই লয় হয়),ইহার প্রতিপাদনের জন্য (১৪)—"বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽত উপপদ্যতে চ" এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—সিদ্ধান্তীব হৃদ্গত অভিপ্রায়-বাচক 'তেনৈব' এই অংশ-দ্বারাই সংগৃহীত হইয়াছে অর্থাৎ নিরবকাশ-শ্রুত্যাদি প্রসিদ্ধ বলিয়া সিদ্ধান্তীর হৃদ্গত বিপরীত ক্রম-অনুসারেই আকাশাদি সমস্ত পদার্থ লীন হয়। তাহা হইলে "ক্রম অনুসারেই লয় হয়" ইত্যাদি শ্রুতির কি গতি হইবে? এইরূপ আশঙ্কাও হয় না; কারণ, বিপরীত ক্রমও ক্রম বলিয়া এস্থলে 'ক্রম'-শব্দে বিপরীত ক্রম বলিলেই শ্রুতির যথার্থ গতি হইয়া থাকে।

(১৫) "অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ" ও (১৬) "চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাত্তদ্ব্যপদেশো ভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ"—এই সূত্র-দ্বয়োক্ত অধিকরণে প্রথমতঃ বিজ্ঞান ও মনঃ—এই তত্ত্বদ্বয়ের সৃষ্টিক্রমানুসারে লয় ও অন্যান্য

তত্ত্বের বিপরীত-ক্রমে লয় হয়,—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ করিয়া পশ্চাৎ সিদ্ধান্ত-বাক্যে বিজ্ঞানাদিরও বিপরীত-ক্রমে লয়ই প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরাও 'সমস্ত'-পদের অর্থরূপে পূর্ব্বে মনঃ বুদ্ধি প্রভৃতিরও উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং এই অধিকরণের ব্যাখ্যা-দ্বারাই "অন্তরা বিজ্ঞানমনসী" এই অধিকরণেরও অর্থ সংগৃহীত হইল।

সম্প্রতি আপত্তি হইতে পারে যে, "অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইয়াছিল"—এই শ্রুতিতে শ্রীহরিরও জন্ম এবং "তিনি এই নিখিল বিশ্বকে বিলীন করিয়া স্বয়ং তমোমধ্যে বিলীন হন"—এই শ্রুতিতে লয়-শ্রবণ-হেতু তাঁহার সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। "তিনি জাত হ'ন না, মৃত হ'ন না" ইত্যাদি শ্রুতির সহিত বিরোধ-হেতু তাঁহার জন্ম ও লয় অসম্ভব, ইহাও বলা যায় না; কারণ, জীবের জন্ম লয়াভাব শ্রুতির ন্যায় ঈশ্বরের এই জন্ম-লয়াভাব শ্রুতির অর্থ—তাঁহার স্বরূপের জন্ম ও লয় হয় না। আর জন্ম-লয় শ্রুতিস্থ 'জন্ম'-অর্থে—পরাধীন বিশেষ দেহপ্রাপ্তি এবং 'লয়'-অর্থে —তাদৃশ দেহের ত্যাগ বলিলেই সর্ব্ব ব্যবস্থা সঙ্গত হইয়া থাকে। অতএব আপত্তি-নিরাসার্থ (৯)—"অসম্ভবস্তু সতোঽনুপপত্তেঃ" ও (১৭) "নাত্মা-ঽশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ"—এই অধিকরণদ্বয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'তিনি উৎপত্তি-লয়-শূন্য ও কর্ত্তা'। 'তিনি' অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের জন্ম-লয়-কারণরূপে প্রস্তাবিত শ্রীহরি—'অনুৎপত্তিলয়' অর্থাৎ পরাধীন দেহবিশেষ প্রাপ্তিরূপ 'উৎপত্তি' ও তাদৃশ দেহত্যাগরূপ 'লয়'শূন্য। কি হেতু?—এই প্রশ্নাশঙ্কায় 'কর্ত্তা'—এই হেতুগর্ভ বিশেষণ-পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব বা স্বাতন্ত্র্যহেতুই তিনি জন্ম-লয়শূন্য। ব্যাকরণ-সূত্রেও "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা"—এইরূপ কর্ত্তৃকারকের লক্ষণ করা হইয়াছে। (অতএব এস্থলে 'কর্ত্তা'-অর্থে—'স্বতন্ত্র')। সুতরাং উক্ত জন্মবিষয়িণী শ্রুতি ঈশ্বর হইতে বায়ুর জন্ম-প্রতিপাদন-

পরা' জ্ঞাতব্য। এইরূপ লয়-শ্রুত্যুক্ত 'লয়'-শব্দেরও অর্থ—তিরোভাব (দেহত্যাগ নহে)। আকাশের ও বায়ুর জন্ম সাধারণ-বিচারে অসম্ভব হইয়াও শ্রুতিদ্বারা যেরূপ কথিত হইয়াছে, সেইরূপ আত্মার জন্ম অসম্ভব হইলেও শ্রুতি-বশতঃ আত্মারও জন্ম হউক—এইরূপ আপত্তির নিরাসার্থ "অসম্ভবস্তু" ইত্যাদি অধিকরণটি প্রথমেই সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। আর সর্ব্ব-পদার্থের বিপরীতক্রমে প্রলয়সিদ্ধিহেতু আত্মারও তদ্রূপে প্রলয় হউক—এই আপত্তির নিরাসের জন্য "নাত্মাঽশ্রুতেঃ" ইত্যাদি অধিকরণটি লয়-প্রকরণের শেষেই সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত। তথাপি শ্রোতৃগণের অনায়াসে বোধগম্য হওযার উদ্দেশ্যে ব্যবহিত অধিকরণ দুইটিকে একত্রই সংক্ষিপ্ত করিয়া অর্থ কথিত হইল। পশ্চাৎও এইরূপ জ্ঞাতব্য।

এস্থলে আপত্তি হয় যে, আকাশাদির জন্ম-কথনহেতুই যেরূপ তাহাদের লয় সিদ্ধ হইয়াছে (কারণ, উৎপত্তিশীল পদার্থমাত্রই লয়-বিশিষ্ট), সেইরূপ "অসম্ভবস্তু" এই অধিকরণ-দ্বারা ভগবানের জন্মাভাবের উক্তি-হেতুই ত' তাঁহার লয়াভাবও সিদ্ধ হইতেছে। তবে "নাত্মা-ঽশ্রুতেঃ"—এই অধিকরণের দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে আবার লয়াভাব বলিবার আবশ্যকতা কি ছিল? আকাশাদির লয়-প্রতিপাদনের জন্য ত' আর পৃথক্ অধিকরণ বলিতে হয় নাই। "তদভিধ্যানাৎ" ইত্যাদি সূত্রে কেবলমাত্র কাঁহার দ্বারা তাহাদের লয় হয়, ইহাই বিচার করিয়াছেন। সম্প্রতি এই আপত্তির নিরাকরণের জন্য বলিতেছেন যে, তিনি পরাধীন দেহবিশেষের প্রাপ্তিরূপ জন্মদ্বারা রহিত হইলেও লীলাহেতু দেহের উৎপাদন-পূর্ব্বক তাহার ত্যাগ করেন বলিয়া তাঁহারও লয় আছে—এইরূপ আশঙ্কার নিবারণার্থই লয়াভাব-প্রতিপাদনের জন্যও পৃথক্ অধিকরণ বলিতে হইল (অর্থাৎ লীলাহেতুও তিনি যে নূতন দেহ

ধারণ বা ত্যাগ করেন, তাহা নহে; পরন্তু তাঁহার নিত্যদেহেরই আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়া থাকে)। অতএব ঐ অধিকরণটি ব্যর্থ হইল না। "নিত্যো নিত্যানাম্" ইত্যাদি শ্রুতিতে তদীয় দেহেরও নিত্যত্ব কথিত হইয়াছে।

পুনরায় আপত্তি এই যে, "এই আত্মা অণু"—এই জীবাণুত্বশ্রুতি "আত্মসমূহ ব্যাপ্ত"—এইরূপ তদীয় ব্যাপ্তত্বশ্রুতিবিরোধহেতু অপ্রমাণ বলিয়া শ্রীহরিতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-সমন্বয় অযুক্ত; অতএব (২০) "উৎক্রান্তি-গত্যাগতীনাম্", (২১) "স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ, (২২) "নাণুরতচ্ছ্রুতেরিতি চেন্নেতরাধিকারাৎ", (২৩) "স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ", (২৪) "অবিরোধশ্চন্দনবৎ", (২৫) "অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ হৃদি হি" ও (২৬, "গুণাদ্বালোকবৎ" এই সাতটি সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিলেন—জীব সর্ব্বদা তদ্বশগামী। 'গম্' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'ড' প্রত্যয়দ্বারা 'গ' (গতিবিশিষ্ট) এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। জীব 'সদা' অর্থাৎ উৎক্রান্তি, পরলোকে গমন ও তথা হইতে সংসারে আগমন—সকল সময়েই 'তদ্বশগ' (তাঁহার বশগ) অর্থাৎ প্রস্তাবিত শ্রীহরির অধীন গমনাগমন-বিশিষ্ট। "তিনি এই শরীর হইতে উৎক্রমণ-পূর্ব্বক পরলোকে গমন করেন"—এই শ্রুত্যুক্ত গমনাগমন-শালিত্বহেতু উক্ত জীব অণু-পরিমাণ (কারণ, মহৎপদার্থের গমনাগমন অসম্ভব)। ব্যাপ্তত্বশ্রুতি ব্রহ্মপরা বলিয়াই জ্ঞাতব্য। অণুত্ব-বিষয়ে সূত্রে যে যুক্তি বলিয়াছেন, তাহার অনুসরণ-ক্রমেই এস্থলে অর্থবাক্যে —'জীবস্তদ্বশগঃ সদা' এইরূপ নির্দ্দেশ হইল। ঈশ্বরেও অণুত্ব-শ্রুতির ব্যভিচার হয় না; কারণ, 'অক্ষর'-অধিকরণোক্ত ন্যায়ানুসারে তাঁহাতে অণুত্বও সিদ্ধ। পরন্তু জীবকে মধ্যম পরিমাণ (অর্থাৎ অণুও নহে, মহৎও নহে, পরন্তু শরীরব্যাপী পরিমাণ) বলা যায় না; কারণ,

মধ্যম পরিমাণ বলিলে অনিত্যত্ব-দোষ ঘটে বলিয়া (২য় অঃ ২য় পাঃ ৩৫) “ন চ পর্য্যায়াদপি” ইত্যাদি সূত্রে তাহার মধ্যম পরিমাণ নিরস্ত হইয়াছে (জীব যদি ‘মধ্যম’ পরিমাণ অর্থাৎ দেহ-পরিমাণ হয়, তবে মশকাদি ক্ষুদ্র দেহগত জীব ঐ সকল দেহ ত্যাগ করিয়া জন্মান্তরে তদপেক্ষা বৃহৎ হস্ত্যাদি দেহ প্রাপ্ত হইলে তখন সর্ব্বদেহ ব্যাপ্ত হয় না। আবার হস্ত্যাদি বৃহৎ শরীরগত তৎপরিমিত জীব জন্মান্তরে তদপেক্ষা ক্ষুদ্রদেহ প্রাপ্তিকালে উক্ত দেহে সমাবিষ্ট হইতে পারে না। আবার এই সকল দোষের নিরাকরণার্থ যদি তাহার প্রয়োজনানুযায়ী সঙ্কোচ-বিকাশভাব স্বীকার করা যায়, তবে তাদৃশ বিকারশালিত্বহেতু অনিত্যত্ব-দোষই ঘটিয়া থাকে। আর্হতগণের মতে জীব মধ্যমপরিমাণ-বিশিষ্ট) “তিনি এই শরীর হইতে উৎক্রমণ-পূর্ব্বক পরলোকে গমন করেন’ ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত গমনাগমন মনের (অর্থাৎ লিঙ্গশরীরেরই) হয়, নিশ্চল আত্মাতে তাহার গৌণ ব্যবহার মাত্র—একথাও বলা যায় না; কারণ, মুক্তিদশায়ও (অর্থাৎ মনঃ বা লিঙ্গশরীররহিতদশায়ও) “তিনি (মুক্তজীব) সেখানে ভোগ ও ক্রীড়া-সহকারে বিচরণ করেন” ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবের গতি শ্রুত হইয়া থাকে। অতএব এস্থলে ‘সদা’—এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে (অর্থাৎ সর্ব্ব দশায়ই জীব ঈশ্বরের অধীনরূপে গতিবিশিষ্ট)। এস্থলে ‘জীব গত্যাদি-বিশিষ্ট’—এইরূপ বলিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইলেও ‘তদ্‌বশগ’ এইরূপ উক্তির দ্বারা গতির ঈশ্বরাধীনত্ব-কীর্ত্তনহেতু “স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ”—এই সূত্রোক্ত গত্যাদির ঈশ্বরাধীনত্ব সংগৃহীত হইল; কারণ, “পরমাত্মকর্ত্তৃক (জীব লোকান্তরে) নীত হয়” এই শ্রুত্যনুসারে তথায় ঈশ্বরাধীনা গতি প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব জীবকে গ্রহণ-পূর্ব্বক শ্রীহরিরও লোকান্তর গমন হইলে জীবের ন্যায় তাঁহার দুঃখভোগাদিও ঘটিতে পারে,—এই আশঙ্কাও তদ্‌দ্বারাই নিরস্ত

হইল; কারণ, স্বাতন্ত্র্যহেতু দুঃখপরিহার তাঁহার পক্ষে সম্ভব। (১ম অঃ ২য় পাঃ ৮) "সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ"—এই সূত্রদ্বারাই ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। (সূত্রার্থ—জীব ও ঈশ্বর এক শরীরগত হইলে তুল্য ভোগেরও আপত্তি হয়—এরূপ বলা যায় না; কারণ, ঈশ্বরের সামর্থ্যবৈশেষ্য রহিয়াছে। সুতরাং তিনি দেহগত দুঃখাদিভোগী হন না)। পরম ধার্ম্মিক এস্থলে যেরূপ 'পরম'-পদটি ধর্ম্মেরও বিশেষণ-রূপে সিদ্ধ হইতে পারে, সেইরূপে এস্থলেও 'তদ্বশ'-পদটি 'গমনের' বিশেষণ হইল।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, "তিনি একরূপেই প্রকাশিত, সপ্তরূপে নহেন"—এই যে জীবের একরূপত্বপ্রতিপাদিকা শ্রুতি, তাহা "তিনি পঞ্চপ্রকারে প্রকাশিত, তিনি সপ্তপ্রকারে প্রকাশিত" এই বহুরূপত্ব-প্রতিপাদিকা শ্রুতিদ্বারা বিরুদ্ধা হওয়ায় অপ্রমাণ। সুতরাং শ্রীহরিতে শ্রুতিসমন্বয় যুক্ত হয় না। অণু জীবে বহুরূপত্ব সম্ভব হয় না। যোগবলে কায়ব্যূহদ্বারা বহুরূপ স্বীকারও বিভু ঈশ্বরেই সম্ভব, অণুজীবে নহে। ভিন্নাংশরহিত জীবের পক্ষেও অঘটন-ঘটন-শক্তিবলে অগস্ত্যাদির সমুদ্রপানাদির ন্যায় বহুরূপত্ব সম্ভব, ইহাও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে জীব ঈশ্বরের তুল্যই হইয়া পড়ে। অতএব (২৭) "ব্যতিরেকো গন্ধবৎ তথা চ দর্শয়তি"—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—'জীব সদা তদ্বশগ'। 'জীব' অর্থাৎ যোগিভূত অংশী জীব 'তদ্বশগ' অর্থাৎ ভগবদ্বশীভূত হইয়াই অংশদ্বারা পৃথগ্‌গতিবিশিষ্ট। তাৎপর্য্য এই যে, যোগী পুরুষের যোগারাধিত ভগবানের অনুগ্রহে অংশসমূহের পৃথগ্‌গতিসম্ভবহেতু বহুরূপত্ব-প্রাপ্তি ঈশ্বরেরই অধীন বলিয়া তদ্দ্বারা ভগবৎ-সাম্যদোষ ঘটিল না; কারণ, শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "ঈশ্বর যে-যে-প্রকারে তাহাকে রূপান্তরিত করেন, জীবও তত্তৎপ্রকার ভাব প্রাপ্ত

হন”। অতএব পূর্ব্বোক্ত একরূপত্বশ্রুতি স্বরূপতঃ একত্বপরা বলিয়া জানিতে হইবে।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, “দ্বা সুপর্ণা” ইত্যাদি জীবেশ্বর ভেদ-শ্রুতি—“তত্ত্বমসি” ইত্যাদি অভেদশ্রুতি-দ্বারা বিরুদ্ধা বলিয়া অপ্রমাণ। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-সিদ্ধির অভাবহেতু শ্রীহরির বিশ্বকর্ত্তৃত্বাদি বিষয়ে শ্রুতি-সমন্বয় যুক্ত হয় না। অতএব (২৮) “পৃথগুপদেশাৎ” ও (২৯) “তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্‌ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ”—এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'জীব সদা তদ্‌বশগ' অর্থাৎ জীব সর্ব্বদা 'তদ্‌বশগ' অর্থাৎ শ্রীহরির অধীনরূপেই বর্ত্তমান, পরন্তু কদাপি তাঁহার সহিত ঐক্য-প্রাপ্ত নহে। তাহা হইলে অভেদ-শ্রুতি আবার অপ্রমাণ হইয়া পড়ে—এই আশঙ্কায়ই 'তদ্‌বশ' না বলিয়া 'তদ্‌বশগ' বলিয়াছেন। এস্থলে 'গম্'-ধাতু—জ্ঞান-অর্থে ব্যবহৃত। আনন্দাদিরও ইহা উপলক্ষণ। অতএব অর্থ এইরূপ—জীব প্রস্তাবিত শ্রীহরির অধীনজ্ঞানানন্দাদিবিশিষ্ট। তাৎপর্য্য এই যে জীবও ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞানানন্দাদিবিশিষ্ট বলিয়া সাদৃশ্যহেতুই শ্রুতিতে অভেদ কথিত হইয়াছে, পরন্তু স্বরূপতঃ অভেদ নহে ; যেহেতু, সাদৃশ্যবশতঃ 'আদিত্য যূপ', 'সিংহ চৈত্র' ইত্যাদি বাক্যে আদিত্য ও যূপের এবং সিংহ ও চৈত্রের অভেদ-ব্যবহার হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, “জ্ঞোঽত এব” এই সূত্রে জীবেরও উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। সুতরাং উৎপত্তিশীল বস্তুমাত্রই বিনাশশীল বলিয়া উৎপত্তিশীল জীবও বিনাশী—এইরূপ যুক্তি এবং “ব্রহ্ম বস্তুতে লয় প্রাপ্ত হয়” এইরূপ জীবের অনিত্যত্বপরা শ্রুতির দ্বারা—“অনাদি পুণ্য-পাপ-দ্বারা অনুবদ্ধ জীব পরমপুরুষ কর্ত্তৃক নির্ম্মুক্ত হইয়া অনন্তভাব-লাভে সমর্থ হয়”—এই জীবনিত্যত্বপরা শ্রুতি বাধিত হইয়া অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। “জ্ঞোঽত এব” এই সূত্রে যদি উৎপত্তি-অর্থে রেতঃস্বরূপ উপাধির সৃষ্টি

কথিত হয়, তথাপি উপাধির উৎপত্তিহেতু প্রতিবিম্বস্বরূপ জীবেরও উৎপত্তি অবশ্যম্ভাবী বলিয়া তন্নিবন্ধন বিনাশও নিয়তভাবেই উপস্থিত হয়। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৩০)—"যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ" এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'জীব সদা তদ্‌বশগ' অর্থাৎ জীব সর্ব্বদা তাঁহার বশীভূত-রূপে বর্ত্তমানই থাকেন, পরন্তু কখনও উপাধি-নাশাদিহেতু বিনষ্ট হন না। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের বাহ্যদেহরূপ উপাধির উৎপত্তি ও বিনাশ হইলেও তদ্‌ব্যতীত অনাদি নিত্য স্বরূপোপাধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতএব "তিনি (বিষ্ণু) উৎপত্তিলয়শূন্য"—এই পূর্ব্বোক্ত বাক্য-প্রতিপাদিত অনাদি নিত্য বিম্বভূত ঈশ্বরের সান্নিধ্যবশতঃ স্বরূপোপাধিবিশিষ্ট জীব অনাদি নিত্যরূপেই বর্ত্তমান।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, "সেই বিজ্ঞানাত্মা ও সর্ব্বদেবতার সহিত প্রাণ ও ভূতগণ যাহাতে সংপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে" ইত্যাদি জীবের জ্ঞানানন্দাদিরূপত্বপরা শ্রুতি—"তিনি দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া আনন্দস্বরূপ হন" ইত্যাদি আনন্দরূপত্বের অভাব-প্রতিপাদিকা শ্রুতির দ্বারা বাধিত হইয়া অপ্রমাণ হওয়ায় শ্রীহরিতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-সমন্বয় সঙ্গত হয় না। এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৩১-৩২)—(৩১) "পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ" ও(৩২) "নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধি প্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মো বান্যথা"—এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'জীব সদা তদ্‌বশগ'। এস্থলে 'গম্'ধাতু—জ্ঞানার্থক অথবা নিবৃত্ত-অর্থে 'গত'-শব্দের প্রয়োগ-দর্শনহেতু নিবৃত্ত্যর্থক। অতএব অর্থ এইরূপ—জীব 'তদ্‌বশগ' অর্থাৎ শ্রীহরির অধীনা যে-অভিব্যক্তি অর্থাৎ আনন্দানুভূতি, তদ্‌বিশিষ্ট; অথবা শ্রীহরির অধীনা যে-অভিব্যক্তি অর্থাৎ অবিদ্যা-নিবৃত্তি, তদ্‌বিশিষ্ট। তাৎপর্য্য এই যে, বাল্যকালে পুরুষত্ব বর্ত্তমান থাকিলেও যৌবনেই তাহার অভিব্যক্তি হয় বলিয়া যেরূপ বলা হয় যে, 'এখন পুরুষ হইয়াছে,

পূর্ব্বে পুরুষ ছিল না।’ সেইরূপ স্বরূপতঃ জীবের আনন্দ বর্ত্তমান থাকিলেও বদ্ধদশায় তাহা অবিদ্যাবৃত থাকায় এবং মুক্তদশায় ঈশ্বর-প্রসাদে আনন্দানুভূতি বা অবিদ্যানিবৃত্তিরূপা অভিব্যক্তি সম্ভব হয় বলিয়া তৎকালে “দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া আনন্দস্বরূপ হন” ইত্যাদি নির্দ্দেশ সঙ্গতই হয়। অতএব আনন্দস্বরূপত্বাদিশ্রুতির বিরোধ হইল না। এস্থলে, জীব অভিব্যক্তিবিশিষ্ট—এইরূপ উক্তি উচিত হইলেও আবার তাহার ঈশ্বরাধীনত্ব-উক্তির দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, অবিদ্যারূপ আবরণটি অনাদি ভাবপদার্থ হইলেও তাহার নিবৃত্তি অসম্ভব নহে, পরন্তু অচিন্ত্যশক্তি ঈশ্বরকর্ত্তৃক তাহা নিবার্য্যই হয়।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, “জীব যেরূপ কর্ম্ম করেন, তদ্রূপই ফল প্রাপ্ত হন”—এই শ্রুতিতে জীবের কর্ত্তৃত্ব কথিত হইয়াছে। আবার “ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ কর্ত্তা নহে”—এই বাক্য এবং (২য় অঃ ১ম পাঃ ২২) “ইতরব্যপদেশাৎ”—এই স্থলে উক্ত হিতাকরণাদি যুক্তিদ্বারা জীবের অকর্ত্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়। সুতরাং বিরোধহেতু কর্ত্তৃত্ব-শ্রুতি অপ্রমাণ। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৩৩-৪২)—(৩৩) “কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ,” (৩৪) “বিহারোপদেশাৎ”, (৩৫) “উপাদানাৎ”,(৩৬)“ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ”, (৩৭) “উপলব্ধিবদনিয়মঃ”, (৩৮)“শক্তিবিপর্য্যয়াৎ”,(৩৯)“সমাধ্যভাবাচ্চ”,(৪০)“যথা চ তক্ষোভয়থা”,(৪১)“পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ” ও (৪২) “কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ” —এই দশটি সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—‘জীব সদা তদ্বশগ’। ‘কর্ত্তা’ এই পদটি পূর্ব্ব হইতে এস্থলে অন্বিত হইবে। অতএব অর্থ—জীব সর্ব্বদা ঈশ্বরবশীভূতরূপেই কর্ত্তা, ঈশ্বরতুল্য স্বতন্ত্র কর্ত্তা নহেন। অতএব “ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেহ কর্ত্তা নহে”—এই শ্রুতি ও পূর্ব্ব উক্তি স্বতন্ত্র কর্ত্তারই নিষেধ করিতেছে। “তিনি (মুক্তজীব উৎক্রান্ত দশায়) ভোগ ও ক্রীড়া-সহ-

কারে বিচরণ করেন" এই শ্রুতি-বাক্যে মোক্ষদশায়ও কর্ত্তৃত্বশ্রবণহেতু জীবের কর্ত্তৃত্ব তাত্ত্বিক, তাহা কখনও নিবৃত্ত হয় না, ইহার প্রতিপাদনার্থ 'সদা' এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 'তদ্বশ' এইরূপ না বলিয়া 'তদ্বশগ' এইরূপ বলায় জীব বিহিত ও নিষিদ্ধ-বিষয়ে ভগবানের অধীন-প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি-রূপ-গতি-বিশিষ্ট—এইরূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে। সুতরাং বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্রের সার্থক্যরূপা যুক্তির সূচনা হইল এবং জ্ঞান যেরূপ তাঁহার অধীন, পরন্তু স্বাধীন নহে, তদ্রূপ ক্রিয়াও তাঁহার অধীন—এইরূপ সূচনাহেতু (৩৭) "উপলব্ধিবদনিয়মঃ" এই সূত্রের অর্থও সংগৃহীত হইল। ঈশ্বর বিধি-প্রভৃতির বিষয়ীভূত নহেন—ইহার সূচনার জন্য গতিকেও ঈশ্বরের অধীন বলা হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা—"এই জীবগণ ঈশ্বরের অংশ"—এই শ্রুতি জীবকে ঈশ্বরাংশ বলিতেছেন। পরন্তু "তাঁহার অংশ নাই, সম্বন্ধ নাই" ইত্যাদি শ্রুতি ঈশ্বরের অংশ নিষেধ করিতেছেন। সুতরাং অংশত্বশ্রুতি অপ্রমাণ। আর জীব যদি মৎস্য, কূর্ম্মাদির ন্যায় ঈশ্বরের অংশ হন, তাহা হইলে জীবও মৎস্যাদির সমান এবং মৎস্যাদিও জীবের সমান হইয়া পড়েন। অতএব (৪৩-৫০)—(৪৩) "অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাশকিতবাদিত্বমধীয়ত একে", (৪৪) "মন্ত্রবর্ণাচ্চ", (৪৫) "অপি স্মর্য্যতে", (৪৬) "প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ", (৪৭) "স্মরন্তি চ", (৪৮) "অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ", (৪৯) "অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ" ও (৫০) "আভাস এব চ"—এই আটটি সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—'জীব সদা তদ্বশগ ও তদাভাস; হরি সদা সর্ব্বরূপমধ্যে সম'। 'বশগ' এই পদে 'গতি'-অর্থে এস্থলে প্রবৃত্তি। 'অপি'-শব্দটি 'তদাভাসঃ' এই পদের পরে অন্বিত। অতএব অর্থ—জীব সর্ব্বদা শ্রীহরির অধীন-প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ও তাঁহার আভাসও অর্থাৎ শ্রীহরির প্রতিবিম্বস্বরূপও হন। শ্রীহরি

মৎস্যাদি সর্ব্বরূপেই সর্ব্বদা সমরূপে অবস্থিত। অতএব মৎস্যাদি-অবতার ও জীব, উভয়েই ঈশ্বরের অংশ হইলেও জীব ঈশ্বরাধীন-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ও ঈশ্বরপ্রতিবিম্বভূত। পরন্তু মৎস্যাদি সেরূপ নহেন। সুতরাং উভয়ের তুল্যত্বাপত্তি হইল না তাৎপর্য্য এই যে, জীব ঈশ্বরের ভিন্নাংশ, আর মৎস্যাদি-অবতার তাঁহার অভিন্নাংশ। এই পাদের প্রতি-অধিকরণের ব্যাখ্যায়ই প্রতিপাদ্য-বিষয়-সমর্থনের জন্য প্রমাণ অপেক্ষিত বলিয়া পূর্ব্বোক্ত (বৈদিকং বচনং—ইত্যাদি বাক্যোক্ত) বৈদিকবচনরূপ প্রমাণের পরামর্শকরূপে 'তেনৈব' এই পদটিকে প্রতি-অধিকরণে আকর্ষণ করিতে হইবে। প্রতি-অধিকরণগত প্রতিপাদ্যবস্তুর সমর্থক বৈদিকবচন ভাষ্যে জ্ঞাতব্য। গ্রন্থগৌরবভয়ে এস্থলে আর তাহা বিস্তৃতরূপে উক্ত হইল না।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, "রূপে রূপে প্রতিরূপ হইয়াছিলেন" (অর্থাৎ জীব ভগবানের রূপানুসারে তাঁহার প্রতিবিম্ব হ'ন) এই প্রতিবিম্বশ্রুতি "তাঁহার অংশ নাই, সম্বন্ধ নাই" এই শ্রুতিবিরুদ্ধা; বিশেষতঃ যুক্তিদ্বারাও প্রতীত হয় যে, দেব, মানব প্রভৃতি অনন্ত বিচিত্র জীবরাশি এক অবিচিত্র ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব কিরূপে হইবেন? সুতরাং প্রতিবিম্বশ্রুতি অপ্রমাণ। এই আশঙ্কার নিরাসার্থ (৫১-৫৩)—(৫১)"অদৃষ্টানিয়মাৎ", (৫২) "অভি-সন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবম্" ও (৫৩) "প্রদেশাদিতি চেন্নান্তর্ভাবাৎ"—এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—(জীব) তদাভাস এবং হরি সর্ব্বরূপে সদা সম। 'অপি'-শব্দের অর্থ—তথাপি। 'জীব' এই পদেরও অন্বয় হইবে। সুতরাং অর্থ এইরূপ—যদিও শ্রীহরি সর্ব্বরূপমধ্যে সর্ব্বদা 'সম' অর্থাৎ একরূপ, তথাপি জীব 'তদাভাস' অর্থাৎ তাঁহার প্রতিবিম্ব। তাৎপর্য্য এই যে, বিম্ববস্তু শ্রীহরি অবিচিত্র (একরূপ) হইলেও জীব স্বীয় অনাদি বিচিত্র অদৃষ্ট-হেতু দেব-দানব-মানবাদি বিচিত্র রূপ প্রাপ্ত হইতে পারেন। অতএব প্রতিবিম্ববাদ অযুক্ত নহে। অথবা এই বিষয়ের সমর্থনের

জন্যই—'জীব সদা তদ্‌বশগ' এই অংশকেও এস্থলে আকর্ষণপূর্ব্বক জীব 'তদ্‌বশগ' অর্থাৎ সিদ্ধান্তীর মনোগত অদৃষ্টাদির বশগ—এইরূপ বর্ণন করিলেও পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ রাঘবেন্দ্রযতিপ্রণীতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকার দ্বিতীয়াধ্যায় তৃতীয় পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২।৩ ॥

চতুর্থঃ পাদঃ

মুখ্যপ্রাণশ্চেন্দ্রিয়াণি দেহশ্চৈব তদুদ্ভবঃ।
মুখ্যপ্রাণবশে সর্ব্বং স বিষ্ণোর্ব্বশগঃ সদা ॥ ৬ ॥
সর্ব্বদোষোজ্ঝিতস্তস্মাদ্ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
উক্তা গুণাশ্চাবিরুদ্ধাস্তস্য বেদেন সর্ব্বশঃ ॥ ৭ ॥

ইতি শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃতব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যে শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎ-
পাদাচার্য্যবিরচিতে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদস্থ ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। তথা প্রাণাঃ ॥ ২। গৌণ্য সম্ভবাৎ ॥ ৩। প্রতিজ্ঞানুপরোধাচ্চ ॥ ৪। তৎ-প্রাক্‌শ্রুতেশ্চ ॥ ৫। তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ ॥ ৬। সপ্তগতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৭। হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্ ॥ ৮। অণবশ্চ ॥ ৯। শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ১০। ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥ ১১। চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥ ১২। অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১৩ ॥ পঞ্চবৃত্তির্ম্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে ॥ ১৪। অণুশ্চ ॥ ১৫। জ্যোতিরাদ্য-ধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ১৬। প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৭। তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৮। ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৯। ভেদশ্রুতেঃ ॥ ২০। বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ২১। সংজ্ঞামূর্ত্তিক্৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাৎ ॥ ২২। মাংসাদিভৌমং যথা-শব্দমিতরয়োশ্চ ॥ ২৩। বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ ॥

অনুবাদ—মুখ্যপ্রাণ, ইন্দ্রিয়সমূহ ও দেহ (প্রপঞ্চ), সমস্তই তাঁহা (বিষ্ণু) হইতে অধীনরূপে জাত, (রুদ্রাদি) সমস্ত (জগৎ)ই মুখ্য-প্রাণের বশে (স্থিত), আর তিনি (মুখ্যপ্রাণ) বিষ্ণুর বশগামী। অতএব ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম সর্ব্বদোষ-বর্জ্জিত (নির্ম্মুক্ত) এবং তাঁহার

গুণ-সমূহ সমগ্র বেদবাক্যের (সমন্বয়) দ্বারা অবিরুদ্ধ বলিয়া কথিত ॥ ৬-৭ ॥

ইতি ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের শ্রীমধ্ব-রচিত অণুভাষ্যের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ২।৪ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

নন্বেবং কতিপয়শ্রুত্যবিরোধেঽপি শ্রুতিস্মৃত্যাদিতযুক্তিসহিত-শ্রুতিবিরোধস্তু প্রাগিব সমন্বয়সিদ্ধগুণানাংস্যাদিত্যতঃ প্রাপ্তশ্চতুর্থ-পাদঃ। তদর্থমাহ—'উক্তা গুণাশ্চাবিরুদ্ধাস্তস্য বেদেন সর্ব্বশঃ' ইত্যগ্রেতনার্দ্ধেনাত্রাপ্যাকৃষ্টেন। ন কেবলং কতিপয়শ্রুত্যবিরোধো-ঽপি কিন্তু সর্ব্বশঃ। সর্ব্বেণ শ্রুত্যাদ্যুপাত্তযুক্তিসহিতেনাপি বেদেনাবিরুদ্ধা উক্তাঃ প্রতিপাদিতাঃ সূত্রকৃতাঽস্মিন্ পাদ ইত্যর্থঃ।

তথা হি শ্রুতিসমন্বয়েন যৎ সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাদিগুণো হরিরিত্যুক্তং তদযুক্তম্। "যৎপ্রাপ্তির্যৎপরিত্যাগঃ" ইতি স্মৃত্যুক্তসর্ব্বজন্মমৃতি-হেতুত্বযুক্ত্যুপেতয়া "নৈষ প্রাণ উদেতি" ইতি প্রাণানুৎপত্তিশ্রুত্যা "আত্মত এব প্রাণো জায়তে" ইতি প্রাণোৎপত্তিশ্রুতেরপ্রমাণ-ত্বাদিত্যতঃ প্রাপ্তং(৯-১০)—"শ্রেষ্ঠশ্চ"ইতি সূত্রদ্বয়যুক্তং ষষ্ঠমধিকর-ণম্। তদর্থমাহ—মুখ্যপ্রাণশ্চেতি। তদুদ্ভব.ইতি অত্রাপ্যাকৃষ্যতে। চ-শব্দোঽপ্যর্থঃ সংস্তেনাপ্যন্বেতি। তচ্ছব্দঃ পূর্ব্বপ্রকৃতজীবেশ্বরয়োঃ পরামর্শকঃ। তদুদ্ভবশ্চ তস্য জীবরাশেরুদ্ভবো জন্ম, উপলক্ষণমেতৎ, মৃতিশ্চ যস্মাৎ স ইতি ব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্বজীবজনিমৃতিহেতুরপি।

মুখ্যপ্রাণশ্চ তদুদ্ভবঃ—তস্মাৎ হরেঃ সকাশাদুদ্ভবো জন্ম যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা ভগবদধীনোৎপত্তিমানিত্যর্থঃ। ন কেবলম্ "এতেন মাতরিশ্বা" ইত্যত্রোক্তো বাহ্যোঽমুখ্যবায়ুঃ, কিন্তু আধ্যাত্মিক প্রাণরূপ্যপীতি বা বক্ষ্যমাণেন্দ্রিয়াপেক্ষয়া বা সমুচ্চয়ে চ-শব্দঃ। তেন "এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ" ইত্যনেনাপৌনরুক্ত্যং সূচিতম্। অত্র উদ্ভববানিত্যেব পূর্ব্বৌ অত্র পুনর্ব্বিপ্রতিপত্ত্যভাবেন কারণত্বস্য সূত্রকৃতা বিচারাৎ সিদ্ধবৎকৃত্য 'তদুদ্ভবঃ' ইত্যুক্তম্। তদুৎপত্তিঃ পরাধীনবিশেষাবাপ্তিরূপেতি সূচয়িতুং বা। তেন "সৌক্ষ্ম্যেণ হ বা এষোঽবতিষ্ঠতে স্থূলত্বেনোদেতি" ইতি শ্রুত্যুক্তদিশানুৎপত্তি-শ্রুতিঃ স্বরূপপরা জন্মশ্রুতিঃ শরীরপরেতি ব্যবস্থা সূচিত। প্রাণ ইত্যেব পূর্ব্বৌ মুখ্যপ্রাণ ইত্যুক্ত্যা "মুখ্যপ্রাণঃ পরস্মাচ্চ" ইতি স্মৃত্যাদিসিদ্ধং হরেমুর্খ্যপ্রাণজন্মেতি সূচিতম্। তেন "যৎপ্রাপ্তি-র্যৎপরিত্যাগঃ" ইত্যাদ্যুক্তমাহাত্ম্যবতোঽপি ততোঽপ্যতিমহতো হরেরুৎপত্ত্যুক্ত্যা যুক্তিবিরোধোঽপ্যপোঢ়ঃ। তদুক্তং ন্যায়বিবরণে "মহত্ত্বান্মহতাং বিষ্ণুঃ কর্ত্তা প্রাণস্য চৈকরাট্। কিং নাম ন সৃজেদেষ যেন শক্ত্যেদমাবৃতম্।" ইতি শ্রুতেস্ততোঽপি মাহাত্ম্যাদ্ বিষ্ণোরিতি।

নন্বথাপি "সর্ব্বে বা এতে মুখ্যদাসাঃ" ইতি, "মুখ্যস্যৈব স্বরূপাণি প্রাণাদ্যাঃ" ইতি চ শ্রুত্যোঃ প্রাণাপানব্যানোদানসমান-শব্দিতপঞ্চবায়ূনাং মুখ্যপ্রাণদাসত্ব-তৎস্বরূপত্ব-বোধিকয়োঃ "প্রাণাপানাদয়ঃ সর্ব্বে" ইতি স্মৃত্যুক্তমুখ্যপ্রাণাজ্ঞাধীনত্বযুক্ত্যা "পায়ূপস্থে অপানং চক্ষুঃ শ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রতিষ্ঠতে;

মধ্যে তু সমানঃ; এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি” ইত্যাদি শ্রুত্যুক্তব্যক্তসদ্‌গুণত্বযুক্ত্যা চোপেতয়োস্তুল্যবলয়োর্বিরুদ্ধত্বেনা-প্রামাণ্যে প্রাগুক্তসমন্বয়াযোগ ইত্যতঃ প্রাপ্তং (১৩)—“পঞ্চবৃত্তি-র্মনোবদ্‌ব্যপদিশ্যতে” ইত্যষ্টমমধিকরণম্। তস্যাপ্যর্থঃ—মুখ্যপ্রাণ ইতি। প্রাণশব্দোঽত্র “য এষ প্রাণ ইতরান্ প্রাণান্” ইত্যত্রেব প্রাণা-পানব্যানোদানসমানাখ্যপঞ্চবায়ুপরঃ। তন্ত্রেণ বর্গদ্বয়বাচী। এবঞ্চ মুখ্যাঃ প্রধানাঃ স্বরূপভূতা ইতি যাবৎ—প্রাণশব্দিতাঃ প্রাণা-পানাদয়ঃ পঞ্চবায়বো যস্য স ইতি, তথা মুখে প্রধানে—“মণির্মুখং প্রধানশ্চেত্যুক্তমস্য বচো ভবেৎ” ইতি বৃহদ্‌ভাষ্যোক্তেঃ—ভবা মুখ্যাঃ প্রধানবায়াবুৎপন্না ইতি যাবৎ—প্রধানবায়ুদাসভূতাঃ প্রাণাঃ প্রাণশব্দিতাঃ পঞ্চ বায়বো যস্য স ইতি চ মুখ্যপ্রাণ ইত্যর্থঃ। অতএব প্রাণ ইতি বা শ্রেষ্ঠ ইতি বা নির্দ্দেশমকৃত্বা মুখ্যপ্রাণ ইতি নিরদিক্ষৎ। স্বরূপভূতপ্রাণাদিপঞ্চকবান্ দাসভূতপ্রাণাদিপঞ্চকবাংশ্চ মুখ্য প্রাণস্তদুদ্ভব ইত্যন্বয়েন চ বর্গদ্বয়স্যাপি (২য় অঃ ৩য় পাঃ ১০) “তেজোঽতস্তথা হ্যাহ” ইত্যুক্তন্যায়েনেশ্বরাদেব জন্মেত্যপি সূচয়িতুমেবং নির্দ্দেশঃ। অন্যথা পৃথগেব তদর্থমবক্ষ্যৎ।

নন্বথাপি “প্রাণ এবাধস্তাৎ” ইতি প্রাণব্যাপ্তিপরশ্রুত্যা, “যতঃ সর্ব্বং জগদ্ ব্যাপ্তম্” ইতি স্মৃত্যুক্তজগদ্ধারকত্বযুক্ত্যা চোপেতয়া “প্রাণোঽণুঃ” ইতি শ্রুতেরমানত্বে প্রাগুক্তসমন্বয়াযোগ ইত্যতঃ প্রাপ্তম্ (১৪)—“অণুশ্চ” ইতি নবমাধিকরণম্। তদর্থঃ—মুখ্যপ্রাণ-শ্চেতি। প্রকৃষ্টমননং চেষ্টা যস্যেতি প্রাণঃ। ‘অন’—চেষ্টায়া-মিতি ধাতোর্ভাবে ঘঞ্। মুখ্যশ্চাসৌ প্রাণশ্চেতি প্রকৃষ্টচেষ্টাখ্য-

ক্রিয়াবান্ মুখ্যপ্রাণ ইত্যর্থঃ। তথা চ (২য় অঃ ৩য় পাঃ ২০) "উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাম্" ইত্যুক্তন্যায়েনোৎক্রান্ত্যাদিক্রিয়াবত্ত্বাদণুরিত্যর্থঃ। চ-শব্দাদ্ ব্যাপ্তশ্চেতি সমুচ্চীয়তে। "অন্তর্ব্বা বাণুর্ব্বহির্মহান্" ইতি শ্রুত্যা দেহান্তঃ প্রাণরূপেণাণুত্বস্থ বহির্মুখ্যবায়ুরূপেণ ব্যাপ্তত্বস্যাবগমাদিতি ভাবঃ। প্রাণ ইত্যেব পূর্ব্বৌ মুখ্যপ্রাণ ইত্যুক্তিঃ "অণুর্ব্বৈ মুখ্যপ্রাণো য উৎক্রামতি নাড়ীভিঃ" ইতি ন্যায়বিবরণোক্তশ্রুতিসূচনায়। শ্রেষ্ঠোঽণুরিত্যেব বাচ্যে যৌগিকপ্রাণশব্দোক্তিরুৎক্রান্তিসূত্রোক্তন্যায়স্মারণার্থা। তথা চ প্রাণাণুত্বশ্রুতেরপি সযুক্তিকত্বান্ন ব্যাপ্তিশ্রুতিবাধেনাপ্রামাণ্যমিতি ভাবঃ।

নম্বথাপি "নোপাদানং হীন্দ্রিয়াণাম্" ইতি স্মৃত্যুক্তনিরুপাদানত্বযুক্ত্যপেতয়া "প্রাণা এবানাদয়ঃ" ইতীন্দ্রিয়াণামনুৎপত্তিশ্রুত্যা তথা "নিত্যং মনোঽনাদিত্বাৎ ন হ্যমনাঃ পুমান্ তিষ্ঠতি" ইতি সযুক্তিকমনোঽনুৎপত্তিশ্রুত্যা তথা "বাগ্ বাব নিত্যা নহ্যেষোৎপদ্যতেঽস্যাং হি শ্রুতিরবতিষ্ঠতে" ইতি অনাদিনিত্যশ্রুত্যাশ্রয়ত্বযুক্ত্যুপেতয়া বাগিন্দ্রিয়ানুৎপত্তিশ্রুত্যা চ "এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ" ইতি সর্ব্বেন্দ্রিয়োৎপত্তিশ্রুতের্ব্বিরুদ্ধত্বেনাপ্রামাণ্যে প্রাগুক্তসমন্বয়াযোগ ইত্যতঃ প্রাপ্তানি (১-৩) "তথা প্রাণাঃ", (৪) "তৎপ্রাক্শ্রুতেশ্চ", (৫) "তৎপূর্ব্বকত্বাদ্ বাচঃ" ইতি ত্রীণ্যধিকরণানি। তেষামর্থঃ—ইন্দ্রিয়াণীতি। তত্তুত্তবানীতি বিপরিণম্যান্বেতি। বহুবচনেন বাঙ্মনসয়োরপি গ্রহঃ। মণঃপ্রভৃতি সর্ব্বাণ্যপীন্দ্রিয়াণি হর্য্যধীনোৎপত্তিমন্তীতার্থঃ। অত্রোৎপত্তিমন্তীত্যেব বাচ্যে তদিত্যুক্তিরুক্তাভি-

প্রায়া। তেনেন্দ্রিয়াণামনুৎপত্তিশ্রুতিঃ সূক্ষ্মরূপপরা জন্মশ্রুতিস্তূপচয়পরেতি ব্যবস্থা সূচিতা। "নিত্যান্যেতানি সৌক্ষ্ম্যেণ হীন্দ্রিয়াণি তু সর্ব্বশঃ। তেষাং ভূতৈরুপচয়ঃ সৃষ্টিকালে বিধীয়তে ॥" ইত্যাদেঃ মনঃপ্রভৃতেরল্পোপচয়াদিনানিত্যত্বোক্ত্যুপপত্তেরিতি নয়দ্বয়স্য বিশেষশঙ্কানিরাসেন প্রাণনয়োক্তার্থমাত্রসমর্থনপরত্বদ্যোতনায় বা বাঙ্মনসয়োরপি সহ নির্দ্দেশঃ কৃতঃ।

নন্বথাপি "সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ সপ্তার্চ্চিষঃ" ইতি, "দ্বাদশ বা এতে প্রাণা দ্বাদশ মাসাঃ" ইতি ইন্দ্রিয়াণাং সংখ্যাবিষয়শ্রুত্যোরভিমান্যভিমন্যমানয়োঃসম সংখ্যানিয়মেনাভিমানিনাং সপ্তত্বদ্বাদশত্বরূপসংখ্যাবত্ত্বেনাভিমন্যমানেন্দ্রিয়াণামপি তথাত্বমিতি যুক্তেরুভয়ত্র সাম্যেন তুল্যবলয়োর্দ্বয়োরপি বিরুদ্ধত্বেনাপ্রামাণ্যপ্রাপ্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তং (৬-৭)—"সপ্তগতেঃ" ইত্যাদিসূত্রদ্বয়ম্। তস্যাপ্যর্থঃ—ইন্দ্রিয়াণীত্যুক্ত্যা সংগৃহীতঃ। "শ্রোত্রাদীনি তু পঞ্চৈব তথা বাগাদিপঞ্চকম্। মনোবুদ্ধিসহায়ানি দ্বাদশৈবেন্দ্রিয়াণি তু।" ইত্যুক্তদিশা মনোবুদ্ধিসাহিত্যেন শ্রোত্রাদি পঞ্চকস্য সপ্তত্বেন "সপ্ত প্রাণাঃ" ইতি শ্রুতেঃ দ্বাদশেত্যুক্ত্যা "দ্বাদশ বা" ইতি শ্রুতেশ্চোপপত্তেঃ সূচনাৎ। অন্যথা প্রাণা ইত্যেব ব্রূয়াদিতি।

নন্বথাপি দূরশ্রবণদর্শনাদিযুক্ত্যুপেতয়া "দিবীব চক্ষুরাততম্" ইতীন্দ্রিয়ব্যাপ্তিশ্রুত্যা "প্রাণা বা অণবঃ" ইতি তদণুত্বশ্রুতের্বিরুদ্ধত্বেনাপ্রামাণ্যং স্যাদিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (৮) "অণবশ্চ" ইতি। তস্যাপ্যর্থঃ—ইন্দ্রিয়াণীত্যুক্ত্যৈব সংগৃহীতঃ। "বিষয়দ্রবণাত্তেষা-

মিন্দ্রিয়ত্বমুদাহৃতম্” ইত্যুক্তদিশা দ্রবণরূপক্রিয়াবত্ত্বেনাণুত্বস্য, ধ্রুবাদিপর্য্যন্তং দ্রবণোক্ত্যা তেজসা ব্যাপ্তত্বস্য চ সূচনেনেন্দ্রিয়াণুত্বানণুত্বশ্রুত্যোরবিরোধসূচনাদিতি। অত্র সূত্রেষু তারতম্যক্রমানুরোধেনেন্দ্রিয়াণাং বিচারানন্তরং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রেরকস্য মুখ্যপ্রাণস্য বিচার ইতি ভাবেন তস্যাভ্যর্হিতত্বং সূচয়িতুং ভাষ্যে ক্রমোল্লঙ্ঘনম্।

নন্বথাপি “জীবস্য করণান্যাহুঃ প্রাণান্” ইতীন্দ্রিয়াণাং জীবকরণত্বশ্রুত্যা জীববশত্বেনানুভবাজ্জীবকরণানীতি যুক্ত্যুপেতয়া বিরুদ্ধত্বেন “ব্রহ্মণো বা এতানি করণানি” ইতি ব্রহ্মকরণত্বশ্রুতেরমানত্বে প্রাগুক্তসমন্বয়াযোগ ইত্যতঃ প্রাপ্তং (১৫-১৭) “জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং তু” ইত্যাদিসূত্রত্রয়োপেতং দশমাধিকরণং। তস্যাপ্যর্থঃ—ইন্দ্রিয়াণি তদুদ্ভবানীতি। সূক্ষ্মরূপেণ নিত্যানীন্দ্রিয়াণি সৃষ্টিকালে ভূতৈরুপচয়রূপেণাধীনোৎপত্তিমন্তীত্যুক্ত্যা সর্ব্বভূতপ্রেরকেশ্বর প্রযোজ্যত্বস্য ভূতকার্য্যেন্দ্রিয়াণাং সূচনেন ব্রহ্মকরণত্বস্য, জীবকরণত্বশ্রুতেঃ জীবেন্দ্রিয়সম্বন্ধস্য বহুকালীনপরত্বস্য চ সূচনাৎ। অন্যথেন্দ্রিয়াণ্যুৎপত্তিমন্তীত্যেব ব্রূয়াৎ। তদিতি নাবক্ষ্যৎ। অত্র তৎপ্রয়োজ্যানীন্দ্রিয়ানীত্যেব বাচ্যে তদুদ্ভবানীত্যুক্তিঃ ভূতপ্রেরকত্বাদীশ্বরস্য তৎকার্য্যেন্দ্রিয়প্রয়োজকত্বং ন্যায্যমিতি “জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানম্” ইতি সূত্রাংশসূচিতযুক্তিসূচনার্থা ; যদ্বা, তেনেশেনোদ্ভবঃ কার্য্যাভিমুখ্যং যেষাং তানি তদুদ্ভবানি তৎপ্রযোজ্যানীত্যর্থঃ।

নন্বথাপি “প্রাণা বা ইন্দ্রিয়াণি”, “প্রাণা হীদং দ্রবন্তি” ইতি সামান্যতো মুখ্যপ্রাণ-তদন্যপ্রাণমাত্রেন্দ্রিয়ত্বশ্রুত্যা বিষয়দ্রবণরূপ-

যুক্ত্যুপেতয়া "দ্বাদশৈবেন্দ্রিয়াণ্যাহুর্মনোবুদ্ধী তু দ্বাদশে" ইতি শ্রুতের্বিরুদ্ধত্বেনামানত্বং স্যাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (১৮-২০)—"ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্‌ব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রত্রয়াত্মকৈকাদশাধিকরণম্। তস্যাপ্যর্থঃ— মুখ্যপ্রাণশ্চেন্দ্রিয়াণীতি ; মুখ্যপ্রাণস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ পার্থক্যেন নির্দ্দেশাৎ সংগৃহীতঃ। তেন মুখ্যপ্রাণস্যানিন্দ্রিয়ত্বং তদন্যেষামিন্দ্রিয়ত্বমিত্যর্থস্য সূচনেন "দ্বাদশৈব" ইতি শ্রুতের্মুখ্য-প্রাণাদন্যপ্রাণানাং দ্বাদশত্বেন তৎপরত্বস্য, "প্রাণা বা ইন্দ্রিয়াণি" ইতি সামান্যশ্রুতেঃ "দ্বাদশৈবেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ প্রাণো মুখ্যস্ত্বনিন্দ্রিয়ম্" ইতি বিশেষশ্রুত্যনুরোধেন মুখ্যপ্রাণেতর প্রাণপরত্বস্য চ সূচনাৎ। 'অতএব প্রাণা ইত্যনুক্ত্বা ইন্দ্রিয়াণীত্যুক্তিঃ। এবং সপ্তাধিকরণ্যা ইন্দ্রিয়বিষয়ত্বদ্যোতনায়েন্দ্রিয়াণীত্যুক্ত্যা সপ্তনয়ার্থমপি সমক্ষিপৎ। কেচিত্তু প্রাগুক্ত সর্ব্বকর্তৃত্বসিদ্ধার্থমিতরানাদিত্বশঙ্কানিরাসেন তদুৎপত্তিসমর্থনপরপ্রধানাধিকরণপ্রমেয়স্যৈবাত্র সংক্ষেপঃ কৃতো, ন ত্ববান্তরাধিকরণপ্রমেয়স্যাপি ; অনুভাষ্যেঽপি কিঞ্চিন্নিরূপণস্য দর্শনাদিত্যাহুঃ।

নন্বথাপি "যস্মাদ্ বিরেচয়েৎ সর্ব্বং বিরিঞ্চস্তেন ভণ্যতে" ইতি স্মৃত্যুক্তবিরিঞ্চত্বযুক্তিযুক্তয়া "বিরিঞ্চো বা ইদং সর্ব্বং বিরেচয়তি" ইতি বিরিঞ্চস্য দেহাদিকর্তৃত্বশ্রুত্যা "পরমাদ্ধ্যেতে নামরূপে ব্যাক্রিয়েতে" ইতি হরেঃ তৎকর্তৃত্বশ্রুতের্বিরুদ্ধত্বেনা-মানত্বং স্যাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (২১)—"সংজ্ঞামূর্ত্তিকৢপ্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাৎ" ইতি দ্বাদশমধিকরণম্। তদর্থমাহ—দেহশ্চৈব তদুদ্ভব ইতি। 'দেহ' ইত্যুপলক্ষণং, নামরূপাত্মকদেহাদি-প্রপঞ্চশ্চ ;

ন কেবলং মুখ্যপ্রাণ ইতি চার্থঃ। তত্তুদ্ভব এব ন বিরিঞ্চোদ্ভব ইত্যেব-কারার্থঃ। বিরিঞ্চকর্তৃকত্বশ্রুতিস্ত্ত "ব্রহ্মাদ্যাস্তদবান্তরাঃ" ইতি স্মৃত্যাঽবান্তরকর্তৃত্বপরেতি ভাবঃ। অস্যাধিকরণস্যোপান্ত্যত্বেঽপি উৎপত্তিমত্ত্বরূপৈকার্থপরত্বদ্যোতনায় ক্রমোল্লঙ্ঘনম্। অত্রেশ-সম্ভব ইত্যাদ্যনুক্ত্বাতদিতি তৎপদপ্রয়োগেণ "সেয়ং দেবতা," "ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ," "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ" "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকামকরোৎ" ইত্যাদি-শ্রুতৌ ত্রিবৃৎকর্তৃত্বেন প্রসিদ্ধস্য পরামর্শমপি সূচয়তি। তেন রূপাদিসৃষ্টেস্ত্রিবৃৎকরণসাপেক্ষত্বাৎ তৎকর্তুরেব দেহাদিকর্তৃত্বমিতি যুক্তিঃ সূচিতা।

নন্বথাপি "আপো বাব মাংসমাপঃ শরীরম্" ইতি, "পৃথিবীং শরীরমপ্যেতি" ইতি, "সোঽগ্নের্দেবযোন্যা আহুতিভ্যঃ সম্ভূয় হিরণ্যশরীর উর্দ্ধং স্বর্গং লোকমেতি" ইতি চ শ্রুতিভিঃ প্রত্যেকং শরীরস্যাপ্যত্ব-পার্থিবত্বতৈজসত্বমাত্রপ্রাপিকাভিঃ ক্রমেণ তৎ-প্রাপক কঠিনত্বাদিরূপযুক্ত্যুপেতাভির্দেহস্যৈকৈকভূতমাত্রকার্য্যত্ব-প্রাপ্তেরিচ্ছয়ৈকপক্ষাঙ্গীকারে চান্যপক্ষদ্বয় প্রাপক-সযুক্তিকশ্রুতি-দ্বয়স্য ভূতত্রয়কার্য্যত্বে চাপঃ শরীরমিত্যাদিবিশেষোক্ত্যযোগেন "ইমাস্তিস্রো দেবতাঃ পুরুষং প্রাপ্য" ইতি ভূতত্রয়াত্মকত্বশ্রুতেশ্চা-প্রামাণ্যাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (২২-২৩)—"মাংসাদিভৌমম্" ইত্যাদি সূত্রদ্বয়াত্মকমন্তিমাধিকরণম্। তস্যাপ্যর্থমাহ—দেহশ্চৈব তদুদ্ভব ইতি। প্রাগুক্তদিশা ত্রিবৃৎপদসন্নিধাপিতং বা ইন্দ্রিয়োপচয়হেতুত্বেন সন্নিধাপিতং বা পৃথিব্যপ্তেজোরূপভূতত্রয়ং তদিতি পরা-

মৃশ্যতে। দেহশ্চ তদুদ্ভব এব—ভূতত্রয়জন্য এব, ন ত্বৈকৈক-মাত্রজন্য ইত্যেবকারার্থঃ। অত্র তদুদ্ভব ইত্যুক্ত্যা যস্মিন্ দেহে যস্য ভূতস্যোদ্ভূতির্বিশেষসংযোগোঽস্তি তন্নিমিত্তো বিশেষব্যপদেশ ইতি সূচনাৎ "আপঃ শরীরম্" ইত্যাদি বিশেষশ্রুতিগতির্দর্শিতা।

নন্বথাপি "যদাশ্রয়াদস্য চেষ্টা" ইতি ভারতোক্তাখিলচেষ্ট-কত্বরূপমাহাত্ম্যবত্ত্বাৎ প্রাণঃ স্বতন্ত্র ইতি যুক্ত্যুপেতয়া "ন প্রাণঃ কিঞ্চিদাশ্রিতঃ" ইতি প্রাণস্বাতন্ত্র্যশ্রুত্যাঃ "প্রাণঃ পরবশে স্থিতঃ" ইতি প্রাণপারতন্ত্র্যশ্রুতের্বিরুদ্ধত্বেনাপ্রামাণ্যং স্যাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (১১-১২)—"চক্ষুরাদিবৎ" ইত্যাদি সূত্র-দ্বয়াত্মকং সপ্তমমধিকরণম্। তদর্থং ভাষতে—মুখ্যপ্রাণবশে সর্ব্বং স বিষ্ণোর্বশগঃ সদেতি। সর্ব্বং রুদ্রাদি জগৎ; স মুখ্য-প্রাণঃ। অত্র মুখ্যপ্রাণঃ বিষ্ণোর্বশগ ইত্যেব পূর্ত্তৌ মুখ্যপ্রাণবশে সর্ব্বমিত্যুক্তিঃ প্রাণস্বাতন্ত্র্যশ্রুত্যাদেরবান্তরেশ্বরানন্যেশ্বরপরত্বরূপ-গতিসূচনায়;—"অবান্তরেশ্বরত্বেন তস্যেশ্বরবচো ভবেৎ। অনন্যে-শ্বরতা প্রাণে তদন্যেশ্বরবর্জ্জনাৎ" ইত্যাদেঃ।

তথা চক্ষুরাদেরিব মুখ্যপ্রাণস্যাপীশবশত্বেঽবান্তরেশ্বরত্বমপি ন স্যাৎ তদ্বদেবেতিশঙ্কাব্যুদাসায় চ তত্রাকরণরূপযুক্তিসূচনায় মুখ্যপ্রাণবশ ইতি মুখ্যপ্রাণপদপ্রয়োগঃ। "তানি হ বা এতানি সর্ব্বাণি করণান্যথ প্রাণ এবাকরণস্তস্মান্মুখ্যস্তস্মান্মুখ্য ইত্যাচক্ষতে" ইতি শ্রুতেঃ। অত্র সর্ব্বদা বিষ্ণুবশগো ন কদাচিদন্যথেত্যুক্ত্যা উৎপত্তাবিব পারতন্ত্র্যেঽপ্যস্তু কাচিদ্ ব্যবস্থেতি নিরস্তম্। মুখ্যপ্রাণঃ তদুদ্ভব ইত্যুক্ত্যৈব বিষ্ণুবশ ইত্যস্য লাভো যদ্যপি

তথাপীহ প্রাণস্বাতন্ত্র্যশ্রুত্যাদিবলাৎ শ্রেষ্ঠশ্চেত্যত্রোক্তপ্রাণোৎপত্তিরযুক্তেতি শঙ্কায়াং প্রাণস্ত্বেতদ্বশে সর্ব্বমিতি বিশেষবাক্যেন সামান্যস্বাতন্ত্র্যশ্রুত্যাদের্নেয়ত্বাদিতি পরিহারার্থত্বাদস্যাধিকরণস্যাপৌনরুক্ত্যং ধ্যেয়ম্। অতএব ব্যবধানেনাস্য ভাষণম্।

অন্তিমপাদদ্বয়ার্থোপসংহারং সূচয়ন্নধ্যায়ার্থমুপসংহরতি। সর্ব্বদোষোজ্ঝিতস্তস্মাদ্ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ। উক্তা গুণাশ্চাবিরুদ্ধাস্তস্য বেদেন সর্ব্বশ ইতি। অত্রোত্তরার্দ্ধেঽপি তস্মাদিত্যস্যানুবর্ত্তনেন পাদার্থোপসংহারস্তাবদ্ বোধ্যঃ। তথা হি—তস্মাদ্ বিরোধিভূতসর্ব্বশ্রুতীনাংসাবকাশিতত্বাত্তস্য ভগবতঃ উক্তাঃ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তা গুণাঃ স্রষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ সর্ব্বশো বেদেন বাহ্যযুক্ত্যুপেতেন শ্রুতিস্মৃত্যুক্তযুক্ত্যুপেতেন চ বেদেন; যদ্বা, অধিভূতাধিদৈবপরমাত্মজীববিষয়েণাধ্যাত্মপ্রাণাদিবিষয়েণ চ সর্ব্বেণ বেদেনেত্যর্থঃ—অবিরুদ্ধা ইত্যর্থঃ। সমগ্রশ্লোকেনাধ্যায়ার্থোপসংহারঃ; তথা হি—তস্মাৎ সর্ব্ববিরোধানাং পরিহৃতত্বাদ্ ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সর্ব্বদোষোজ্ঝিতঃ। ন কেবলমেতাবৎ; তস্য ভগবতঃ সর্ব্বশো বেদেন কৃৎস্নবেদসমন্বয়েন পূর্ব্বাধ্যায়োক্তা গুণাশ্চাবিরুদ্ধা যুক্ত্যাদিবিরুদ্ধা ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥৬-৭॥

সংক্ষেপভাষ্যবিবৃতৌ রাঘবেন্দ্রেণ ভিক্ষুণা।
কৃতায়াং তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং দ্বিতীয়োঽধ্যায় ঈরিতঃ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং রাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং দ্বিতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ ॥২।৪॥

দ্বিতীয়াধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ।

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে সমন্বয়সিদ্ধ বিষ্ণুগুণসমূহের সম্বন্ধে কতিপয় শ্রুতির অবিরোধ সাধিত হইলেও শ্রুতি ও স্মৃত্যুক্ত যুক্তি-সমন্বিত শ্রুতি-সমূহের বিরোধ পূর্ব্ববৎ উপস্থিত হইতে পারে,—এই জন্যই তন্নিরাসার্থ এই চতুর্থপাদ আরম্ভ করা যাইতেছে। 'উক্তা গুণাশ্চা-বিরুদ্ধাস্তস্ত বেদেন সর্ব্বশঃ' এই বক্ষ্যমাণ অংশকে এস্থলে আকর্ষণ-পূর্ব্বক এতৎপাদের অর্থপ্রতিপাদকরূপে যুক্ত করিতেছেন। অতএব অর্থ এইরূপ—কেবল যে কতিপয় শ্রুতিরই অবিরোধ, তাহা নহে; পরন্তু 'সর্ব্বশঃ' অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত যুক্তি-সমন্বিত সর্ব্ববিধ—'বেদদ্বারাই' শ্রীহরির গুণসমূহ অবিরুদ্ধরূপে 'উক্ত' অর্থাৎ এতৎপাদে সূত্রকার-কর্তৃক প্রতিপাদিত।

সম্প্রতি আশঙ্কা হয় যে, "যাহার প্রাপ্তি ও পরিত্যাগ-হেতু অপরের জন্ম ও মৃত্যু সাধিত হয়, তাদৃশ প্রাণের উৎপত্তি বা মৃত্যু কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?"—এই স্মৃত্যুক্ত সর্ব্বজন্মমৃত্যুকারণত্ব যুক্তির সহিত একমতবিশিষ্টা "এই প্রাণ উৎপন্ন হন না"—এইরূপ প্রাণানুৎপত্তি শ্রুতিও দৃষ্ট হয়। অতএব তদ্‌বিরোধহেতু "আত্মা হইতে এই প্রাণ জাত হয়"—এই প্রাণোৎপত্তি শ্রুতিটি অপ্রমাণ। অতএব (৯-১০)—(৯) "শ্রেষ্ঠশ্চ" ও (১০) "ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ" এই সূত্রদ্বয়োক্ত ষষ্ঠ অধিকরণটি বলিয়াছেন। ইহার অর্থ— 'মুখ্য-প্রাণশ্চ'। 'তদুদ্ভবঃ'—এই পরবর্ত্তী অংশেরও এস্থলে আকর্ষণ হইবে। চ-শব্দ 'অপি'-অর্থে প্রযুক্ত। 'তদুদ্ভবঃ'—এই পদের সহিতও চ-কারের অন্বয় হইবে। তদুদ্ভবঃ—এই 'তদ্‌'-শব্দ পূর্ব্বপ্রস্তাবিত জীব ও ঈশ্বর, উভয়ের পরামর্শ করিতেছে। অতএব 'তদুদ্ভবশ্চ'-পদের অর্থ এইরূপ—শ্রীহরি 'তদুদ্ভবশ্চ' অর্থাৎ 'তাহার'—জীবরাশির—'উদ্ভব'

অর্থাৎ জন্ম এবং তদুপলক্ষিত মৃত্যু হয় যাঁহা হইতে—তাদৃশও অর্থাৎ সর্ব্বজীবের জন্মমৃত্যুর কারণও (হন)। আবার মুখ্যপ্রাণ 'তদুদ্ভবঃ' অর্থাৎ 'তাঁহা হইতে'—প্রস্তাবিত শ্রীহরি হইতে—'উদ্ভব' অর্থাৎ জন্ম যাহার—তাদৃশ অর্থাৎ ভগবদধীনোৎপত্তিবিশিষ্ট। এই পক্ষে 'চ'-শব্দ সমুচ্চয়ার্থক। অতএব তদ্দ্বারা সূচিত হইল যে, কেবল-মাত্র "এতেন মাতরিশ্বাঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বসূত্রোক্ত অমুখ্য বাহ্য বায়ুই শ্রীহরি হইতে জাত নহে, পরন্তু আধ্যাত্মিক প্রাণরূপী বায়ুও তাঁহা হইতে জাত অথবা, কেবল বক্ষ্যমাণ ইন্দ্রিয়গণই শ্রীহরি হইতে জাত নহে, পরন্তু মুখ্যপ্রাণও তাঁহা হইতে জাত—এইরূপ অর্থ বলিলে "এতেন মাতরিশ্বাঃ"—এই সূত্রের সহিত পুনরুক্তি-দোষ ঘটে না। এ স্থলে 'উদ্ভব-বিশিষ্ট' না বলিয়া 'তদুদ্ভবঃ' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, উদ্ভব-বিষয়ে বিবাদ না থাকায় সূত্রকার কেবলমাত্র উদ্ভবের কারণ-সম্বন্ধেই বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন। অতএব তদনুসরণক্রমে কারণোল্লেখবিশিষ্ট 'তদুদ্ভব'-পদের প্রয়োগই সঙ্গত ; অথবা, তাহার 'উৎপত্তি'-অর্থে পরাধীন বিশেষভাবপ্রাপ্তি—ইহার সূচনার জন্য 'তদুদ্ভব'-পদের প্রয়োগ হইয়াছে। অতএব "এই প্রাণ সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে এবং স্থূলরূপে উৎপন্ন হয়"—এই শ্রুতিতে অনুৎপত্তি ও উৎপত্তির শ্রবণহেতু অনুৎপত্তিশ্রুতি স্বরূপবিষয়িণী (অর্থাৎ তদীয় স্বরূপের উৎপত্তি নাই) এবং উৎপত্তিশ্রুতি শরীর-বিষয়িণী (অর্থাৎ তদীয় শরীর উৎপন্ন হয়),—জানিতে হইবে। 'প্রাণ' না বলিয়া 'মুখ্যপ্রাণ' বলায় "মুখ্যপ্রাণ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয়"—এই স্মৃত্যাদিসিদ্ধ মুখ্যপ্রাণের শ্রীহরি হইতে জন্ম সূচিত হইয়াছে। অতএব "যাহার প্রাপ্তি ও পরিত্যাগহেতু অপরের জন্ম ও মরণ সাধিত হয়" ইত্যাদি বাক্যোক্ত মাহাত্ম্যশালী হইয়াও তদপেক্ষাও অধিক মাহাত্ম্য-

শালী শ্রীহরি হইতে উৎপন্নরূপে কথিত হওয়ায় যুক্তিবিরোধ নিরস্ত হইল। ন্যায়বিবরণেও কথিত হইয়াছে যে, "একমাত্র সম্রাট্ শ্রীবিষ্ণুই মহত্বহেতু তদিতর মহৎপদার্থসমূহের ও প্রাণের কর্ত্তা; যিনি শক্তি-দ্বারা এই নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি (বিষ্ণু) কোন্ বস্তু সৃষ্টি করিতে না পারেন?" এই শ্রুতি অনুসারে তাহা অপেক্ষাও (মুখ্যপ্রাণ অপেক্ষাও) বিষ্ণুর মাহাত্ম্য অধিক বলিয়া তিনি তাহার কর্ত্তা হন।

পুনরায় আপত্তি হয় যে, "সর্ব্বপ্রকার প্রাণ মুখ্যপ্রাণের দাস"—এই শ্রুতিতে ইতর প্রাণসমূহকে মুখ্য প্রাণের দাস এবং "প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু মুখ্যপ্রাণেরই স্বরূপ"—এই শ্রুতিতে উহারা তাহার স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। আবার, 'প্রাণ-অপানাদি বায়ুগণ মুখ্যপ্রাণের দাস বলিয়া তাহার আদেশেই নিজ নিজ কর্ম্ম করে"—এই স্মৃতি-যুক্তি দাসত্বশ্রুতির ও "পায়ু, উপস্থ, অপান, চক্ষুঃ ও কর্ণকে মুখ ও নাসিকার দ্বারা প্রাণ স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করেন, মধ্যে 'সমান' বায়ু। এই 'সমান' বায়ুই হুত অন্নকে সমানভাবে লাভ করায়"—এই শ্রুতিযুক্তি ইতর প্রাণসমূহেরও মুখ্যপ্রাণতুল্যত্ব সমর্থন করিতেছে। অতএব তুল্যবলশালী শ্রুতিদ্বয়ের পরস্পর বিরোধহেতু কাহারও প্রামাণ্য স্থির হইতে পারে না। সুতরাং এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য (১৩)—" পঞ্চবৃত্তির্মনোবদ্ব্যপদিশ্যতে"—এই অষ্টম অধিকরণ উপস্থাপিত হইতেছে। ইহারও অর্থ—মুখ্যপ্রাণ। "এই প্রাণ ইতর প্রাণ-সমূহকে" ইত্যাদি শ্রুতিতে পঞ্চবায়ুকেও যেরূপ 'প্রাণ' বলা হইয়াছে, তদ্রূপ এস্থলে 'মুখ্য প্রাণ'—এই পদের 'প্রাণ'-শব্দও পঞ্চবায়ুবিষয়ক। অতএব 'প্রাণ'-শব্দ তন্ত্রন্যায়ে উভয়বর্গ বাচক (অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণ ও পঞ্চবায়ু, উভয়বাচক); সুতরাং এস্থলে 'মুখ্যপ্রাণ'—এই

পদের অর্থ দ্বিবিধ, যথা—(১) 'মুখ্য' অর্থাৎ প্রধান বা স্বরূপভূত হয়, 'প্রাণ' অর্থাৎ পঞ্চবায়ু যাঁহার,—তিনিই 'মুখ্যপ্রাণ'; (২) 'মুখে' অর্থাৎ প্রধানে যাহারা জাত, তাহারা মুখ্য অর্থাৎ প্রধান বায়ুতে উৎপন্ন ও প্রধান বায়ুর দাসভূত। ঈদৃশ 'প্রাণ' অর্থাৎ পঞ্চ বায়ু যাঁহার,—তিনিই 'মুখ্যপ্রাণ'। বৃহদ্‌ভাষ্যোক্ত কোষবচনে—"মণি, মুখ ও প্রধান-শব্দ উত্তমবাচক"—এইরূপ উল্লেখহেতু এস্থলে দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় 'মুখ'-শব্দ প্রধানার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 'মুখ্যপ্রাণ'-পদের এইরূপ দ্বিবিধ ব্যাখ্যা অভীষ্ট-সিদ্ধির অনুকূল বলিয়া এস্থলে 'প্রাণ' বা 'শ্রেষ্ঠ' এইরূপ নির্দ্দেশ না করিয়া 'মুখ্যপ্রাণ'—এইরূপ নির্দ্দেশই করা হইল। এইরূপ স্বরূপভূতপ্রাণপঞ্চকবিশিষ্ট ও দাসভূতপ্রাণপঞ্চক-বিশিষ্ট মুখ্যপ্রাণ 'তদুদ্ভব' (শ্রীহরি হইতে জাত) ঈদৃশ অন্বয়-দ্বারাও বর্গদ্বয়েরই (২য় অঃ ৩য় পাঃ ১০) "তেজোঽতস্তথা হ্যাহ" এই ন্যায়ানুসারে ঈশ্বর হইতেই জন্ম—ইহার সূচনার জন্যও 'মুখ্যপ্রাণ' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যথা উক্ত অর্থ—পৃথক্‌ই বলিতেন।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, "যাঁহা কর্তৃক সর্ব্ব জগৎ ব্যাপ্ত হইয়াছে" ইত্যাদি প্রাণের জগদ্‌ব্যাপ্ত স্মৃতিমূলা যুক্তির ও "প্রাণই ঊর্দ্ধদেশে, প্রাণই অধোদেশে" ইত্যাদি প্রাণব্যাপ্তিশ্রুতির বিরুদ্ধা বলিয়া "প্রাণ অণু"—এই অণুত্বশ্রুতিটী অপ্রমাণ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সমন্বয় শ্রীহরিতে যুক্ত হয় না। অতএব এই শঙ্কার সমাধানার্থ (১৪)—"অণুশ্চ" এই নবম অধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহারও অর্থ—'মুখ্যপ্রাণশ্চ'। প্র—প্রকৃষ্ট 'অনন' অর্থাৎ চেষ্টা যাঁহার—তিনি 'প্রাণ'। চেষ্টার্থক 'অন'-ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয়ে 'অন'-পদ সিদ্ধ। অনন্তর 'মুখ্য'-শব্দ ও 'প্রাণ'-শব্দে কর্ম্মধারয়-সমাস। অতএব 'মুখ্যপ্রাণ' প্রকৃষ্টচেষ্টা-রূপক্রিয়াবিশিষ্ট। অতএব (২য় অঃ ৩য় পাঃ ২০) "উৎক্রান্তিগত্যাগতী-

নাম্”—এই ন্যায়ানুসারে উৎক্রান্তিপ্রভৃতিক্রিয়াবিশিষ্টত্বহেতু তিনি ‘অণু’। সমুচ্চয়ার্থক চ-শব্দদ্বারা তিনি ব্যাপ্তও,—এইরূপ অর্থ হইল। “তিনি অন্তরে অণু ও বহির্দ্দেশে মহান্”—এই শ্রুতিদ্বারাই দেহমধ্যে প্রাণ-রূপে অণুত্ব ও বহির্দ্দেশে মুখ্যবায়ুরূপে ব্যাপ্তত্ব জানা যায়। ‘প্রাণ’ না বলিয়া এস্থলে ‘মুখ্যপ্রাণ’ বলায় ন্যায়বিবরণোক্ত—“এই মুখ্যপ্রাণ অণু; যিনি নাড়ীসমূহদ্বারা দেহ হইতে উৎক্রান্ত হন”—এই শ্রুতির সূচনা হইতেছে। ‘শ্রেষ্ঠ অণু’ না বলিয়া যৌগিক ‘প্রাণ’-শব্দের উক্তি দ্বারা ন্যায়বিবরণোক্ত শ্রুতি সূচিত হইয়াছে। অতএব প্রাণাণুত্বশ্রুতিও যুক্তি-সক্তা বলিয়া ব্যাপ্তিশ্রুতির বিরোধে তাহার অপ্রামাণ্য হয় না।

. পুনরায় আশঙ্কা এই যে, “ইন্দ্রিয়গণের কোন উপাদান নাই”—এই স্মৃতি-বাক্যে তাহাদের উপাদানশূন্যত্ব-যুক্তি ও “প্রাণগণ অনাদি” এইরূপ ইন্দ্রিয়ানুৎপত্তি শ্রুতি রহিয়াছে। এইরূপ “মন নিত্য, যেহেতু পুরুষ কখনও মনঃশূন্য থাকিতে পারে না”—এই সযুক্তিক মনের অনুৎপত্তি শ্রুতিও দৃষ্ট হয়। আবার “বাক্ (বাগিন্দ্রিয়) নিত্যপদার্থ, ইহা কখনও উৎপন্ন হয় না; যেহেতু শ্রুতি ইহাতেই অবস্থান করেন”—এই শ্রুতিতে অনাদি নিত্য শ্রুতির আশ্রয় বলিয়া বাগিন্দ্রিয়ও অনাদি নিত্য—এই যুক্তিসহ বাগিন্দ্রিয়ের উৎপত্তির অভাব জানা যাইতেছে। অতএব ইহাদের সহিত বিরোধহেতু “ইহা হইতে প্রাণ, মনঃ ও সর্ব্বেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়” ইত্যাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়োৎপত্তি শ্রুতির অপ্রামাণ্য-নিবন্ধন শ্রীহরিতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-সমন্বয় সম্ভবপর হয় না। অতএব (১-৩) “তথা প্রাণাঃ,” (৪) “তৎপ্রাক্‌শ্রুতেশ্চ” ও (৫) “তৎপূর্ব্বকত্বাদ্‌বাচঃ” এই অধিকরণত্রয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়গণ)। ‘ইন্দ্রিয়াণি’পদে বহুবচনহেতু বাক্ ও মনেরও গ্রহণ হইল। ‘তদুদ্ভবঃ’ পদটী ‘তদুদ্ভবানি’ এইরূপে পরিণত হইয়া অন্বিত হইবে। অতএব অর্থ

এই যে—মনঃ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ই শ্রীহরির অধীনোৎপত্তিবিশিষ্ট। এস্থলে কেবল 'উৎপত্তিযুক্ত' না বলিয়া পরাধীন বিশেষ প্রাপ্তিরূপা উৎপত্তির সূচনার জন্য 'তদুদ্ভব' বলিলেন। অতএব অনুৎপত্তিশ্রুতি স্বক্ষেন্দ্রিয়বিষয়িণী ও উৎপত্তিশ্রুতি উপচয়-বিষয়িণী জানিতে হইবে। "এই ইন্দ্রিয়গণ সূক্ষ্মত্বহেতু নিত্য; পরন্তু সৃষ্টিকালে ভূতগণদ্বারা তাহাদের উপচয় (পুষ্টি) হইয়া থাকে"—এই স্মৃতিবাক্যানুসারে মনঃ প্রভৃতির সূক্ষ্মত্বাদিহেতু নিত্যত্ব-কথন সঙ্গতই হয়। অতএব 'বাগাধিকরণ' ও 'মনোঽধিকরণ'—ইহারা বিশেষ শঙ্কানিরাসদ্বারা প্রাণাধিকরণোক্ত বিষয়মাত্রেরই সমর্থনপর—ইহার সূচনার জন্য উক্ত অধিকরণদ্বয়ও একত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে,—"প্রাণ সপ্তবিধ, অতএব সূর্য্য হইতে সপ্ত প্রকার কিরণ উৎপন্ন হয়", "অথবা প্রাণ দ্বাদশবিধ দ্বাদশ মাসের প্রবৃত্তি হয়" এইরূপ ইন্দ্রিয়ের সংখ্যাবিষয়িণী শ্রুতিদ্বয়ের বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে। অভিমন্যমান ও অভিমানী—এই উভয়ের সমসংখ্যা নিয়মহেতু একপক্ষে কিরণরূপ অভিমানী সপ্তবিধ বলিয়া অভিমন্যমান ইন্দ্রিয়ও সপ্তবিধ হওয়াই সঙ্গত। অপরপক্ষে মাসরূপ অভিমানীর দ্বাদশত্বহেতু অভিমন্যমান ইন্দ্রিয়েরও দ্বাদশত্বই যুক্তিযুক্ত। এইরূপে উভয় শ্রুতিই তুল্যবলযুক্তা বলিয়া বিরোধহেতু উভয়েরই অপ্রামাণ্য উপস্থিত হয়। অতএব এই শঙ্কার সমাধানার্থ (৬-৭)—(৬) "সপ্তগতের্বিশেষিতত্বাচ্চ" ও (৭) "হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতো নৈবম্" এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ 'ইন্দ্রিয়াণি' এই উক্তিদ্বারাই সংগৃহীত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, "শ্রোত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়, বাগাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় এবং মন ও বুদ্ধি—এইরূপে ইন্দ্রিয়সমূহ—দ্বাদশবিধ" এই স্মৃতিবাক্যানুসারে দ্বাদশত্বসূচক শ্রুতিবাক্য এবং মন ও বুদ্ধির সহিত কেবল শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চকের সপ্তত্বহেতু সপ্তত্ব-সূচক

শ্রুতিবাক্য সঙ্গত হয়। উক্ত স্মৃতিবচনে "দ্বাদশৈবেন্দ্রিয়াণি তু" এই বাক্যে 'ইন্দ্রিয়াণি' পদটীর উল্লেখ থাকায় এস্থলে তদানুগত্যে 'ইন্দ্রিয়াণি' বলিয়া উক্ত স্মৃতিকে প্রমাণরূপে সূচিত করিয়াছেন। অন্যথা 'প্রাণাঃ' এইরূপই বলিতেন।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, আমরা যেহেতু ইন্দ্রিয়দ্বারা দূরস্থিত শব্দের শ্রবণ ও দূরস্থিত বস্তুর দর্শন করিতেছি, অতএব ইন্দ্রিয় ব্যাপ্ত পদার্থ— এইরূপ যুক্তির দ্বারা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তত্ব সিদ্ধ হয়। "সূরিগণ সর্ব্বদা আকাশে বিস্তৃত চক্ষুর ন্যায় শ্রীবিষ্ণুর সেই পরম পদ দর্শন করেন"—এই শ্রুতিও পূর্ব্বোক্ত যুক্তির অনুকূলে ইন্দ্রিয়ের ব্যাপ্তত্ব কীর্ত্তন করেন। সুতরাং ইহার সহিত বিরোধহেতু "প্রাণসমূহ অণু" এই অণুত্ব-শ্রুতি অপ্রমাণ। অতএব (৮) "অণবশ্চ" এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ 'ইন্দ্রিয়াণি'— এই পদদ্বারাই সংগৃহীত হইল। তাৎপর্য্য এই যে, "শব্দাদি বিষয়ের প্রতি (শ্রোত্রাদির) 'দ্রবণ' অর্থাৎ গতিহেতু উহাদিগকে 'ইন্দ্রিয়' বলা হয়"— এই স্মৃতিবচনক্রমে 'দ্রবণ'রূপ ক্রিয়াবিশিষ্টত্ব-নিবন্ধন অণুত্ব সূচিত হয় (কারণ, অণুরই গতি সম্ভব; ব্যাপ্তবস্তুর গতি নাই)। আবার ধ্রুবাদি-লোক পর্য্যন্ত 'দ্রবণ' অর্থাৎ গতির উক্তিহেতু তেজোদ্বারা তাহাদের ব্যাপ্তত্বও সম্ভব। অতএব অণুত্বশ্রুতি ও ব্যাপ্তত্বশ্রুতির অবিরোধই সূচিত হইতেছে। এই পাদে সূত্রসমূহের মধ্যে তারতম্যক্রমানুরোধে ইন্দ্রিয়গণের বিচারানন্তর সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রেরক মুখ্যপ্রাণের বিচার হইয়াছে। পরন্তু ভাষ্যে (এই অণুভাষ্যে) ক্রম উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক প্রথমে মুখ্যপ্রাণের ব্যাখ্যা করিলেও এই প্রথমোক্তি-নিবন্ধনই সূত্রকারের অভিপ্রেত মুখ্যপ্রাণের শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইল।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, "প্রাণসমূহকে জীবের করণ-স্বরূপ বলা হয়"— এই শ্রুতিবাক্য ইন্দ্রিয়গণকে জীবের করণস্বরূপ বলিতেছেন। জীব-

কর্ত্তৃক তাহাদের পরিচালন-দর্শনে যুক্তিদ্বারাও জীবকরণত্বই জানা যায়। অতএব ইহার সহিত বিরোধহেতু "এই ইন্দ্রিয়গণ ব্রহ্মের করণস্বরূপ"— এই ব্রহ্মকরণত্বশ্রুতির অপ্রামাণ্য-নিবন্ধন শ্রীহরিতে শ্রুতিসমন্বয় সঙ্গত হয় না। অতএব এই শঙ্কার সমাধানার্থ (১৫-১৭)—(১৫) "জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ", (১৬)"প্রাণবতা শব্দাৎ" ও (১৭)"তস্য চ নিত্যত্বাৎ" এই সূত্রত্রয়োক্ত দশম অধিকরণ উত্থাপিত হইতেছে। ইহারও অর্থ— 'ইন্দ্রিয়গণ তদুদ্ভব'। তাৎপর্য্য এই যে, 'ইন্দ্রিয়গণ তদুদ্ভব'—এই বাক্যে সূক্ষ্মরূপে ইন্দ্রিয়গণ নিত্য হইয়াও সৃষ্টিকালে ভূতসমূহদ্বারা উপচয়রূপ ঈশ্বরাধীনোৎপত্তিযুক্ত—এইরূপ উক্তিহেতু ভূতগণের কার্য্যস্বরূপ স্থূলেন্দ্রিয়গণ সর্ব্বভূতপ্রেরক ঈশ্বরেরই প্রযোজ্য বলিয়া ব্রহ্মকরণত্বশ্রুতি সঙ্গত হয়। আবার প্রযোজক ঈশ্বর-কর্ত্তৃক ভূতসমূহদ্বারা ইন্দ্রিয়গণের উপচয়-সাধনের বহুকাল পরে জীবের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ হয়। তদনুসারে জীবকরণত্বশ্রুতিও সঙ্গত হয়। এইরূপ অর্থের সূচনার জন্যই 'ইন্দ্রিয়াণি তদুদ্ভবানি' (ইন্দ্রিয়গণ ঈশ্বরোৎপন্ন)—এইরূপ বলিলেন; অন্যথা 'ইন্দ্রিয়গণ উৎপত্তিবিশিষ্ট'—এইরূপ বলিতেন। "জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানং" এই সূত্রাংশে এইরূপ যুক্তি সূচিত হইয়াছে যে, যেহেতু ঈশ্বর ভূতগণের প্রেরক, অতএব তাঁহারই ভূতগণের কার্য্যস্বরূপ ইন্দ্রিয়গণেরও প্রযোজকত্ব হওয়া উচিত। অতএব এস্থলেও উক্ত যুক্তির সূচনার জন্যই 'ইন্দ্রিয়গণ তৎপ্রযোজ্য' না বলিয়া 'ইন্দ্রিয়গণ 'তদুদ্ভব' এইরূপ বলিলেন। অথবা, তাঁহাকর্ত্তৃক (ঈশ্বর কর্ত্তৃক) 'উদ্ভব' (কার্য্যবিষয়ে প্রেরণা বা আভিমুখ্য) হয়, যাহাদের, তাহারা 'তদুদ্ভব'—এইরূপ সমাসে তদুদ্ভব-শব্দে 'তৎপ্রযোজ্য'-অর্থ উপলব্ধ হয়।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, "প্রাণসমূহই ইন্দ্রিয়" এই শ্রুতি সাধারণ-ভাবে মুখ্যপ্রাণ ও ইতরপ্রাণ, সকলকেই ইন্দ্রিয় বলিতেছেন।

"প্রাণসমূহ এই শরীররূপ বিষয়ের প্রতি 'দ্রবণ' (গমন) করে বলিয়া উহারা ইন্দ্রিয়"—এই বিষয়দ্রবণযুক্তিও সাধারণতঃ প্রাণমাত্রেরই ইন্দ্রিয়ত্ব-প্রতিপাদক। আবার "দ্বাদশটীই ইন্দ্রিয়; মনঃ ও বুদ্ধি—এই দুইটীই একাদশ ও দ্বাদশস্থানীয়"—এই শ্রুতি চক্ষুরাদিপঞ্চক, বাগাদি-পঞ্চক মনঃ ও বুদ্ধি—এই দ্বাদশকেই 'ইন্দ্রিয়' বলিলেন, মুখ্যপ্রাণের উল্লেখ করেন নাই। অতএব পূর্ব্বের সহিত বিরোধহেতু এই শ্রুতি অপ্রমাণ। এই শঙ্কার নিরাসার্থ (১৮—২০)—(১৮) "ত ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশা-দন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ", (১৯) "ভেদশ্রুতেঃ" ও (২০) "বৈলক্ষণ্যাচ্চ"—এই সূত্রত্রয়াত্মক একাদশ অধিকরণ উত্থাপিত হইতেছে। ইহারও অর্থ—'মুখ্যপ্রাণশ্চেন্দ্রিয়াণি'; এই বাক্যে মুখ্যপ্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণের পৃথক্ নির্দ্দেশহেতু সংগৃহীত হইল। ইহাদ্বারা মুখ্যপ্রাণের অনিন্দ্রিয়ত্ব ও ইতর প্রাণসমূহের ইন্দ্রিয়ত্বসূচনাহেতু 'দ্বাদশটীই ইন্দ্রিয়'—এই শ্রুতিকে মুখ্যপ্রাণাতিরিক্ত অন্য দ্বাদশ প্রাণবিষয়িণীই জানা যায়। আবার, "দ্বাদশটীই ইন্দ্রিয়; মুখ্যপ্রাণ ইন্দ্রিয় নহে"—এই বিশেষশ্রুতির অনুরোধে "প্রাণসমূহই ইন্দ্রিয়"—এই শ্রুতিতেও মুখ্যপ্রাণ ব্যতীত অপর প্রাণগণকেই ইন্দ্রিয়-রূপে জানিতে হইবে। অতএব 'প্রাণাঃ' না বলিয়া 'ইন্দ্রিয়াণি' বলিয়াছেন। এইরূপে সপ্ত অধিকরণই যে ইন্দ্রিয়-বিষয়ক—ইহার সূচনার জন্য 'ইন্দ্রিয়াণি' এই পদদ্বারা সপ্ত অধিকরণেরই অর্থসংক্ষেপ করিলেন। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বোক্ত (শ্রীহরির) সর্ব্বকর্তৃত্ব সিদ্ধির জন্য ইতর-পদার্থসমূহের অনাদিত্ব-শঙ্কা নিরসন-পূর্ব্বক যে যে অধিকরণে তাহাদের উৎপত্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সেই প্রধান অধিকরণসমূহের অর্থই 'ইন্দ্রিয়াণি' এই পদে সংক্ষিপ্ত হইয়াছে, গৌণ অধিকরণ-সমূহের অর্থ নহে; যেহেতু অনুভাষ্যেও (ব্যাখানেও) কোন কোন অধিকরণের অর্থ নিরূপিত হইয়াছে, দেখা যায়।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, "যেহেতু তিনি সর্ব্বপদার্থকে বিরেচন (নিজ হইতে বহির্দ্দেশে প্রকাশপূর্ব্বক সৃষ্টি) করেন, অতএব তিনি 'বিরিঞ্চ' নামে কথিত হন"—এই স্মৃতিবাক্যে 'বিরিঞ্চ'-নামের যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপ এই যুক্তির অনুকূলে "বিরিঞ্চই এই সমস্ত বস্তুর বিরেচন করেন"—এই শ্রুতিতেও বিরিঞ্চের অর্থাৎ ব্রহ্মারই দেহাদি-কর্ত্তৃত্ব শ্রুত হয়। অতএব "পরম পুরুষ হইতে এই নাম ও রূপ বিভক্ত হইয়াছে" (অর্থাৎ নাম-রূপাত্মক বিশ্বের প্রকাশ হইয়াছে)—এইরূপ শ্রীহরির তৎ (বিশ্ব) কর্ত্তৃত্বশ্রুতি পূর্ব্বশ্রুতিবিরোধহেতু অপ্রমাণ। অতএব এই শঙ্কার সমাধানের জন্য (২১)"সংজ্ঞামূর্ত্তিক৯প্তিস্তু ত্রিবৃৎ কুর্ব্বত উপদেশাৎ"—এই দ্বাদশ অধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'দেহশ্চৈব তদুদ্ভবঃ' (দেহও তদুদ্ভবই হয়)। 'দেহ' উপলক্ষণমাত্র, পরন্তু নামরূপাত্মক-দেহাদি নিখিল প্রপঞ্চও তদুদ্ভব—ইহাই অর্থ; চ-শব্দে কেবলমাত্র মুখ্যপ্রাণই যে তদুদ্ভব, তাহা নহে—ইহাই অর্থ; 'এব' শব্দের অর্থ—তাঁহা হইতেই উদ্ভব হয়, বিরিঞ্চ হইতে নহে। অতএব "ব্রহ্মাদি দেবগণ গৌণ কারণ"—এই স্মৃত্যনুসারে বিরিঞ্চ-কর্ত্তৃত্ব-শ্রুতিটী গৌণকর্ত্তৃত্ববিষয়িণী বলিয়া জানিতে হইবে। এই অধিকরণটী অন্তিম অধিকরণের সমীপস্থ হইলেও উৎপত্তিবিশিষ্টত্বরূপ একার্থকত্বের সূচনার জন্য ক্রমের উল্লঙ্ঘন হইল। এস্থলে 'ঈশসম্ভব' না বলিয়া 'তদুদ্ভব' এই 'তৎ' পদের প্রয়োগদ্বারা—"ইনি সেই দেবতা", "এই তিন দেবতা," "এই জীবদ্বারা প্রবেশ-পূর্ব্বক তিনি নাম-রূপ বিভাগ করিয়াছেন," "তাহাদের এক একটীকে ত্রিগুণিত (ক্ষিতি, জল ও তেজঃ এই ভূতত্রয়মিশ্রিত) করিয়াছেন" ইত্যাদি শ্রুতিস্থ ত্রিগুণকর্ত্তৃরূপে প্রসিদ্ধ বস্তুর পরামর্শও সূচিত হইল। অতএব রূপাদি সৃষ্টি ত্রিগুণকরণ-সাপেক্ষ বলিয়া ত্রিগুণ-কর্ত্তাই দেহাদির কর্ত্তা—এই যুক্তিও সূচিত হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, "জলই মাংস, জলই শরীর", "এই শরীর প্রলয়ে পৃথিবীকে প্রাপ্ত হয়" ও "তিনি দেবগণের আহুতিপ্রাপক অগ্নি হইতে উদ্ভূত হইয়া হিরণ্যবর্ণ শরীরে ঊর্দ্ধ স্বর্গ-লোকে গমন করেন"—এই ত্রিবিধ শ্রুতি হইতে পার্থিব, জলীয় ও তৈজস—ত্রিবিধ শরীর জানা যায়। আবার জীবজগতে শরীরগত কঠিনত্ব, দ্রবত্ব ও উষ্ণত্ব, এই পৃথগ্ ভাব-ত্রয়ের দর্শনেও যুক্তিক্রমে পূর্ব্বশ্রুত্যুক্ত ত্রিবিধ দেহেরই অস্তিত্ব অনুমিত হয়। অতএব কতিপয় শরীর পার্থিব, কতিপয় জলীয় ও কতিপয় তৈজস, এইরূপে শরীর-সমুদয় এক এক ভূতের কার্য্যরূপেই উপলব্ধ হইতেছে। সুতরাং শরীর-সমুদয় তিনভাগে বিভক্ত বলিয়া তাহাদিগকে কেবল পার্থিব, কেবল জলীয় বা কেবল তৈজস—এইরূপ একবর্গে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না; কারণ, যে-কোন এক পক্ষ স্বীকার করিলে সযুক্তিক শ্রুতি-কথিত অপর পক্ষদ্বয়ের ব্যাঘাত হয়। আবার প্রত্যেক শরীরকে মিলিত ভূতত্রয়ের কার্য্য ও বলা যায় না; কারণ, তাহা হইলে 'জলই শরীর' ইত্যাদিরূপে বিশেষ নির্দ্দেশ হইত না। অতএব "এই দেবতাত্রয় (ক্ষিতি, জল ও তেজঃ—ইহা মিলিতভাবে) পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া" ইত্যাদি শ্রুতি যে শরীরের ভূতত্রয়াত্মকত্ব কীর্ত্তন করেন, তাহা অপ্রমাণ। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (২২-২৩)—(২২) "মাংসাদিভৌমং যথাশব্দ-মিতরয়োশ্চ" ও (২৩) "বৈশেষ্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদঃ"—এই অন্তিম অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'দেহশ্চৈব তদ্ভবঃ' (দেহ ও তদ্ভবই হয়)। 'তৎ' শব্দ পূর্ব্বোক্তক্রমে 'ত্রিবৃৎ' পদদ্বারা অথবা ইন্দ্রিয়োপচয়হেতুরূপে উপস্থাপিত পৃথিবী, জল ও তেজঃস্বরূপ ভূতত্রয়ের পরামর্শ করিতেছে। অতএব দেহও 'তদ্ভব' অর্থাৎ ভূতত্রয়-জন্যই হয়। পরন্তু এক এক ভূতজনিত নহে—এব-কারের ইহাই অর্থ। এস্থলে 'তদ্ভব' এই উক্তিদ্বারা—যে জাতীয় দেহে যে ভূতের 'উদ্ভব' অর্থাৎ

বিশেষ সংযোগ (অধিক পরিমাণে সংযোগ) আছে, সেই ভূতের নামানুসারে সেই জাতীয় দেহের পার্থিব, জলীয় ও তৈজস—এইরূপ বিশেষ নির্দ্দেশ হয়—ইহা সূচিত হওয়ায় "জলই শরীর" ইত্যাদি বিশেষ শ্রুতিরও গতি প্রদর্শিত হইল (অর্থাৎ সর্ব্বপ্রাণি-শরীরই ভূতত্রয়-গঠিত; পরন্তু শরীরভেদে ভূতত্রয়ের পরিমাণগত তারতম্য বর্ত্তমান থাকায় যে ভূতের পরিমাণ যে শরীরে অধিক, সেই শরীরকে কেবলমাত্র সেই ভূতের নামানুসারেই নির্দ্দেশ করা হয়; যেমন—পৃথিবীস্থ প্রাণিগণের শরীরে অপর ভূতদ্বয় অপেক্ষা পৃথিবীর ভাগ বেশী বলিয়া তাহাদিগের শরীর পার্থিব। এইরূপ যুক্তিক্রমে বরুণলোক ও চন্দ্রলোকে প্রাণিগণের শরীর জলীয় এবং সূর্য্যাদিলোকে তৈজস)।

পুনরায় শঙ্কা এই যে, "যাহার (যে প্রাণের) আশ্রয়হেতু এই নিখিল জীবশরীর চেষ্টাশীল হয়, সেই (প্রাণ) কি হেতু অন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিবে?" এই স্মৃতিবচনে সকলের প্রেরকত্বরূপ মাহাত্ম্য-নিবন্ধন প্রাণ স্বতন্ত্র—এইরূপ যুক্তি রহিয়াছে। এতদনুকূলে "প্রাণ কাহাকেও আশ্রয় করে না"—এই শ্রুতিও প্রাণের স্বাতন্ত্র্য কীর্ত্তন করিতেছেন। অতএব "প্রাণ পরের অধীনরূপে অবস্থিত" এই পারতন্ত্র্যশ্রুতি পূর্ব্বশ্রুতি-যুক্তিবিরোধহেতু অপ্রমাণ। অতএব এই শঙ্কার সমাধানার্থ (১১-১২)—(১১) "চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহ শিষ্ট্যাদিভ্যঃ" ও (১২) "অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি" এই সূত্রদ্বয়ে সপ্তম অধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'সর্ব্ব (জগৎ) মুখ্যপ্রাণের বশে (স্থিত); তিনি সদা বিষ্ণুর বশগ'। 'সর্ব্ব' অর্থাৎ রুদ্রাদি জগৎ। 'তিনি' অর্থাৎ মুখ্যপ্রাণ। এস্থলে 'মুখ্য প্রাণ বিষ্ণুর বশগ'—এইরূপ বক্তব্য হইলেও 'সর্ব্ব (জগৎ) মুখ্যপ্রাণের বশে (স্থিত)'—এইরূপ উক্তিদ্বারা—প্রাণ-স্বাতন্ত্র্য-বিষয়িণী শ্রুতি অবান্তর (গৌণ) ঈশ্বর ও অনন্যেশ্বর বিষয়িণীরূপে সূচিত হইল;

যেহেতু "এই প্রাণ অবান্তর ঈশ্বর বলিয়া 'ঈশ্বর'-শব্দে তাহার নির্দ্দেশ হয়; আবার বিষ্ণু ব্যতীত অপর ঈশ্বরের বর্জ্জন (অভাব) হেতু তাহাকে অনন্যেশ্বরও বলা হয়"—এইরূপ স্মৃতিও রহিয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, মুখ্যপ্রাণও যদি চক্ষুরাদির ন্যায় ঈশ্বরাধীন হয়, তবে চক্ষুরাদির ন্যায় মুখ্যপ্রাণও অবান্তর ঈশ্বর হইতে পারে না। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ অকরণরূপযুক্তির সূচনার জন্যও 'মুখ্যপ্রাণ' এই পদটীই প্রযুক্ত হইয়াছে; যেহেতু শ্রুতি বলেন—"এই চক্ষুরাদি সকলেই করণস্বরূপ; কেবলমাত্র প্রাণই অকরণ; অতএব তাহাকে 'মুখ্য প্রাণ' বলা হয়"। এস্থলে সর্ব্বদা বিষ্ণুবশগামী, কদাপি অন্যথা নহে—এইরূপ উক্তিহেতু—উৎপত্তির ন্যায় পরাধীনত্ব বিষয়েও অপর কোন ব্যবস্থা হউক—এই আশঙ্কা নিরস্ত হইয়াছে। 'মুখ্যপ্রাণ তদুদ্ভব'—এইরূপ বলিলেই তাহা যে বিষ্ণুর বশীভূত—এই অর্থও উপলব্ধ হয়। তথাপি এস্থলে প্রাণের স্বাতন্ত্র্যশ্রুত্যাদিবশতঃ 'শ্রেষ্ঠশ্চ' এই অধিকরণোক্ত প্রাণের উৎপত্তি অযুক্তা—এইরূপ আশঙ্কা হওয়ায় প্রাণ-সম্বন্ধী 'ইহার বশে সর্ব্ব (জগৎ) স্থিত'—এই বিশেষবাক্যদ্বারা সামান্য স্বাতন্ত্র্যশ্রুতিসকল পরিচালিত হইতে পারে, অতএব তৎপরিহারার্থ 'বিষ্ণুর বশগ' এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব এই অধিকরণের পুনরুক্তি-দোষও হইল না। এই জন্যই এ অধিকরণটীকে ব্যবধানে এস্থলে উল্লেখ করিলেন।

সম্প্রতি অন্তিম পাদদ্বয়ের অর্থগত উপসংহার সূচনা-সহকারে অধ্যায়ার্থ উপসংহার করিতেছেন; যথা—'অতএব ভগবান্ পুরুষোত্তম সর্ব্ব-দোষ-বর্জ্জিত; সর্ব্বশঃ বেদদ্বারা তাঁহার গুণ-সমূহও অবিরুদ্ধ বলিয়া কথিত (হইয়াছে)'। এস্থলে 'অতএব' (তস্মাৎ) এই পদটীকে উত্তরার্দ্ধেও অনুবর্ত্তন-পূর্ব্বক পাদগত অর্থোপসংহার জ্ঞাতব্য। অতএব সম্পূর্ণ অর্থ এইরূপ—'অতএব' অর্থাৎ বিরোধী সর্ব্বশ্রুতির সাবকাশত্ব-প্রদর্শনহেতু

'তাঁহার' অর্থাৎ ভগবানের 'উক্ত' অর্থাৎ পূর্ব্বাধ্যায়োক্ত 'গুণ' অর্থাৎ স্রষ্টৃত্বাদি গুণসমূহ 'সর্ব্বশঃ বেদদ্বারা' অর্থাৎ বাহ্যযুক্তি ও শ্রুতি-স্মৃতি-যুক্তি-সমন্বিত বেদদ্বারা অথবা অধিভূত, অধিদৈব, পরমাত্মা, জীব ও অধ্যাত্মপ্রাণ-বিষয়ক সকল বেদবাক্যদ্বারা অবিরুদ্ধ। অনন্তর সমগ্র শ্লোকে অধ্যায়ার্থের উপসংহার হইতেছে ; যথা—'অতএব' অর্থাৎ সর্ব্ববিরোধের পরিহারহেতু ভগবান্ পুরুযোত্তম 'সর্ব্বদোষোজ্ঝিত' (সকল দোষনির্ম্মুক্ত) ; কেবল ইহাই নহে, পরন্তু 'তাঁহার' অর্থাৎ ভগবানের 'সর্ব্বশঃ বেদদ্বারা' অর্থাৎ সমগ্রবেদের সমন্বয়দ্বারা 'উক্ত' অর্থাৎ পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিত গুণ-সমূহও 'অবিরুদ্ধ' অর্থাৎ যুক্ত্যাদিবিরুদ্ধ হয় না ॥ ৬-৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্যবিবৃতিরূপা শ্রীমদ্রাঘবেন্দ্রযতি-প্রণীতা তত্ত্বমঞ্জরীর দ্বিতীয় অধ্যায় চতুর্থ পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২।৪ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রভিক্ষুপ্রণীতা সংক্ষেপভাষ্যবিবৃতিরূপা তত্ত্বমঞ্জরীর দ্বিতীয় অধ্যায় কথিত হইল ॥ ২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গং নিরয়ঞ্চ বিকর্ম্মণা।
মিথ্যাজ্ঞানেন চ তমো জ্ঞানেনৈব পরং পদম্।
যাতি তস্মাদ্ বিরক্তঃ সন্ জ্ঞানমেব সমাশ্রয়েৎ ॥১॥

তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমপাদস্থ ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্ ॥ ২। ত্র্যাত্মকত্বাত্তু ভূয়স্ত্বাৎ ॥ ৩। প্রাণগতেশ্চ ॥ ৪। অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ ॥ ৫। প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এবহ্যুপপত্তেঃ ॥ ৬। অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ ॥ ৭। ভাক্তং বাঽনাত্মবিত্ত্বাত্তথা হি দর্শয়তি ॥ ৮। কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং ॥ ৯। যথেতমনেবঞ্চ ॥ ১০। চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ ॥ ১১। আনর্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ। ১২। সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ ॥ ১৩। অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্ ॥ ১৪। সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ ॥ ১৫। স্মরন্তি চ ॥ ১৬। অপি সপ্ত ॥ ১৭। তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ ॥ ১৮। বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১৯। ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ ॥ ২০। স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে ॥ ২১। দর্শনাচ্চ ॥ ২২। তৃতীয়শব্দাবরোধঃ সংশোকজস্য ॥ ২৩। স্মরণাচ্চ ২৪। তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ ॥ ২৫। নাতিচিরেণ বিশেষাৎ ॥ ২৬। অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ ॥ ২৭। অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ ॥ ২৮। রেতঃ সিগ্‌যোগোঽথ ॥ ২৯। যোনেঃ শরীরম্ ॥

অনুবাদ—জীব শুভকর্ম্ম দ্বারা (অনিত্য) স্বর্গ, বিকর্ম্ম দ্বারা (অনিত্য) নরক, মিথ্যা-জ্ঞান (বিবর্ত্তবাদ বা মায়াবাদ) দ্বারা তমঃ

(নিত্য নরক) এবং ভগবজ্জ্ঞান দ্বারাই পরম পদ প্রাপ্ত হ'ন ; (অতএব) তদ্বিষয় অনুসন্ধান-পূর্ব্বক বিরক্ত হইয়া (যুক্তবৈরাগ্যসহ) ভগবজ্জ্ঞানকেই সমাশ্রয় করিবে ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য-রচিত অণুভাষ্যের তৃতীয়াধ্যায়
প্রথম পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

এবমুক্তদিশা নির্দ্দোষানন্তগুণো বিষ্ণুশ্চেৎ কিং ময়া কার্য্যমিত্যধিকারিণঃ শঙ্কায়াং মুক্তিহেতুভগবৎপ্রীত্যর্থং সাধনমনুষ্ঠেয়মিতি ভাবেন সাধনবিচারার্থোঽয়মধ্যায়ইতি ভাষ্যাদ্ ব্যক্তম্। তত্রাদ্যপাদে গত্যাগতিস্বর্গনরকগর্ভবাসাদিস্বরূপস্যৈবোক্ত্যা মুক্তিহেত্বীশপ্রীতিসাধনস্যানুক্তেঃ কথমস্য পাদস্যৈতদধ্যায়েঽন্তর্গতিরিতি চোদ্যনিরাসায় ফলতোঽন্তর্ভাবোক্তিপরতয়া 'তস্মাদ্ বিরক্তঃ সন্ জ্ঞানমেব সমাশ্রয়েৎ' ইত্যন্তিমভাষ্যমাদাবপ্যাকৃষ্য যোজ্যম্। তথা হি 'জীবঃ' ইত্যনুবৃত্তিঃ শেষো বা। 'তস্মাৎ ইতি ল্যব্লোপে ইতিপঞ্চমী, তদনুসন্ধায়েতি এতৎপাদপ্রতিপাদ্যমনুসন্ধায় জীবো বিরক্তো ভবন্নিতি জ্ঞানাদ্যসাধনে তজ্জন্যফলে চ বৈরাগ্যায় স্বর্গাদিস্বরূপনিরূপণমত্র ক্রিয়ত ইত্যর্থঃ।

ননু কথং বৈরাগ্যমপি মুক্তিহেতুগতিজনকম্ ?—যেন সাধনাধ্যায়ান্তর্ভাবোঽস্য পাদস্য স্যাদিত্যতোঽপি তস্মাদ্ বিরক্তঃ সন্নিতি। তস্মাদ্ বৈরাগ্যাৎ বি-শব্দবাচ্যে পরমাত্মনি—"বিঃ পক্ষিপরমাত্মনোঃ" ইত্যভিধানাৎ—বিশেষেণ রক্তঃ স্নেহযুক্তো

ভক্ত ইতি যাবৎ সন্ ভবন্নিতি। অন্যত্র বৈরাগ্যাদ্ ভগবতি ভক্তিদার্ঢ্যং ভবতীত্যর্থঃ।

নন্থ তাবতাপি কথমীশ্বরপ্রীতিঃ, "প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ" ইতিজ্ঞানস্যৈব মুক্তিহেতুপ্রীতিজনকত্বোক্তেরিত্যনূক্তং 'জ্ঞানমেব সমাশ্রয়েৎ' ইতি। অন্যত্র বৈরাগ্যাদ্ ভগবতি দৃঢ়ভক্তিমান্ সন্ সংশব্দোক্তৈঃ শ্রবণমননিদিধ্যাসনরূপসাধনৈরীশ্বরজ্ঞানমেবাশ্রয়েদিত্যর্থঃ। এবং পরম্পরয়া বৈরাগ্যস্য মুক্তিহেতুজ্ঞানোপায়ত্বোক্ত্যা বৈরাগ্যভক্ত্যুপাসনজ্ঞানপাদানাং চতুর্ণাং ক্রমবীজমপি সূচিতম্। তদুক্তমনুভাষ্যে—"বৈরাগ্যতো ভক্তিদার্ঢ্যং তেনোপাসা যদা ভবেৎ। আপরোক্ষং ভবেদ্ বিষ্ণোরিতি পাদক্রমো ভবেৎ॥"

নন্থ "ভূতবন্ধস্তু সংসারো মুক্তিস্তেভ্যো বিমোচনম্", "ভূতানাং বিনিবৃত্তিস্তু মরণম্" ইতি স্মৃতিভ্যাং মৃতিমাত্রেণ মুক্ত্যবগমাৎ কিং বৈরাগ্যাদিসাধনেনেত্যতঃ শুভাদিকৃতঃ মৃত্বা লোকান্তরং গচ্ছতো জীবস্য ভূতৈরবিনাভাবসমর্থনার্থং সূত্রং (১)—"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি" ইত্যাদি। তত্র বিশেষাশঙ্কাসমাধানাভ্যাং তদর্থস্যৈব সমর্থনার্থং (২-৬)—"ত্র্যাত্মকত্বাৎ" ইত্যাদীনি পঞ্চাধিকরণানি। তেষাং সূত্রাণাং তাৎপর্য্যার্থং ভাষতে—'শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম্' ইতি। 'জীব' ইত্যন্বেতি। যাতীত্যাকৃষ্যতে। ইহ মৃত্বা গচ্ছন্ জীবঃ শুভেন পুণ্যেন কর্ম্মণা স্বর্গং যাতি, ন তু শুভকর্ম্মকৃৎ মুক্ত্যাখ্যং পরং পদং যাতীত্যর্থঃ। তথা চ মরণমাত্রেণ পুনরাবৃত্তিমল্লোকস্যৈব প্রাপ্ত্যা মোক্ষাভাবাৎ, ভূতনিবৃত্তের্মুক্তিত্বেঽপি

মৃতৌ নিঃশেষভূতনিবৃত্তেরভাবাৎ। তদর্থং কাম্যশুভকর্ম্মণি বৈরাগ্যং বিধেয়মিতি ভাবঃ।

নমু তথাপি "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদিনা শুভ-কৃতোঽপি মুক্তিপ্রতীতের্ন পুণ্যে বৈরাগ্যং যুক্তমিত্যতঃ প্রাপ্তং (৭) —"ভাক্তং বানাত্মবিত্ত্বাত্তথা হি দর্শয়তি" ইতি। তস্যাপ্যর্থঃ— শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গমিতি। জ্ঞানেনৈব পরং পদং যাতীত্যেতদপ্যা-কৃষ্যতে। কাম্যকর্ম্মকৃচ্চেত্তদা সোমযাগাদিরূপশুভকর্ম্মণা স্বর্গং যাতি, ন তু মোক্ষং নাপি জ্ঞানমিত্যর্থঃ। "অপাম" ইতি শ্রুতৌ শ্রুতমমৃতং কিঞ্চিৎকালীনং স্বর্গাখ্যমেব, ন তু মুখ্যমিতি ভাবঃ। অকাম্যকৃচ্চেত্তদা সোমযাগাদ্যকাম্যশুভকর্ম্মণা জ্ঞানেনেতি শেষঃ, জ্ঞানেনৈব পরং যাতি ন তু সাক্ষাদিত্যর্থঃ। সাক্ষাদেব কুতো নেত্যতোঽপি জ্ঞানেনেতি। যতো জ্ঞানেনৈব পরং পদং যাতি ন ত্বন্যেনাত ইতি যোজ্যম্। "তমেবং বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ। জ্ঞানেনৈব পরং পদমিত্যস্যাত্রৈব বাচ্যত্বেঽপি জ্ঞানফলয়োঃ সর্ব্বাতিশয়দ্যোতনায়ান্তে ভাষণম্।

নন্বথাপি কৃতস্য কর্ম্মণঃ স্বর্গাদৌ ভোগেন নিঃশেষকরণাৎ "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইত্যাদেঃ কর্ম্মনিবন্ধনস্য বন্ধস্য কর্ম্মাভাবে স্থিত্যযোগাৎ কিং বৈরাগেণেত্যতঃ প্রাপ্তং (৮)—"কৃতাত্যয়েঽনু-শয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাম্" ইতি। তস্যাপ্যর্থঃ—শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গমিতি। বিকর্ম্মণেতি যাতীতি চান্বেতি। কর্ম্মণেত্যাদি তৃতীয়া সহযোগে—"সহযুক্তে প্রধান" ইতি পাণিনীয়স্মৃতৌ

বিনাপি তদ্‌যোগং তৃতীয়া ভবতীতি তদভিযুক্তব্যাখ্যানাৎ, "বৃদ্ধো যূনা তল্লক্ষণশ্চেদেব বিশেষ" ইত্যত্রেব। অস্বর্গমিতি চ পদচ্ছেদঃ। তচ্চ স্বর্গাদন্যমস্বর্গমিতি ভূলোকপরঃ—"নঞ্‌যুক্তমিবযুক্তমন্যস্মিন্ সদৃশাধিকরণে প্রতিপত্তিং গময়তি" ইতি শাব্দিকন্যায়াৎ, "ইমং চামুং চোভৌ লোকাবনুসঞ্চরতি" ইত্যাদৌ দ্যাবাভূম্যোঃ প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া প্রসিদ্ধেশ্চ। তথা চ কর্ম্মণা বিকর্ম্মণা চ সহ তদ্‌যুক্ত এবাস্বর্গং ভূলোকং যাতীত্যর্থঃ। স্বর্গাল্লোকাদ্‌ ভূলোকং পুণ্যাদিকর্ম্মশেষযুক্ত এব প্রাপ্নোতি। তথা হি স্বর্গাদৌ ভোগেন কর্ম্মণো নিঃশেষনাশাভাবাৎ তত্র বৈরাগ্যং কার্য্যমিতি যুক্তমিতি ভাবঃ।

নন্বথাপি কর্ম্মী যেন মার্গেণ স্বর্গাদিলোকং গতস্তেনৈব মার্গেণ ভূলোকং প্রত্যাগচ্ছতি। অপরিচিতমার্গান্তরকৃতক্লেশাভাবাচ্চাতীব কর্ম্মাদৌ বৈরাগ্যং ন বিধেয়মিত্যতঃ প্রাপ্তং (৯) —"যথেতমনেবঞ্চ" ইতি। তস্যাপ্যর্থঃ—শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গং যাতীতি। স্বর্গমস্বর্গমিতি চ দ্বেধা চ পদচ্ছেদঃ। আঙোঽপ্যত্রোপশ্লেষঃ। যথা তথেতি শেষঃ। তথা চ শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গং যথা যেন মার্গেণ যাতি। অস্বর্গং ভূলোকঞ্চ ঈষৎ তথা যাতীত্যর্থঃ—যেন মার্গেণ স্বর্গং প্রাপ্তঃ, তেনৈব মার্গেণ কিঞ্চিদ্দূরমাগত্য ততোঽর্ব্বাঙ্‌মার্গান্তরেণ ভূলোকং যাতীত্যর্থঃ। "ধূমাদভ্রম্" ইত্যাদি ভাষ্যোক্তশ্রুতেরিতি ভাবঃ। "ঈষদর্থে ক্রিয়াযোগে মর্য্যাদাভিবিধৌ চ যঃ। এতমাতংঙিতং বিদ্যাদ্‌-বাক্যস্মরণয়োরঙিৎ॥" ইতি শাব্দিকোক্তেরীষদর্থত্বমাঙো বোধ্যম্।

নন্বথাপি ন কর্ম্মণি বৈরাগ্যং,—"রমণীয়চরণা রমণীয়াং যোনিমাপদ্যতে" ইতি গমনাগমনাদেঃ কর্ম্মাঙ্গভূতাচারফলত্ব-শ্রবণেন কর্ম্মফলত্বাভাবাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (১০-১২)—"চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি" ইত্যাদি সূত্রত্রয়ম্। তস্যাপ্যর্থঃ—শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গাং যাতীতি। স্বর্গমস্বর্গং ভূম্যাদিকং বা যজ্ঞাদিকর্ম্মণা যাতি ন তু তদন্যেনাচারেণেত্যর্থঃ। শ্রুতৌ চরণশব্দস্য যজ্ঞাদি-কর্ম্মোপলক্ষণার্থত্বস্য বা যজ্ঞাদিকাম্যার্থত্বস্য বোপপত্তেরিতি ভাবঃ।

ননু তর্হি অস্তু কাম্যে যজ্ঞাদিকর্ম্মণি বৈরাগ্যং আগমনাদে-র্যজ্ঞাদিশুভকর্ম্মফলত্বাৎ; ন তু বিকর্ম্মণি বৈরাগ্যং,—পাপকৃতঃ প্রত্যবায়ভয়াভাবেন পতনাভাবাৎ। "বিভ্যৎ পততি পাদপাৎ" ইতি ন্যায়াদিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (১৩-১৫) "অনিষ্টাদি-কারিণামপি চ" ইত্যাদি সূত্রত্রয়ম্। তদর্থমাহ—নিরয়ঞ্চ বিকর্ম্মণা; মিথ্যাজ্ঞানেন চ তম ইতি। যাতীত্যন্বেতি। বীত্যভাববাচী বিরুদ্ধবাচী চ—"নামরূপাদ্ বিমুক্ত ইত্যত্রাপি নামরূপাবিমুক্তত্বমুচ্যতে বিপ্রিয় ইত্যাদিবৎ" ইতি ষট্প্রশ্নভাষ্যে বীত্যস্যাভাবার্থত্বোক্তেঃ। অনিষ্টাদিকারী হি দ্বিবিধঃ—অজ্ঞো মিথ্যাজ্ঞানী চেতি। তত্র দ্বয়োঃ ফলমুচ্যতে। বিকর্ম্মণা স্বোচিতকর্ম্মাননুষ্ঠানেন বিরুদ্ধ-কর্ম্মণা পাপকর্ম্মণা চ নিরয়ং যাতি; নরকঞ্চ প্রতিপদ্যন্তে, ন কেবলং শুভফলাপ্রাপ্তিমাত্রমিতি চার্থঃ। মিথ্যাজ্ঞানিনোঽ-ধিকঞ্চাহ—মিথ্যাজ্ঞানেন তমশ্চ যাতীতি। নরকমনুভূয় পশ্চান্নিত্য-নরকং তমশ্চ প্রাপ্নোতি। মিথ্যাজ্ঞানাৎ বিকর্ম্মণি মিথ্যাজ্ঞানে চ বৈরাগ্যং বিধেয়মিতি ভাবঃ।

ননু নিত্যনরকো নাম নাস্ত্যেব,—"যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ" ইতি নরকভোগস্যানিত্যত্বোক্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (১৬)—"অপি সপ্ত" ইতি। তস্যাপ্যর্থঃ—নিরয়ং তম ইতি চ নরকভেদোক্ত্যা সূচিতঃ,—"রৌরবোঽথ মহান্" চেতি স্মৃতৌ নিত্যানিত্যনরক-বিভাগোক্ত্যা "যাবদিন্দ্রাঃ" ইত্যাদেরনিত্যনরকবিষয়ত্বেন নিত্য-নরকস্য তমসো ভাবাদিতি ভাবঃ।

নন্বথাপি নরকস্য দুঃখাত্মকত্বান্নরকে তৎসাধনে বা ন বৈরাগ্যং কার্য্যম্। ন চ তস্য দুঃখরূপতাঙ্গীকর্ত্তুং শক্যা। তস্য দুঃখাত্মকত্বে তদ্ভোক্তৃজীবাপ্রেরকত্বে হরেঃ "সর্ব্বং প্রবর্ত্তয়তি" ইতি সর্ব্বপ্রেরকত্বশ্রুতিবিরোধেন তৎপ্রেরকত্বে বাচ্যে দুঃখভোক্তৃ-নরকস্থপ্রেরকস্য হরেরপি দুঃখভোগপ্রসঙ্গাদিত্যতো দুঃখা-ভোগেনৈব তৎপ্রেরকত্বং হরের্ব্বক্তুং সূত্রং (১৭)—"তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদবিরোধঃ" ইতি। তস্যাপ্যর্থমাহ—নিরয়ঞ্চ বিকর্ম্ম-ণেতি। 'বেঃ' বি-শব্দবাচ্যস্য পরমাত্মনঃ কর্ম্মণা প্রেরণরূপ-ব্যাপারেণ জীবো নিরয়ঞ্চ যাতীতি যোজ্যম্। ন কেবলমিতরা-বস্থাঃ নরকদুঃখমপি তৎপ্রেরণয়ৈবানুভবতি জীব ইতি চার্থঃ। দুঃখরূপনরকানুভবিতৃপ্রেরকত্বেঽপি ঈশ্বরস্যেশ্বরত্বাদেব দুঃখ সাক্ষাৎ-কারকৃতনীচোচ্চতারূপভোগাভাবোপপত্তেরিতি ভাবঃ।

নন্বথাপি "অথৈতয়োঃ পথোর্নৈকতরেণ চ তানীমানি চ ক্ষুদ্র-মিশ্রাণ্যসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি ইতি শ্রুতাবেতয়োর্দেবযান-পিতৃযাণয়োর্ম্মধ্যে যান্ত্যেকেনাপি পথা ন গচ্ছন্তি তানীমানি অন্নানি সুখদুঃখমিশ্রাণি সদাগত্যাদিমন্তীতি দেবযান-পিতৃযান-

রূপফল এব জীবানাং স্বাতন্ত্র্যং প্রতীয়তে। ন হি পুরুষপ্রযত্নাবিষয়ে ন গচ্ছন্তীতি প্রয়োগো যুজ্যতে। অতো "মূলে লব্ধফলো নৈব শাখাগ্রং গন্তুমিচ্ছতি" ইতি ন্যায়েন ফল এব স্বাতন্ত্র্যাৎ কিং বৈরাগ্যরূপসাধনেনেত্যতঃ প্রাপ্তং (১৮)—"বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ" ইতি। তদর্থমাহ—জ্ঞানেনৈব পরং পদং যাতীতি। শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গমিত্যনুবর্ত্ত্যং কর্ম্মণৈবেত্যেবকারান্বয়ঃ। শুভকর্ম্মণৈব স্বর্গং যাতি, ভগবজ্‌জ্ঞানেনৈব পরমং পদং যাতি, ন তু স্বর্গং পরমং পদং বা স্বাতন্ত্র্যেণ যাতীত্যেবকারার্থঃ। তথা চ ফলরূপয়োঃ পরপদযান-স্বর্গযানরূপ-দেবযান-পিতৃযাণয়োর্জ্ঞান-কর্ম্মরূপসাধকায়ত্তত্বেন জীবানাং তত্র ফলে স্বাতন্ত্র্যাভাবাদীশাধীনমপি স্বাতন্ত্র্যং কর্ম্মাদিরূপসাধন এবেতি কাম্যকর্ম্মণি বৈরাগ্যং কার্য্যমেবেতি ভাবঃ।

যত্তু যত্র দুঃখং তত্র সুখমিতি ব্যাপ্তেস্তমস্যপি সুখমস্তীত্যতস্তস্য দুঃখৈকরূপত্বং বক্তুং (১৯-২৩)—"ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ" ইত্যাদি সূত্রপঞ্চকম্। তস্যাপ্যর্থঃ—বিকর্ম্মফলদুঃখরূপনিরয়াদপি মিথ্যাজ্ঞানফলত্বেন তমসো বিশিষ্যোক্ত্যা সংগৃহীতো বোধ্যঃ—"তীর্য্যক্ষু নরকে চৈব সুখলেশো বিধীয়তে" ইত্যাদেঃ নরকে সুখলেশসত্ত্বেঽপি তমসি তদভাবসূচনাৎ।

নন্বথাপি ন কর্ম্মণি বৈরাগ্যং যুক্তং—"ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি" ইতি শ্রুতৌ কর্ম্মকৃতো মহাসুখহেতুদেবতাভাবস্যোক্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তং (২৪)—"তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ" ইতি। তস্যাপ্যর্থমাহ—জ্ঞানেনৈব পরং পদং যাতীতি। শুভেনেত্যাকৃষ্যান্বেতি।

স্বর্গমেবেত্যেবকারান্বয়ঃ। শুভেন কর্ম্মণা জীবঃ স্বর্গমেব যাতি, ন তু দেবতাত্বাদিকম্। কুতঃ ?—যতো জ্ঞানেনৈব স্বযোগ্য-জ্ঞানেনৈব পরং উত্তমং পদং স্বর্গরূপং দেবত্বং দেবতাপদবীং বা যাতি ; ন তু কর্ম্মণা, "বিদ্যাগম্যং পদং যস্মাৎ ইত্যুক্তেরিত্যর্থঃ। ধূমো ভূত্বেতিশ্রুতিস্থা ধূমাদিভাবপ্রাপ্তিশ্চ তদ্গতৌ গতিরেব চেত্যাদিস্মৃতের্দ্দেবতাসাযুজ্যপরেতি ভাবঃ।

যত্তু স্বর্গাদবরূঢ়স্য কর্ম্মিণঃ "যথেতমাকাশমাকাশাদি বায়ুঃ বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি ধূমোভূত্বাভ্রং ভবতি অভ্রো ভূত্বা মেঘো ভবতি" ইত্যাদৌ বহুস্থানপ্রাপ্ত্যুক্তেঃ অনেকস্থানেষু কল্পান্ততত্ত-দ্দেবতাসাযুজ্যেন মহাসুখহেতুত্বাৎ কিং কর্ম্মণি বৈরাগ্যেণেত্যতঃ প্রাপ্তং (২৫)—"নাতিচিরেণ বিশেষাৎ" ইতি সূত্রম্। তদর্থস্তু—'শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম্' ইতি। প্রাচীনভাষ্যেণৈব ভোগাবশিষ্ট-শুভকর্ম্মাদিসহিতো জীবঃ 'আ' ঈষৎ অল্পকালেনৈব অস্বর্গং স্বর্গাদন্যদ্ ভূম্যাদিকং যাতি, ন তু চিরেণেতি যোজনয়া—সংগ্রহসম্ভবান্ন পৃথগুক্তিঃ। "স্বর্গাল্লোকাদবাক্ প্রাপ্তো বৎসরাৎ পূর্ব্বমেব তু। মাতুঃ শরীরমাপ্নোতি" ইত্যাদেরিতি।

নন্বু "ত ইহ ব্রীহিযবা ওষধিবনস্পতয়স্তিলা মাষা ইতি জায়ন্তে" ইতি শ্রুতৌ কর্ম্মিণো ব্রীহ্যাদিভাবশ্রবণাৎ সুখসাধনতয়া বেদোপদিষ্ট কর্ম্মবতাং ব্রীহ্যাদিভাবেন্ন দুঃখিত্বে "ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াং" ইত্যাদি বেদবিহিতবৈরাগ্যাদপি তচ্ছঙ্কা স্যাৎ। যজ্ঞানাং হিংসাযুতত্বেন ততঃ পাপস্য সম্ভবেন দুঃখহেতুত্বস্য ন্যায্যত্বেন সুখহেতুত্বেন বিধানাযোগাচ্চেত্যতঃ প্রাপ্তম্ (২৬-২৭)—

"অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ" ইত্যাদিযোগদ্বয়ম্। তদর্থস্যাপি—শুভেনৈবেতি ভাষ্যেণৈব শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গং যাতীতি যজ্ঞাদিকর্ম্মণঃ শুভত্বস্বর্গরূপসুখহেতুত্বয়োরুক্ত্যা তথা শুভেন কর্ম্মণাঽস্বর্গং স্বর্গাদন্যৎপদমিত্যন্বেতিব্রীহ্যাদিস্থানমেব যাতি, ন তু তদ্ভাবং প্রাপ্নোতীত্যুক্ত্যা চ—সংগ্রহো বোধ্যঃ। যাগীয়হিংসায়াঃ ব্রহ্মহিংসাবন্নিষিদ্ধত্বাভাবাৎ, প্রত্যুত "বায়ব্যং শ্বেতমালভেত" ইতি বিহিতত্বাচ্চ পাপাহেতুত্বেন শুভত্বাৎ পাপাহেতুত্বেনৈব দুঃখানাপাদকত্বাত্তদ্যুক্তযজ্ঞানাং সুখসাধনত্বং দুঃখাহেতুত্বঞ্চ যুক্তমেব। "ব্রীহিযবা" ইতি শ্রুতিস্তু ব্রীহ্যাদ্যভিমানিজীবেন স্থানৈক্যপরেতি ভাবঃ।

যস্তু "স্বর্গাদবাগ্ গতশ্চাপি মাতুরেবোদরং ব্রজেৎ" ইত্যুক্তেঃ স্বর্গাদবরূঢ়স্য পিতৃপ্রবেশং বিনৈব মাতৃপ্রবেশ ইত্যাশঙ্ক্য পিতৃক্রমেণ মাতৃপ্রবেশং বক্তুং সূত্রং (২৮)—"রেতঃসিগ্‌যোগোঽথ" ইতি। যচ্চ "দেহং গর্ভস্থিতং ক্বাপি প্রবিশেৎ স্বর্গতো গতঃ" ইত্যুক্তেঃ। পিতৃপ্রবেশং যোনিপ্রবেশং বিনৈব মাতৃপ্রবেশোঽস্তু, আস্তীকাদৌ দর্শনাৎ। দ্রুপদ-মান্ধাতৃশুকাদৌ দর্শনান্মাতৃপ্রবেশোঽপি ব্যর্থ এবেত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মিণাং পিতৃক্রমেণ যোনিদ্বারা মাতৃপ্রবেশোক্ত্যর্থং সূত্রং (২৯)—"যোনেঃ শরীরম্" ইতি। তত্র পিত্রাদিক্রমেণৈব জননমৌৎসর্গিকম্। ক্বচিদন্যথাভাবো বলবৎকারণকৃত ইতি ভাবেন প্রসিদ্ধত্বাৎ পিত্রাদিক্রমমুক্ত্বান্যথাভাবেঽপিহেতুমাহ—জ্ঞানেনৈব পরং পদং যাতীতি। শুকাদিজীবো যৎ পরমন্যৎ স্থানং প্রসিদ্ধং মাতাপিত্রাদিস্থানং বিনা

যৎ স্থানান্তরং পুরুষমাত্রপ্রভৃতিং যাতি তজ্‌জ্ঞানেনৈব ভগবজ্‌-জ্ঞানপ্রভাবেণৈবেত্যর্থঃ। তেষাং জ্ঞানিত্বেন জ্ঞানপ্রভাবাৎ ক্বচিদন্যথাত্বেঽপি কর্ম্মী পিতৃপ্রবেশক্রমেণৈব মাতৃশরীরং প্রতিপদ্যত ইতি নিয়মাদ্ বিধেয়মেব কর্ম্মণি বৈরাগ্যমিতি। তদুক্তমনুভাষ্যে— "জীবপুরুষযোনীনাং সঙ্গতিনিয়মোজ্ঝিতিম্। অথ-শব্দেন ভগবানাহ কারণতশ্চ তাম্" ইতি; উক্তঞ্চ ন্যায়-বিবরণে—"বিশেষকারণাদেব বিশেষাজ্জনিরিষ্যতে। সামান্য-জননঞ্চৈব নৃণাং সামান্যহেতুতঃ" ইতি; উক্তঞ্চ সুধায়াং—"জন্মকারণাদৃষ্টাকৃষ্টো জন্তুর্বীজাদিসম্বন্ধেন শরীরমাপদ্যত ইত্যুৎ-সর্গঃ। স চ ক্বচিজ্‌জ্ঞানতপোযোগাদিলক্ষণেন কারণবিশেষেণা-পোদ্যতে" ইত্যাদি।

এবং সংক্ষেপতো নিরূপিতস্যৈতৎপাদীয়াশেষনয়ার্থস্য পরম্পরয়া মুক্তিহেতৌ বৈরাগ্যে উপযোগং বদন্নুপসংহরতি —তস্মাদিতি। জ্ঞানাদন্যস্যাস্থিরানর্থফলসাধনত্বাৎ, জ্ঞানস্যৈব স্থিরমহাফলসাধনত্বাৎ, অন্যত্র বিরক্তঃ সন্ ভগবজ্‌জ্ঞানমেব সৎপদোক্ত-ভক্তিশ্রবণাদিসাধনৈরাশ্রয়েৎ সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ॥ ১॥

ইতি শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ রাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং তৃতীয়াধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥ ৩.১ ॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

সম্প্রতি অধিকারী পুরুষের আশঙ্কা হইতে পারে যে, পূর্ব্বোক্ত প্রণালী-ক্রমে বিষ্ণু যদি নির্দ্দোষ অনন্তগুণশালী প্রতিপাদিত হন, তাহা হইলে

আমার কর্ত্তব্য কি ? অতএব আশঙ্কা-নিবৃত্তির জন্য মুক্তিহেতু ভগবৎ-প্রীত্যর্থ সাধনানুষ্ঠান কর্ত্তব্য—এই অভিপ্রায়ে সাধন-বিচারের জন্য এই তৃতীয় অধ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছে,—ইহা ভাষ্যে প্রকাশিত।

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, এই অধ্যায়ের প্রথমপাদে জীবের পরলোকে গমন, ইহলোকে পুনরাগমন, স্বর্গ, নরক ও গর্ভবাসাদির স্বরূপই কথিত হইয়াছে, পরন্তু মুক্তির হেতু ঈশ্বর-প্রীতি-সাধন বর্ণিত হয় নাই। অতএব এই পাদটী কিরূপে এই অধ্যায়ের অন্তর্গত হইতে পারে ? সুতরাং এই আপত্তি-নিরাসার্থ এই পাদটী যে ফলতঃ এই অধ্যায়েরই অন্তর্গত—ইহা বলিবার জন্য 'তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান-পূর্ব্বক বিরক্ত হইয়া জ্ঞানকেই সমাশ্রয় করিবে'—এই অন্তিম ভাষ্যবচনকে এস্থলেও আকর্ষণ-পূর্ব্বক যোজনা করিতে হইবে। পূর্ব্ব হইতে 'জীব' এই পদটীর অনুবর্ত্তন হইবে ; অথবা, অর্থাধীনই উহা জ্ঞাতব্য। 'তস্মাৎ' এই পদে 'ল্যপ্' প্রত্যয়ের লোপে পঞ্চমী বিভক্তি। অতএব অর্থ এইরূপ—'তস্মাৎ' অর্থাৎ তাহাকে অনুসন্ধান করিয়া অর্থাৎ এতৎপাদ-প্রতিপাদ্য (স্বর্গে-নরকে গমনাগমন প্রভৃতি) বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া জীব বিরক্ত হইয়া (জ্ঞানকেই সমাশ্রয় করিবে)। অতএব জ্ঞান ব্যতীত অন্য সাধন ও তৎফল-বিষয়ে বৈরাগ্যের উৎপাদনের জন্য এই প্রথম পাদে স্বর্গাদির স্বরূপ নিরূপণ করা হইতেছে।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, এই প্রথম পাদে মুক্তির হেতুভূত জ্ঞানের জনক বৈরাগ্যের উৎপাদনার্থ স্বর্গাদির স্বরূপ কথিত হইয়াছে 'বলিয়া এই পাদকে সাধনাধ্যায়ের অন্তর্গত বলা হইল। পরন্তু বৈরাগ্যই বা কিরূপে মুক্তির হেতুভূত জ্ঞানের জনক হয় ? অতএব বলিলেন,—'তাহা হইতে বিরক্ত হইয়া'। 'তাহা হইতে' অর্থাৎ বৈরাগ্য হইতে 'বি' অর্থাৎ পরমাত্মবস্তুতে 'রক্ত' স্নেহযুক্ত অর্থাৎ ভক্ত হইয়া (জ্ঞানকে সমাশ্রয়

করিবে)। অভিধানে—'বি'-শব্দ পক্ষীর ও পরমাত্মার বাচক দৃষ্ট হয়। অতএব তাৎপর্য্য এই যে, অন্য বিষরে বৈরাগ্য হইতেই ভগবদ্‌বিষয়ে ভক্তির দৃঢ়তা জন্মে।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, ভক্তি হইলেই ঈশ্বর-প্রীতি কিরূপে হইবে? কারণ, "আমি জ্ঞানিব্যক্তির অতিপ্রিয় এবং জ্ঞানীও আমার প্রিয়"—এই বাক্যে জ্ঞানকেই মুক্তির হেতুভূত প্রীতিজনক বলা হইয়াছে। ইহারও উত্তর বলিতেছেন—'জ্ঞানকেই সমাশ্রয় করিবে' অর্থাৎ বৈরাগ্য হইতে ভগবদ্‌বস্তুতে দৃঢ়ভক্তিযুক্ত হইয়া ('সমাশ্রয়'—এই) 'সম্' শব্দোক্ত শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন (নিরন্তর ধ্যান)রূপ সাধনসমূহদ্বারা ঈশ্বরজ্ঞানকেই 'আশ্রয়' করিবে। এইরূপ পরম্পরাক্রমে বৈরাগ্য মুক্তির হেতুভূত জ্ঞানের উপায়রূপে কথিত হওয়ায় এস্থলে বৈরাগ্য, ভক্তি, উপাসনা ও জ্ঞানপ্রতি-পাদক পাদচতুষ্টয়ের ক্রমমূলও সূচিত হইয়াছে। তন্ত্রভাষ্যেও বলিয়াছেন যে, "বৈরাগ্য হইতে ভক্তির দৃঢ়তা ও তাহা হইতে যে-কালে উপাসনা সিদ্ধ হয়, তৎকালে বিষ্ণু-বিষয়ে অপরোক্ষ-জ্ঞান জন্মিয়া থাকে—ইহাই এই অধ্যায়ের পাদক্রমমূল জানিবে।"

সম্প্রতি আশঙ্কা হইতেছে যে, "ভূতগণকর্তৃক আবদ্ধ হওয়াই জীবের সংসার এবং তাহা হইতে বিমোচনই মুক্তি" ও "মরণই ভূতগণের নিবৃত্তি"—এই স্মৃতিবাক্যদ্বয় হইতে মরণমাত্র মুক্তি জানা যাইতেছে। অতএব বৈরাগ্যাদি সাধনের প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কার সমাধানার্থ শুভাশুভ কর্ম্মরত পুরুষের মরণান্তর লোকান্তর-প্রাপ্তি হইলেও ভূতসংসর্গ-ত্যাগ হয় না—এই বিষয়টি বলিবার জন্য (১)—"তদন্তরপ্রতিপত্তৌ রংহতি সংপরিষক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাম্" —এই সূত্র বলিয়াছেন এবং এ বিষয়ে বিশেষ আশঙ্কা ও তাহার সমাধানদ্বারা উক্ত সূত্রার্থেরই সমর্থনের জন্য (২-৬)—(২) "ত্র্যাত্মকত্বাত্তু

ভূয়স্ত্বাৎ," (৩) "প্রাণগতেশ্চ," (৪) "অগ্ন্যাদিগতিশ্রুতেরিতি চেন্ন ভাক্তত্বাৎ," (৫) "প্রথমেঽশ্রবণাদিতি চেন্ন তা এব হ্যুপপত্তেঃ" ও (৬) "অশ্রুতত্বাদিতি চেন্নেষ্টাদিকারিণাং প্রতীতেঃ"—এই অধিকরণ-পঞ্চক বলিয়াছেন। এই সূত্রসমূহের তাৎপর্য্যার্থ বলিতেছেন—'শুভকর্ম্মদ্বারা স্বর্গে'। 'জীব' এই পদের পূর্ব্ব হইতে অন্বয় ও 'যাতি' (গমন করেন) —এই পদের পশ্চাৎ হইতে এস্থলে আকর্ষণ হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—ইহলোকে মৃত্যুলাভ করিয়া গতিশীল জীব 'শুভ' অর্থাৎ পুণ্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গে গমন করেন, পরন্তু শুভকর্ম্মকারী মুক্তিরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হন না; কারণ, মরণমাত্র পুনরাবৃত্তিবিশিষ্ট লোকেরই প্রাপ্তিহেতু মোক্ষের অভাব হইতেছে। আর ভূতনিবৃত্তিই মোক্ষ হইলেও মরণে নিঃশেষরূপে ভূতনিবৃত্তি হয় না। অতএব ভূতনিবৃত্তি বা মুক্তির জন্য কাম্য শুভকর্ম্মের প্রতি বৈরাগ্য কর্ত্তব্য।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, "যেহেতু আমরা যজ্ঞে সোমরস পান করিয়াছি, অতএব আমরা অমৃত (অমর) হইয়াছি" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা শুভকর্ম্মকারীরও মুক্তিপ্রতীতিহেতু পুণ্যের প্রতি বৈরাগ্য যুক্ত নহে। অতএব এই শঙ্কার সমাধানার্থ (৭)—"ভাক্তং বাঽনাত্মবিত্ত্বাত্তথা হি দর্শয়তি" এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'শুভকর্ম্মদ্বারা স্বর্গে'। 'জ্ঞানদ্বারাই পরমপদ প্রাপ্ত হয়'—এই পশ্চাদ্বর্ত্তি-বাক্যকে এ স্থলে আকর্ষণ করিতে হইবে। অতএব অর্থ—জীব যদি কাম্যকর্ম্মকারী হ'ন, তাহা হইলে সোমযাগাদিরূপ পুণ্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হ'ন, পরন্তু মোক্ষ কিংবা জ্ঞান প্রাপ্ত হ'ন না। "যেহেতু আমরা যজ্ঞে সোমরস পান করিয়াছি" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত অমরত্ব কিঞ্চিৎকালীন স্বর্গ-নামকই জানিবে; উহা মুখ্য অমৃত নহে। আর যদি অকামকারী হ'ন, তাহা হইলে সোমযাগাদি শুভকর্ম্মজাত জ্ঞানদ্বারাই পরমপদ প্রাপ্ত হ'ন, পরন্তু সাক্ষাৎ সোমযাগ-

দ্বারাই পরমপদ প্রাপ্ত হন না। সোমযাগ হইতেই বা সাক্ষাৎ পরমপদ লাভ হয় না কেন? অতএব বলিলেন—জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ "তাঁহাকে এইরূপে অবগত হইয়া জ্ঞানবান্ পুরুষ অমৃত হ'ন, এতদ্ব্যতীত মুক্তির অন্য পথ নাই" এই শ্রুতিবাক্যানুসারে জ্ঞানদ্বারাই পরমপদ প্রাপ্ত হ'ন, অন্য উপায়ে প্রাপ্ত হন না—এইরূপ অর্থ যোজনা করিতে হইবে। 'জ্ঞানদ্বারাই পরম পদ'—এই বাক্যটী এই স্থলে (অর্থাৎ পাদের সর্ব্বাগ্রেই) বক্তব্য হইলেও জ্ঞান ও তৎফলের সর্ব্বোৎকর্ষ-সূচনার জন্য অন্তে বলিয়াছেন।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, স্বর্গাদিলোকে সুখাদিফলভোগদ্বারাই কৃত-কর্ম্মের ক্ষয় হয় বলিয়া 'কর্ম্মদ্বারা জীব বদ্ধ হয়' ইত্যাদি বাক্যোক্ত কর্ম্মজনিত বন্ধ কর্ম্মাভাবে আর থাকিতে পারে না। অতএব বৈরাগ্য অনুষ্ঠানের আর প্রয়োজন কি? এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৮) "কৃতাত্যয়েঽনুশয়বান্ দৃষ্টস্মৃতিভ্যাং—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—শুভকর্ম্মদ্বারা স্বর্গে 'বিকর্ম্মণা' ও 'যাতি' এই পদদ্বয়েরও অন্বয় হইবে। 'কর্ম্মণা'—এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি-সহযোগে জ্ঞাতব্য। "সহযুক্তে প্রধানে"—এই পানিনীয় সূত্রে পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, 'সহা'র্থক শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও তাহার অর্থ প্রকাশ পাইলেই তৃতীয়া হইতে পারে। যেরূপ "বৃদ্ধো যূনা তল্লক্ষণশ্চেদেব বিশেষঃ"—এস্থলে 'সহার্থক' শব্দের উল্লেখ না থাকিলেও সহার্থ প্রকাশিত বলিয়া 'যূনা'—এই পদে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া "যুবকের সহিত বৃদ্ধ যদি তাঁহার লক্ষণযুক্ত হয়, তাহা হইলেই বিশেষ"—এইরূপ অর্থ হইতেছে। 'শুভেন কর্ম্মণা স্বর্গম্'—এই বাক্যে 'কর্ম্মণা অস্বর্গম্' এইরূপ পদবিভাগ ও পক্ষান্তরে করিতে হইবে। অতএব 'অস্বর্গ' অর্থ স্বর্গ হইতে অন্য অর্থাৎ ভূলোক, যেহেতু ব্যাকরণের নিয়ম রহিয়াছে যে, 'নঞ্' ও

'ইব'—এই শব্দদ্বয় যে পদের সহিত যুক্ত হয়, সেই পদটী তখন নিজ হইতে ভিন্ন অথচ নিজ-সদৃশ অপর একটি আধারের প্রতীতি-জনক হয়। অতএব এস্থলেও 'নঞ্' শব্দ স্বর্গ-পদের সহিত যুক্ত হওয়ায় 'অস্বর্গ'পদে স্বর্গভিন্ন অথচ তৎসদৃশ পৃথিবীরূপ আধারের জ্ঞাপক। 'এই লোক ও ঐ লোক, এই উভয়লোকে নিরন্তর বিচরণ করেন'—এই শ্রুতিতেও স্বর্গ এবং পৃথিবী প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে প্রসিদ্ধ। অতএব অর্থ এইরূপ—কর্ম্মের ও বিকর্ম্মের সহিত তদ্‌যুক্ত হইয়াই 'অস্বর্গ' অর্থাৎ ভূলোকে গমন করেন ('যাতি') অর্থাৎ পুণ্যাদিকর্ম্মের অবশেষযুক্ত অবস্থায়ই স্বর্গ হইতে ভূলোক প্রাপ্ত হন। অতএব স্বর্গাদিতেও ভোগ-দ্বারা নিঃশেষরূপে কর্ম্মক্ষয় হয় না বলিয়া স্বর্গাদি-বিষয়ে বৈরাগ্য কর্ত্তব্য, —এইরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গতই হয়।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, সৎকর্ম্মী পুরুষ যে উত্তম-মার্গদ্বারা স্বর্গাদি লোকে গমন করেন, যদি স্বর্গাদিভোগান্তে আবার সেই পরিচিত পথেই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন, তাহা হইলে অপরিচিত অপর মার্গকৃত কোন ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। অতএব তাদৃশ উত্তম-মার্গে গমনাগমনের মূলকারণস্বরূপ যজ্ঞাদি শুভকর্ম্মে বৈরাগ্য কর্ত্তব্য নহে। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৯)—"যথেতমনেবঞ্চ" এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ— 'শুভকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গে'। এস্থলে 'স্বর্গ' ও 'অস্বর্গ' এই দুইরূপেই পদবিভাগ হইবে। 'অস্বর্গ' পক্ষে একটী 'আঙ্' উপসর্গ (অর্থাৎ 'আ')ও এস্থলে বিভাগ করিবে (যথা—কর্ম্মণা+আ+অস্বর্গ='কর্ম্মণাঽস্বর্গং')। অর্থাধীন 'যথা' ও 'তথা'—এই পদ দুইটীর অধ্যাহারও কর্ত্তব্য। অতএব অর্থ— শুভকর্ম্মদ্বারা স্বর্গলোকে 'যথা' অর্থাৎ যে মার্গদ্বারা গমন করেন, 'অস্বর্গ' অর্থাৎ ভূলোকেও 'আ' অর্থাৎ ঈষৎ 'তথা' অর্থাৎ সেই মার্গদ্বারা গমন (প্রত্যাগমন) করেন। তাৎপর্য্য এই যে, যে-মার্গদ্বারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত

হ'ন, প্রত্যাবর্ত্তনকালেও সেই মার্গদ্বারাই কতকদূর আসিয়া অনন্তর অন্যমার্গযোগে ভূলোক প্রাপ্ত হন। ভাষ্যোক্ত শ্রুতিতেও প্রত্যাগমনকালীন কথঞ্চিৎ নূতন মার্গের উল্লেখ হইতেছে ; যথা—(গমনকালে) "ধূম হইতে অভ্র, অভ্র হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন ; আবার (প্রত্যাগমনকালে) চন্দ্রলোক হইতে আকাশে আসেন ; আকাশ হইতে বায়ুরূপ প্রাপ্ত হন, বায়ু হইয়া ধূম হন, ধূমভাব হইতে অভ্ররূপে পরিণত হন এবং অভ্র হইতে মেঘরূপে পৃথিবীতে বর্ষিত হন" (অনন্তর বৃষ্টিরূপে পৃথিবীস্থ শস্যাদিতে প্রবেশ, তথা হইতে অন্নসংযোগে পিতৃরূপি-পুরুষ-দেহে প্রবেশ ও তথা হইতে শুক্রসংযোগে মাতৃরূপা নারী-জঠর-প্রাপ্তি)। এস্থলে পূর্ব্বোক্ত 'আঙ্' (আ)-উপসর্গটী 'ঈষৎ' অর্থে প্রযুক্ত। "ঈষদর্থ, ক্রিয়াযোগ, মর্য্যাদা (সীমা) ও অভিবিধি (অভিব্যাপ্তি) অর্থে 'আঙ্'-উপসর্গ 'ঙিৎ' এবং বাক্য ও স্মরণ-বিষয়ে 'অঙিৎ' এই শাব্দিক নিয়মবচন হইতে 'আঙ্' উপসর্গের 'ঈষৎ'-অর্থ জানা যায়।

তথাপি কর্ম্মবিষয়ে বৈরাগ্য সঙ্গত নহে ; কারণ, "রমণীয়চরণ পুরুষ রমণীয়া যোনি (উত্তম জাতি) প্রাপ্ত হ'ন" ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্ম্মের অঙ্গভূত 'চরণ' অর্থাৎ আচারকেই গমনাগমনের কারণরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কর্ম্মকে নহে। এই আশঙ্কার সমাধানার্থ (১০-১২)—(১০) "চরণাদিতি চেন্ন তদুপলক্ষণার্থেতি কার্ষ্ণাজিনিঃ", (১১) "অনার্থক্যমিতি চেন্ন তদপেক্ষত্বাৎ" ও (১২) "সুকৃতদুষ্কৃতে এবেতি তু বাদরিঃ"—এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'শুভকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গলাভ করেন' অর্থাৎ স্বর্গ অথবা অস্বর্গ অর্থাৎ ভূলোক যজ্ঞাদিকর্ম্ম দ্বারাই প্রাপ্ত হ'ন, তদ্ভিন্ন আচার দ্বারা নহে। সুতরাং শ্রুতিস্থ 'চরণ'-শব্দ যজ্ঞাদি কর্ম্মের উপলক্ষণ অথবা যজ্ঞাদি কাম্যকর্ম্মার্থকরূপে উপপন্ন হইতে পারে।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, গমনাগমন যজ্ঞাদি শুভকর্ম্মের ফল বলিয়া

তাদৃশ কাম্য-যজ্ঞাদিতেই বৈরাগ্য হওয়া উচিত, পরন্তু বিকর্ম্ম অর্থাৎ পাপকর্ম্মে বৈরাগ্য উচিত নহে ; কারণ, ভয়হেতুই বৃক্ষাদি উচ্চস্থান হইতে পুরুষের পতন দৃষ্ট হয় বলিয়া যেহেতু পাপকারীর চিত্তে কোনরূপ পাপভয় নাই, সুতরাং তাহার পরলোক হইতে পতনও হইতে পারে না। অতএব এই আশঙ্কার নিরাসার্থ (১৩-১৫)—(১৩) "অনিষ্টাদিকারিণামপি চ শ্রুতম্", (১৪) "সংযমনে ত্বনুভূয়েতরেষামারোহাবরোহৌ তদ্গতিদর্শনাৎ" ও (১৫) "স্মরন্তি চ"—এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—অর্থাৎ বিকর্ম্মদ্বারা নিরয়ও এবং মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা তমঃও (প্রাপ্ত হয়)। 'যাতি' (প্রাপ্ত হয়)—এই পদটীরও অন্বয় হইবে। 'বিকর্ম্মণা' এই পদে 'বি' এই উপসর্গটী অভাব-বাচক ও বিরুদ্ধবাচক। ষট্‌প্রশ্নভাষ্যেও 'বি'-এই উপসর্গের অভাব-অর্থ কথিত হইয়াছে ; যথা—"নাম-রূপ হইতে 'বিমুক্ত' এই পদেও নাম-রূপ হইতে অবিমুক্ত—এইরূপ কথিত হয় ; যেমন বিপ্রিয়।" অতএব অনিষ্টাদিকারী দ্বিবিধ—অজ্ঞ ও মিথ্যাজ্ঞানী। তাহাদের উভয়েরই ফল এস্থলে কথিত হইতেছে ; যথা—'বিকর্ম্মদ্বারা' অর্থাৎ নিজোচিত কর্ম্মের অনমুষ্ঠানদ্বারা এবং 'বিকর্ম্মদ্বারা' অর্থাৎ বিরুদ্ধকর্ম্ম অর্থাৎ পাপকর্ম্মদ্বারাও নিরয় প্রাপ্ত হয়। কেবল যে শুভফল স্বর্গাদি প্রাপ্ত হয় না, তাহা নহে ; পরন্তু নিরয়ও প্রাপ্ত হয়—ইহাই চ-শব্দের অর্থ। মিথ্যাজ্ঞানীর অতিরিক্ত ফলও বলিতেছেন—'মিথ্যাজ্ঞান দ্বারা তমঃও প্রাপ্ত হয়' অর্থাৎ নরক অনুভব-পূর্ব্বক পশ্চাৎ তমঃস্বরূপ নিত্যনরক প্রাপ্ত হয়। অতএব মিথ্যাজ্ঞানাই বিকর্ম্মের ও মিথ্যাজ্ঞানের প্রতি বৈরাগ্য কর্ত্তব্য।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, নিত্যনরক বলিয়া কোন পদার্থ থাকিতে পারে না ; কারণ, "যে-পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ইন্দ্র বর্ত্তমান থাকিবেন, তাবৎকাল নরকে বাস করিবে" ইত্যাদি বাক্যে পাপিগণের নরকভোগের কালিক সীমা-নির্দ্দেশহেতু উহা অনিত্যরূপেই কথিত হইয়াছে। অতএব এই

শঙ্কার নিরাসার্থ (১৬)— "অপি সপ্ত" এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থও পূর্ব্বোক্ত বাক্যে 'নিরয়' ও 'তমঃ'—এই শব্দদ্বয় দ্বারা নরকের ভেদ-কথন-হেতুই সূচিত হইতেছে। অতএব "রৌরব, মহান্, বহ্নি, বৈতরণী ও কুম্ভীপাক—এই পাঁচটী অনিত্য-নরক এবং তামিস্র ও অন্ধতামিস্র—এই দুইটী নিত্য-নরক প্রধানতঃ এইরূপে সপ্তবিধ নরক ; তন্মধ্যে উত্তরোত্তর প্রাধান্য জানিতে হইবে" এই স্মৃতিবাক্যে নিত্য ও অনিত্যভেদে নরকের উক্তি-হেতু "যে পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ইন্দ্র" ইত্যাদি বচন অনিত্য-নরক-বিষয়ক। সুতরাং তমঃস্বরূপ অপর নরকদ্বয়ও নিত্যরূপে কথিত হওয়ায় নিত্য-নরকের অসিদ্ধি হইল না।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, নরক দুঃখাত্মক নয় বলিয়া নরকের ও তৎ-সাধনের প্রতি বৈরাগ্য কর্ত্তব্য নহে। আবার নরককে দুঃখাত্মক স্বীকার করাও যায় না ; কারণ, নরক যদি দুঃখাত্মক হয়, তাহা হইলে দুঃখভোগী নরকস্থিত জীবের প্রেরক শ্রীহরিরও দুঃখ-ভোগ-প্রসঙ্গ হয়। আর যদি তাঁহাকে এস্থলে প্রেরক স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে—"তিনি সকলকে সর্ব্ববিষয়ে প্রবর্ত্তিত করেন" ইত্যাদি সর্ব্বপ্রেরকত্ব শ্রুতির বিরোধ হয়। অতএব শ্রীহরি স্বয়ং দুঃখ ভোগ না করিয়াই তাদৃশ জীবের প্রেরক—ইহা বলিবার জন্য (১৭)—"তত্রাপি চ তদ্ব্যাপারাদ-বিরোধঃ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'বিকর্ম্মদ্বারা নিরয়ে' (গমন করে)। 'বি' অর্থাৎ পরমাত্মার—'কর্ম্মদ্বারা' অর্থাৎ প্রেরণরূপ ব্যাপার দ্বারা জীব 'নিরয়ে' অর্থাৎ নরকে গমন করে। 'নিরয়শ্চ'—এই 'চ'-কারের অর্থ এই এই যে, জীব কেবল অন্যান্য অবস্থায়ই যে শ্রীহরির প্রেরণায় অনুভব করে,—ইহা নহে, পরন্তু নিরয়ও তাঁহার প্রেরণায়ই অনুভব করে। তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর দুঃখস্বরূপ নরকের অনুভবকারী

জীবের প্রেরক হইলেও ঐশ্বর্য্য-হেতুই তিনি দুঃখসাক্ষাৎকার-জনিত নীচত্ব ও উচ্চত্বরূপ ভোগ হইতে বিমুক্ত।

সম্প্রতি 'যেখানে দুঃখ আছে, সেখানে সুখও আছে'—এই সাধারণ নিয়মানুসারে 'তমঃ' অর্থাৎ নিত্য-নরকেও সুখের সম্ভাবনা হইতে পারে বলিয়া তাহার কেবল দুঃখ-স্বরূপত্ব-প্রতিপাদনার্থ (১৯-২৩)—(১৯) "ন তৃতীয়ে তথোপলব্ধেঃ", (২০) "স্মর্য্যতেঽপি চ লোকে", (২১) "দর্শনাচ্চ," (২২) "তৃতীয়শব্দাদবিরোধঃ সংশোকজস্য" ও (২৩) "স্মরণাচ্চ"—এই পাঁচটী সূত্র বলিয়াছেন। উহাদের অর্থ বিকর্ম্মের ফলভূত দুঃখ বা নরক হইতে মিথ্যা-জ্ঞানের ফলভূত তমঃকে পূর্ব্বে বিশেষ অর্থাৎ পৃথগ্‌রূপে উল্লেখ করাতেই এই অধিকরণের অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, জানিতে হইবে; কারণ, "তির্য্যগ্‌-জাতিতেও নরকেও সুখলেশ বিহিত হইয়াছে" ইত্যাদি বাক্যানুসারে নরকে সুখলেশ থাকিলেও তমঃস্বরূপ নিত্যনরকে যে তাহা নাই,—ইহা এস্থলে 'তমঃ'কে 'নিরয়'-পদ হইতে পৃথক্ কীর্ত্তন করাতেই সূচিত হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, "অথৈতয়োঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বলিতেছেন,—"যে-সকল ভূত দেবযান ও পিতৃযান—এই উভয় মার্গের মধ্যে এক মার্গদ্বারাও গমন করে না, তাহারা সুখদুঃখমিশ্র ক্ষুদ্র জন্তুরূপে সর্ব্বদা সংসার-গতিশীল হয়।" অতএব শ্রুতির এই উক্তিদ্বারাই প্রতীতি হয় যে, দেবযান ও পিতৃযানরূপ কর্ম্মফলে জীবের স্বাতন্ত্র্য আছে অর্থাৎ জীব স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া দেবযান বা পিতৃযান—ইহাদের যে-কোন মার্গও অবলম্বন করিতে পারে; কারণ, যে ক্রিয়াটী পুরুষের যত্নদ্বারা অসাধ্য, সে-স্থলে কেহ বলে না—'এই লোক অমুক কার্য্যটী করিতেছে না।' পরন্তু যে কার্য্যটী তাহার যত্নসাধ্য, অথচ সে ইচ্ছা করিয়াই তাহা করিতেছে না, সেই স্থলেই লোকে বলে—'এই লোক অমুক কার্য্যটী করিতেছে না।'

অতএব এস্থলেও শ্রুতিতে "যে ভূতগণ দেবযান ও পিতৃযান—এই উভয় মার্গের এক মার্গদ্বারাও গমন করে না"—এইরূপ বলায় উক্ত মার্গদ্বয়ে গমন-বিষয়ে তাহার স্বাতন্ত্র্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং বৃক্ষমূলেই যদি ফল লাভ হয়, তাহা হইলে কেহ শাখার অগ্রভাগে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হয় না—এই ন্যায়ানুসারে এস্থলে দেবযান ও পিতৃযানরূপ কর্ম্মফলেই জীবের স্বাতন্ত্র্য থাকায় বৈরাগ্যরূপ সাধনের আর প্রয়োজন কি? অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (১৮)—"বিদ্যাকর্ম্মণোরিতি তু প্রকৃতত্বাৎ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—'জ্ঞানদ্বারাই পরম পদ প্রাপ্ত হয়।' 'শুভকর্ম্মদ্বারা স্বর্গে'—এই বাক্যেরও এস্থলে অনুবর্ত্তন হইবে। 'জ্ঞানেনৈব'—এই এব-শব্দের 'কর্ম্মণা' এই পদের সহিতও অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—শুভকর্ম্মদ্বারাই স্বর্গ এবং জ্ঞান-দ্বারাই পরমপদ প্রাপ্ত হয়। 'এব'-শব্দদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, জ্ঞান বা কর্ম্ম ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে জীব পরমপদ বা স্বর্গ প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব দেবযান অর্থাৎ পরম পদ এবং পিতৃযান অর্থাৎ স্বর্গের প্রাপ্তি-জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ সাধকদ্বয়ের অধীন বলিয়া জীবের তদ্‌বিষয়ে স্বাতন্ত্র্যের অভাব রহিয়াছে। আর জীবের ঈশ্বরাধীন স্বাতন্ত্র্য কর্ম্মাদিরূপ সাধন-বিষয়েই আছে বলিয়া তাদৃশ কাম্য-কর্ম্ম-বিষয়ে বৈরাগ্য কর্ত্তব্য।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, "তিনি ধূম হন, ধূম হইয়া অভ্র হন" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে কর্ম্মি-পুরুষের মহাসুখজনক ধূমাদি-দেবভাব-প্রাপ্তি কথিত হওয়ায় তাদৃশ কর্ম্ম-বিষয়ে বৈরাগ্য কর্ত্তব্য নহে। অতএব এই শঙ্কার সমাধানার্থ (২৪)—"তৎস্বাভাব্যাপত্তিরুপপত্তেঃ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'জ্ঞানদ্বারাই পরমপদ প্রাপ্ত হয়।' 'শুভকর্ম্মদ্বারা স্বর্গে' —এই বাক্যেরও অন্বয় হইবে এবং 'জ্ঞানেনৈব' এই এব-শব্দ 'স্বর্গম্' এই পদের সহিত যুক্ত হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—শুভকর্ম্মদ্বারা জীব

স্বর্গই প্রাপ্ত হয়, পরন্তু দেবত্ব প্রভৃতি প্রাপ্ত হয় না। কি হেতু? তাহাই বলিতেছেন—যেহেতু 'জ্ঞানেনৈব' অর্থাৎ স্বযোগ্যজ্ঞান-দ্বারাই (জীব) 'পরং পদং' অর্থাৎ উত্তম স্বর্গ অথবা দেবত্ব অর্থাৎ দেবতা-পদবী প্রাপ্ত হন। গরুড়পুরাণেও কথিত হইয়াছে, "জ্ঞানদ্বারা লভ্য পদ অর্থাৎ দেবত্ব প্রভৃতি ভাব কর্ম্মদ্বারা লভ্য হইতে পারে না।" স্মৃতি বলিয়াছেন—"ধূমাদিতে জীব প্রবিষ্ট হইলে ধূমাদির (ধূমাদি-দেবতার) গতিতে তাহার গতি ও ধূমাদির স্থিতিতে তাহার স্থিতি সাধিত হয়।" অতএব এই স্মৃতিবাক্যানুসারে পূর্ব্বোক্ত ধূমাদিভাব-প্রাপ্তির অর্থ—ধূমাদিগত দেবতার সাযুজ্য-প্রাপ্তি (পরন্তু দেবতার স্বরূপ-প্রাপ্তি নহে)।

সম্প্রতি আশঙ্কা হইতে পারে যে, "তিনি আকাশকে প্রাপ্ত হন, অনন্তর আকাশ হইতে বায়ুভাব, তথা হইতে ধূমভাব, তথা হইতে অভ্রভাব, তথা হইতে মেঘভাব প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে বর্ষিত হন"—ইত্যাদি শ্রুতিতে স্বর্গ হইতে ভূলোকে পুনরাবর্ত্তন-কালে কর্ম্মি-পুরুষের অনেক স্থান-প্রাপ্তি কথিত হওয়ায় প্রত্যেক স্থানেই আবার কল্পান্তকাল-স্থায়ী প্রত্যেক দেবতার সাযুজ্য-প্রাপ্তি-হেতু উহা পরমসুখেরই কারণ হয়। সুতরাং ঈদৃশ কর্ম্মে বৈরাগ্যের প্রয়োজন কি? অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (২৫) "নাতিচিরেণ বিশেষাৎ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার পৃথক্ অর্থ এস্থলে বলেন নাই; কারণ, 'শুভকর্ম্মদ্বারা স্বর্গে'—এইরূপে প্রাচীন ভাষ্যের যোজনা করিলেই ইহার অর্থও প্রকাশিত হয়। এস্থলে 'কর্ম্মণা'—এই তৃতীয়া বিভক্তি 'সহার্থে' জানিতে হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—'শুভেন কর্ম্মণা' অর্থাৎ ভোগাবশিষ্ট শুভকর্ম্মাদির সহিত—জীব 'আ' ঈষৎ অর্থাৎ অল্পকাল-মধ্যেই 'অস্বর্গং' অর্থাৎ স্বর্গ হইতে অন্য ভূতলাদি স্থান প্রাপ্ত হয়, পরন্তু দীর্ঘকালে নহে (এ স্থলে কর্ম্মণা+আ+অস্বর্গং=কর্ম্মণাঽস্বর্গং—এইরূপ বিভাগ হইয়াছে)। এ

বিষয়ে এই স্মৃতিই প্রমাণ—"স্বর্গলোক হইতে নিম্নগতি-প্রাপ্ত-জীব সম্বৎসরের পূর্ব্বেই মাতৃজঠর প্রাপ্ত হয়" ইত্যাদি।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, স্বর্গ হইতে স্থান-পরম্পরাক্রমে অবশেষে মেঘরূপে পৃথিবীতে বর্ষিত হইয়া কর্ম্মী জীবগণ—"তাহারা এই পৃথিবীতে ব্রীহি, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল, মাষ ইত্যাদিরূপে জন্মগ্রহণ করে" ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারে ব্রীহিপ্রভৃতি ভাব ধারণ করে,—ইহা জানা যাইতেছে। অতএব সুখের সাধনরূপে বেদ যে-সকল কর্ম্মের বিধান করিলেন, তাহা হইতে পরিণামে কর্ম্মিগণের যদি দুঃখকর ব্রীহ্যাদি ভাবই উপস্থিত হয়, তাহা হইলে "ব্রাহ্মণ নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবেন" —এই শ্রুতি যে বৈরাগ্যের বিধান করিতেছেন, সেই বৈরাগ্য হইতেও ত' পরিণামে এইরূপ যে-কোন দুঃখকর ভাব ঘটিতে পারে? বিশেষতঃ যজ্ঞাদিকে সুখের হেতুরূপে বিধান করাও অসঙ্গত; যেহেতু, হিংসাযুক্ত কর্ম্ম হইতে পাপ এবং পাপ হইতে দুঃখ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (২৬-২৭)—(২৬) "অন্যাধিষ্ঠিতে পূর্ব্ববদভিলাপাৎ" ও (২৭) "অশুদ্ধমিতি চেন্ন শব্দাৎ"—এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থও 'শুভেন' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যদ্বারাই সংগৃহীত হয়; যথা—'শুভকর্ম্ম-দ্বারা স্বর্গে গমন করেন'—এইরূপ উক্তি-হেতুই যজ্ঞাদি কর্ম্মকে শুভ ও স্বর্গসুখের হেতুরূপে জানা যাইতেছে। আবার 'অস্বর্গং'—এইরূপ পদ-বিভাগ ও 'পরং পদং' এই স্থল হইতে 'পদং' এই পদটীকে এ স্থলে অন্বিত করিয়া অপর অর্থও হয়; যথা—শুভকর্ম্মদ্বারা 'অস্বর্গং পদং যাতি' অর্থাৎ স্বর্গ হইতে ভিন্ন ব্রীহ্যাদি-পদই (ব্রীহি প্রভৃতি স্থানই) প্রাপ্ত হয়, পরন্তু ব্রীহ্যাদি-স্বরূপ প্রাপ্ত হয় না। আর যজ্ঞীয় হিংসা বেদাদি-শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-হিংসাদির ন্যায় নিষিদ্ধ হয় নাই; পরন্তু "বায়ু-দেবতার উদ্দেশে শ্বেতবর্ণ পশুকে বধ করিবে" ইত্যাদি বেদবাক্যে যজ্ঞে পশুহিংসা বিহিতই আছে।

অতএব উহা পাপজনক নয় বলিয়া শুভ এবং পাপজনক নয় বলিয়াই দুঃখোৎপাদকও নহে। সুতরাং বৈধহিংসাযুক্ত যজ্ঞসমূহ সুখসাধক ও দুঃখের অনুৎপাদক—ইহা যুক্তিযুক্ত। "ব্রীহি যবাঃ" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ব্রীহ্যাদিভাব-প্রাপ্তির অর্থ—ব্রীহ্যাদ্যভিমানি-জীবগণের সহিত একস্থান-প্রাপ্তি, জানিতে হইবে।

শাস্ত্র বলিতেছেন, "স্বর্গ হইতে নিম্নগতি-প্রাপ্ত-জীব মাতারই উদরে প্রবেশ করে"; অতএব এস্থলে সন্দেহ হইতে পারে যে, স্বর্গ হইতে পতিত জীবের পিতৃ-প্রবেশ ব্যতীতই মাতৃ-প্রবেশ হয়। অতএব পিতৃপ্রবেশ-ক্রমে মাতৃ-প্রবেশ বলিবার জন্য (২৮) "রেতঃ সিগ্‌ যোগোঽথ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। আবার "স্বর্গ হইতে আগত জীব কোনও স্থলে গর্ভস্থিত দেহে প্রবেশ করে"—এইরূপ শাস্ত্রবাক্যহেতু এরূপও সন্দেহ হয় যে, পিতৃ-প্রবেশ ও যোনি-প্রবেশ-ব্যতীতই যে-কোনরূপে একেবারে গর্ভস্থ দেহে প্রবেশ করে; কারণ, আস্তিক-মুনি প্রভৃতির তদ্রূপেই মাতৃগর্ভ-প্রবেশ দৃষ্ট হইয়াছে। আবার দ্রুপদ, মান্ধাতা ও শুকদেবাদির দৃষ্টান্তানুসারে মাতৃ-প্রবেশও ব্যর্থ। অতএব আশঙ্কা-সমাধান-কল্পে কর্ম্মিগণের পিতৃ-মাতৃ-ক্রমেই গর্ভস্থ-দেহ-প্রবেশ বলিবার জন্য (২৯) "যোনেঃ শরীরম্"—এই সূত্র বলিয়াছেন। এস্থলে সাধারণতঃ পিত্রাদিক্রমেই জীবের জন্মগ্রহণ হয়। পরন্তু কোনও স্থলে যে নিয়ম-বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়, তাহা কোন প্রবল কারণ হইতেই ঘটে। অতএব পিত্রাদিক্রম বলিয়া নিয়ম-বিপর্য্যয়ের হেতুও বলিলেন,'জ্ঞানদ্বারাই পরম-পদ প্রাপ্ত হয়', ইহার অর্থ—শুক প্রভৃতি জীব যে 'পরং' অর্থাৎ মাতা-পিত্রাদি প্রসিদ্ধ স্থান হইতে অন্য—'পদ' অর্থাৎ পুরুষমাত্র প্রভৃতি স্থান প্রাপ্ত হন, তাহা 'জ্ঞানেনৈব' অর্থাৎ ভগবজ্জ-জ্ঞান-প্রভাব-হেতুই জ্ঞাতব্য। তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া জ্ঞান-প্রভাবে কদাচিৎ অন্যথা ভাব প্রাপ্ত হইলেও সাধারণ কর্ম্মী পুরুষ

পিতৃপ্রবেশ-ক্রমেই মাতৃশরীর প্রাপ্ত হয় —ইহা নিয়ত বলিয়া কর্ম্ম-বিষয়ে বৈরাগ্য কর্ত্তব্যই হয়। এ বিষয়ে 'অনুভাষ্য' বলিতেছেন—"রেতঃ সিগ্‌যোগোঽথ" এই 'অথ'-শব্দদ্বারা ভগবান্ সূত্রকার (কদাচিৎ) জীব, পিতা ও মাতা—এই তিনের মিলন-নিয়মের বিপর্য্যয়ও বলিয়াছেন; অথচ সাধারণতঃ উক্ত মিলনকে উৎপত্তির কারণরূপেও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। 'ন্যায়-বিবরণ' বলিয়াছেন—"মানবগণের বিশেষ জন্ম বিশেষ কারণ হইতেই হয়। আর সাধারণ জন্ম সাধারণ নিয়মানুসারেই ঘটে।" 'ন্যায়সুধা' বলিয়াছেন—"জন্মের মূলকারণীভূত অদৃষ্ট কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া জীব বীজাদির সম্বন্ধ-লাভক্রমে শরীর প্রাপ্ত হয়—ইহাই সাধারণ নিয়ম; পরন্তু কদাচিৎ জ্ঞান, তপস্যা বা যোগাদি-কারণ-বিশেষ-দ্বারা ঐ সাধারণ-নিয়মের বিপর্য্যয় ঘটে।"

এইরূপে সংক্ষিপ্তভাবে এতৎপাদান্তর্গত অধিকরণ-সমূহের অর্থ নিরূপণ করিয়া সম্প্রতি ইহাদের সকলেরই যে মুক্তির হেতুভূত বৈরাগ্য-বিষয়ে পরম্পরাক্রমে উপযোগিতা রহিয়াছে, এ বিষয়টীর বর্ণন-সহকারেই উপসংহার করিতেছেন—'তস্মাৎ বিরক্তঃ সন্ জ্ঞানমেব সমাশ্রয়েৎ' অর্থাৎ জ্ঞানব্যতীত অন্য সাধন অস্থির ও অনিষ্ট-ফলের উৎপাদক এবং জ্ঞানই নিত্য ও পরমাভীষ্ট-ফলের সাধক বলিয়া অন্যত্র বিরক্ত হইয়া ভগবজ্‌জ্ঞানকেই 'সন্'-শব্দোক্ত ভক্তি ও শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনরূপ সাধন-সমূহের দ্বারা 'আশ্রয় করিবে' অর্থাৎ উক্ত সাধনসমূহ অবলম্বন-পূর্ব্বক ভক্তি সম্পাদন করিবে ॥ ১ ॥

ইতি শ্রীরাঘবেন্দ্রযতি-প্রণীতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকার তৃতীয় অধ্যায়ে প্রথম পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।১ ॥

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

সর্ব্বাবস্থাপ্রেরকশ্চ সর্ব্বরূপেষু ভেদবান্।
সর্ব্বদেশেষু কালেষু স একঃ পরমেশ্বরঃ।
তদ্‌ভক্তিতারতম্যেণ তারতম্যং বিমুক্তিগম্ ॥ ২ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদস্য ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ ২। নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ৩। মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥ ৪। সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥ ৫। পরাভিধানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৬। দেহযোগাদ্বা সোঽপি ॥ ৭। তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ ॥ ৮। অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ ॥ ৯। স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দ বিধিভ্যঃ ॥ ১০। মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ ॥ ১১। ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি ॥ ১২। ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ ॥ ১৩। অপি চৈবমেকে ॥ ১৪। অরূপবদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ ॥ ১৫। প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ ॥ ১৬। আহ চ তন্মাত্রম্ ॥ ১৭। দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে ॥ ১৮। অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ১৯। অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্ ॥ ২০। বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ২১। দর্শনাচ্চ ॥ ২২। প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥ ২৩। তদব্যক্তমাহ হি ॥ ২৪। অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্ ॥ ২৫। প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্ ॥ ২৬। প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্যভ্যাসাৎ ॥ ২৭। অতোঽনন্তেন তথা হি লিঙ্গম্ ॥ ২৮। উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ ॥ ২৯। প্রকাশাশ্রয়বদ্বা তেজস্ত্বাৎ ॥ ৩০। পূর্ব্ববদ্ বা ॥ ৩১। প্রতিষেধাচ্চ ॥ ৩২। পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ ॥ ৩৩। দর্শনাৎ তু ॥ ৩৪। বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ ॥ ৩৫ ॥ স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ ॥ ৩৬। উপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭। তথান্যপ্রতিষেধাৎ ॥ ৩৮। অনেন সর্ব্বগতত্ব মায়াময়শব্দাদিভ্যঃ ॥ ৩৯। ফলমত উপপত্তেঃ ॥ ৪০। শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ৪১। ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব ॥ ৪২। পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ ॥

অনুবাদ—সেই এক পরমেশ্বর (বিষ্ণুই) সকল-অবস্থার (স্বপ্ন, স্বপ্ন-তিরোধান, জাগর, সুষুপ্তি, সুপ্তপ্রবোধ ও মূর্চ্ছা-রূপ অবস্থা-সমূহের) প্রেরক (নিয়ামক) এবং (প্রকাশ-বিলাস-প্রাভব-বৈভব-পুরুষ-আবেশাদি, অথবা পর-ব্যূহ-বৈভব-অন্তর্যামি-অর্চ্চা, অথবা হস্ত-পদাদি অঙ্গ-উপাঙ্গ-সমূহদ্বারা রূপ-বিশিষ্ট) স্বীয় সকল মূর্ত্তি বা বিগ্রহ-সমূহে, সকল দেশে (স্থানে) ও সকল সময়েই অভেদযুক্ত ; সেই পরমেশ্বরের (বিষ্ণুর) প্রতি ভক্তিব তারতম্য-হেতুই বিশেষ মুক্তি-গত (বস্তুসিদ্ধিতে) আনন্দাদিরও তারতম্য বর্ত্তমান ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত অণুভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের
দ্বিতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

এবমুক্তদিশোক্তার্থমনুসন্দধতোঽধিকারিণো বৈরাগ্যোৎপত্তি-সম্ভবেঽপি (৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫১) "অনুবন্ধাদিভ্যঃ" ইতি বক্ষ্য-মাণদিশা ভক্তিমত এব শ্রবণাদিভিরীশ্বরাপরোক্ষজ্ঞানোদয়াদ্ ভক্তিনিরূপণার্থোঽয়ং দ্বিতীয়ঃ পাদ ইতি ভক্তিরস্মিন্ পাদ উচ্যত ইতি বিস্তরভাষ্যাৎ স্পষ্টম্ ।

ননু তত্র ভক্তিরুচ্যত ইতি কোঽর্থঃ ? কিং সা কর্ত্তব্যেতি বিধীয়তে কিংবা তৎস্বরূপমুচ্যতে ? নাদ্যঃ—প্রযত্নাগোচরত্বেন বিধেয়ত্বাভাবাৎ ; নান্ত্যঃ—ভগবন্মাহাত্ম্যস্যৈব নিরূপণেন ভক্তি-স্বরূপানিরূপণাৎ ; "ভক্ত্যর্থং ভগবন্মহিমোচ্যতে" ইতি শ্রীমদ্-ভাষ্যোক্তেশ্চ । ন হি মহিমোক্তের্ভক্তাবুপযোগোঽস্তীত্যাশঙ্কা-নিবৃত্ত্যর্থং বিরক্তঃ সন্ জ্ঞানমেব সমাশ্রয়েদিতি পূর্ব্বভাষ্যমত্রানুবৃত্য

যোজ্যম্। তথা হি—সন্নিতি "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত", "অর্জ্জয়ন্ বসতি" ইত্যাদাবিব "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ" ইতি হেতৌ শতৃ-প্রত্যয়ান্তং পদম্। বীতি তন্ত্রম্। বি-শব্দবাচ্যে পরমাত্মনি বিশেষেণ রক্তো সন্ রক্তো ভবিতুমিতি যাবৎ। ভগবন্মাহাত্ম্য-জ্ঞানমেব সমাশ্রয়েৎ সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ। "মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বস্তু সুদৃঢ়ঃ সর্ব্বতোঽধিকঃ। স্নেহো ভক্তিঃ" ইত্যুক্ত্যা মাহাত্ম্যজ্ঞান-পূর্ব্বকস্নেহস্যৈবভ ক্তিত্বান্মাহাত্ম্যানুক্তৌ চ তজ্জ্ঞানবৎস্নেহস্যা-নুদয়াত্তয়োরুৎপত্ত্যর্থমত্র পাদে ভগবন্মাহাত্ম্যোক্তিরিতি ভাবঃ। অত্রৈবকারেণৈতচ্চোদ্যং প্রত্যুক্তং—বিনাপি মাহাত্ম্যজ্ঞানং পুত্রাদৌ স্নেহদৃষ্টেঃ কচিন্মাহাত্ম্যজ্ঞানেঽপি স্নেহাদৃষ্টেরন্বয়ব্যতি-রেকব্যভিচারান্মাহাত্ম্যজ্ঞানং স্নেহাহেতুরিতি। হেত্বন্তরেণ ফল-ভাবপ্যস্য হেতুত্বাবিরোধাৎ; কারীরীং বিনা বৃষ্টির্দৃষ্টেতি কারীর্য্যা বৃষ্ট্যহেতুত্বাভাবাৎ। জ্ঞাতমাহাত্ম্যস্যাপি পুংসঃ স্নেহানুৎপত্তে-র্মাৎসর্য্যাদিনিরুদ্ধত্বেনাবারণত্বানাপাদকত্বাদিতি ভাবঃ।

ননু যদুক্তং প্রথমাধ্যায়ে সর্ব্বমীশাধীনমিতি তদসাধ্বিব,—স্বাপ্নপদার্থানামসত্যত্বেন তৎপ্রতীতেৰ্বাহ্যপদার্থাজ্ঞানাধীনত্বেন তেষাং তৎপ্রতীতেশ্চেশাধীনত্বাভাবাৎ। তথা স্বাপ্নতিরোধানমপি নেশাধীনং স্বাপ্নপ্রতীতের্বাহ্যার্থাজ্ঞানাধীনত্বেন তদপ্রতীতের্বাহ্যার্থ-জ্ঞানাধীনত্বৌচিত্যাৎ। জাগ্রৎসুষুপ্ত্যবস্থয়োরপি নেশাধীনত্বং—তয়োঃ কালাদ্যধীনত্বানুভবাৎ। সুষুপ্তৌ জীবস্য "সতা সোম্য তদা সম্পন্নঃ" ইতি শ্রুত্যা ঈশপ্রাপ্ত্যুক্ত্যা তদধীনত্বোপগমে "তদা নাড়ীষু সুপ্তো ভবতি" ইতি শ্রুতিবিরোধঃ। তথা সুপ্তপ্রবোধস্য

মূর্চ্ছায়াশ্চ নেশাধীনত্বং,—তয়োর্ভেরীতাড়নাদ্যধীনত্বানুভবাৎ। মূর্চ্ছায়ামীশাদন্যত্র চক্ষুরাদৌ জীবস্যাবস্থানে জাগ্রদাদ্যবস্থানুপ্রবেশেন ভগবত্যবস্থানে সুপ্তিসাঙ্কর্য্যেণ তস্যাঃ পৃথগবস্থাত্বাযোগাচ্চেতি চোদ্যানাং নিরাসায় প্রাপ্তানি (১-৪)—"সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" ইতি, (৫)—"পরাভিধ্যানাৎ" ইতি, (৬)—"দেহযোগাদ্ বা সোঽপি" ইতি, (৭)—"তদভাবো নাড়ীষু" ইতি, (৮)—"অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ" ইতি, (১০)—"মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ" ইতি ষড়ধিকরণানি। তেষু কো মহিমা বিষ্ণোরুক্ত ইত্যতস্তেষাং ভাবার্থমাহ—সর্ব্বাবস্থাপ্রেরকশ্চেতি। সর্ব্বাসামবস্থানাং স্বপ্নতত্তিরোধান-জাগ্রৎসুষুপ্তিসুপ্তপ্রবোধমোহরূপাবস্থানাং প্রেরকো নিয়ন্তা। 'স একঃ পরমেশ্বরঃ' ইত্যগ্রেতনং বাক্যমত্রাকৃষ্য যোজ্যম্। বক্ষ্যমাণেন সমুচ্চয়ার্থশ্চ-শব্দঃ। যোঽধ্যায়দ্বয়েন নির্দ্দোষগুণপূর্ণো নির্ণীতঃ স ইতি তচ্ছব্দার্থঃ। স্বপ্নতিরোধান-সুপ্তপ্রবোধয়োঃ পৃথগবস্থাত্বাভাবেঽপি প্রসিদ্ধজাগ্রদাদ্যবস্থৈক-দেশত্বাদেবাবস্থাত্বোক্তিঃ ; যদ্বা অবস্থানামিতি স্বপ্নজাগ্রৎসুষুপ্তি-মোহাবস্থানামেব গ্রহণং, তত্তিরোধায়কো বোধকশ্চেতি চ-শব্দার্থঃ। যদ্বা, অবস্থা অবস্থিতয়ো জীবানামবস্থানানি —তেষাং প্রেরক ইত্যর্থঃ। সূর্য্যাদিভাসক ইতি বদয়ং নির্দ্দেশো বোধ্যঃ। অত্র স ইত্যুক্ত্যা প্রথমাধ্যায়োক্ত মহিম্ন এবাত্র বিশেষ-শঙ্কানিরাসেন প্রপঞ্চনমিতি সূচিতম্। তত্র পরমেশ্বর ইত্যুক্ত্যা "মনোগতাংশ্চ সংস্কারান্ স্বেচ্ছয়া পরমেশ্বরঃ। প্রদর্শয়তি জীবায়" ইত্যাদিবাক্যসূচনেন স্বাপ্নানাং মানসবাসনোপাদানেনেশ্বরজন্যতয়া

সত্যত্বাৎ বন্ধমোক্ষাদিসর্ব্বেশ্বরত্বাৎ স্বপ্নাদ্যবস্থাপ্রেরকত্বং তস্য যুক্তমিতি দর্শিতম্।

ননু লোকে রাজাদেঃ খণ্ডেশত্বদর্শনেনেশ্বরস্যাপি কেষাঞ্চিৎ কিঞ্চিদবস্থায়াঃ প্রেরকত্বমস্তু, ন সর্ব্বেষাং সর্ব্বাবস্থানামিত্যতঃ প্রাপ্তং (৯)—"স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ" ইতি ষষ্ঠমধিকরণম্। তস্যাপ্যর্থঃ—সর্ব্বেত্যাদি। সর্ব্বেতি তন্ত্রম্। সর্ব্বাসাং প্রজানাং সর্ব্বাসামবস্থানাং প্রেরকঃ স য একদেশপ্রেরকত্বেনাঙ্গীকৃতঃ স একঃ পরমেশ্বরঃ, ন ত্বনেক ইত্যর্থঃ। তত্রৈকপরমপদাভ্যাং "প্রদর্শকস্তু সর্ব্বেষাং স্বপ্নাদেরেক এব তু। পরমঃ পুরুষো বিষ্ণুঃ" ইত্যাদিবাক্যসূচনেন পরমেশ্বরত্বহেতুরুক্তো ভবতি। অন্যথা ঈশ্বরত্বমেব স্যান্ন পরমেশ্বরত্বম্। তচ্চ বচনসিদ্ধমিতি ভাবঃ।

অত্র যদ্যপি (৭)—"তদভাবো নাড়ীষু" ইতি নয়ে জীবস্য নাড়ীস্থিতপরমাত্মনি সুপ্তিরিত্যুচ্যতে, ন তু সুপ্ত্যবস্থায়ামীশাধীনত্বং, তথা (১০)"মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ"ইতি নয়েঽপি মোহাবস্থায়াং জীবস্য ভগবতি ন সমগ্রপ্রাপ্তিঃ সুখানুসন্ধানাৎ, নাপ্যপ্রাপ্তিরেব অন্যার্থাদর্শনাৎ, অতঃ পরিশেষাদর্দ্ধপ্রাপ্তিরিতি মোহাবস্থানমেবোক্তং, ন তু সুপ্তিমোহাবস্থয়োরীশাধীনত্বমুচ্যতে, তথাপি তয়োরবস্থয়োরীশাধীনত্বস্য (৯)—"স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতি" ইত্যেতন্নয়েনৈব সিদ্ধত্বং দ্যোতয়িতুং তদর্থোক্তিপরভাষ্যেণ 'সর্ব্বাবস্থাপ্রেরকঃ' ইত্যনেনৈব সহেতরষড়ধিকরণভাবার্থোঽপি ভাবিতঃ; যথোক্তং শ্রীমদ্ভাষ্যে মোহনয়ে—"সোঽপি তত এবেতি সিদ্ধম" ইতি।

নম্বেবং সুপ্ত্যাদ্যবস্থাপ্রেরকত্বস্যাপি (৯) "স এব তু" ইতি নয়েনৈব সিদ্ধেঃ তদুক্ত্যর্থং (১)"সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" ইত্যাদি ব্যর্থমিতি চেন্ন, সামান্যতোঽবস্থাপ্রেরকত্বসিদ্ধাবেব কিমেকদেশপ্রবর্ত্তকোঽথ সর্ব্বপ্রবর্ত্তক ইতি চিন্তাবসরাৎ অত্র সূত্রেষু জীবসম্বন্ধিসুপ্ত্যাদ্যবস্থাপ্রেরকত্বোক্ত্যা কৈমুত্যন্যায়সিদ্ধনানাদেশকালস্থিত-নানাজড়গতবৃদ্ধিহ্রাসাদ্যবস্থাপ্রেরকত্বমিত্যপি সূচয়িতুং সর্ব্বাবস্থেতি সামান্যোক্তিরিতি।

নম্বেবং সর্ব্বেষাং সর্ব্বাবস্থাপ্রেরকত্বেঽধিষ্ঠানভূতপ্রের্য্যজীবানাং সুরনরতির্য্যগাদিভেদেন ভেদাত্তৎপ্রেরকোঽপি ভিন্নাধিষ্ঠানগত-ঘটাকাশাদিবদ্ ভেদবান্ স্যাৎ। তথা "দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো মনস্যন্তস্তু তৈজসঃ। আকাশে চ হৃদি প্রাজ্ঞস্ত্রিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ॥" ইতি দক্ষিণাক্ষ্যাদিদেশভেদেন, "বিশ্বো হি স্থূলভুঙ্‌ নিত্যম্" ইতি জাগ্রদাদিকালভেদেন চ, তথা "কার্য্যকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্বতৈজসৌ। প্রাজ্ঞঃ কারণবদ্ধস্তু" ইত্যাদিরূপভেদবচনাচ্চ স্বরূপেষু ভেদবান্ স্যাদিত্যতঃ প্রাপ্তং (১১-১৩)—"ন স্থানতোঽপি" ইত্যাদিসূত্রত্রয়ম্। তদর্থমাহ—'সর্ব্বরূপেষ্বভেদবান্, সর্ব্বদেশেষু কালেষু স একঃ পরমেশ্বরঃ' ইতি। সুরনরাদিশরীর-দক্ষিণাক্ষ্যাদিসর্ব্বদেশেষু জাগ্রদাদিসর্ব্বকালেষু স্থিতেষু বিশ্বাদি-সর্ব্বরূপেষ্বভেদবান্ স পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ। কুত ইত্যতঃ 'একঃ পরমেশ্বরঃ' ইতি। যতো নৈবেশ্বরদ্বয়মিতি (২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১১) "চক্ষুরাদিবত্তু" ইত্যত্র ভাষ্যোক্তযুক্ত্যা একো হি পরমেশ্বরো ন ত্বনেকঃ। রূপাণাং ভেদেঽনেকেশ্বরাপাতাদিতি ভাবঃ।

নন্বু চ রূপাণাং ভেদেঽপ্যেকস্মিন্নেব রূপে ভগবান্ পরমৈশ্বর্য্যবান্, অন্যানি রূপাণি তদনুগ্রাহ্যাণি সন্তু, তো ন দোষ ইত্যতোঽপি সর্ব্বেতি। স প্রাগুক্তো ভগবান্ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বদেশকালস্থিতরূপেষ্বভেদবান্ অবিশেষবানিত্যর্থঃ।

নন্বেবং সর্ব্বদেশকালস্থিতরূপাণামভেদে ব্যোমবৎ পাদাদ্যেকদেশেনৈব তত্র তত্রাবস্থানমীশ্বরস্যেতি স্যাৎ। তচ্চ "সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতি মুখঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবিরুদ্ধমিত্যতোঽপি সর্ব্বেত্যাদি। সর্ব্বশব্দঃ সমগ্রবাচী। সর্ব্বদেশেষু সর্ব্বকালেষু সর্ব্বরূপেষু পাণিপাদাদ্যবয়বৈঃ সমগ্ররূপেষু সৎসু অভেদবান্ স পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ।

নন্বু সমগ্ররূপেণ সর্ব্বদেশাদ্যবস্থানং কথং হরেরুপপদ্যতে। অন্যত্রাদৃষ্টত্বাদিত্যতঃ 'স একঃ পরমেশ্বরঃ' ইতি হেতুগর্ভম্। স একোঽপি পরমেশ্বরত্বাত্তাদৃশরূপেণাভেদবানিতি— "ঐশ্বর্য্যাদ্ রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্ বহুধেয়তে" ইতি স্মৃতেরিতি ভাবঃ। পরমেশ্বর ইত্যুক্ত্যৈব "বদ্ধো বন্ধাদিসাক্ষিত্বাৎ" ইতি স্মৃতিসূচনেন ভেদোক্তের্গতিরপি সূচিতেতি।

নন্বেবং সর্ব্বদেশাদৌ হরেঃ পাণিপাদাদিসমগ্ররূপাণামবস্থিতিমুপেত্য তেষামভেদোক্তৌ রূপবত্ত্বাদ্যজ্ঞদত্তবদনিত্যত্বপ্রসঙ্গঃ। "অরূপমব্যয়ং", "তদরূপমনামযম্" ইত্যাদিশ্রুত্যপ্রামাণ্যঞ্চ স্যাদিত্যতো হরের প্রাকৃতরূপং বক্তুম্ (১৪-১৭)—"অরূপবদেব" ইত্যাদি সূত্রচতুষ্টয়ম্। তস্যাপ্যর্থঃ—সর্ব্বেত্যাদি। স পরমাত্মা সর্ব্বরূপেষ্বভেদবান্। সর্ব্বস্বাত্মীয়করচরণাদিমদ্বিগ্রহেষ্বভেদবান্;

ন তু যজ্ঞদত্তাদিজীবসম্বন্ধি প্রাকৃতশরীরেষু যজ্ঞদত্তাদিরিব ভেদবানিত্যর্থঃ। তথা চ "ঐকাত্ম্যং প্রত্যয়সারং", "আনন্দরূপমমৃতম্" ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যো জ্ঞানানন্দাদ্যাত্মকেশ্বরতাদাত্ম্যেন রূপস্য প্রাকৃতদেহ বৈলক্ষণ্যাৎ। গৃহান্তর্নয়নাদিপ্রকাশে সত্যপি চাক্ষুষাদিপ্রকাশস্য লৌকিকপ্রকাশবৈলক্ষণ্যেন নাস্তি প্রকাশ ইত্যাদি ব্যবহারবৎ "অরূপম্" ইত্যাদি শ্রৌতব্যবহারস্যাপ্রাকৃতরূপবত্ত্বেনানিত্যত্বাদ্য প্রসঙ্গস্য চোপপত্তেরিতি ভাবঃ।

কুত এতাদৃশরূপবত্ত্বং হরেঃ লোকে সর্ব্বরূপাণাং প্রকৃত্যাদ্যাত্মকত্বনিয়মাদিত্যতঃ—সর্ব্বদেশেষ্বিত্যাদি। সর্ব্বদেশেষু কালেষু স একঃ পরমেশ্বরঃ—প্রকৃত্যাদিসর্ব্বস্বামীত্যর্থঃ। সর্ব্বরূপাণাং লোকে প্রকৃত্যাদ্যাত্মকত্বেঽপি হরেঃ প্রকৃতিভূতাদি সর্ব্বেশ্বরত্বান্ন তত্র প্রাকৃতাদিরূপং যুক্তং—স্বাধীনেন স্বাত্মবন্ধনাভাবাদিতি ভাবঃ। ক্বাপি কদাপি কিঞ্চিদপি রূপং স্বাত্মনা ভিন্নং নেতি বক্তুং দেশকালসর্ব্বপদানামুক্তিঃ　　বৃতমেতদ্ দ্বিতীয়গীতাভাষ্যাদৌ তত্র তত্রৈবেতি।

নন্বীশ্বররূপাণাং মৎস্যাদীনামীশ্বরেণাভেদে মৎস্যাদীনামিব জীবাদীনামপীশ্বরাংশত্বেনেশ্বরেণাভেদোঽস্তু। ন চ (২য় অঃ ৩য় পাঃ ২৮) "পৃথগুপদেশাৎ" ইতি জীবেশ্বরভেদোক্তিবিরোধঃ,—সর্ব্বজীবসমুদায়স্যেশত্বেন একৈক জীবস্যেশ্বরেণ ভেদাভেদাদভেদেঽপি ভেদাবিরোধাদিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (১৮)—"অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" ইতি। তস্য তাৎপর্য্যার্থমাহ—'স একঃ পরমেশ্বরঃ' ইতি। স বিষ্ণুরেকঃ পরমেশ্বরঃ, ন জীবোঽপীশ্বরকোটৌ নিবেশ্যত

ইত্যর্থঃ। অংশত্বস্তু ভেদেনৈব (২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৩)—"অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যত্র দ্বিতীয়ে ব্যাখ্যাতমিতি ভাবঃ।

নন্বু যদুক্তং জন্মাদিসূত্রে সর্ব্বকর্ত্তেতি সৃষ্টিস্থিত্যাদ্যষ্টব্যাপার-কর্ত্তেতি তদযুক্তম্,—সৃষ্টৌ সত্যাং যাবৎ সংহারং জগৎস্থিতেঃ স্বত এব সিদ্ধেঃ সংহর্ত্তুঃ সংহারাতিরিক্তব্যাপারস্য পালনরূপস্যা-যোগাদিত্যতঃ পালনাখ্যং পৃথগ্‌ব্যাপারং বক্তুং প্রাপ্তং (২২)—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি'' ইত্যাদি সূত্রম্।

তথা ভক্তিং বিনা স্তম্ভাদেরিব পুরুষপ্রযত্নেনৈবেশ্বরাপরোক্ষ-সম্ভবাচ্চ ভক্তির্ব্যথা। তস্যাব্যক্তৈকস্বভাবত্বেন স্তম্ভাদিবৈলক্ষণ্যে তু সুতরাং ব্যর্থা। সাধনশতেনাপি তাদৃশস্যাদৃষ্টস্যেবাপরোক্ষ্যা-যোগাদিত্যতোঽনন্তশক্তিকেন প্রসন্নেনেশ্বরেণৈব তাদৃশস্যাপি আপারাক্ষ্যং ভবতীতি বক্তুং প্রাপ্তং (২৩-২৭)—"তদব্যক্তমাহ হি" ইত্যাদিসূত্রপঞ্চকম্।

তথা পূর্ব্ববৈশেষিকনয়ে সমবায়াপাকরণেন জ্ঞানানন্দাদি-গুণানাং বস্তুস্বরূপোপগমেনেশ্বরস্য জ্ঞানাদিগুণবত্ত্বং ন স্যাৎ। গুণবত্ত্বাঙ্গীকারে চ স্বরূপত্বং ন স্যাদিত্যতো ভগবতো গুণাত্মকত্বং বিশেষবলাদ্ গুণিত্বঞ্চেতি বক্তুম্ (২৮-৩১)—"উভয়ব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি সূত্রচতুষ্টয়ম্। তেষামর্থমাহ—পরমেশ্বর ইতি; এক ইতি চ। পরশ্চাসৌ মেশ্বরশ্চেতি বিগ্রহঃ; স বিষ্ণুঃ পরঃ পালক ইত্যর্থঃ। 'পৃ'—পালনপূরণয়োঃ পচাদ্যচ্। ধারণপোষণাদি-রূপব্যাপারস্য রক্ষাদিরূপস্য ভাষ্যোক্তশ্রুত্যাদিসিদ্ধত্বাদিতি ভাবঃ। মেশ্বরঃ পরেত্যন্বেতি। পরস্য লোকবিলক্ষণস্যাব্যক্তৈকস্বভাবস্যেতি

যাবৎ পরমাত্মনঃ সম্বন্ধিন্যা ইতি বা, পরায়া উত্তমায়া ইতি বা মায়াঃ প্রমায়া ঈশ্বরাপরোক্ষজ্ঞপ্তেরীশ্বরঃ স্বামীত্যর্থঃ,—"নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষ্যতে নিজশক্তিতঃ" ইত্যাদেঃ। অব্যক্তস্বভাবোঽপি প্রসন্নঃ সন্ স্বাত্মাপরোক্ষজ্ঞানং ভক্তেভ্যো দদাতীতি ভাবঃ। তথা 'একঃ' গুণাদিভিরভিন্ন ইত্যর্থঃ। তর্হি কথং গুণিত্বমিত্যতো বস্তুসামর্থ্যাপরপর্য্যায়বিশেষবলাদ্ গুণিত্বং স্যাদিতি ভাবেন 'পরমেশ্বর' ইতি। যথাশ্রুত এবার্থঃ।

যত্ত্বীশ্বরজ্ঞানাদিকংলৌকিকজ্ঞানাদিবদেব "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদিনা জ্ঞানানন্দাদিপদবাচ্যত্বাদলৌকিকং নেত্যতস্তস্যালৌকিকত্বং বক্তুং (৩২-৩৪)—"পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ" ইতি সূত্রত্রয়ম্। তস্যাপ্যর্থঃ—স একঃ পরমেশ্বর ইতি। স একো বিষ্ণুরেব পরমেশ্বরঃ। 'পরা' অলৌকিকী 'মা' প্রমা আনন্দাদেরুপলক্ষণং জ্ঞানানন্দাদিগুণজাতং যস্য সঃ—পরমঃ। স চাসাবীশ্বরশ্চ পরমেশ্বর ইত্যর্থঃ। অলৌকিকজ্ঞানাদিমত্ত্বে হেতুত্বেনেশ্বর ইতি—"এষ সেতুর্বিধৃতির্য এষ আনন্দঃ পরস্য" ইতি, "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইত্যাদিনোক্তসেতুত্বোপজীব্যত্ববিম্বত্বাদিনাস্বামীয় চ ইত্যর্থঃ। অলৌকিকেঽপি জ্ঞানানন্দাদৌ জ্ঞানাদিশব্দপ্রয়োগস্তু তস্যার্থপ্রকাশত্বানুকূলবেদ্যত্বাদিত্যাদিজ্ঞাপনার্থ ইতি ভাবঃ।

নন্বেবমীশ্বরজ্ঞানানন্দাদেব্র্হ্মাদিজ্ঞানানন্দাদিকং প্রতি বিম্বত্বে ব্রহ্মাদিজ্ঞানানন্দাদৌ তারতম্যবদীশ্বরজ্ঞানানন্দাদিগুণেষু তারতম্যং স্যাদিত্যতঃ প্রাপ্তঃ (৩৫-৩৬)—"স্থানবিশেষাৎ" ইত্যাদি

যোগদ্বয়ম্। তস্যাপ্যর্থঃ—স একঃ পরমেশ্বর ইতি। স বিষ্ণুরেক-জ্ঞানানন্দাদিভিরেকপ্রকার এব, ন তু তারতম্য বানিত্যর্থঃ। বিম্বানন্দাদ্যবৈচিত্র্যেঽপি প্রতিবিম্ববৈচিত্র্যস্য বিম্বভূতভগবদৈশ্বর্য্য-বশাদুপপত্তেরিতিভাবেনোক্তং পরমেশ্বর ইতি। স্থানগুণস্যাপ্যু-পলক্ষণম্। "ঐশ্বর্য্যাৎ পরমাদ্বিষ্ণোর্ভক্ত্যাদীনামনাদিতঃ। ব্রহ্মা-দীনাং সুপপন্না হ্যানন্দাদের্বিচিত্রতা" ইতি স্মৃতেরিতি ভাবঃ।

নন্বেবমীশ্বরস্য বিম্বত্বে সুপপন্নে সতি তৎপ্রতীত্যর্থং ন ভক্ত্যাদি-সাধনাপেক্ষা,—ধ্যানকালে পুরুষপ্রযত্নেন প্রতীতস্যৈব বিম্বভূত-বিষ্ণুরূপত্বাৎ যৎকিঞ্চিদ্ধ্যানেনেশ্বরস্য ফলদানাযোগাদিত্যতো ধ্যানকালে প্রতীতস্যাবিষ্ণুত্বং বক্তুং সূত্রং (৩৭)—"তথান্যৎ প্রতিষেধাৎ" ইতি। তস্যাপ্যর্থঃ—স একঃ পরমেশ্বর ইতি। স বিষ্ণুরেকঃ পরমেশ্বরশ্চেত্যর্থঃ। ধ্যানপ্রতীতস্য তু ধ্যাতৃ-পুরুষবহুত্বেনানেকত্বদুর্লক্ষণত্বাদিনানীশ্বরত্বমিতিকথং তস্য বিষ্ণুত্ব-মিত্যর্থঃ। ধ্যানকালে প্রতীতস্যাব্রহ্মত্বেঽপি ব্রহ্মাধিষ্ঠানত্বাত্তদ্-ধ্যানস্য ব্রহ্মধ্যানত্বেনৈতাবতৈবেশ্বরস্য ফলদানোপপত্তেঃ। "ব্রহ্মৈব প্রতিবিম্বে যদতস্তেষাং ফলপ্রদম্" ইত্যাদিস্মৃতেরিতি ভাবঃ। বিষ্ণোর্ধ্যানপ্রতীতাদন্যত্বযুক্তিসূচনায় ততোঽন্যদিত্যাদ্য-নুক্ত্বা এবং বিন্যাসঃ কৃতঃ।

নন্বেবং ধ্যাতৃভ্যঃ ফলদানবৎ দেশান্তরে কালান্তরেঽন্যস্য স্বাতন্ত্র্যমপি দত্বা ততঃ সৃষ্ট্যাদিকমপি কুর্য্যাৎ,—লোকে রাজাদৌ দেশাদিভেদেনানেক স্বাতন্ত্র্যস্য দর্শনাৎ, হরেরপ্যবতারেষু বিবিধ-লীলাদর্শনাচ্চাতো ন তস্যৈব সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (৩৮)—

"অনেন সর্ব্বগতত্ব মায়াময়শব্দাদিভ্যঃ" ইতি। তস্যাপ্যর্থমাহ—সর্ব্বদেশেষু কালেষু স একঃ পরমেশ্বর ইতি। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা স এক এব স্বতন্ত্রঃ সন্ সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা ন ত্বনেক ইত্যর্থঃ। "স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রীড়তে বিষ্ণুর্ন হি স্বাতন্ত্র্যমন্যগম্। করোতি" ইত্যাদেরিতি ভাবঃ

নন্বেবমপি নেশ্বরস্য ফলদাতৃত্বং প্রাগুক্তং যুক্তং,—তস্য কর্ম্ম বিনা কৃতস্য ফলদাতৃত্বে কর্ম্মণাং বৈয়র্থ্যাপাতেন তদ্বিধায়কবেদা-প্রামাণ্যাপাতাৎ। তস্য বৈষম্যাদি দোষানুষঙ্গাচ্চাকৃতকর্ম্মণাং পুংসাং ফলাদর্শনাচ্চ ফলস্য কর্ম্মান্বয়ব্যতিরেকিত্বেন কর্ম্মৈব ফলপ্রদং নেশ্বর ইত্যতঃ প্রাপ্তং (৩৯-৪২)—"ফলমত উপপত্তেঃ" ইত্যাদি যোগচতুষ্টয়ম্। তস্যাপ্যর্থঃ—স একঃ পরমেশ্বর ইতি। স একো বিষ্ণুরেব পরমেশ্বরঃ ফলদানাদি সমর্থঃ; ন তু কর্ম্ম তস্যাচেতনত্বেন স্বতঃ ফলদানানুপপত্তেঃ। "রাতির্দাতুঃ পরায়ণং", "পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি" ইত্যাদেঃ কর্ম্ম নিমিত্তীকৃত্যেশ্বর এব ফল-দাতেতি ভাবঃ।

নন্বেবমষ্টাদশভির্ণৈর্ভগবতো যন্মাহাত্ম্যবর্ণনং তদযুক্তমিব,—তস্য ভক্ত্যর্থত্বেন ভক্তেরেবানুপযোগাদিত্যানন্দজ্ঞানাদিমত্ত্বস্য মোক্ষত্বেন নিত্যসিদ্ধত্বান্নিত্যসিদ্ধস্য তস্যাভিব্যক্তেরপি সুপ্তাবিব কদাচিৎ স্বয়মেব সম্ভবাদিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (১৯)—"অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্" ইতি সূত্রম্।

তথা ভক্তেরাবশ্যকত্বেঽপি কেষাঞ্চিৎ সম্যঙ্ মুক্তিঃ। কেষাঞ্চিদসম্যঙ্ মুক্তিরিত্যস্যাযোগেন সর্ব্বেষাং মুক্তেরেকরূপত্বেন তদ্ধেতোর্ভক্তেরপি ব্রহ্মাদিষন্যেষু চৈকপ্রকারত্বমেবোপেয়ম্। তদ্বৈষম্যস্তু নির্ব্বীজমিত্যতঃ প্রাপ্তং (২০-২১)—বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্-

স্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাৎ” ইত্যাদি যোগদ্বয়ম্। তয়োরপ্যেকাদশ-দ্বাদশাধিকরণয়োরর্থং শ্রুত্যর্থাভ্যাং ভাষতে—“তদ্ভক্তিতারতম্যেন তারতম্যং বিমুক্তিগম্” ইতি। বিমুক্তিগং বিশেষেণ সম্যঙ্ মুক্তিঃ তত্র বিদ্যমানমানন্দাদিতারতম্যং তদ্ভক্তিতারতম্যেন প্রকৃতপরমেশ্বরভক্তিতারতম্যেন হেতুনা ভবতি নান্যেনেতি শ্রৌতোঽর্থঃ। মুক্তৌ সর্বেষামবিদ্যানিবৃত্ত্যাদের্নিঃশেষতো ভাবেন সম্যঙ্ মুক্তিভাবেন তত্র স্বরূপানন্দাদিতারতম্যস্য “অথাত আনন্দস্য মীমাংসা ভবতি” ইত্যাদি শ্রুত্যাদিসিদ্ধত্বাৎ ফলবৈষম্যস্য সাধনবৈষম্যৈকাধীনত্বাৎ শ্রুতিসিদ্ধমুক্তিগত ব্রহ্মাদ্যানন্দতারতম্যা-ন্যথানুপপত্ত্যা ভক্তিতারতম্যমুপেয়মিতি ভাবঃ।

তথা সুপ্তাবানন্দাদেরীষদভিব্যক্তাবপি সম্যগভিব্যক্তেরেব মুক্তিত্বাত্তস্যাশ্চ ভক্তিং বিনা যোগাদ ভক্তের্মুক্তিফলত্বসমর্থনাৎ সিদ্ধ এব মুক্ত্যর্থং ভক্তিরাবশ্যকীত্যার্থিকোঽর্থঃ। সামান্যাসিদ্ধৌ বিশেষচিন্তায়া অনবসরদুঃস্থত্বেন বিশেষোক্ত্যা সামান্যস্যাক্ষেপা-দিতি। ভক্তিবিচারপরাধিকরণদ্বয়স্য সূত্রকৃতা (১৮) “অত এব চোপমা” ইতি পূর্বসূত্রে জ্ঞানানন্দাদিমত্ত্বরূপস্য ভগবৎসাদৃশ্যস্য জীবে প্রকৃতস্বপ্তাবিব ভক্তিং বিনাপ্যভিব্যক্তিসম্ভবাদ্ভক্তির্ব্যর্থে-ত্যাদি শঙ্কানিরাসার্থয়াবান্তরসঙ্গত্যবশেন মধ্যে নিবেশিতত্বেঽপি তদর্থস্যাস্তে ভাষণং ত্বেতৎপাদীয়সর্বাধিকরণেষু বিষ্ণুমাহাত্ম্য-নিরূপণস্য ভক্তাবুপযোগ ইতি সূচয়িতুম্ ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং রাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩।২ ॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

পূর্ব্ব-পাদোক্ত প্রণালীক্রমে স্বর্গাদির স্বরূপবিচারকারী অধিকারী পুরুষের স্বর্গাদি-বিষয়ক বৈরাগ্যোৎপত্তি সম্ভব হয় বটে, পরন্তু (৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৫১) 'অনুবন্ধাদিভ্যঃ' এই বক্ষমাণ-সূত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, ভক্তিমান্ পুরুষেরই শ্রবণাদি-সাধনসমূহদ্বারা ঈশ্বর-বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়। অতএব ভক্তি-নিরূপণের জন্য এই দ্বিতীয় পাদ আরম্ভ করা যাইতেছে অর্থাৎ এই পাদে ভক্তি কথিত হইতেছে—ইহা বিস্তৃত ভাষ্য-বাক্য হইতে জানা গিয়াছে।

সম্প্রতি প্রশ্ন হয় যে, এই পাদে ভক্তি কথিত হইতেছে—এই বাক্যের অর্থ কি? এই পাদে কি ভক্তি করিতে হইবে—এইরূপ বিধান হইতেছে? অথবা ভক্তির স্বরূপ নিরূপিত হইতেছে? প্রথম পক্ষ বলা যায় না; কারণ, 'ভক্তি' পদার্থটী প্রযত্নের অগোচর বলিয়া তৎসম্বন্ধে বিধি অসম্ভব; দ্বিতীয় পক্ষও বলা যায় না; কারণ, এই পাদে ভগবন্মাহাত্ম্যই নিরূপিত হইয়াছে, ভক্তির স্বরূপ নিরূপিত হয় নাই। ভাষ্যও বলিতেছেন—'ভক্তির জন্য ভগবন্মহিমা কথিত হইতেছে।' অতএব ভক্তি-বিষয়ে ভগবন্মাহাত্ম্য-বর্ণনের কোন উপযোগিতা নাই,—এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য—'বিরক্ত হইয়া জ্ঞানকেই সমাশ্রয় করিবে'—এই পূর্ব্ব-ভাষ্য-বাক্য এস্থলে অনুবর্ত্তিত করিয়া যুক্ত করিতে হইবে। 'শ্যেনেন অভিচরন যজেত', 'অর্জ্জয়ন্ বসতি' ইত্যাদি বাক্যে 'অভিচরন্', 'অর্জ্জয়ন্' ইত্যাদি পদে "লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ"—এই সূত্রানুসারে হেতু অর্থে 'শতৃ' প্রত্যয় হওয়ায়—'অভিচারের জন্য শ্যেন দ্বারা যাগ করিবে', 'অর্জ্জনের জন্য বাস করিতেছে' ইত্যাদি অর্থের যেরূপ প্রতীতি হয়,—এস্থলেও সেইরূপ 'বিরক্তঃ সন্' এই বাক্যে 'সন্' এই পদে উক্ত সূত্রানুসারে

হেতু-অর্থে 'শতৃ'-প্রত্যয় হওয়ায়—'বিরক্ত হইবার জন্য' এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইবে। 'বিরক্তঃ' এই পদের বি-শব্দটী তন্ত্রন্যায়ানুসারে উভয় অর্থের বাচক। অতএব অর্থ এইরূপ 'বি'—অর্থাৎ পরমাত্ম-বস্তুতে 'বি' অর্থাৎ বিশেষরূপে 'রক্তঃ সন্' অর্থাৎ রক্ত (অনুরক্ত) হইবার জন্য 'জ্ঞানমেব সমাশ্রয়েৎ' অর্থাৎ ভগবন্মাহাত্ম্য-জ্ঞানের সম্পাদন করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, "মাহাত্ম্য-জ্ঞানপূর্ব্বক সমুদিত সুদৃঢ় সর্ব্বাধিক স্নেহই ভক্তি" এই শাস্ত্রবাক্যানুসারে মাহাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বক স্নেহই ভক্তি। অতএব শাস্ত্রে মাহাত্ম্য না বলিলে অধিকারি-পুরুষের মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত স্নেহ উদিত হইতে পারে না বলিয়া মাহাত্ম্যজ্ঞান ও স্নেহের উৎপাদনের জন্য এই পাদে ভগবন্মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতেছে। মাহাত্ম্যজ্ঞান ব্যতীতও পুত্রাদির প্রতি স্নেহ দৃষ্ট হয়, আবার কোনও পুরুষের মাহাত্ম্য জানিয়াও তাহার প্রতি স্নেহ জন্মে না। অতএব অন্বয় ও ব্যতিরেক, উভয়রূপেই ব্যভিচার-দর্শন-হেতু মাহাত্ম্য-জ্ঞানটী স্নেহের হেতু,—এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না ;—এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য 'জ্ঞানমেব' এই এব-পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্র বলিয়াছেন—'কারীরী'-যজ্ঞ করিলে বৃষ্টি হয় ; পরন্তু লোকে উক্ত যজ্ঞব্যতীতও বৃষ্টি দেখা যায় বলিয়া এরূপ বলা যায় না যে, কারীরী-যজ্ঞ বৃষ্টির হেতু নহে। অতএব এস্থলেও মাহাত্ম্যজ্ঞান-ব্যতীতই পুত্রাদিতে স্নেহ দৃষ্ট হয় বলিয়া মাহাত্ম্য-জ্ঞানটী স্নেহের হেতু নহে—এরূপ বলা যায় না। আর, কোনও পুরুষের মাহাত্ম্য জানিয়াও যে তাহার প্রতি স্নেহ হয় না, তাহার কারণ এই যে, উক্ত স্থলে মাহাত্ম্য-জ্ঞানটী স্নেহের হেতু হইলেও মাৎসর্য্য প্রভৃতি বিরোধি-কারণান্তর দ্বারা তাহা প্রতিরুদ্ধ। এজন্য যে তাহাকে স্নেহের হেতু বলিয়া স্বীকার করিব না, তাহা নহে (যেহেতু, দেখা যায় যে, কোনরূপে মাৎসর্য্যাদি বিরুদ্ধ-কারণ-সমূহ দূরীভূত হইলেই তৎক্ষণাৎ উক্ত পুরুষের প্রতি স্নেহ জন্মিয়া থাকে)।

সম্প্রতি আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রথমাধ্যায়ে সর্ব্ববস্তুকেই যে ঈশ্বরাধীন বলিয়াছেন, ইহা অসঙ্গত ; কারণ, স্বপ্নকালীন দৃষ্ট পদার্থসমূহ ও তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান ঈশ্বরাধীন নহে ; যেহেতু, উক্ত পদার্থ-সমূহ অসত্য এবং বাহ্যবস্তু-বিষয়ক জ্ঞানের অভাবই স্বাপ্ন-পদার্থ-জ্ঞানের কারণ-স্বরূপ। এইরূপ স্বাপ্ন-পদার্থের তিরোধানও ঈশ্বরাধীন নহে ; কারণ, স্বাপ্ন-পদার্থ-জ্ঞান বাহ্যপদার্থ-বিষয়ক অজ্ঞানের অধীন বলিয়া স্বাপ্ন-পদার্থের অজ্ঞান (তিরোধান) ও বাহ্যপদার্থ-জ্ঞানের অধীন হওয়াই সঙ্গত। আবার জাগ্রদবস্থা ও সুষুপ্তি-অবস্থাও ঈশ্বরাধীন হইতে পারে না ; যেহেতু তাহা কালাদির অধীনরূপেই অনুভূত হয়। "হে সোম্য! তৎকালে (জীব) সদ্‌বস্তুকে প্রাপ্ত হয়"—এই শ্রুতি-বাক্যে সুষুপ্তিকালে জীবের ঈশ্বর-প্রাপ্তি কথিত হওয়ায় যদি সুষুপ্তিকে ঈশ্বরাধীন বলা যায়, তাহা হইলে "তৎকালে (জীব) নাড়ীসমূহের মধ্যে সুপ্ত থাকে"—এই শ্রুতির বিরোধ হয়। এইরূপ সুপ্ত-পুরুষের জাগরণ ও মূর্চ্ছাভঙ্গও ঈশ্বরাধীন নহে ; যেহেতু তাহা ভেরীবাদ্যাদিদ্বারাই হইতে দেখা যায়। আবার মূর্চ্ছা-দশায় জীব ঈশ্বর হইতে অন্যস্থানে চক্ষুরাদিতে অবস্থান করে বলিলে মূর্চ্ছা-দশা জাগ্রদাদি-দশারই অন্তর্গত হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে তৎকালে জীবের ঈশ্বরে অবস্থান স্বীকার করিলে সুপ্তি-দশার সহিত সাঙ্কর্য্য-নিবন্ধন মূর্চ্ছাকে পৃথক্ অবস্থা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অতএব এই আপত্তি-সমূহের নিরাসার্থ (১-৮)—(১) "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি", (২) "নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ", (৩) "মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ", (৪) "সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ", (৫) "পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ", (৬) "দেহযোগাদ্ বা সোঽপি", (৭) "তদভাবো নাড়ীষু তচ্ছ্রুতেরাত্মনি চ", (৮) "অতঃ প্রবোধোঽস্মাৎ", (১০) "মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ পরিশেষাৎ"—এই ছয়টী

(১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম ও ৭ম) অধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে বিষ্ণুর কোন্ মহিমা উক্ত হইল ? এই আশঙ্কায় ইহাদের অর্থ বলিতেছেন—'সর্ব্বাবস্থার প্রেরক'। 'সর্ব্বাবস্থার' অর্থাৎ স্বপ্ন, স্বপ্ন-তিরোধান জাগরণ, সুষুপ্তি, সুষুপ্তি হইতে জ্ঞানলাভ এবং মূর্চ্ছারূপ অবস্থা-সমূহের 'প্রেরক' অর্থাৎ নিয়ামক। 'স একঃ পরমেশ্বরঃ' (সেই এক পরমেশ্বর) —এই বাক্যকে এ স্থলে আকর্ষণ-পূর্ব্বক যোজনা করিতে হইবে। চ-শব্দটী বক্ষ্যমাণ বিষয়ের সমুচ্চয়-সূচক। 'সঃ' (সেই) অর্থাৎ যিনি পূর্ব্ব অধ্যায় দ্বয়ে নির্দ্দোষ-গুণসমূহদ্বারা পরিপূর্ণরূপে নির্ণীত। স্বপ্ন-তিরোধান ও সুষুপ্তি হইতে জ্ঞান-লাভ—ইহারা যদিও জাগরণাদি হইতে পৃথক্ অবস্থা নহে, তথাপি ইহারা পূর্ণজাগরণাদিস্বরূপ নহে, পরন্তু জাগরণাদির একদেশ-মাত্র। অতএব ইহাদিগকে পৃথক্ অবস্থাদ্বয়রূপেই নির্দ্দেশ করা হয়। অথবা 'অবস্থা-সমূহের' এই পদে স্বপ্ন, জাগরণ, সুষুপ্তি ও মোহ-দশারই গ্রহণ হইতেছে। চ-শব্দদ্বারা সূচিত হইল যে, (তিনিই) ঐ অবস্থা-সমূহের তিরোধান করেন এবং বোধ জন্মাইয়া থাকেন। অথবা, 'অবস্থা-সমূহের' অর্থাৎ জীবগণের অবস্থান-সমূহের প্রেরক—এইরূপ অর্থ। এই পক্ষে 'সর্ব্বাবস্থাপ্রেরকঃ'—এই সমাসান্ত-পদটী প্রথমাধ্যায়োক্ত 'সূর্য্যাদিভাসকঃ'—এই পদের ন্যায় বৈয়াকরণ-রীতিতে নিষ্পন্ন (উক্ত পদের ব্যাখ্যা-রীতি দ্রষ্টব্য)। 'সঃ' এই পদটী দ্বারা সূচিত হইল যে, প্রথমাধ্যায়োক্ত মাহাত্ম্যশালী শ্রীহরিকেই এস্থলে বিশেষশঙ্কা-নিরাস-পূর্ব্বক বিস্তৃতরূপে বলা হইবে। এ স্থলে 'পরমেশ্বরঃ' এই পদটী দ্বারা 'পরমেশ্বর স্বেচ্ছাক্রমে জীবকে স্বপ্নকালে তাহাদের মনোগত সংস্কারগুলিই দর্শন করাইয়া থাকেন'—এই শাস্ত্র-বাক্যের স্বেচ্ছাক্রমে স্বাপ্ন-পদার্থ-সমূহকে জীবের মনোগত বাসনারূপ উপাদান-দ্বারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত এবং সত্যরূপে প্রতিপাদিত করা হইল। অতএব

তিনি বন্ধ-মোক্ষাদি-সর্ব্ববিষয়ের ঈশ্বর বলিয়া স্বপ্নাদি অবস্থারও তিনিই প্রেরক—এইরূপ সিদ্ধান্ত সঙ্গতই হয়।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, ইহজগতে নরপতি প্রভৃতির খণ্ড ঐশ্বর্য্যই দৃষ্ট হয় (পরন্তু সর্ব্ব-মানবের সর্ব্ব-বিষয়ে তাঁহাদের আধিপত্য দৃষ্ট হয় না)। অতএব ঈশ্বরও কতিপয় জীবের কতিপয় অবস্থারই প্রেরক, পরন্তু পূর্ণাধিপত্যযুক্ত নহেন। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (৯)—"স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দবিধিভ্যঃ—" এই ষষ্ঠ অধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহারও অর্থ—'সর্ব্বাবস্থাপ্রেরকশ্চ'। 'স একঃ পরমেশ্বরঃ'—এই বাক্যের ও আকর্ষণ হইবে। 'সর্ব্ব' শব্দটি তন্ত্রন্যায়ে উভয় অর্থেই প্রযুক্ত। অতএব অর্থ এইরূপ—'সর্ব্ব' প্রজাগণের 'সর্ব্ব' অবস্থার যিনি প্রেরকরূপে স্বীকৃত, তিনি এক পরমেশ্বর,—অনেক নহেন। 'এক' ও 'পরম'—এই পদদ্বয়দ্বারা—'পরম পুরুষ বিষ্ণুই সর্ব্বজীবের স্বপ্নাদির একমাত্র প্রদর্শক' ইত্যাদি শাস্ত্র-বাক্যের সূচনাক্রমে এ বিষয়ে পরমেশ্বরই কারণরূপে জ্ঞাপিত হইল। অন্যথা খণ্ড ঐশ্বর্য্য সিদ্ধ হইলে ঈশ্বরত্বই হয়, পরমেশ্বরত্ব হয় না অর্থাৎ 'পরমেশ্বর' এই বচন-দ্বারাই তাঁহার পূর্ণাধিপত্য সিদ্ধ।

(৭) "তদভাবোনাড়ীষু" এই অধিকরণে জীবের নাড়াস্থিত পরমাত্ম-বস্তুতে সুপ্তিই কথিত হইয়াছে, পরন্তু সুপ্তিদশায় ঈশ্বরাধীনত্ব কথিত হয় নাই। এইরূপ (১০) "মুগ্ধেঽর্দ্ধসম্পত্তিঃ" ইত্যাদি অধিকরণেও ইহাই বলিতেছেন যে, জীবের মোহ-দশায় সম্পূর্ণরূপে ভগবৎপ্রাপ্তি হয় না; কারণ, তখনও তাহার সুখানুসন্ধান থাকে। আবার ভগবদ্বস্তুর সম্পূর্ণ অপ্রাপ্তিও হয় না; কারণ, তৎকালে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান ত' হয় না। অতএব তৎকালে অর্বাচীন অর্দ্ধপ্রাপ্তিই হয়। এইরূপে উক্ত অধিকরণেও যদিও মোহ-অবস্থার স্বরূপই কথিত হইয়াছে, পরন্তু সুপ্তি বা মোহ-অবস্থায় ঈশ্বরাধীনত্ব কথিত হয় নাই, তথাপি (৯) "স এব তু কর্ম্মানুস্মৃতিশব্দ-

বিধিভ্যঃ" এই অধিকরণদ্বারাই যে সুপ্তি ও মোহ-দশায় ঈশ্বরাধীনত্ব সিদ্ধ হয়—ইহার প্রকাশের জন্য তদর্থ-প্রকাশক 'সর্ব্বাবস্থাপ্রেরকশ্চ' এই ভাষ্য-বচনের সহিত অপর ছয় অধিকরণেরও ভাবার্থ কথিত হইয়াছে। মূল ভাষ্যও বলিয়াছেন, "কর্ম্মানুস্মৃতি প্রভৃতি দ্বারাই মোহের ভগবদধীনত্ব সিদ্ধ হইয়াছে।"

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, 'স এব চ' ইত্যাদি ষষ্ঠ অধিকরণানুসারেই ঈশ্বর জীবের সুপ্ত্যাদি অবস্থার প্রেরকরূপেও সিদ্ধ হইতে পারেন, সুতরাং তৎপ্রতিপাদনার্থ (১) 'সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি' ইত্যাদি পৃথক্ অধিকরণের প্রয়োজন কি ? ইহার উত্তর এই যে,—প্রথমতঃ সাধারণ-ভাবে প্রেরকত্ব সিদ্ধ হইলেই পশ্চাৎ এইরূপ বিশেষ-চিন্তার অবসর উপস্থিত হয় যে, তিনি একদেশের প্রেরক কিংবা সর্ব্বাংশে প্রেরক। অতএব "সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" ইত্যাদি অধিকরণসমূহে ঈশ্বরের জীব-সম্বন্ধে সুপ্ত্যাদি-অবস্থার প্রেরকত্ব কথনদ্বারা কৈমুত্য-ন্যায়সিদ্ধ নানা দেশ-কালস্থিত নানা জড়পদার্থগত বৃদ্ধি-হ্রাসাদি অবস্থার প্রেরকত্বও সূচনার জন্য 'সর্ব্বাবস্থা' এইরূপ সাধারণ নির্দ্দেশ হইয়াছে।

সম্প্রতি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, ঈশ্বরই যদি পূর্ব্বোক্ত যুক্তিক্রমে সর্ব্ববস্তুর সর্ব্বাবস্থায় প্রেরক হন, তাহা হইলে অধিষ্ঠানভূত জীবের দেব-মানব-তির্য্যগাদিভেদে ভেদহেতু প্রেরক ঈশ্বর বস্তুও ভিন্নাধিষ্ঠানগত ঘটাকাশাদির ন্যায় অনেক হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ "ঈশ্বর—দক্ষিণ নেত্র ও মুখে বিশ্বরূপে, মনোমধ্যে তৈজসরূপে, আকাশ ও হৃদয়ে প্রাজ্ঞরূপে—এই ত্রিবিধরূপে জীবদেহে অবস্থিত" ইত্যাদি বাক্যে দক্ষিণ-নেত্রাদি দেশভেদে এবং "তিনি বিশ্বরূপে স্থূলভোক্তা অর্থাৎ জাগ্রদবস্থার প্রেরক" ইত্যাদি-বাক্যে জাগ্রদাদিকাল-ভেদে ভিন্ন কথিত হইতেছেন। এইরূপ "বিশ্ব ও তৈজস, এই উভয়ে কার্য্য-কারণ-ভাবযুক্ত ; আর প্রাজ্ঞ

কেবলমাত্র কারণভাবযুক্ত” ইত্যাদিরূপ ভেদবচন-হেতুও স্বরূপ-সমূহে ভেদবিশিষ্ট হইতে পারেন। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (১১-১৩)—(১১) “ন স্থানতোঽপি পরস্যোভয়লিঙ্গং সর্ব্বত্র হি”, (১২) “ন ভেদাদিতি চেন্ন প্রত্যেকমতদ্বচনাৎ” ও (১৩)“অপি চৈবমেকে”—এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—‘সেই এক পরমেশ্বর সর্ব্বদেশে ও কালে সর্ব্বরূপসমূহে অভেদযুক্ত’ অর্থাৎ সুর-নরাদি-শরীরগত দক্ষিণ-নেত্রাদি সর্ব্বদেশে ও জাগ্রদাদি সর্ব্বকালে অবস্থিত বিশ্ব প্রভৃতি সর্ব্বরূপসমূহে অভেদযুক্ত বস্তুই সেই পরমেশ্বর। কি হেতু? তাহাই বলিতেছেন—‘এক পরমেশ্বর’ অর্থাৎ (২য় অঃ ৪র্থ পাঃ ১১) “চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ” এই সূত্রের ভাষ্যের ‘ঈশ্বর-বস্তু দুইটি নাই’ ইত্যাদি যুক্তি-ক্রমে একই পরমেশ্বর, অনেক নহেন; যেহেতু রূপ-সমূহের ভেদ স্বীকার করিলে অনেকেশ্বরবাদ উপস্থিত হয়।

সম্প্রতি পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বরের রূপ-সমূহকে ভিন্ন স্বীকার করিয়া তন্মধ্যগত একটী রূপেই ভগবান্ পরমৈশ্বর্য্যশালী এবং অন্যরূপসমূহ তাঁহার অনুগ্রাহ্য—এইরূপ বলিলে ত’ কোন দোষ হয় না? অতএব এই আপত্তির নিরাসার্থও বলিলেন—‘সর্ব্বরূপসমূহে অভেদযুক্ত’ অর্থাৎ সেই পূর্ব্বোক্ত ভগবান্ পরমেশ্বর সর্ব্বদেশ-কালস্থিত রূপসমূহে ‘অভেদযুক্ত’ অর্থাৎ অবিশেষভাবযুক্ত (অপর কথায়, সর্ব্বরূপই সমান)।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, সর্ব্বদেশ ও সর্ব্বকালস্থিত রূপ-সমূহ অভিন্ন হইলে ঈশ্বর আকাশের ন্যায় তাহাদিগের মধ্যেও পাদাদি এক এক অবয়ব-দ্বারাই অবস্থিত,—এইরূপ স্বীকার করিতে হয়; অথচ “তিনি সপ্ত অঙ্গবিশিষ্ট, একোনবিংশতি মুখবিশিষ্ট” ইত্যাদি শ্রুতি আবার বিরুদ্ধ হয়। এইজন্যও বলিলেন—‘সর্ব্বরূপসমূহে অভেদযুক্ত’ ইত্যাদি। এস্থলে সর্ব্ব-শব্দটী সমগ্র-বাচক। অতএব সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে ‘সর্ব্বরূপ-

সমূহে' অর্থাৎ হস্ত-পদাদি অবয়ব-সমূহদ্বারা সমগ্ররূপবিশিষ্ট মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে সেই পরমেশ্বর অভেদযুক্ত।

এস্থলে পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, সমগ্ররূপে সর্ব্বদেশাদিতে অবস্থান কিরূপে সম্ভব হয়? অন্য কোন বস্তুর ত' এরূপ অবস্থান দৃষ্ট হয় না? এইজন্যও 'তিনি এক পরমেশ্বর'—এই বাক্যটী হেতুগর্ভরূপে প্রযুক্ত অর্থাৎ তিনি এক হইলেও পরমেশ্বরত্ব-হেতুই রূপসমূহের মধ্যে সমগ্ররূপে অবস্থিত হইয়া অভেদযুক্ত হ'ন। স্মৃতিও এইরূপ বলিয়াছেন—"ঐশ্বর্য্যহেতু আধারভেদে সূর্য্যের ন্যায় একরূপও বহুধা প্রতীত হয়।" 'পরমেশ্বর' এই উক্তি-দ্বারাই "তিনি বন্ধাদির সাক্ষী বলিয়া 'বন্ধ' কথিত হন" ইত্যাদি স্মৃতির সূচনাক্রমে ভেদোক্তিপর বচনসমূহের গতি সূচিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিক্রমে সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল ও সর্ব্বাবস্থায় শ্রীহরির পাণি-পাদাদি সমগ্র রূপ-সমূহের অবস্থান-স্বীকার-পূর্ব্বক তাঁহাদের অভেদ বলিলে রূপবত্ত্বহেতু যজ্ঞদত্তাদির ন্যায় তাঁহাদের অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গ হয় এবং "তিনি অরূপ, অব্যয়", "তিনি অরূপ, অনাময়" ইত্যাদি শ্রুতির-অপ্রামাণ্য ও হইয়া পড়ে। অতএব শ্রীহরির অপ্রাকৃত রূপ বলিবার জন্য (১৪-১৭)—(১৪) "অরূপদেব হি তৎপ্রধানত্বাৎ", (১৫) 'প্রকাশবচ্চাবৈয়র্থ্যাৎ", (১৬) 'আহ চ তন্মাত্রম্" ও (১৭) "দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে" এই সূত্র-চতুষ্টয় বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ— সর্ব্বরূপসমূহে অভেদযুক্ত'। সেই পরমাত্মা 'সর্ব্বরূপসমূহে' অর্থাৎ নিজ-সম্বন্ধী যাবতীয় কর-চরণাদিবিশিষ্ট বিগ্রহসমূহে—অভেদযুক্ত। পরন্তু যজ্ঞদত্তাদি জীব যেরূপ তৎসম্বন্ধীয় প্রাকৃত-শরীর-সমূহে ভিন্নরূপে স্থিত, সেরূপ নহেন। অতএব "উক্ত রূপ শ্রীহরির সহিত একাত্মক ও জ্ঞানময়", "তাহা আনন্দ ও অমৃত-স্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্যানুসারে জ্ঞানানন্দাদিস্বরূপ ঈশ্বরের

সহিত একাত্মকত্ব-নিবন্ধন তদীয় রূপ প্রাকৃত-দেহ অপেক্ষা বিলক্ষণ। সুতরাং প্রদীপাদি প্রকাশ-শূন্য গৃহাভ্যন্তরে নয়নের জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশ বর্ত্তমান থাকিলেও উক্ত প্রকাশ লৌকিক প্রকাশ (প্রদীপাদি প্রকাশ) অপেক্ষা বিলক্ষণ বলিয়া লোক যেরূপ বলিয়া থাকে—এই গৃহে প্রকাশ নাই সেইরূপ শ্রীহরির রূপও প্রাকৃত রূপ অপেক্ষা বিলক্ষণ বলিয়া 'অরূপ' ইত্যাদি শ্রৌত-ব্যবহার উপপন্নই হয়। আবার অপ্রাকৃত-রূপ-শালিত্ব-নিবন্ধন অনিত্যত্বাদির প্রসঙ্গও হয় না।

জগতে সমস্ত রূপই প্রাকৃতরূপে নিয়ত দৃষ্ট হয়, সুতরাং শ্রীহরির রূপ কিরূপে তদ্‌বিলক্ষণ অপ্রাকৃত হ'ন?—এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য বলিলেন—'সর্ব্বদেশে' ইত্যাদি। তিনিই সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে এক পরমেশ্বর অর্থাৎ প্রকৃত্যাদি সকলের স্বামী। অতএব জগতে সকল পদার্থের রূপ প্রাকৃত হইলেও শ্রীহরি প্রকৃতি ও ভূত প্রভৃতি সকলের ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার রূপ প্রাকৃত বা ভৌতিক হওয়া সঙ্গত নহে; কারণ, স্বাধীন পুরুষ নিজের বন্ধন রচনা করিবেন কেন? তাঁহার কোন রূপই কোন দেশেই বা কোন কালেই নিজ হইতে ভিন্ন নহেন,—ইহা বলিবার জন্য দেশ-কালাদি সর্ব্বপদের উল্লেখ হইল। দ্বিতীয় অধ্যায় গীতাভাষ্যে স্থানে স্থানে ইহা বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, মৎস্য প্রভৃতি ঈশ্বর-রূপ-সমূহ যদি ঈশ্বরের সহিত অভিন্ন হ'ন, তাহা হইলে ঈশ্বরাংশত্বহেতু জীবাদিরও ঈশ্বরের সহিত অভেদ হউক। ইহা হইলে যে (২য় অঃ ৩য় পাঃ ২৮) "পৃথগুপদেশাৎ"—এই সূত্রস্থ জীবেশ্বরের ভেদোক্তির বিরোধ হইবে, তাহাও নহে; কারণ, সমষ্টিরূপে জীবগণের ঈশ্বরত্ব-হেতু ব্যষ্টিরূপে ঈশ্বরের সহিত ভেদাভেদ-নিবন্ধন অভেদেও ভেদ বিরুদ্ধ নহে। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (১৮) "অতএব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ"

এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্যার্থ—'তিনি এক পরমেশ্বর' 'তিনি' অর্থাৎ বিষ্ণুই এক পরমেশ্বর, পরন্তু জীবও ঈশ্বররূপে গণনীয় নহে। জীব ভিন্নস্বরূপেই যে ঈশ্বরের অংশ—ইহা (২য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৩) "অংশো নানাব্যপদেশাৎ"—এই সূত্রেই বর্ণিত হইয়াছে।

পুনরায় আশঙ্কা এই যে, "জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই সূত্রে 'সর্ব্বকর্ত্তা'-পদে শ্রীহরি যে সৃষ্টি, স্থিতি প্রভৃতি অষ্টবিধ ব্যাপারের কর্তৃরূপে কথিত হইয়াছেন. তাহা অযুক্ত; কারণ, সৃষ্টি হইলে পর সংহার-কাল-পর্য্যন্ত জগতের স্থিতি স্বতঃই সিদ্ধ। বিশেষতঃ সংহার-কর্ত্তা পুরুষের পক্ষে সংহার ব্যতীত পালনরূপ ব্যাপার যুক্তিযুক্তও নহে। অতএব পালন-রূপ অতিরিক্ত ব্যাপারটীও বলিবার জন্য (২২)—"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ"—এই সূত্র বলিয়াছেন।

আর একটী আশঙ্কা হয় যে. স্তম্ভাদি পদার্থ যেরূপ পুরুষের প্রযত্নসাধ্য, ঈশ্বর-বিষয়ক অপরোক্ষ-জ্ঞানও সেইরূপ পুরুষের প্রযত্নসাধ্য বলিয়াই তদ্‌বিষয়ে ভক্তি নিরর্থক। আর যদি ঈশ্বর অব্যক্তৈকস্বরূপ বলিয়া তদ্‌বিষয়ক অপরোক্ষ-জ্ঞানকে স্তম্ভাদি পদার্থ অপেক্ষা বিলক্ষণ বলা হয়, তাহা হইলে ভক্তি আরও ব্যর্থা হইয়া পড়ে; কারণ, দর্শনের অযোগ্য পদার্থকে যেরূপ শত চেষ্টায় দর্শন করা যায় না, সেইরূপ অব্যক্ত-স্বভাব ঈশ্বরের অপরোক্ষ জ্ঞানও ভক্তি-প্রতিম শত শত সাধনদ্বারাও সম্পাদনীয় হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর প্রসন্ন হইলেই যে তাঁহার অব্যক্ত-স্বভাব সত্ত্বেও অপরোক্ষ-জ্ঞান হইতে পারে,—ইহা বলিবার জন্য (২৩-২৭)—(২৩) "তদব্যক্তমাহ "হি", (২৪) "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষা-নুমানাভ্যাম্", (২৫) "প্রকাশাদিবচ্চাবৈশেষ্যম্", (২৬) "প্রকাশশ্চ কর্ম্মণ্য-ভ্যাসাৎ' ও (২৭) "অ:তাহনন্তেন তথা হি লিঙ্গম."—এই পাঁচটী সূত্র বলিয়াছেন।

আর একটী আশঙ্কা এই যে, পূর্ব্বে বৈশেষিক-দর্শনের মত খণ্ডন করিবার কালে তৎসম্মত সমবায়-নামক পদার্থের নিরাস-দ্বারা জ্ঞানাদি গুণসমূহকে বস্তুস্বরূপে স্বীকার করায় ঈশ্বর জ্ঞানাদিগুণশালী হইতে পারেন না। আর যদি জ্ঞানাদিকে গুণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে আর তাহারা বস্তুর স্বরূপ হয় না। অতএব বিশেষ-নামক পদার্থের বলে ভগবান্ যে গুণ ও গুণী, এই উভয় স্বরূপ—ইহার প্রতিপাদনার্থ (২৮-৩১)— (২৮) "উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ", (২৯) "প্রকাশাশ্রয়-বদ্বা তেজস্ত্বাৎ", (৩০) "পূর্ব্ববদ্ বা" ও (৩১) "প্রতিষেধাচ্চ"—এই সূত্র-চতুষ্টয় বলিয়াছেন। ইহাদের অর্থ বলিতেছেন—'পরমেশ্বর' ও 'এক'। 'পরমেশ্বর' এই কর্ম্মধারয়-সমাসান্ত পদটীকে 'পর' ও 'মেশ্বর' এইরূপে বিভক্ত করিতে হইবে। অতএব ইহার অর্থ—'তিনি' অর্থাৎ বিষ্ণু 'পর' অর্থাৎ পালক। পৄ-ধাতুর উত্তর পচাদিত্ব-নিবন্ধন অচ্-প্রত্যয় করিয়া উহা সিদ্ধ। পৄ-ধাতুর অর্থ—পালন ও পূরণ, দুই-ই হয়। বিষ্ণুই যে জগতের ধারণ-পোষণাদিরূপ রক্ষণ-ব্যাপারের কর্ত্তা—ইহা ভাষ্যোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। 'মেশ্বর' এই পদের সহিত ও 'পর'-শব্দের অন্বয়। অতএব 'পর' অর্থাৎ লোকবিলক্ষণ অব্যক্তৈকস্বভাব পরমাত্মবস্তু, তাহার যে 'মা' অর্থাৎ প্রমা (ঈশ্বর-বিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান), তাহার ঈশ্বর (বিষ্ণু); অথবা, 'পরা' অর্থাৎ উত্তমা যে 'মা' অর্থাৎ 'প্রমা' অর্থাৎ ঈশ্বর-বিষয়িণী অপরোক্ষানুভূতি, তাহার ঈশ্বর অর্থাৎ স্বামী বিষ্ণু (অর্থাৎ তদ্বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞানও তাঁহার আধিপত্যেই নিষ্পন্ন)। শাস্ত্রও বলিতেছেন—"ভগবান্ নিত্য অব্যক্ত-স্বরূপ হইয়াও নিজ-শক্তিদ্বারা দৃষ্টিগোচর হন"। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি অব্যক্তস্বরূপ হইয়াও অনুগ্রহ-পূর্ব্বক ভক্তগণকে নিজ-বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান প্রদান করেন। এইরূপ 'এক' অর্থাৎ গুণাদির

সহিত তিনি অভিন্ন। আপত্তি হইতে পারে যে, তিনি গুণাদির সহিত অভিন্ন হইলে গুণাদিস্বরূপই হইয়া পড়িলেন ; তাহা হইলে তাঁহার গুণিত্ব-সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে ? অতএব বিশেষ অর্থাৎ বস্তুশক্তি-নামক পদার্থের বলেই তাঁহার গুণরূপত্ব ও গুণিত্ব —এই উভয়ই যে সিদ্ধ হয় —এই অভিপ্রায় সূচনার জন্যই 'পরমেশ্বর' এই পদটী প্রযুক্ত হইয়াছে। ইহার যথাশ্রুত অর্থই জ্ঞাতব্য।

"ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দময়" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বরের জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতিকেও মানবের জ্ঞান-আনন্দ প্রভৃতি ধর্ম্মবাচক জ্ঞানাদি শব্দের দ্বারাই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার জ্ঞানাদিও মানবাদির জ্ঞানাদির ন্যায়ই লৌকিক, পরন্তু অলৌকিক নহে। অতএব তদীয় জ্ঞানাদির অলৌকিকত্ব প্রতিপাদনার্থ (৩২-৩৪)—(৩২) "পরমতঃ সেতূন্মানসম্বন্ধভেদব্যপদেশেভ্যঃ", (৩৩) "দর্শনাৎ তু" ও (৩৪) "বুদ্ধ্যর্থঃ পাদবৎ"—এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—তিনি এক পরমেশ্বর। 'তিনি' অর্থাৎ সেই এক বিষ্ণুই 'পরমেশ্বর'। 'পরা' অর্থাৎ অলৌকিকী 'মা' প্রমা (জ্ঞান) ও তদুপলক্ষিত আনন্দ প্রভৃতি যাঁহার, তাদৃশ পুরুষই 'পরম' (তিনি অলৌকিক জ্ঞানানন্দাদিগুণবিশিষ্ট, ইহাই 'পরম'-পদের অর্থ)। অনন্তর 'ঈশ্বর'-পদের সহিত 'পরম'-পদের কর্ম্মধারয়-সমাস। এস্থলে অলৌকিক জ্ঞানাদিবিশিষ্টত্ব-বিষয়ে কারণরূপে ঈশ্বর-পদটি প্রযুক্ত (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যহেতুই তিনি তাদৃশ জ্ঞানাদিবিশিষ্ট)। তাৎপর্য্য এই যে, "পরম-বস্তুর এই আনন্দই বিশ্বের ধারক সেতুস্বরূপ"• "নিখিল ভূতগণ এই পরম-বস্তুর আনন্দের অংশকেই উপজীবিকারূপে গ্রহণ করিয়াছে" ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত সেতুত্ব, উপজীব্যত্ব, বিধৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম-সমূহদ্বারা তিনি স্বামিভাবাপন্ন। অলৌকিক জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি বিষয়েও জ্ঞানাদি-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ইহাই জ্ঞাপিত হইল যে, বিষ্ণু-

বস্তু বিষয়-প্রকাশের অনুকূল জ্ঞেয়ত্ব-বিশিষ্ট অর্থাৎ তিনি জ্ঞানগম্য (অজ্ঞেয় নহেন)।

পূর্ব্বোক্তরূপে ঈশ্বরের জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহ ব্রহ্মাদি জীবগণের জ্ঞান ও আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহের বিম্বরূপে সিদ্ধ হওয়ায় আশঙ্কা হয় যে, ব্রহ্মাদি-জীবগণের জ্ঞানাদির যেরূপ তারতম্য রহিয়াছে, বিম্বভূত ঈশ্বর-জ্ঞানাদিরও সেইরূপ তারতম্য হইতে পারে। অতএব এই শঙ্কার সমাধানার্থ (৩৫-৩৬)—(৩৫) "স্থানবিশেষাৎ প্রকাশাদিবৎ" ও (৩৬)"উপপত্তেশ্চ"—এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'তিনি এক পরমেশ্বর'। 'তিনি' অর্থাৎ বিষ্ণু 'এক' অর্থাৎ জ্ঞানানন্দাদিদ্বারা এক-প্রকার, পরন্তু তারতম্যবিশিষ্ট নহেন। বিম্বভূত আনন্দাদি অবিচিত্র অর্থাৎ একপ্রকার হইলেও বিম্বভূত ভগবদ্‌বস্তুর ঐশ্বর্য্যবশতঃ প্রতিবিম্বগত বৈচিত্র্য সম্ভব হয়—এই অভিপ্রায়েই 'পরমেশ্বর'-পদটী প্রযুক্ত। ইহা স্থান-গুণেরও উপলক্ষণ (অর্থাৎ স্থান-গুণেও প্রতিবিম্বগত বৈচিত্র্য হয়)। এ বিষয়ে স্মৃতিবাক্যও এইরূপ—'বিষ্ণুবস্তুর পরম ঐশ্বর্য্য ও জীবগত ভক্তি প্রভৃতির অনাদিত্ব-নিবন্ধন ব্রহ্মাদি জীবগণের আনন্দাদিতে বৈচিত্র্য বা তারতম্য উপপন্ন হয়।'

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে ঈশ্বর বিম্বরূপে সিদ্ধ হইলে আশঙ্কা হয় যে, ধ্যানকালে পুরুষের প্রযত্নদ্বারা হৃদয়ে যাহা প্রতীত হয়, তাহাই বিম্বভূত বিষ্ণুর স্বরূপ বলিয়া তাঁহার প্রতীতির জন্য আর ভক্ত্যাদি পৃথক্ সাধনের প্রয়োজন্ কি? আর ধ্যান-প্রতীত-পদার্থ বিষ্ণুর স্বরূপ নহে,—ইহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহা যদি অন্য কোন পদার্থ হইবে, তাহা হইলে তাদৃশ ধ্যান হইতে সাধকের ঈশ্বর-দত্ত ফল-লাভ দৃষ্ট হয় কেন? অতএব আশঙ্কা-নিবৃত্তি-সহকারে ধ্যান-প্রতীত-পদার্থের অবিষ্ণুত্ব-প্রতি-পাদনার্থ (৩৭) "তথান্যপ্রতিষেধাৎ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও

অর্থ—'তিনি এক পরমেশ্বর'। 'তিনি' অর্থাৎ বিষ্ণু 'এক' ও 'পরমেশ্বর বস্তু'। পরন্তু ধ্যানকারী পুরুষগণের বহুত্ব-নিবন্ধন তাহাদের চিত্তাদিগত বিবিধ মালিন্যাদি দুর্লক্ষণ-হেতু ধ্যান-প্রতীত-বস্তু ঈশ্বর নহেন, সুতরাং তাহার বিষ্ণুত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? পরন্তু ধ্যান-প্রতীত বস্তু ব্রহ্ম না হইলেও তাঁহার অধিষ্ঠান বলিয়া তাঁহার ধ্যান ব্রহ্মেরই ধ্যান—এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর কর্ত্তৃক উক্ত ধ্যানেরও ফল-দান সঙ্গত হয়। স্মৃতিও বলিয়াছেন যে, "যেহেতু ধ্যান-প্রতীত প্রতিবিম্বেও ব্রহ্মই বর্ত্তমান, অতএব তিনি উহাদের ফল-প্রদাতা।" এস্থলে, 'ততোঽন্যঃ' অর্থাৎ বিষ্ণু ধ্যান-প্রতীতবস্তু হইতে অন্য—এইরূপ না বলিয়া 'তিনি এক পরমেশ্বর' এই উক্তিদ্বারা অন্যত্ব-প্রতিপাদিকা যুক্তির সূচনা করিয়াছেন।

সম্প্রতি আশঙ্কা হয় যে, তিনি পূর্ব্বোক্ত ধ্যানকারীকে যেরূপ ফল দান করেন, সেইরূপ দেশান্তরে বা কালান্তরে অপর কাহাকেও স্বাতন্ত্র্য-প্রদান-পূর্ব্বক তাহা হইতে সৃষ্ট্যাদিও ত' করিতে পারেন। জগতেও দেশভেদে অনেক নরপতির স্বাতন্ত্র্য দৃষ্ট হয় এবং শ্রীহরির অনেক অবতারের মধ্যেও বিবিধ স্বাতন্ত্র্য-লীলা পরিলক্ষিত হয়। অতএব একমাত্র তাঁহারই সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সঙ্গত নহে। অতএব এই আশঙ্কা নিরাসার্থ (৩৮) "অনেন সর্ব্বগতত্বমায়ামশব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ —'সর্ব্বদেশে, সর্ব্বকালে তিনি এক পরমেশ্বর।' সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তিনি একাকীই স্বতন্ত্ররূপে সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা, পরন্তু অনেক সৃষ্টিকর্ত্তা নহে। শাস্ত্রও বলিতেছেন—"বিষ্ণু স্বাতন্ত্র্যহেতুই বিবিধ বিহার সম্পাদন করেন; এই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য তিনি অপর কাহাকেও প্রদান করেন না।"

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, পূর্ব্বোক্ত ফলদাতৃত্ব ঈশ্বরের হইতে পারে না; কারণ, কর্ম্মব্যতীত ফল-প্রদানে কর্ম্মের ব্যর্থতা ও তন্নিবন্ধন কর্ম্ম-বিধায়ক বেদের অপ্রামাণ্য উপস্থিত হয় এবং ঈশ্বরেও বৈষম্যাদি-দোষের প্রাপ্তি

ঘটে ; আর কর্ম্মব্যতীত পুরুষের ফলও দৃষ্ট হয় না। অতএব কর্ম্মের সহিত ফলের অন্বয়-ব্যতিরেকভাবে সম্বন্ধ থাকায় কর্ম্মই ফলপ্রদাতা, ঈশ্বর নহেন। অতএব এই শঙ্কার সমাধানার্থ (৩৯-৪২)—(৩৯) "ফলমত উপপত্তেঃ", (৪০) "শ্রুতত্বাচ্চ", (৪১) "ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব" ও (৪২) "পূর্ব্বং তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ" এই সূত্র-চতুষ্টয় বলিয়াছেন ইহারও অর্থ—'তিনি এক পরমেশ্বরঃ'। সেই এক বিষ্ণুই 'পরমেশ্বর' অর্থাৎ ফলপ্রদানাদি-সমর্থ, পরন্তু কর্ম্ম নহে ; কারণ, কর্ম্ম অচেতন বলিয়া তাহার স্বতঃ ফলদাতৃত্ব অসম্ভব। অতএব "জ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মই যজ্ঞকারী পুরুষের ভক্তি-ফল-প্রদাতা পরমাশ্রয়স্বরূপ", "তিনি পুণ্যকর্ম্মহেতু জীবের পুণ্যলোকপ্রাপ্তি সম্পাদন করেন" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে যে, কর্ম্মকে নিমিত্ত করিয়া ঈশ্বরই ফল-প্রদাতা।

সম্প্রতি আশঙ্কা হয় যে, পূর্ব্বোক্ত অষ্টাদশ অধিকরণে প্রতিপাদিত ভগবন্মাহাত্ম্য এস্থলে ব্যর্থ ; কারণ, ভক্তির উৎপাদনের জন্যই মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন—ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছেন বটে, পরন্তু এস্থলে ভক্তিরই কোন প্রয়োজন নাই ; যেহেতু আনন্দ-জ্ঞানাদিস্বরূপত্বই মোক্ষ এবং তাহা নিত্যসিদ্ধপদার্থ বলিয়া ভক্তি প্রভৃতি দ্বারা আর তাহার সাধ্যত্ব যুক্ত নহে। ইহাও বলা যায় না যে, মোক্ষ নিত্যসিদ্ধ হইলেও বর্ত্তমান দশায় আমাদের তাহা অভিব্যক্ত নহে বলিয়া অভিব্যক্তির জন্য ভক্ত্যাদির প্রয়োজন আছে ; কারণ, নিত্যসিদ্ধ মোক্ষের অভিব্যক্তিও সুষুপ্তি-কালের ন্যায় কোন কালবিশেষে স্বয়ংই হইবে। অতএব এই শঙ্কার নিরাসার্থ (১৯) "অম্বুবদগ্রহণাত্তু ন তথাত্বম্" এই সূত্র বলিয়াছেন।

আর একটী আশঙ্কা হয় যে, ভক্তির আবশ্যকত্ব থাকিলেও কোন পুরুষের সম্পূর্ণ মুক্তি, কোন পুরুষের অসম্পূর্ণ মুক্তি অযুক্ত বলিয়া সকলের একপ্রকার মুক্তি স্বীকার করিলে তাদৃশী মুক্তির হেতুভূতা ভক্তিও ব্রহ্মাদি

উত্তম পুরুষের ও সাধারণ জীবের পক্ষে একপ্রকারই স্বীকার করিতে হয় ; কারণ, বৈষম্য-স্বীকারের কোনও যুক্তি নাই ; অতএব এই শঙ্কার সমাধানার্থ (২০-২১)—(২০) "বৃদ্ধিহ্রাসভাক্তমন্তর্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্" ও (২১) "দর্শনাচ্চ"—এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। এই একাদশ ও দ্বাদশ অধিকরণের শ্রুতি-সম্মত অর্থ বলিতেছেন, 'তদ্ভক্তিতারতম্যাহেতু বিমুক্তিগত তারতম্যা' 'বিমুক্তিগ' অর্থাৎ সম্পূর্ণ-মুক্তিগত 'তারতম্য' অর্থাৎ আনন্দাদির তারতম্য 'তদ্ভক্তিতারতম্যহেতু' অর্থাৎ পরমেশ্বর-বিষয়িণী ভক্তির তারতম্যহেতুই হয়, অন্য কারণে নহে,—ইহাই শ্রুতিসম্মত অর্থ। তাৎপর্য্য এই যে, সকলেরই মুক্তিতে নিঃশেষরূপে অবিদ্যাদির নিবৃত্তিহেতু সম্পূর্ণ মুক্তিই স্বীকার করিতে হয়। অথচ সেই মুক্তিদশায়ও তাঁহাদের আনন্দের যে তারতম্য থাকে, ইহা "অনন্তর আনন্দের মীমাংসা হইতেছে" ইত্যাদি শ্রুতি-দ্বারাই সিদ্ধ হইতেছে। অতএব ঈদৃশ ফল-বৈষম্য একমাত্র সাধন-বৈষম্যেরই অধীন বলিয়া ব্রহ্মাদি মুক্তজীবগণের শ্রুতিসিদ্ধ আনন্দ-তারতম্য অন্য কোনওরূপে সঙ্গত না হওয়ায় অগত্যা ভক্তিরূপ সাধনের তারতম্যই স্বীকার্য্য।

এইরূপ সুষুপ্তি-দশায় আনন্দাদির যৎকিঞ্চিৎ অভিব্যক্তি হইলেও সম্পূর্ণ অভিব্যক্তিই মুক্তি বলিয়া এবং তাহা ভক্তি ব্যতীত সম্ভব না হওয়ায় মুক্তি ভক্তিরই ফল, এইরূপ সমর্থন-হেতু মুক্তির জন্য ভক্তিই প্রয়োজনীয়া—এই তাৎপর্য্যার্থ সিদ্ধ হইল। সামান্যরূপে প্রথমতঃ বস্তুর সিদ্ধি না হইলে সেই বস্তু-সম্বন্ধে বিশেষ বিচারের অবসরই ঘটে না, সুতরাং বিশেষ-উক্তিদ্বারা সামান্য-সিদ্ধি-অর্থাধানই উপলব্ধ হয়,—এই অভিপ্রায়েই সূত্রকার প্রথমতঃ (১৮) "অতএব চোপমা" ইত্যাদি পূর্ব্ব-সূত্রে জীবের জ্ঞানানন্দাদি ভগবৎসাদৃশ্য সুষুপ্তি-দশার ন্যায় অন্যকালেও ভক্তিব্যতীতই অভিব্যক্ত হয়, সুতরাং ভক্তির প্রয়োজন নাই—এইরূপ বলিয়া অনন্তর

আশঙ্কা-নিরাসার্থ অবান্তর-সঙ্গতি-ক্রমে ভক্তি-বিচারপর অধিকরণদ্বয় অতঃপর সন্নিবিষ্ট করিয়া সামান্যরূপে ভক্তির প্রয়োজনত্ব-সাধন-পূর্ব্বক পশ্চাৎ তৎসম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। পরন্তু এস্থলে সামান্য-বিচারাত্মক অধিকরণদ্বয়ের অর্থ সর্ব্বশেষে বলায় এতৎপাদান্তর্গত সমস্ত অধিকরণে নিরূপিত বিষ্ণু-মাহাত্ম্যের ভক্তি-বিষয়ে উপযোগিতা সূচিত হইয়াছে ॥ ২ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রযতি-প্রণীতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকার তৃতীয়াধ্যায়
দ্বিতীয়পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।২ ॥



তৃতীয়ঃ পাদঃ

সচ্চিদানন্দ আত্মেতি মানুষৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ ।
যথাক্রমং বহুগুণৈর্ব্রহ্মণা হ্যখিলৈর্গুণৈঃ ॥ ৩ ॥
উপাস্যঃ সর্ব্ববেদৈশ্চ সর্ব্বৈরপি যথাবলম্ ।
জ্ঞেয়ো বিষ্ণুর্বিশেষস্তু জ্ঞানে স্যাদুত্তরোত্তরম্ ॥ ৪ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়পাদস্থ ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ ॥ ২। ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি ॥ ৩। স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ ॥ ৪। সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ ॥ ৫। দর্শয়তি চ ॥ ৬। উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ ॥ ৭। অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ ॥ ৮। ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ ॥ ৯। সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি ॥ ১০। প্রাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্ ॥ ১১। সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে ॥ ১২। আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য ॥ ১৩। প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে ॥ ১৪। ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ ॥ ১৫। আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ ॥ ১৬। আত্মশব্দাচ্চ ॥ ১৭। আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ ॥ ১৮। অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ ॥ ১৯। কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্ ॥ ২০। সমান এবঞ্চাভেদাৎ ॥ ২১। সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি ॥ ২২। ন বা বিশেষাৎ ॥ ২৩। দর্শয়তি চ ॥ ২৪। সম্ভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ ॥ ২৫। পুরুষবিদ্যায়ামপি চেতরেষামনাম্নানাৎ ॥ ২৬। বেধাদ্যর্থভেদাৎ ॥ ২৭। হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দস্তুত্যুপগানবত্তদুক্তম্ ॥ ২৮। সাম্পরায়ে তর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হ্যন্যে ॥ ২৯। ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ ॥ ৩০। গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ ॥ ৩১। উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ ॥ ৩২। অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধাৎ শব্দানুমানাভ্যাম্ ॥ ৩৩। যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্ ॥ ৩৪। অক্ষরধিয়াং ত্ববিরোধঃ সামান্যতদ্ভাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্ ॥ ৩৫। ইয়দামননাৎ ॥ ৩৬। অন্তরা-

ভূতগ্রামবদিতি চেৎ তদুক্তম্ ॥ ৩৭। অন্যথাভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ ॥ ৩৮। ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ ॥ ৩৯। সৈব হি সত্যাদয়ঃ ॥ ৪০। কামাদিতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ ॥ ৪১। আদরাদলোপঃ ॥ ৪২। উপস্থিতেস্তদ্বচনাৎ ॥ ৪৩। তন্নির্ধারণার্থনিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্ ॥ ৪৪। প্রদানবদেব হি তদুক্তম্ ॥ ৪৫। লিঙ্গভূয়স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি ॥ ৪৬। পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ ॥ ৪৭। অতিদেশাচ্চ ॥ ৪৮। বিদ্যৈব তু নির্ধারণাৎ ॥ ৪৯। দর্শনাচ্চ ৫০। শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ ॥ ৫১। অনুবন্ধাদিভ্যঃ ॥ ৫২। প্রজ্ঞান্তরপৃথক্ত্বাৎ দৃষ্টশ্চ তদুক্তম্ ॥ ৫৩। ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ ॥ ৫৪। পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যং ভূয়স্ত্বাত্ত্বনুবন্ধঃ ॥ ৫৫। এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ ॥ ৫৬। ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ ॥ ৫৭। অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্ ॥ ৫৮। মন্ত্রাদিবদ্বাঽবিরোধঃ ॥ ৫৯। ভূম্নঃ ক্রতুবৎ জ্যায়স্ত্বং তথা চ দর্শয়তি ॥ ৬০। নানা শব্দাদিভেদাৎ ॥ ৬১। বিকল্পোবিশিষ্টফলত্বাৎ ॥ ৬২। কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ ॥ ৬৩। অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ ॥ ৬৪। শিষ্টেশ্চ ॥ ৬৫। সমাহারাৎ ॥ ৬৬। গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ ॥ ৬৭। ন বা তৎ সহভাবশ্রুতেঃ ॥ ৬৮। দর্শনাচ্চ ॥

অনুবাদ—মানব ও সুরেশ্বর (লোকপাল দেবতা)গণ-কর্ত্তৃক সচ্চিদানন্দময় ও আত্মস্বরূপ—ইত্যাদি বহুগুণবিশিষ্টরূপে ও ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক সর্ব্বগুণ-বিশিষ্টরূপে যথাক্রমে (নিজ-নিজ যোগ্যতা-ক্রমে) ভগবান্ বিষ্ণুই উপাস্য এবং সকল-অধিকারি-কর্ত্তৃকই সকল-বেদবাক্যদ্বারা যথাশক্তি ভগবান্ বিষ্ণুই জ্ঞেয় ; তথাপি (উপাসনার তারতম্যানুসারে) উত্তরোত্তর (মানব হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত, সকলের) ঈশ্বর-বিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞানেও বিশেষ (তারতম্য) বর্ত্তমান ॥ ৩-৪ ॥

ইতি শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যকৃত অণুভাষ্যের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৩ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

এবমাদ্যসূত্রস্থাথপদোক্তাধিকারিবিশেষেণ বৈরাগ্যভক্তী নিরূপ্যেদানীং জিজ্ঞাসাশব্দোক্তোপাসনানিরূপণার্থোঽয়ং পাদঃ। তদর্থোক্তিপরতয়াঽগ্রেতনম্ 'উপাস্যো বিষ্ণুঃ' ইতি পদদ্বয়মাদাবাকৃষ্য যোজ্যম্। ইত্যুচ্যত ইতি শেষঃ। বিষ্ণুর্জিজ্ঞাসাপরপর্য্যায়শ্রবণমননধ্যানরূপোপাসনাবিষয়ঃ কার্য্য ইত্যুচ্যতে। তদ্বিষয়া সা কার্য্যেত্যত্র পাদে নিরূপ্যত ইত্যর্থঃ। ব্যক্তঞ্চ জিজ্ঞাসোপাসনয়োরেকার্থত্বমনুভাষ্যে "সোপাসনা চ দ্বিবিধা—শাস্ত্রাভ্যাসস্বরূপিণী, ধ্যানরূপাপরা চ" ইতি। উক্তঞ্চ টীকায়াম্—"উপাসনা নাম ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইতি।

তত্রাদ্যনয়ার্থং সর্ব্ববেদবিষয়শ্রবণমননে কার্য্যে ইত্যেবংরূপম্। তস্য মন্দমধ্যোত্তমাখ্যসর্ব্বাধিকারিকত্বস্ফোরণায়াগ্রে বিবক্ষুর্ধ্যানরূপোপাসনাপ্রকারোক্তিপরনানানয়ার্থান্ বিক্ষিপ্যোক্তান্ শ্রোতৃবুদ্ধিসৌকর্য্যায় সোপানারোহন্যায়েনাধিকারিক্রমমনুসৃত্য সংক্ষিপ্যাহ—সচ্চিদিত্যাদিনা।

তত্র সর্ব্বমুমুক্ষূপাস্যেশগুণানাং সংখ্যানির্দ্দেশাভ্যাং কৢপ্তৌ নিয়ামকাভাবেনানির্ণয়ান্ন কস্যাপ্যুপাসনমিত্যুপাসনাসামান্যাক্ষেপনিরাসায় সর্ব্বমুমুক্ষুসাধারণগুণোপাসনাং বক্তুং পঞ্চমমধিকরণম্ (১২)—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" ইতি। তদর্থমাহ—'সচ্চিদানন্দ আত্মেতি মানুষৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ; যথাক্রমং বহুগুণৈঃ' ইতি। সর্ব্বৈরুপাস্যো বিষ্ণুরিত্যত্রাপ্যন্বেতি। সুরেশ্বরৈশ্চেতি চান্বেতি।

'উপাসনা'-শব্দোঽত্র ধ্যানমাত্রপরো ন পূর্ব্বত্রেব ত্রিতয়পরঃ। আত্মশব্দশ্চ লোকে শরীরপ্রতিসম্বন্ধিবাচিত্বাদিহেশশরীরস্থানীয়-সর্ব্বচিদচিৎপ্রতিসম্বন্ধিবাচী সন্ স্বামিপরঃ ; যদ্বা, "আদানার্থত্ব-তশ্চায়মাত্মশব্দঃ পতিং বদেৎ" ইতি চতুর্থানুভাষ্যোক্ত্যা ভৃত্যানাদত্ত ইতি স্বামিপরঃ। নির্দ্দোষঃ জ্ঞানমানন্দঃ স্বামীত্যেবংপ্রকারেণ বহুগুণৈরনেকগুণৈঃ, নত্বেকৈকগুণেন মনুষ্যপ্রভৃতিব্রহ্মান্তৈঃ সর্ব্বৈরপিমুমুক্ষুভিরুপাস্যো ধ্যেয়ো বিষ্ণুরিত্যর্থঃ। কুতঃ ? যথাক্রমমিতি— স্বপ্রাপ্যফলমনতিক্রম্যেত্যর্থঃ — নির্দ্দোষজ্ঞানা-নন্দানুভবরূপমোক্ষস্য সর্ব্বাধিকারিপ্রাপ্যত্বাৎ, ফলসাম্যেনো-পাসনায়াঃ কার্য্যত্বাৎ, "তং যথা যথোপাসতে" ইত্যাদেরাত্মত্বে-পাসনস্য চ প্রীতিহেতুত্বাৎ। "সচ্চিদানন্দ আত্মেতি ব্রহ্মোপাসা বিনিশ্চিতা। সর্ব্বেষাঞ্চ মুমুক্ষূণাং ফলসাম্যাদপেক্ষিতা॥" ইত্যাদিস্মৃতেরিতি ভাবঃ।

যত্তু "তস্য প্রিয়মেব শিরঃ" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তস্য প্রিয়শিরস্ত্বাদে-রপি সর্ব্বাপেক্ষিতত্বাৎ সর্ব্বৈরুপাস্যতেতি প্রাপ্তে নেতি বক্তুং সূত্রং (১৩)—"প্রিয়শিরস্ত্বাদি" ইত্যাদি। তস্যাপার্থঃ—সচ্চিদা-নন্দ আত্মেতি। চোঽবধারণে। বিষ্ণুরুপাস্য ইত্যন্বেতি। সচ্চিদানন্দ আত্মেত্যেব মানুষাদিভির্ব্রহ্মান্তৈরুপাস্যো বিষ্ণুর্ন প্রিয়শিরস্ত্বাদি-সর্ব্বগুণবিশিষ্টত্বেনাপি। কুতঃ ? 'যথাক্রমং' স্বপ্রাপ্য-ফলানুসারাৎ প্রিয়শিরস্ত্বাদেঃ সর্ব্বাপ্রাপ্যত্বাদিতি ভাবঃ।

যদপি "উক্ষা স দ্যাবাপৃথিবী বিভর্ত্তি এষো হি সর্ব্বেষু লোকেষু ভাতি" ইতি শ্রুতভরণপ্রকাশয়োঃ সর্ব্বাপেক্ষিতত্বাৎ

সর্ব্বোপাস্যতা তয়োরপীতি প্রাপ্তে নেতি বক্তুং (২৪)—"সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ" ইতি চতুর্দ্দশমধিকরণম্। তদর্থোঽপি—সচ্চিদানন্দ আত্মেতীত্যেব মানুষৈরুপাস্যো বিষ্ণুর্ণ সংভৃতিদ্যুব্যাপ্তিমত্ত্বেনাপি। তয়োর্দ্দেবমাত্রোপাস্যত্বাদিত্যুক্ত্যা সংগৃহীতঃ।

তথা দুষ্টজননিগ্রহস্য সর্ব্বসজ্জনাপেক্ষিতত্বাৎ "তং প্রত্যঞ্চমার্চ্চিষা বিধ্যমর্ম্মন্" ইত্যাদ্যুক্তবেধাদিগুণানামপি সর্ব্বোপাস্যতেতি প্রাপ্তে নেতি বক্তুং (২৬)—"বেধাদ্যর্থভেদাৎ" ইতি যত্তু ষোড়শমধিকরণং, তদর্থঃ—যত্যাদিরূপৈরপি মানুষাদিভিঃ সচ্চিদানন্দ আত্মেত্যেবোপাস্যো, ন বেধাদিগুণবত্ত্বেনেত্যর্থোক্ত্যেব সংগৃহীতঃ। তত্রোভয়ত্র হেতুর্যথাক্রমমিত্যেব তদর্থঃ পূর্ব্ববৎ।

যদপি প্রিয়শিরস্ত্বাদিবৎ "যো বৈ ভূমা" ইতি শ্রুতং নিরতিশয়ত্বাপরপর্য্যায়ং ভূমত্বমপি সর্ব্বপ্রাপ্যং নেতি ন সর্ব্বোপাস্যমিতি প্রাপ্তে সর্ব্বোপাস্যমেবেতি বক্তুং (৫৯)— "ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বম্" ইত্যাদি সপ্তত্রিংশমধিকরণম্। তদর্থোঽপি—'বহুগুণৈঃ' ইত্যুক্ত্যা সংগৃহীতঃ। "বহুঃ পূর্ণতায়াম্" ইতি ছান্দোগ্যভাষ্যোক্তেঃ বহুশব্দঃ পূর্ণত্ববাচী। তথা চ সচ্চিদানন্দ আত্মেত্যেবংপ্রকারেণ বহুগুণৈঃ পূর্ণগুণৈঃ মানুষাদিসুরেশ্বরান্তৈরুপাস্যো বিষ্ণুরিত্যর্থঃ।

যচ্চ পূর্ণত্বরূপং ভূমত্বং জ্ঞানানন্দাদিগুণেষু মানুষৈঃ সুরেশ্বরৈশ্চৈকপ্রকারেণৈবোপাস্যমিতি প্রাপ্তে মাসপক্ষদিনানন্ত্যাদিবৎ পূর্ণত্বমপি মানুষাদীনাং তারতম্যেনৈবোপাস্যমিতি বক্তুং (৬০)—"নানাশব্দাদিভেদাৎ" ইতি সূত্রম্। তদর্থোঽপি— 'যথাক্রমং

বহুগুণৈঃ' স্বযোগ্যতানুরোধেন পূর্ণত্বেন জ্ঞাতগুণৈর্মানুষাদিভি-রুপাস্য ইত্যুক্ত্যা সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ।

যদপি দুরিতনিবৃত্ত্যর্থকতয়া কাম্যং নৃসিংহাদ্যুপাসনং মোক্ষানুপযোগিত্বান্মুমুক্ষুণা ন কার্য্যমিতি প্রাপ্তে মুমুক্ষুণাপি তাদৃশফল-প্রাপ্তীচ্ছুনা তাদৃশোপাসনং পরম্পরয়া মোক্ষোপযোগিত্বাৎ কার্য্য-মেবেতি বক্তুং (৬১)—"বিকল্পো বিশিষ্টফলত্বাৎ" ইতি সূত্রম্। তদর্থোঽপি—'যথাক্রমং' দুরিতনিবৃত্ত্যাদিরূপস্বপ্রাপ্যফলানুরোধে মানুষাদিভির্নৃসিংহাদিরূপী বিষ্ণুরুপাস্য ইত্যুক্ত্যা সংগৃহীতঃ।

এতেনৈবার্থাদিসাধনতয়া কাম্যভগবদ্রূপবিশেষাদ্যুপাসনমপি সর্ব্বেষামাবশ্যকমিতি প্রাপ্তেমুমুক্ষূণাং নাবশ্যকমন্যেষামাবশ্যকং মুমুক্ষূণামপি কামপ্রহাণেন ভগবৎপ্রীত্যর্থত্বেনাবশ্যকমিত্যাদি বক্তুং প্রাপ্তস্য (৬২)—"কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্" ইত্যাদি সূত্রস্যার্থোঽপি সংগৃহীতঃ,—যথাক্রমং স্বস্বপ্রাপ্যকাম্যাকাম্য-ফলানুরোধেন বহুগুণৈর্বিষ্ণুরুপাস্যো মানুষাদিভিরিত্যর্থকথনাৎ।

যত্তু "তমেবৈকং জানথ" ইত্যাদিশ্রুতের্বিষ্ণুরেক এবোপাস্যো, নান্যেঽপি দেবা ইতি প্রাপ্তেঽন্যেঽপি ভগবৎপরিবারত্বেনোপাস্যা, ন প্রধানত্বেনেতি বক্তুম্ (৫৭-৫৮)—"অঙ্গাববদ্ধাস্তু" ইত্যাদি ষট্ত্রিংশমধিকরণম্। তদর্থোঽপ্যুক্তঃ— মানুষৈশ্চেত্যাদিনা। সুরেশ্বরৈরিতি সহযোগে তৃতীয়া,—"সহযুক্তে প্রধানে" ইত্যত্র যুক্ত ইত্যুক্ত্যা সহপদাপ্রয়োগেঽপি তদর্থসত্ত্বেঽপি তৃতীয়ায়াঃ স্মরণাৎ। তথা চ সুরেশ্বরৈর্ব্রহ্মাদিভিরপ্রধানৈঃ পরিবারভূতৈশ্চ সহ বিষ্ণুর্মানুষাদিভিরুপাস্যো ন কেবল ইত্যর্থঃ।

যত্তূক্তং চতুর্গুণৈরেব বিষ্ণোঃ সর্ব্বোপাস্যত্বনির্ণয়াদ্দেবৈরপি তাবদ্ভিরেবোপাস্যো, নাধিকগুণৈরিতি প্রাপ্তে স্বস্বপ্রাপ্যফলানুরোধেন চতুর্ভ্যোঽধিকৈরপি গুণৈরুপাস্যো বিষ্ণুরিতি বক্তুম্ (১৪)—"ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ" ইতি সপ্তমমধিকরণম্। তদর্থমাহ—সুরেশ্বরৈর্যথাক্রমং বহুগুণৈরিতি। বিষ্ণুরুপাস্য ইত্বন্বেতি। সচ্চিদানন্দ আত্মেতীতি বর্ত্ততে। ইতিশব্দঃ প্রভৃত্যর্থঃ। সুরেশ্বরৈঃ সচ্চিদানন্দাত্মপ্রভৃতিভির্বহুগুণৈরুপাস্যো বিষ্ণুরিত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্যথাক্রমমিতি— স্বস্বপ্রাপ্যফলানুরোধেনেত্যর্থঃ। মনুষ্যেভ্যোঽতিশায়িতফলস্য প্রাপ্যত্বাত্ততোঽধিকগুণোপাসনায়াঃ কার্য্যত্বাৎ ফলানুসারিত্বাদুপাসনায়াঃ। মনুষ্যেভ্যোঽতিশয়িতফলবত্ত্বে হেতুসূচনায় সুরৈরিত্যনুক্ত্বা সুরেশ্বরৈরিত্যুক্তম্। সুরাশ্চ তে ঈশ্বরাশ্চ লোকস্যেতি বিগ্রহঃ। কিং সর্ব্বৈর্দেবৈঃ সাম্যেনোপাস্যো নেত্যাহ— যথাক্রমমিতি। অনাদিস্বস্বযোগ্যতাক্রমানুরোধেনেত্যর্থঃ।

এতেনোপাসনা-যোগ্যতা-নিয়মে প্রমাণাভাবাদুপাসনা ন যোগ্যতানুসারিণীতি প্রাপ্তে মুক্তাবানন্দতারতম্যান্যথানুপপত্তিসিদ্ধত্বাদ্ যোগ্যতানিয়মস্য তদনুসারিণ্যেবোপাসনেতি বক্তুং প্রাপ্তস্য (৩৩-৩৪)—"যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিণাম্" ইতি বিংশাধিকরণস্যার্থঃ।

তথাঽনাগন্তুকোপাসনায়া আগন্তুকযোগ্যতাধীনত্বাযোগাদর্জ্জুনাদীন্দ্রাংশানামুৎপত্ত্যাদিমতাং স্বরূপভূতযোগ্যতায়া অনাদিত্বাযোগান্ন যোগ্যতানুসারিণ্যুপাসনেতি প্রাপ্তে অংশাংশিনো-

রভেদেন যোগ্যতাপ্যনাদিরেবেতি তদনুসারিণ্যেবেতি বক্তুং প্রাপ্তস্য (৫৫-৫৬)—"এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ" ইতি পঞ্চ-ত্রিংশাধিকরণস্যার্থশ্চ সংগৃহীতো ভবতি।

তথা সুরেশ্বরৈরিত্যাদিনৈব (৬৩-৬৬)— "অঙ্গেষু যথাশ্রয়-ভাবঃ", (৬৭-৬৮) "ন বা তৎসহভাবশ্রুতেঃ" ইত্যেতৎপাদীয়ো-পান্ত্যান্তিমনয়য়োরপ্যর্থঃ সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ। তত্রাত্মনয়ে বিষ্ণৌ সূর্য্যাদ্যাশ্রয়চক্ষুষ্ট্বাদিগুণানাং চতুর্গুণমাত্রাধিকারিত্বেন নির্ণীতমনুষ্যাধিকারিত্বাযোগাদ্দেবাধিকারিকত্বস্যাশ্রুতত্বেনানধিকা-রিকতয়ানুপাস্যতেতি প্রাপ্তে "শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ" ইত্যাদিশ্রুতৌ দেবানাং যতো জন্ম তত্রৈব স্থিতিরিতি তত্তদঙ্গাশ্রিতত্বোক্ত্যাদি-বলাদুপাস্যতেত্যুক্তম্।

অন্ত্যনয়ে তু দেবাধিকারিকত্বস্য "শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ" ইত্যাদি-বাক্যসন্নিধাবশ্রবণেঽপি ক্বচিৎ শ্রুতিষু শ্রবণাৎ "শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ" ইত্যাদ্যুক্ত্যান্যথানুপপত্ত্যা চ দেবাধিকারিকত্বসিদ্ধের্দেবোপাস্যতে-ত্যুক্তম্। তদর্থদ্বয়স্যাপি সুরৈশ্চ যথাক্রমং স্বস্বপ্রাপ্যতদঙ্গাশ্রিতত্ব-রূপফলক্রমানুরোধেন বহুগুণৈঃ সূর্য্যাদিতত্তদ্দেবাশ্রিতচক্ষুরাদ্যঙ্গ-কত্বাদিরূপানেকগুণৈর্বিষ্ণুরুপাস্য ইত্যুক্ত্যা প্রাপ্তত্বাৎ সুরেশ্বরৈ-রিত্যুক্তম্। তত্র ব্রহ্মণো বিশেষমাহ—'ব্রহ্মণা হ্যখিলৈর্গুণৈঃ; উপাস্যঃ সর্ব্ববেদৈশ্চ' ইতি। বিষ্ণুরিত্যন্বেতি। যথাক্রমমিতি-বর্ত্ততে। সম্পূর্ণস্বপ্রাপ্যফলানুরোধেনেত্যর্থঃ। সম্পূর্ণফলস্য-ব্রহ্মপ্রাপ্যত্বাত্তেন সচ্চিদানন্দাত্মপ্রভৃতিভিরশেষৈর্গুণৈর্নানা-বেদোক্তৈরুপাস্যো বিষ্ণুরিত্যর্থঃ।

এতেন সর্ব্বগুণোপসংহারেণেশ্বরধ্যানস্য কর্ত্তুমশক্যত্বাদকর্ত্তব্যে প্রাপ্তে বিধ্যাদিবলাৎ কর্ত্তব্যত্বং বক্তুং প্রাপ্তস্য (৬-৯)—"উপসংহারোঽর্থাভেদাৎ" ইত্যাদিদ্বিতীয়াধিকরণস্য; তথা কতিপয়-গুণোপাসনয়ৈব ফলসিদ্ধের্নাখিলগুণৈরুপাস্যো বিষ্ণুরিতি প্রাপ্তেঽল্পগুণোপাসনেনা প্রাপ্যফলবিশেষভাবাৎ সর্ব্বগুণৈরুপাসনা কার্য্যৈবেতি বক্তুং প্রাপ্তস্য (১১)—"সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে" ইতি চতুর্থাধিকরণস্য চার্থ উক্তো ভবতি। অত্র ব্রহ্মণেতি ব্রহ্মাণ্যা অপ্যুপলক্ষণম্। গুণৈরিত্যুক্ত্যা ক্রিয়াসু বিশেষঃ সূচিতঃ।

অত্রাধিকারিভেদানাল্পগুণবহুগুণাখিলগুণৈরুপাস্যত্বোক্ত্যা গুণোপসংহারানুপসংহারয়োরধিকারিভেদেন কার্য্যত্বোক্তিপরস্য (১০)—"প্রাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্" ইতি নয়স্যার্থঃ; তথোপসংহারানুপসংহারয়োঃ প্রমিতত্বাদ্যুক্ত্যাঽবশ্যকর্ত্তব্যত্বোক্তিপরাণাম্ (১৫-১৬)— "আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ," (১৭)—"আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ", (১৮)—"অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ", (২২-২৩) "ন বা বিশেষাৎ", (২৫)—"পুরুষবিদ্যায়ামপি চেতরেষামনাম্নানাৎ" ইতি পঞ্চানাং নয়ানামর্থশ্চ সংগৃহীতো ভবতি।

তথা তত্র 'গুণৈরুপাস্য' ইতি গুণানামপ্যুপাস্যত্বোক্ত্যা বিষ্ণুগুণানামপ্যলৌকিকত্বস্য (৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩২) "পরমতঃ" ইত্যত্রোক্তত্বাত্তেষাং চ বুদ্ধ্যাবনারোহান্ন ধ্যেয়ত্বমিতি প্রাপ্তে উপদেশেন তজ্জ্ঞানসম্ভবাদলৌকিকমোক্ষাখ্য ফলানুসারিত্বাদলৌকিকৈরেব গুণৈরুপাস্য ইতি বক্তুঃ প্রাপ্তস্য (১৯) "কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্" ইত্যস্যার্থঃ তথা সর্ব্বত্র যথাক্রমং স্বস্বপ্রাপ্যফল-

ক্রমানুরোধেনোপাস্য ইত্যুক্ত্যৈবোপাসনায়াঃ স্বানুসারিফল-দত্বসমর্থনপরস্থ (২০-২১)—"সমান এবং চাভেদাৎ" ইতি নয়স্যার্থোঽপ্যুক্তঃ।

তথা মুক্তাবিতি বা সংসার ইতি বা কালবিশেষমনুপাদায়োপাস্যো বিষ্ণুরিতি সামান্যোক্ত্যা সদাপ্যুপাস্যত্বলাভাৎ, (২৭-২৮) "হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ" ইতি মুক্তাবপ্যুপাসনোক্তিপরনয়ার্থঃ 'গুণৈরুপাস্য' ইত্যুক্ত্যা কর্ম্মভিরুপাসনন্তু মুক্তিদশায়াং ন নিয়তমিতি সূচনায় মুক্তৌ কর্ম্মোপাস্ত্যনিয়মোক্তিপরস্য (২৯) "ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ" ইত্যস্যার্থশ্চ সংগৃহীতো ভবতি।

তথা সর্ব্বৈরধিকারিভিরুপাস্য ইতি সর্ব্বপদোক্ত্যৈবোপাসনাজন্যজ্ঞানদ্বারা সর্ব্বেষাং মুক্তিনৈয়ত্যসূচনাৎ (৩২)—"অনিয়মঃ সর্ব্বেষাম্" ইতি নয়ার্থোঽপি সংগৃহীতঃ।

তথাধমমধ্যমোত্তমাধিকারিণাং ব্রহ্মান্তত্বকথনেনাধিকারিণাং মুখ্যপ্রাণাবধিত্বোক্তিপরস্থ (৩৫-৩৭) "ইয়দামননাৎ" ইতি নয়দ্বয়স্যার্থঃ, 'উপাস্যো বিষ্ণুঃ' ইত্যেকবচনান্তেন নির্দ্দিশ্য ব্রহ্মাদিসর্ব্বোপাস্যত্বোক্ত্যা মুখ্যপ্রাণাদনন্তরং বিষ্ণোরেকস্যৈবোত্তমত্বোক্তিপরস্য (৩৮) "ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ, (৩৯) "সৈব হি সত্যাদয়ঃ" ইতি নয়দ্বয়স্যার্থঃ সংগৃহীতঃ।

তথা তত্রাধিকারিবর্গে বা উপাস্যেশ্বরকোটৌ বা শ্রীতত্ত্বনির্দ্দেশাভাবেনাবদ্ধত্বস্যেশ্বরতন্ত্রত্বস্য চ সূচনা। তস্য নিরুপাধিকভক্ত্যতিশয়েনৈব বিষ্ণূপাসনং, ন বিধিবদ্ধত্বাদিনেতি বক্তুং প্রাপ্তস্য (৪০) "কামাদিতরত্র" ইত্যস্যার্থোঽপি সূচিতঃ।

যত্তু ধ্যানরূপোপাসনযোগিতয়া সর্ব্বৈরপি যথাশক্তি সর্ব্ববেদবিষয়শ্রবণমননাভ্যং ব্রহ্মণো জ্ঞেয়ত্বং বক্তুং প্রাপ্তং (১-৫)— "সর্ব্ববেদান্তপ্রতীয়ম্" ইত্যাদি সূত্রপঞ্চকম্। তদর্থং ভাষতে— 'সর্ব্ববেদৈশ্চ সর্ব্বৈরপি যথাবলম্। জ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ' ইতি। সর্ব্বৈরপি মানুষাদিভিরশেষৈরধিকারিভিঃ সর্ব্ববেদৈশ্চ জ্ঞেয়ঃ, ন কেবলমধিকৈর্গুণৈরিতিঃ চার্থঃ। যথাঽযোগ্য গুণৈর্নোপাস্যঃ কিন্তু ব্যবস্থয়ৈব মানুষাদিভিঃ স্বস্বযোগ্যগুণৈরেবোপাস্যো বিষ্ণুঃ, ন তথা জ্ঞানে বিশেষঃ। 'অখিলৈর্গুণৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈশ্চ যথাবলং বিষ্ণুর্জ্ঞেয়ঃ' ইতি সর্ব্ববেদান্তনয়স্য বক্ষ্যমাণ ধ্যানরূপোপাসনোপযোগিতয়োপোঘাতত্বেন সূত্রকৃতাদৌ নিবেশিতত্বেঽপি উপাসনোপযোগস্ফোরণায়োপাসনায়ামেবাধিকারিব্যবস্থা ন ত্বিহ সাস্তীতি দ্যোতনায় চোপাসনোক্ত্যনন্তরমত্র তদর্থভাষণং কৃতম্; অন্যথা জ্ঞানবদুপাসনায়ামপ্যবিশেষেণ সর্ব্বেঽপ্যধিকারিণ ইতি ধীঃ স্যাদিতি।

অত্র সর্ব্বৈরপীতি পদমাবর্ত্ত্যম্। জ্ঞেয় ইত্যপরোক্ষজ্ঞানপরং বোধ্যম্। তথা চ সর্ব্বৈরপ্যধিকারিভিঃ সর্ব্বৈরপি শ্রবণমনননিদিধ্যাসন প্রীতিপূর্ব্বক-গুরূপদেশ-হরি-গুরুভক্তি-শমদমাদিভিরপি যথাবলং জ্ঞেয়োঽপরোক্ষী কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। তথা চ সৃতি ফলভেদোক্ত্যা শ্রবণাদিত্রিতয়কর্ত্তব্যোক্তিপরস্য (৪৩) "তন্নির্দ্ধারণার্থ নিয়মঃ" ইতি নয়স্য, (৪৪-৪৭)— 'প্রদানবদেব হি তদুক্তম্" ইত্যাদি গুরুবিষয়নয়ত্রয়স্য, ভক্ত্যাদিকমপ্যঙ্গমিত্যুক্তিপরস্য (৫১) "অনুবন্ধাদিভ্যঃ' ইতি নয়স্য, ভক্তেরের স্বাতন্ত্র্যেণ জ্ঞানহেতুত্বং

পরাকৃত্য প্রধানাঙ্গত্বং বক্তুং প্রাপ্তস্য (৫৪)—"পরেণ চ শব্দস্য তাদ্‌বিধ্যম্" ইতি নয়স্য, 'জ্ঞেয়ঃ' ইত্যুক্ত্যা জ্ঞানস্য পুমর্থহেতুত্ব সূচনাৎ (৪৮-৪৯) "বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ", (৫০)—"শ্রুত্যাদি-বলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ" ইতি নয়দ্বয়স্য চার্থঃ সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ।

যত্তু 'যথাবলং বিষ্ণুর্জ্ঞেয়ঃ' ইত্যুক্তং জ্ঞানে তারতম্যমযুক্তং,—"দৃষ্ট্বৈব তং মুচ্যতে নাপরেণ" ইত্যাদৌ সর্ব্বেষামবিশেষিতজ্ঞানেনৈব মোক্ষশ্রবণাদিত্যতোঽস্ত্বেবোপাসনাতারতম্যাত্তৎফলে জ্ঞানেঽপি তারতম্যমিতি বক্তুং প্রাপ্তং (৫২) "প্রজ্ঞান্তরপৃথক্‌ত্ববদ্দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্" ইতি, তদর্থমাহ—বিশেষস্তু জ্ঞানে স্যাদুত্তরোত্তরমিতি। উপাসসনাতারতম্যবদীশাপরোক্ষজ্ঞানে বিশেষস্তু তারতম্যম্। উত্তরোত্তরং মানুষানারভ্য ব্রহ্মান্তং স্যাৎ,—তেন বিনা মুক্তৌ তারতম্যানুপপত্তেঃ, জ্ঞানতারম্যস্যোপাসনাতার তম্যাধীনত্বাৎ। অতএব পূর্ব্বমুপাসনাতারতম্যং ভাষিতমিতি ভাবঃ।

যত্তু ভগবদ্‌রূপাণামবিশেষাদ্ যৎ কিঞ্চিদ্‌রূপজ্ঞানমপি মুক্তিহেতুর্ন তু স্ববিম্বভূতরূপবিশেষজ্ঞানমেবেতি প্রাপ্তে রূপাণাং সাম্যেঽপি রূপবিশেষজ্ঞানমেব মুক্তিহেতুর্ন তু জ্ঞানমাত্রমিতি-বক্তুং প্রাপ্তং (৫৩) "ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্ম্মৃত্যুবন্ন হি লোকাপত্তিঃ" ইতি সূত্রম্। তদর্থোঽপি—'জ্ঞানে' ভগবদপরোক্ষজ্ঞানে 'বিশেষস্তু' স্ববিম্ববিষয়কত্বরূপবিশেষস্তু স্যান্মুক্তয় ইত্যর্থ কথনেন সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ ॥ ৩-৪ ॥

ইতি শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং শ্রীরাঘবেন্দ্র-যতিকৃতায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৩।৩ ॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

এইরূপে পূর্ব্বপাদে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—এই অথ-শব্দোক্ত অধিকারীর বিশেষণরূপে বৈরাগ্য ও ভক্তি নিরূপণ-পূর্ব্বক সম্প্রতি 'জিজ্ঞাসা'-শব্দোক্তা উপাসনার নিরূপণার্থ এই তৃতীয় পাদ আরম্ভ করা হইতেছে। পরবর্ত্তী 'উপাস্য' ও 'বিষ্ণু' এই পদদ্বয়ের এস্থলে আকর্ষণ-পূর্ব্বক এতৎপাদীয় বক্তব্য-বিষয়ের প্রতিপাদকরূপে যোজনা করিতে হইবে অর্থাৎ এই পাদে—বিষ্ণুই উপাস্য—ইহা কথিত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে, বিষ্ণু-বস্তুই জিজ্ঞাসা-শব্দের পর্য্যায়ভূত শ্রবণ, মনন ও ধ্যানরূপা উপাসনার বিষয়ী কর্ত্তব্য—ইহা কথিত হইতেছে। অতএব বিষ্ণুবিষয়িণী ভক্তি করিতে হইবে—ইহাই এই পাদে বলিবেন। জিজ্ঞাসা ও উপাসনা যে একই পদার্থ, ইহা অণুভাষ্যেও বলিয়াছেন ; যথা—"সেই উপাসনা দ্বিবিধা, শাস্ত্রাভ্যাসরূপা ও ধ্যানরূপা।" টীকাও বলিতেছেন—"উপাসনার অর্থ—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"।

এই পাদের প্রথম অধিকরণে বলিয়াছেন—সর্ব্ববেদ-বিষয়ে শ্রবণ ও মনন কর্ত্তব্য। পরন্তু ভাষ্যকার মন্দ, মধ্য ও উত্তম—সকল পুরুষই যে এই শ্রবণ-মননে অধিকারী—ইহার সূচনার জন্য এই অধিকরণের অর্থ সর্ব্বশেষে বলিতে ইচ্ছুক হইয়া প্রথমতঃ ধ্যানরূপা উপাসনার প্রণালী-প্রতিপাদক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে কথিত বিবিধ অধিকরণের অর্থসমূহকে শ্রোতৃবৃন্দের বোধ-সৌকর্য্যার্থ সোপানারোহণ-ন্যায়ানুসারে অধিকারীর ক্রম অনুসরণ-পূর্ব্বক সংক্ষেপে—'সচ্চিদানন্দ' ইত্যাদি বাক্যে বলিয়াছেন।

সম্প্রতি আশঙ্কা এই যে, নিখিল মুক্তিকামি-পুরুষগণের উপাস্য ঈশ্বর-বস্তুর গুণসমূহের সংখ্যান বা নির্দ্দেশ দ্বারা কল্পনা-বিষয়ে কোন নিয়ামক না থাকায় উক্ত গুণসমূহের নির্ণয়ই হয় না। সুতরাং কোন গুণেরই

উপাসনা সম্ভব হয় না বলিয়া সামান্যতঃ উপাসনা-বিষয়েই আপত্তি উপস্থিত হইতেছে। অতএব তাহার নিরাসার্থ নিখিল মুক্তিকামী পুরুষগণের সম্বন্ধে সাধারণ গুণের উপাসনা-প্রতিপাদক (১২)—"আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" এই সূত্রে পঞ্চম অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—"মানুষ ও সুরেশ্বরগণকর্ত্তৃক 'সচ্চিদানন্দ' 'আত্মা' ইত্যাদি বহুগুণদ্বারা যথাক্রমে।" 'বিষ্ণু—সকলের উপাস্য'—এই বাক্যও এস্থলে অন্বিত হইবে। এস্থলে উপাসনার অর্থ—ধ্যান, পূর্ব্ববৎ শ্রবণাদিত্রয় নহে। আত্মা-শব্দ জগতে শরীর-সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর বাচক, অতএব এস্থলেও ঈশ্বরের শরীর-স্থানীয় চিদচিদ্‌বস্তুমাত্রের সহিত সম্বন্ধযুক্ত তাহাদের স্বামীই 'আত্মা'-শব্দের অর্থ; অথবা, "আদানার্থক বলিয়া এই 'আত্ম'শব্দ পতি-বাচক"—এই চতুর্থাধ্যায়ের অনুভাষ্য-বচন-ক্রমে ভৃত্য জীবগণের আদান (স্বীকার) হেতু আত্মা-অর্থে—তাহাদের স্বামী ঈশ্বর। অতএব মনুষ্য হইতে চতুর্ম্মুখ পর্য্যন্ত নিখিল মুমুক্ষু-জীবকর্ত্তৃক নির্দ্দোষ, জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ, স্বামী—ইত্যাদি বহুগুণ অর্থাৎ অনেকগুণবিশিষ্টরূপেই বিষ্ণু উপাস্য অর্থাৎ ধ্যেয়, পরন্তু একৈকগুণবিশিষ্টরূপে নহেন। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—'যথাক্রমে' অর্থাৎ নিজ-প্রাপ্য ফলকে অতিক্রম না করিয়া। তাৎপর্য্য এই যে, নির্দ্দোষ জ্ঞান ও আনন্দের অনুভবরূপ মোক্ষ—সকল-অধিকারীরই প্রাপ্য ফল। সুতরাং 'তাঁহাকে যেরূপে যেরূপে উপাসনা করা যায়, তদ্রূপই ফল লাভ হয়"—এই শাস্ত্রানুসারে এস্থলেও অপেক্ষিত ফলানুসারেই উপাসনা কর্ত্তব্য। আত্মরূপে (স্বামিরূপে) উপাসনাও তাঁহার প্রীতিজনক। স্মৃতিও এ বিষয়ে বলিয়াছেন যে, "নিখিল মুমুক্ষুগণের ফলসাম্য অপেক্ষা করিয়া সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপেই ব্রহ্মের উপাসনা বিনিশ্চিত হইয়াছে।"

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, "প্রিয়ই তাঁহার শিরঃ, মোদ—দক্ষিণ-পক্ষ,

প্রমোদ—উত্তর-পক্ষ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যোক্ত প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি গুণ-বিশিষ্টরূপেও তিনি উপাস্য হইতে পারেন ; কারণ, প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ভাবও ত' সকলের অপেক্ষিত। অতএব ঈদৃশী উপাসনার নিষেধার্থ (১৩) —“প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে” এই সূত্রে ষষ্ঠ অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'সচ্চিদানন্দ আত্মা' ইত্যাদি। 'মানুষৈশ্চ' —এই 'চ'-কার অবধারণার্থক 'বিষ্ণু উপাস্য' এই পদদ্বয়েরও অন্বয় হইবে। অতএব 'সচ্চিদানন্দ আত্মা'—এইরূপেই ভগবান্ বিষ্ণু মানব হইতে ব্রহ্মপর্য্যন্ত সর্ব্বজীবের উপাস্য হ'ন, পরন্তু প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি সর্ব্বগুণবিশিষ্ট-রূপে নহেন। কি হেতু? তাহাই বলিলেন—'যথাক্রমে'। তাৎপর্য্য এই যে, স্বীয় প্রাপ্যফলানুসারেই উপাসনা কর্ত্তব্য বলিয়া প্রিয়শিরস্ত্ব-প্রভৃতি কাহারও প্রাপ্য না হওয়ায় তদ্রূপে উপাসনাও কার্য্য নহে।

“সেই উক্ষা অর্থাৎ বৃষভরূপী বিষ্ণু স্বর্গ ও পৃথিবী ধারণ করিতেছেন এবং ইনিই সর্বলোকে প্রকাশিত আছেন” এই শ্রুতিবাক্যোক্ত স্বর্গাদি-ধারণ ও বিশ্বপ্রকাশরূপ গুণদ্বয় সকলের অপেক্ষিত বলিয়া তদ্গুণবিশিষ্ট-রূপে তিনি সকলের উপাস্য হইতে পারেন,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া নিষেধার্থ (২৪)—“সংভৃতিদ্যুব্যাপ্ত্যপি চাতঃ” এই সূত্রে চতুর্দ্দশ অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—'সচ্চিদানন্দ আত্মা' ইত্যাদি দ্বারাই সংগৃহীত অর্থাৎ তিনি মনুষ্যাদি সকল কর্ত্তৃক সচ্চিদানন্দ আত্মরূপেই উপাস্য, স্বর্গাদি-ধারকত্ব বা সর্ব্বব্যাপ্তত্বরূপে নহেন ; কারণ, উক্ত রূপদ্বয়ে তিনি কেবলমাত্র দেবগণেরই উপাস্য।

দুষ্টনিগ্রহ সর্ব্বসজ্জনেরই অপেক্ষিত বলিয়া—“হে অগ্নে! তুমি অর্চিঃদ্বারা (শিখাদ্বারা) যজ্ঞে প্রতিকূল রাক্ষসগণের মর্ম্মবেধ কর” ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যোক্ত বেধাদিগুণবিশিষ্টরূপেও তাঁহার উপাসনা আশঙ্কিত হয়। অতএব নিষেধার্থ (২৬)—“বেধাদ্যর্থভেদাৎ” এই সূত্রে

ষোড়শ অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহারও অর্থ—যতি প্রভৃতি মনুষ্যাদি কর্ত্তৃকও সচ্চিদানন্দ আত্মরূপেই উপাস্য, পরন্তু বোধাদিগুণযুক্তরূপে নহেন —এইরূপেই সংগৃহীত। পূর্ব্ব (১৪শ) ও এই (১৬শ) অধিকরণে 'যথাক্রমে' এই বাক্যই হেতু। ইহার অর্থও পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্য।

প্রিয়শিরস্ত্ব প্রভৃতি ভাব যেরূপ সর্ব্বপ্রাপ্য না হওয়ায় তদ্রূপে বিষ্ণু সর্ব্বোপাস্য নহেন, সেইরূপ 'যিনি ভূমা' ইত্যাদি শ্রুত্যুক্ত ভূমত্ব অর্থাৎ নিরতিশয়ত্ব-ভাবও সর্ব্বপ্রাপ্য নয় বলিয়া তদ্রূপে বিষ্ণু উপাস্য নহেন। এইরূপ আশঙ্কায় তদ্রূপে সর্ব্বোপাস্যত্ব বলিবার জন্য (৫৯) "ভূম্নঃ ক্রতুবজ্জ্যায়স্ত্বং তথা চ দর্শয়তি"—এই সূত্রে সপ্তত্রিংশ অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহার অর্থও পূর্ব্বোক্ত 'বহুগুণৈঃ' এই পদেই সংগৃহীত হইয়াছে। ছান্দোগ্য-ভাষ্যে বলিয়াছেন—"পূর্ণত্ব-অর্থে 'বহু'শব্দ" অতএব এস্থলে 'বহু'-শব্দ পূর্ণত্ব-বাচক অর্থাৎ ভূমত্ব বা নিরতিশয়ত্ব-বাচক সুতরাং 'সচ্চিদানন্দ আত্মা' এইরূপ 'বহুগুণ' অর্থাৎ পূর্ণগুণরূপেই বিষ্ণু মনুষ্য হইতে সুরেশ্বর পর্য্যন্ত সকলের উপাস্য।

সম্প্রতি জ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি গুণসমূহের পূর্ণত্ব বা ভূমত্ব মানুষ হইতে সুরেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেরই একপ্রকারে উপাস্য—এই আশঙ্কা করিয়া মাস, পক্ষ ও দিনসমূহের অনন্তত্ব-ভাবের তারতম্যের ন্যায় বিষ্ণু-বস্তুর পূর্ণত্বও মানুষাদিকর্ত্তৃক তারতম্যক্রমেই উপাস্য—ইহা বলিবার জন্য (৬০)—"নানাশব্দাদিভেদাৎ" এই সূত্রে অষ্টাত্রিংশ অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহার অর্থও—'যথাক্রমে বহুগুণবিশিষ্টরূপে'—এই বাক্যেই সংগৃহীত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, স্বীয় যোগ্যতানুসারে পূর্ণত্বরূপে জ্ঞাত গুণ-সমূহদ্বারা তিনি মনুষ্যাদির উপাস্য (অর্থাৎ যে পুরুষ নিজ-যোগ্যতা-দ্বারা তাঁহাকে যতটুকু গুণপরিপূর্ণ জানিয়াছেন, তৎকর্ত্তৃক তাবদ্-গুণপরিপূর্ণরূপেই উপাস্য)।

সম্প্রতি দুরিত-নিবর্ত্তক প্রার্থনীয় নৃসিংহাদির উপাসনা মোক্ষে অপ্রয়োজনীয় বলিয়া উহা মুমুক্ষুগণের কর্ত্তব্য নহে—এই আশঙ্কা করিয়া তাদৃশফলকামী মুমুক্ষুকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত তাদৃশী উপাসনাও যে পরম্পরাক্রমে মোক্ষে উপযোগিনী হয়—ইহা বলিবার জন্য (৬১)—"বিকল্পো বিশিষ্ট-ফলত্বাৎ"—এই সূত্রে একোনচত্বাংরিশ অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহার অর্থও 'যথাক্রমে' এই পদেই সংগৃহীত, অর্থাৎ মনুষ্যাদি কর্ত্তৃক দুরিত-নিবৃত্তিরূপ স্বীয় প্রাপ্যফলের অনুরোধে নৃসিংহাদিরূপী বিষ্ণুই উপাস্য।

দুরিতপ্রভৃতির নিবারক নৃসিংহাদির উপাসনার ন্যায় অর্থাদিপ্রাপ্তি-সাধক ভগবদ্রূপবিশেষের কাম্য উপাসনাও সকলেরই আবশ্যক—এইরূপ আশঙ্কা হয়। অতএব তাহা অপরেরই কর্ত্তব্য, মুমুক্ষুগণের কর্ত্তব্য নহে। তবে মুমুক্ষুগণ কামনা-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভগবৎপ্রীতির জন্য তাহা করিতে পারেন—ইত্যাদি বলিবার জন্য (৬২) "কাম্যাস্তু যথাকামং সমুচ্চীয়েরন্ন বা পূর্ব্বহেত্বভাবাৎ" এই সূত্রে চত্বারিংশ অধিকরণ বলিয়াছেন। এই সূত্রের অর্থও 'যথাক্রমে' ইত্যাদি উক্তি-দ্বারাই সংগৃহীত। 'যথাক্রমে' অর্থাৎ স্ব-স্ব প্রাপ্য কাম্য ও অকাম্য ফলের অনুরোধে মনুষ্যাদিকর্ত্তৃক বহুগুণবিশিষ্টরূপে বিষ্ণুই উপাস্য।

"একমাত্র তাঁহাকেই অবগত হও"—এই শ্রুতি হইতে একমাত্র বিষ্ণুই উপাস্য, অন্য দেবতা উপাস্য নহেন—এইরূপ আশঙ্কা হওয়ায় অন্য দেবগণও বিষ্ণুর পরিবাররূপে উপাস্য, স্বতন্ত্র-দেবতারূপে নহেন ইহার প্রতিপাদনের জন্য (৫৭-৫৮)—(৫৭) "অঙ্গাববদ্ধাস্তু ন শাখাসু হি প্রতিবেদম্' ও (৫৮) "মন্ত্রাদি-বদ্বাঽবিরোধঃ"—এই সূত্রদ্বয়ে ষট্‌ত্রিংশ অধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থও 'মানুষৈশ্চ সুরেশ্বরৈঃ' ইত্যাদি পূর্ব্ব উক্তি-দ্বারাই সংগৃহীত। এস্থলে 'সুরেশ্বরৈঃ' এই পদে সহার্থে তৃতীয়া। "সহযুক্তে প্রধানে" এই ব্যাকরণ-সূত্রে 'যুক্ত'-শব্দের কথন-দ্বারা সহার্থক শব্দের প্রয়োগ

না থাকিলেও তাহার অর্থ প্রকাশ পাইলেই তৃতীয়া বিভক্তির বিধান হইয়াছে। অতএব 'সুরেশ্বর' অর্থাৎ ব্রহ্মাদি অপ্রধান ও পরিবারভূত দেবগণের সহিত বিষ্ণু মনুষ্যাদি কর্ত্তৃক উপাস্য, একাকী নহেন—এইরূপ অর্থ জ্ঞাতব্য।

পূর্ব্বে 'সচ্চিদানন্দ আত্মেতি'—এই বাক্যে সত্ত্ব, চিন্ময়ত্ব, আনন্দময়ত্ব ও আত্মস্বরূপত্ব—এই চতুর্গুণবিশিষ্টরূপেই বিষ্ণু সকলের উপাস্য নির্ণীত হইয়াছেন। অতএব আশঙ্কা হয় যে, দেবগণও এই চতুর্গুণ-বিশিষ্টরূপেই উপাসনা করিবেন, অধিক গুণযুক্তরূপে উপাসনা করিতে পারিবেন না। সুতরাং আশঙ্কা-নিবৃত্তি-পূর্ব্বক দেবগণ নিজ-নিজ প্রাপ্য ফলের অনুরোধে এতদতিরিক্ত গুণবিশিষ্টরূপেও উপাসনা করিবেন—ইহা বলিবার জন্য (১৪)—"ইতরে ত্বর্থসামান্যাৎ" এই সূত্রে সপ্তম অধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থ—'সুরেশ্বরগণ কর্ত্তৃক যথাক্রমে বহুগুণদ্বারা'। 'বিষ্ণু উপাস্য'—এই পদদ্বয়েরও অন্বয় হইবে। 'সচ্চিদানন্দ আত্মা ইতি'—এই বাক্যেরও অনুবর্ত্তন জানিবে। ইতি-শব্দের অর্থ—'প্রভৃতি'। অতএব, সুরেশ্বরগণ কর্ত্তৃক সচ্চিদানন্দ আত্মপ্রভৃতি বহুগুণদ্বারা বিশিষ্ট বিষ্ণুই উপাস্য—এইরূপ অর্থ। এ বিষয়ে হেতু বলিলেন, 'যথাক্রমে' অর্থাৎ স্ব-স্ব-প্রাপ্য-ফলের অনুরোধে। তাৎপর্য্য এই যে, দেবগণের মনুষ্যগণ হইতে অতিরিক্ত ফল প্রাপ্য বলিয়া অধিকগুণবিশিষ্টরূপে উপাসনাই কর্ত্তব্য, যেহেতু ফলের উদ্দেশ্যেই উপাসনার বিধান। মনুষ্য অপেক্ষা তাঁহাদের যে অতিরিক্ত ফলপ্রাপ্তি উচিত—এ বিষয়ে কারণ সূচনার জন্য 'সুরৈঃ' না বলিয়া 'সুরেশ্বরৈঃ' বলিয়াছেন; যেহেতু তাঁহারা 'সুর' অথচ 'ঈশ্বর' অর্থাৎ লোকাধিপতি (অতএব মনুষ্য অপেক্ষা অধিক ফল তাঁহাদের প্রাপ্য)। দেবগণের মধ্যেও সকলে সমভাবে উপাসনা করিবেন না—ইহার

প্রতিপাদনের জন্ত 'যথাক্রমে' এই পদটীও বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহারাও অনাদিকাল হইতে প্রাপ্ত নিজ-নিজ যোগ্যতাক্রমানুরোধেই উপাসনা করিবেন।

উপাসনা যোগ্যতানুসারে কর্ত্তব্য—এ বিষয়ে কোন প্রমাণ না থাকায় আশঙ্কিত হয় যে, উপাসনা যোগ্যতানুসারিণী নহে। পরন্তু যোগ্যতা-নিয়ম না থাকিলে মুক্তিতে আনন্দের তারতম্য অন্তপ্রকারে সিদ্ধ হয় না বলিয়া যোগ্যতা-নিয়ম যে স্বীকারই করিতে হয়—ইহা বলিবার জন্য (৩৩-৩৪)—(৩৩) "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" ও (৩৪) "অক্ষরধিয়াং ত্ববিরোধঃ সামান্তত্তাবাভ্যামৌপসদবত্তদুক্তম্"—এই সূত্র-দ্বয়ে বিংশ অধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থও পূর্ব্বোক্ত সপ্তম অধিকরণের অর্থদ্বারাই প্রতিপাদিত হইল।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, উপাসনা—নিত্য-পদার্থ, আর মনুষ্যত্ব দেবত্ব প্রভৃতি যোগ্যতা আগন্তুক অনিত্য পদার্থ। অতএব নিত্য-উপাসনা অনিত্য যোগ্যতার অনুসারিণী হওয়া উচিত নহে। অর্জ্জুন প্রভৃতি উপাসকগণ ইন্দ্রপ্রভৃতির অংশরূপে উৎপত্তিশীল বলিয়া তাঁহাদের স্বরূপভূত-যোগ্যতা অনাদি নহে। অতএব উপাসনা ঈদৃশী যোগ্যতার অনুসারিণী নহে। এই আশঙ্কা নিরাস-পূর্ব্বক অংশ ও অংশীর অভেদহেতু যোগ্যতাও অনাদি বলিয়া তদনুসারেই উপাসনা কর্ত্তব্যা—ইহার প্রতিপাদনের জন্য (৫৫-৫৬)—(৫৫) "এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ" ও (৫৬)—"ব্যতিরেকস্তদ্ভাবাভাবিত্বান্ন তূপলব্ধিবৎ" এই সূত্রদ্বয়ে পঞ্চত্রিংশ অধি-করণ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থও পূর্ব্বোক্তি-দ্বারাই সংগৃহীত হয়।

এইরূপ 'সুরেশ্বরৈঃ' ইত্যাদি উক্তিদ্বারা (৬৩-৬৬)—(৬৩) "অঙ্গেষু যথাশ্রয়ভাবঃ", (৬৪) "শিষ্টেশ্চ", (৬৫) "সমাহারাৎ" ও (৬৬) "গুণসাধারণ্যশ্রুতেশ্চ"—এই সূত্রচতুষ্টয়ে উপাস্য একচত্বারিংশ অধিকরণ

ও (৬৭-৬৮)—(৬৭) "ন বা তৎসহভাবশ্রুতেঃ" ও (৬৮) "দর্শনাচ্চ" এই সূত্রদ্বয়ে অন্তিম দ্বিচত্বারিংশ অধিকরণের অর্থও সংগৃহীত জানিতে হইবে। তন্মধ্যে পূর্ব্বের একচত্বারিংশ অধিকরণে আশঙ্কা এই যে, 'তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ে সূর্য্য উৎপন্ন হইয়াছিলেন'—এই শ্রুতিবাক্যে চক্ষুর্দ্বয়ে সূর্য্যের আশ্রয়ত্বরূপ যে গুণ কথিত হইয়াছে—ঈদৃশগুণবিশিষ্টরূপে বিষ্ণু মনুষ্যকর্ত্তৃক উপাস্য নহেন ; কারণ, মনুষ্য সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত চতুর্গুণবিশিষ্ট উপাসনাই নিয়মিত। আবার দেবগণের সম্বন্ধেও ঈদৃশী উপাসনা কোন শ্রুতিতে জানা যায় না। অতএব অধিকারীর অভাবে ঈদৃশী উপাসনারও অভাব। অতঃপর আশঙ্কা-সমাধানার্থ বলিয়াছেন যে, "তাঁহার শীর্ষ-দেশ হইতে স্বর্গ উৎপন্ন হইয়াছিল" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে দেবগণের যে অঙ্গ হইতে জন্ম, তথায়ই স্থিতি—এইরূপে তত্তদঙ্গাশ্রিতত্ব-কথন-হেতুই বিষ্ণুর উপাস্যতাও কথিত হইয়াছে।

পরের দ্বিচত্বারিংশ অধিকরণে ইহাই কথিত হইয়াছে যে, "তাঁহার শীর্ষদেশ হইতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সমীপে দেবতাগণের তাদৃশ উপাসনায় অধিকার শ্রুত না হইলেও অপর কোনও শ্রুতি-সমূহে শ্রুত হওয়ায় এবং "তাঁহার শীর্ষদেশ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেরও অন্যপ্রকারে সঙ্গতি না থাকায় তাহাতে দেবতাগণের অধিকার-সিদ্ধি-নিবন্ধন দেবো-পাস্যত্ব সিদ্ধ হইল। ইহার অর্থও 'সুরগণ কর্ত্তৃক যথাক্রমে বহুগুণদ্বারা' ইত্যাদি বাক্যেই সংগৃহীত ; যথা—সুরগণ কর্ত্তৃক 'যথাক্রমে' অর্থাৎ নিজ-নিজ-প্রাপ্য তদঙ্গাশ্রয়রূপ ফলক্রমের অনুরোধে 'বহুগুণ' অর্থাৎ সূর্য্যাদি কর্ত্তৃক আশ্রিত-চক্ষুরাদিবিশিষ্টত্বরূপ অনেকগুণযুক্তরূপে বিষ্ণুই উপাস্য। দেবগণের মধ্যেও ব্রহ্মার উপাসনা-বিষয়ে বিশেষত্ব বলিতেছেন ; যথা—'পরন্তু ব্রহ্মকর্ত্তৃক (চতুর্ম্মুখ কর্ত্তৃক) সর্ব্ববেদোক্ত অখিল গুণদ্বারা উপাস্য'। 'বিষ্ণু' এই পদের অন্বয় ও 'যথাক্রম' এইপদেরও অনুবর্ত্তন হইবে অর্থাৎ

নিজ-প্রাপ্য সম্পূর্ণ ফলের অনুরোধে ব্রহ্মকর্ত্তৃক নানা বেদোক্ত সচ্চিদানন্দাত্মত্ব প্রভৃতি সর্ব্বগুণবিশিষ্টরূপে বিষ্ণুই উপাস্য। এস্থলে বিশেষতঃ জ্ঞাতব্য এই যে, উপাসনার সম্পূর্ণ ফল একমাত্র ব্রহ্মারই প্রাপ্য।

সর্ব্বগুণযুক্তরূপে ঈশ্বরের ধ্যান করা অসম্ভব বলিয়া তাদৃশ ধ্যান নিষিদ্ধ—এই আশঙ্কায় বিধি-বাক্যাদির বলে কর্ত্তব্যত্ব-প্রতিপাদনার্থ (৬-৯)—(৬) "উপসংহারোঽর্থাভেদাদ্বিধিশেষবৎ সমানে চ", (৭) "অন্যথাত্বং শব্দাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ", (৮) "ন বা প্রকরণভেদাৎ পরোবরীয়স্ত্বাদিবৎ," (৯) "সংজ্ঞাতশ্চেত্তদুক্তমস্তি তু তদপি"—এই সূত্র-চতুষ্টয়ে দ্বিতীয়াধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। এইরূপ কতিপয় গুণের উপাসনায়ই ফলসিদ্ধি-নিবন্ধন সর্ব্বগুণের উপাসনা কর্ত্তব্য নহে,—এই আশঙ্কায় অল্পগুণের উপাসনায় বিশেষ ফল অপ্রাপ্য বলিয়া সর্ব্বগুণের উপাসনা কর্ত্তব্য—ইহার প্রতিপাদনের জন্য (১১)—"সর্ব্বাভেদাদন্যত্রেমে" এই সূত্রে চতুর্থ অধিকরণ কথিত হইয়াছে। এই অধিকরণ-দ্বয়ের অর্থও পূর্ব্বোক্ত (৬৩-৬৮ সূত্র-সমূহের) ৪১ ও ৪২ অধিকরণের অর্থদ্বারাই কথিত হইল। 'ব্রহ্মণা' (ব্রহ্মকর্ত্তৃক)—এই পদটী ব্রহ্মাণীরও উপলক্ষণ-স্বরূপ। 'গুণৈঃ' এই উক্তিদ্বারা ক্রিয়া-বিষয়ে বিশেষত্ব সূচিত হইয়াছে।

অধিকারিভেদে অল্পগুণ, বহুগুণ ও সর্ব্বগুণের উপাসনা কথিত হওয়ায় গুণের উপসংহার (সংগ্রহ) ও অনুপসংহার (অসংগ্রহ) অধিকার-ভেদেই কর্ত্তব্য—ইহার প্রতিপাদনার্থ (১০)"প্রাপ্তেশ্চ সমঞ্জসম্" এই সূত্রে তৃতীয় অধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহার অর্থও পূর্ব্বোক্ত অর্থদ্বারাই সংগৃহীত। এইরূপ গুণের উপসংহার ও অনুপসংহার, উভয়ই শাস্ত্র-প্রমাণসিদ্ধ, অতএব উহা অবশ্য কর্ত্তব্য—ইত্যাদি বলিবার জন্য (১৫-১৬)—(১৫) "আধ্যানায় প্রয়োজনাভাবাৎ" ও (১৬) "আত্মশব্দাচ্চ" এই সূত্রদ্বয়ে অষ্টম অধিকরণ,(১৭) "আত্মগৃহীতিরিতরবদুত্তরাৎ"

— এই সূত্রে নবম অধিকরণ, (১৮)—“অন্বয়াদিতি চেৎ স্যাদবধারণাৎ” —এই সূত্রে দশম অধিকরণ, (২২-২৩)—(২২) “ন বা বিশেষাৎ” ও (২৩) “দর্শয়তি চ”—এই সূত্রদ্বয়ে ত্রয়োদশ অধিকরণ ও (২৫) “পুরুষ-বিদ্যায়ামপি চেতরেষামনাম্নাৎ”—এই সূত্রে পঞ্চদশ অধিকরণ—সাকল্যে পাঁচটী অধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের অর্থও পূর্ব্বোক্ত অর্থেই সংগৃহীত হইল।

“পরমতঃ” (৩য় অঃ ২য় পাঃ ৩২) ইত্যাদি সূত্রে বিষ্ণুগুণসমূহের অলৌকিকত্ব প্রতিপাদন-হেতু তাদৃশ গুণসমূহ জীবের হৃদয়গোচর হওয়া অসম্ভব। অতএব তদ্‌বিষয়ে ধ্যান হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া গুরূপদেশে তাদৃশ গুণসমূহেরও ধারণা হইতে পারে, অতএব অলৌকিক মোক্ষফলের অনুসারী বলিয়া তাদৃশ অলৌকিক গুণের সহিতই বিষ্ণু উপাস্য—ইহা বলিবার জন্য (১৯) “কার্য্যাখ্যানাদপূর্ব্বম্” এই সূত্রে একাদশ অধিকরণ উত্থাপিত হইয়াছে। এই অধিকরণের অর্থও ‘গুণৈঃ উপাস্যঃ’ অর্থাৎ গুণের সহিতই উপাস্য—এই পূর্ব্বভাষ্য-বচনেই সংগৃহীত। এইরূপ সর্ব্বত্র ‘যথাক্রমে’ অর্থাৎ নিজ-নিজ প্রাপ্যফলের ক্রমানুসারেই উপাস্য—এই উক্তিদ্বারাই উপাসনা যে নিজের অধিকার-অনুসারেই ফল দান করেন,—এ বিষয়ের প্রতিপাদক (২০-২১)—(২০) “সমান এবং-চাভেদাৎ” ও (২১) “সম্বন্ধাদেবমন্যত্রাপি” এই সূত্রদ্বয়ে দ্বাদশ অধিকরণের অর্থ কথিত হইল।

এইরূপ মুক্তি বা সংসার যে-কোন-দশাতেই কোন কাল-বিশেষের অপেক্ষা না করিয়া বিষ্ণুই উপাস্য—এই উক্তিদ্বারা তাঁহার নিত্যোপাস্যত্ব উপলব্ধ হওয়ায় মুক্তি-দশাতেও উপাসনার প্রতিপাদক (২৭-২৮ —(২৭) “হানৌ তূপায়নশব্দশেষত্বাৎ কুশাচ্ছন্দঃস্তুত্যুপগানবত্তদুক্তম্” ও (২৮) “সাম্পরায়েতর্ত্তব্যাভাবাৎ তথা হ্যন্যে”—এই সূত্রদ্বয়ে সপ্তদশ অধিকরণের অর্থ কথিত হইয়াছে।

কর্ম্মসমূহবিশিষ্টরূপে উপাসনা মুক্তিকালে নিয়ত নহে—ইহার সূচনার জন্য (২৯-৩১)—(২৯) ''ছন্দত উভয়াবিরোধাৎ'',(৩০) "গতেরর্থবত্ত্বমুভয়থান্যথা হি বিরোধঃ" ও (৩১)"উপপন্নস্তল্লক্ষণার্থোপলব্ধের্লোকবৎ" এই সূত্রত্রয়ে অষ্টাদশ অধিকরণে মোক্ষদশায় কর্ম্মোপাসনা সম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই বলিয়াছেন (অর্থাৎ তাদৃশী উপাসনা করা বা না করা মুক্ত পুরুষের ইচ্ছাধীন)। এস্থলে 'গুণৈরুপাস্যঃ' (অর্থাৎ গুণের সহিত উপাসনা করিবেন)—এই উক্তিদ্বারাই উক্ত অর্থের উপলব্ধি হইল।

(৩২)—"অনিয়মঃ সর্ব্বেষামবিরোধাৎ শব্দানুমানাভ্যাম্"—এই সূত্রে একোনবিংশ অধিকরণে সকলেরই মুক্তি প্রতিপাদিত হইয়াছে। এস্থলেও 'সকল-অধিকারি-কর্তৃক উপাস্য' এই বাক্যে সর্ব্ব-পদের উল্লেখদ্বারাই উপাসনাজনিত জ্ঞানহেতু সকলেরই মুক্তির নিশ্চিতত্ব সূচিত হইল।

(৩৫-৩৭)—(৩৫) "ইয়দামননাৎ". (৩৬) "অন্তরাভূতগ্রামবদিতি চেৎ তদুক্তম্" ও (৩৭) "অন্যথা ভেদানুপপত্তিরিতি চেন্নোপদেশান্তরবৎ"—এই সূত্রত্রয়ে একবিংশ অধিকরণে অধিকারিগণের মধ্যে উত্তরোত্তর সীমানির্দ্দেশ-পূর্ব্বক মুখ্যপ্রাণ শেষ-সীমারূপে কথিত হইয়াছেন। এস্থলে মন্দ, মধ্যম ও উত্তম-ভেদে নিখিল-অধিকারিগণের মধ্যে ব্রহ্মাই শেষ উত্তম অধিকারী—ইহা কথিত হওয়ায় উক্ত অধিকরণের অর্থ সূচিত হইল। ইহাদ্বারা প্রতীত হইতেছে যে, মুখ্যপ্রাণ ও ব্রহ্মা—এক; (৩৫-৩৯ সূত্রের টীকায়ও ইহা প্রতীত হয়)। (৩৮) "ব্যতিহারো বিশিংষন্তি হীতরবৎ" ও (৩৯)"সৈব হি সত্যাদয়ঃ" এই সূত্রদ্বয়ে দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ অধিকরণদ্বয়ে কথিত হইয়াছে যে, মুখ্যপ্রাণের পরে একমাত্র বিষ্ণুই উত্তম বস্তু। এস্থলে 'উপাস্যঃ বিষ্ণুঃ' এইরূপ একবচনদ্বারা নির্দ্দেশপূর্ব্বক তাঁহাকে ব্রহ্মপ্রমুখ সকলেরই উপাস্য বলাতেই উক্ত অধিকরণের অর্থ উপলব্ধ হইল।

(৪০) "কামাদিতরত্র তত্র চায়তনাদিভ্যঃ", (৪১) "আদরাদলোপঃ" ও (৪২) "উপস্থিতেহতস্তদ্বচনাৎ"—এই সূত্রত্রয়ে চতুর্ব্বিংশ অধিকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, 'শ্রী'-তত্ত্ব (লক্ষ্মীদেবী) নিরুপাধিকা ভক্তির আতিশয্য-নিবন্ধনই বিষ্ণুর উপাসিকা, বিধি-বাক্যদ্বারা আবদ্ধা বলিয়া উপাসিকা নহেন। এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত অধিকারিবর্গে তাঁহার উল্লেখ না থাকাতেই তিনি যে বিধি-বচন-প্রেরিত অধিকারিগণের অন্তর্ভুক্তা নহেন—ইহা সূচিত হইল। এইরূপ এস্থলে উপাস্য ঈশ্বরের মধ্যেও তাঁহার উল্লেখ না থাকাতেই তিনি যে ঈশ্বরের অধীনা (উপাসিকা)—ইহা সূচিত হইয়াছে।

ধ্যানরূপা উপাসনার উপযোগী বলিয়া সকলেই যথাশক্তি নিখিল-বেদ-বিষয়ের শ্রবণ ও মননদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান অর্জ্জন করিবেন,—ইহা বলিবার জন্য (১-৫)—(১) "সর্ব্ববেদান্তপ্রত্যয়ং চোদনাদ্যবিশেষাৎ",(২) "ভেদান্নেতি চেন্নৈকস্যামপি", (৩) "স্বাধ্যায়স্য তথাত্বেন হি সমাচারেঽধিকারাচ্চ", (৪) "সলিলবচ্চ তন্নিয়মঃ" ও (৫) "দর্শয়তি চ"—এই পাঁচটী সূত্রে প্রথম অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'সকল কর্ত্তৃকই সকল বেদবাক্যদ্বারা যথাশক্তি বিষ্ণুই জ্ঞেয়।' 'সর্ব্বৈরপি' অর্থাৎ মানুষাদি সকল অধিকারি কর্ত্তৃকই সর্ব্ববেদদ্বারাও বিষ্ণুই জ্ঞেয়। কেবলমাত্র অধিক গুণসমূহ দ্বারাই জ্ঞেয়, এরূপ নহে—ইহাই চ-শব্দের অর্থ। উপাসনা-বিষয়ে অযোগ্য-গুণানুসারে উপাসনা কর্ত্তব্য নহে, পরন্তু নিজ-নিজ-যোগ্য-গুণানুসারেই তিনি সকলের উপাস্য—এইরূপ বিশেষ নিয়ম থাকিলেও জ্ঞান-বিষয়ে এরূপ বিশেষ নিয়ম নাই। এই অধিকরণে প্রতি-পাদিত হইয়াছে যে, সর্ব্বগুণ ও সর্ব্ববেদের দ্বারা যথাশক্তি বিষ্ণুই জ্ঞাতব্য। অতএব এই অধিকরণটী পরবর্ত্তি-ধ্যানরূপা উপাসনার উপযোগী বলিয়া ধ্যান-প্রতিপাদক অধিকরণ-সমূহের পূর্ব্বে প্রথমেই সূত্রকার ইহার

সন্নিবেশ করিয়াছেন। তথাপি ভাষ্যকার উপাসনার উপযোগিতা-প্রকাশের জন্য ও উপাসনাতেই যে অধিকারব্যবস্থা, জ্ঞানবিষয়ে নহে—ইহার সূচনার্থ উপাসনা-প্রতিপাদক অধিকরণ-সমূহের শেষে ইহার ব্যাখ্যা করিলেন। অন্যথা জ্ঞানের ন্যায় উপাসনাতেও সকলেরই অধিকার—এইরূপ ভ্রম হইতে পারে।

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক অজ্ঞান, বিপর্য্যয় প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি-সমূহের দূরীকরণার্থ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন কর্ত্তব্য—ইহা (৪৩) "তন্নির্দ্ধারণার্থ-নিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্ ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" এই সূত্রে পঞ্চবিংশ অধিকরণে কথিত হইয়াছে। এইরূপ (৪৪) "প্রদানদেব হি তদুক্তম্" (৪৫) "লিঙ্গভূয়-স্ত্বাত্তদ্ধি বলীয়স্তদপি", (৪৬) "পূর্ব্ববিকল্পঃ প্রকরণাৎ স্যাৎ ক্রিয়ামানসবৎ" ও (৪৭) "অতিদেশাচ্চ"—এই সূত্রচতুষ্টয়ে ষড়্‌বিংশ, সপ্তবিংশ ও অষ্টাবিংশ—অধিকরণত্রয়ে গুরু-বিষয়ক বিচার সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (৫১) "অনুবন্ধা-দিভ্যঃ"—এই সূত্রে একত্রিংশ অধিকরণে ভক্তিপ্রভৃতিকেও ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারের অঙ্গ বলিয়াছেন। (৫৪) "পরেণ চ শব্দস্য তাদ্বিধ্যম্" এই সূত্রে চতুস্ত্রিংশ অধিকরণে ভক্তিকে ব্রহ্মজ্ঞানের স্বতন্ত্র অঙ্গ না বলিয়া 'প্রধান অঙ্গ' বলিয়াছেন। (৪৮-৫০)—(৪৮) "বিদ্যৈব তু নির্দ্ধারণাৎ", (৪৯) "দর্শনাচ্চ" ও (৫০) "শ্রুত্যাদিবলীয়স্ত্বাচ্চ ন বাধঃ"—এই সূত্রত্রয়ে একোন-ত্রিংশ ও ত্রিংশ—অধিকরণদ্বয়ে জ্ঞানকে মুক্তির হেতু বলিয়া-ছেন। পূর্ব্বোক্ত 'সকল মানবকর্ত্তৃক সকল বেদের সাহায্যে যথাশক্তি বিষ্ণুই জ্ঞেয়'—এই বাক্যদ্বারাই এই সকল অধিকরণের অর্থও সংগৃহীত হয়। এস্থলে 'সর্ব্বৈরপি' এই পদদ্বয়কে দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে। 'জ্ঞেয়' এই পদে অপরোক্ষ-জ্ঞানের কথা জানিতে হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—'সর্ব্ব' অর্থাৎ সকল অধিকারি-কর্ত্তৃকই 'সর্ব্ব' অর্থাৎ শ্রবণ, মনন নিদিধ্যাসন, প্রীতিপূর্ব্বক প্রদত্ত গুরূপদেশ, হরি-গুরু-ভক্তি ও শম-দমাদি

সকল উপায়ের দ্বারাই যথাশক্তি বিষ্ণুবস্তু 'জ্ঞেয়' অর্থাৎ অপরোক্ষ-জ্ঞানের বিষয়ী কর্ত্তব্য। এইরূপে সকল অধিকরণেরই অর্থ সিদ্ধ হইল। বিশেষতঃ 'জ্ঞেয়ঃ' এই উক্তি দ্বারা জ্ঞানের মুক্তিহেতুত্বও সূচিত হইল।

পরন্তু আপত্তি হইতে পারে যে, 'যথাশক্তি বিষ্ণুই জ্ঞেয়'—এই বাক্যে জ্ঞানবিষয়ে যে তারতম্য কথিত হইতেছে, তাহা অযুক্ত; কারণ, "তাঁহাকে দর্শন করিয়াই জীব মুক্ত হয়, অন্য উপায়ে নহে"—এই শ্রুতিবাক্যে সকলের সম্বন্ধে অবিশেষিত অর্থাৎ একপ্রকার জ্ঞানদ্বারাই মুক্তির কথা শ্রুত হওয়া যায়। এইরূপ আশঙ্কায় উপাসনা-তারতম্য-হেতু তৎফলভূত জ্ঞানেরও তারতম্য-প্রতিপাদনার্থ (৫২) "প্রজ্ঞান্তর-পৃথক্ত্ববদ্দৃষ্টিশ্চ তদুক্তম্" এই সূত্রে দ্বাত্রিংশ অধিকরণ কথিত হইয়াছে। ইহার অর্থ বলিতেছেন—জ্ঞানে উত্তরোত্তর বিশেষ' অর্থাৎ উপাসনায় যেরূপ তারতম্য, ঈশ্বরের অপরোক্ষ-জ্ঞানেও 'উত্তরোত্তর' অর্থাৎ মানুষ হইতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সেইরূপ 'বিশেষ' অর্থাৎ তারতম্য হয়; কারণ, জ্ঞানের তারতম্য ব্যতীত মুক্তির তারতম্য সঙ্গত হয় না। আবার জ্ঞানের তারতম্যও উপাসনার তারতম্যাধীন। অতএব পূর্ব্বে উপাসনা-তারতম্য কথিত হইয়াছে।

পুনরায় আপত্তি হইতে পারে যে, ভগবানের সকল রূপই সমান বলিয়া যে-কোন রূপের জ্ঞানই মুক্তির হেতুস্বরূপ; পরন্তু কেবলমাত্র নিজের বিম্বভূত ভগবদ্রূপের জ্ঞানই যে মুক্তির হেতুস্বরূপ,—ইহা নহে। এইরূপ আশঙ্কায় সকল রূপ সমান হইলেও রূপমাত্রের জ্ঞানই মুক্তির কারণ হয় না, পরন্তু রূপবিশেষের জ্ঞানই মুক্তির কারণ—ইহা বলিবার জন্য (৫৩) "ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্নহি লোকাপত্তিঃ" এই সূত্রে ত্রয়স্ত্রিংশ অধিকরণ কথিত হইয়াছে। ইহার অর্থও 'বিশেষস্তু জ্ঞানে স্যাৎ'—এই পূর্ব্ববাক্যেই সংগৃহীত; যথা—'জ্ঞানে' অর্থাৎ

ভগবানের অপরোক্ষজ্ঞানে 'বিশেষ' অর্থাৎ নিজ-বিম্ববিষয়কস্বরূপ বিশেষই 'স্যাৎ' অর্থাৎ মুক্তির হেতু হয়। ॥ ৩-৪ ॥

ইতি শ্রীরাঘবেন্দ্রযতিপ্রণীতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকার তৃতীয় অধ্যায় তৃতীয় পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৩ ॥

চতুর্থঃ পাদঃ

সর্ব্বেঽপি পুরুষার্থাঃ স্যুর্জ্ঞানাদেব ন সংশয়ঃ।
ন লিপ্যতে জ্ঞানবাংশ্চ সর্ব্বদোষৈরপি ক্বচিৎ ॥ ৫ ॥
গুণদোষৈঃ সুখস্যাপি বৃদ্ধিহ্রাসৌ বিমুক্তিগৌ।
নৃণাং সুরাণাং মুক্তৌ তু সুখং ক্লৃপ্তং যথাক্রমম্ ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃতব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যে শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎ-
পাদাচার্য্যবিরচিতে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

তৃতীয়াধ্যায়ে চতুর্থপাদস্য ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ ॥ ২। শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ ॥ ৩। আচারদর্শনাৎ ॥ ৪। তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৫। সমন্বারম্ভণাৎ ॥ ৬। তদ্বতোবিধানাৎ ॥ ৭। নিয়মাচ্চ ॥ ৮। অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ ॥ ৯। তুল্যন্তু দর্শনম্ ॥ ১০। অসার্ব্বত্রিকী ॥ ১১। বিভাগঃ শতবৎ ॥ ১২। অধ্যয়নমাত্রবতঃ ॥ ১৩। নাবিশেষাৎ ॥ ১৪। স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা ॥ ১৫। কামচারেণ চৈকে ॥ ১৬। উপমর্দ্দঞ্চ ॥ ১৭। উর্দ্ধরেতঃসু চ শব্দে হি ॥ ১৮। পরামর্শং জৈমিনিরচোদনা চাপবদতি হি ॥ ১৯। অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ সাম্যশ্রুতেঃ ॥ ২০। বিধির্ব্বা ধারণবৎ ॥ ২১। স্তুতিমাত্রমুপাদানাদিতি চেৎ না-পূর্ব্বত্বাৎ ॥ ২২। ভাবশব্দাচ্চ ॥ ২৩। পারিপ্লবার্থা ইতি চেন্ন বিশেষিতত্বাৎ ॥ ২৪। তথা চৈকবাক্যোপবন্ধাৎ ॥ ২৫। অতএব চাগ্নীন্ধনাদ্যনপেক্ষা ॥ ২৬। সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্ববৎ ॥ ২৭। শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ ॥ ২৮। সর্ব্বান্নানুমতিশ্চ প্রাণাত্যয়ে তদ্দর্শনাৎ ॥ ২৯। অবাধাচ্চ ॥ ৩০। অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩১। শব্দশ্চাতোঽকামচারে ॥ ৩২। বিহিতত্বাচ্চা-শ্রমকর্ম্মাপি ॥ ৩৩। সহকারিত্বেন চ ॥ ৩৪। সর্ব্বথাপি তু ত এবোভয়লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫। অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি ॥ ৩৬। অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ ৩৭। অপি স্মর্য্যতে ॥ ৩৮। বিশেষানুগ্রহশ্চ ॥ ৩৯। অতস্ত্বিতরজ্জ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ ॥ ৪০। তদ্ভূতস্য তু

তদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ ॥ ৪১। ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদযোগাৎ ॥ ৪২। উপপূর্ব্বমপীত্যেকে ভাবমশনবৎ তদুক্তম্ ॥ ৪৩। বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ ॥ ৪৪। স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ ॥ ৪৫। আর্ত্বিজ্যমিত্যৌডুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে ॥ ৪৬। সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ ॥ ৪৭। কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ॥ ৪৮। মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ ॥ ৪৯। অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ ॥ ৫০। ঐহিকমপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ ॥ ৫১। এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ ॥

অনুবাদ—সকল পুরুষার্থও অপরোক্ষজ্ঞান হইতেই হয়, সন্দেহ নাই; অপরোক্ষজ্ঞানবান্ ব্যক্তি কখনও কোন দোষেই লিপ্ত হন না। গুণ (পুণ্য) ও দোষ (পাপ)-সমূহ মানবগণের বিশেষ মুক্তিগত স্বরূপ-সুখেরও বৃদ্ধি-হ্রাস আছে, পরন্তু মুক্তিতে দেবগণের যথাক্রমে (গুণগত আধিক্যানুসারে) পূর্ণসুখ বর্দ্ধিতই হয় ॥ ৫-৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্মধ্বাচার্য্য-বিরচিত অণুভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়ের
চতুর্থ পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৪ ॥
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

এতৎপাদার্থো ভাষ্য এব ব্যক্তত্বাদিহ নোক্তঃ; যদ্বা, বিশেষস্তু জ্ঞান ইত্যনুবর্ত্য পূর্ব্বপাদোক্তোপাসনাজন্যাপরোক্ষজ্ঞানে সামর্থ্যাতিশয়রূপবিশেষস্তূচ্যতে। অত্র পাদ ইত্যধ্যাহৃত্যৈতৎপাদার্থোক্তিপরতয়া ব্যাখ্যেয়ম্। তত্র জ্ঞানস্য মোক্ষতদন্যসর্ব্বপুমর্থহেতুত্বং বক্তুং (১-৯)—"পুরুষার্থোঽতঃ" ইত্যাদি সূত্রনবকম্। তদর্থং ভাষতে—'সর্ব্বেঽপি পুরুষার্থাঃ স্যুর্জ্ঞানাদেব ন সংশয়ঃ' ইতি। ন কেবলং মোক্ষঃ, কিন্তু পুরুষৈরর্থ্যমানা যাবন্তঃ কামাস্তে সর্ব্বেঽপীত্যর্থঃ।

নন্বু “যদেব বিদ্যয়া” ইত্যাদিনা জ্ঞানস্য মোক্ষান্যস্বর্গাদিপুমর্থ-বিষয়ে তদ্ধেতু কর্ম্ম প্রতি শেষত্বাবগমাৎ কথং জ্ঞানাদেবেত্যুক্তি-রিত্যতো ‘ন সংশয়ঃ’ ইত্যুক্তিঃ। কা গতির্জ্ঞানস্য কর্ম্মশেষত্বোক্তে-রিত্যতোঽপি ‘সর্ব্বেঽপি পুরুষার্থাঃ স্যুর্জ্ঞানাদেব ন’ ইতি। উত্তরোত্তরমিতি চ বর্ত্ততে। সর্ব্বেঽপি প্রাগুক্তমানুষাদিসমস্তা-ধিকারিণোঽপি—জ্ঞানাদেব পুরুষার্থাঃ। “অর্শ আদিভ্যোঽচ্” স্বর্গাদিপুরুষার্থবন্তো ন ভবন্তি। কিন্তু উত্তরোত্তরং পূর্ব্বোক্তা-ধিকারিষূত্তরোত্তরং সুরেশ্বরাদ্যুত্তমাধিকারিণ এব সর্ব্বেঽপি জ্ঞানাদেব সর্ব্বপুমর্থবন্তো ভবন্তীত্যর্থঃ। তথা চ জ্ঞানস্য স্বর্গাদৌ কর্ম্মশেষত্ববাদস্তু মানুষপরো বা প্রতিবদ্ধদেববিষয়ো বেতি ভাবঃ।

যত্তু জ্ঞানস্য স্বাবচ্ছেদকদেহপাতানন্তরমেব মুক্ত্যহেতুত্বে কালান্তরেঽপি তদ্ধেতুত্বং ন স্যাদিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (৫১)—“এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ” ইতি চরমম-ধিকরণম্। তদর্থোঽপি ‘জ্ঞানাদেব সর্ব্বোঽপি পুরুষার্থাঃ স্যুর্ন সংশয়ঃ’ ইত্যুক্ত্যা সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ। অসতি প্রতিবন্ধে তদ্দেহা-নন্তরমেব, প্রতিবন্ধে তু সতি কালান্তর ইত্যঙ্গীকারে দোষাভাবাদিতি ভাবঃ।

যচ্চ জ্ঞানে সর্ব্বেষাং নাধিকারিতা, কিন্তু যথাশক্তি কৃৎস্না-ধ্যয়নবতামেব, সাপি তারতম্যেনৈব, ন ত্বেকপ্রকারেণেত্যেতৎ-প্রতিপাদয়িতুম্ (১০-১২) “অসার্ব্বত্রিকী”, (১৩) “নাবিশেষাৎ” ইতি চ নয়দ্বয়ম্। তদর্থসংগ্রহায়—‘সর্ব্ববেদৈশ্চ সর্ব্বৈরপি যথা-বলং, জ্ঞেয়ো বিষ্ণুঃ’ ইতি অনুবর্ত্ত্যেহাপি যোজ্যম্। তথা হি

'জ্ঞেয়ঃ' ইত্যপরোক্ষজ্ঞানমত্রাভিপ্রেতম্। সর্ব্বে বেদা যেষাং তৈঃ সর্ব্ববেদৈরিতি বহুব্রীহিঃ। চোঽবধারণে। যথাবলং সর্ব্ববেদাধ্যয়নবদ্ভিরেব। সর্ব্বৈরপি মানুষাদিব্রহ্মান্তৈঃ সর্ব্বৈরধিকারিভির্যথাবলং বিষ্ণুর্জ্ঞেয়োঽপরোক্ষীকর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ।

অত্র 'সর্ব্বৈঃ' ইত্যাবর্ত্ত্যম্। একম্ উক্তরীত্যা মানুষাদ্যধিকারিপরং, অন্যত্তু জ্ঞানেতিকর্ত্তব্যতারূপধর্ম্মপরম। অনাদিমুক্তি যোগ্যতা দেবতাদিরূপস্বোত্তমপদাকাঙ্ক্ষত্বানাবিষ্করণাদিরূপধর্ম্মৈর্বিষ্ণুর্জ্ঞেয়ঃ সাক্ষাৎ কার্য্যো নান্যথেতি। তেন যোগ্যানামেব জ্ঞানপ্রাপ্তির্নত্বযোগ্যানামাসুরপ্রকৃতীনামিত্যেতদর্থকস্য (৩৪-৪০) "সর্ব্বথাপি তু ত এবোভয়লিঙ্গাৎ" ইতি নয়স্য, তথা জ্ঞানস্য দেবাদিপদাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈরেব প্রাপ্যত্বং বক্তুং প্রাপ্তস্য (৪১-৪৩) "ন চাধিকারিকমপি" ইত্যধিকরণস্য, তথা জ্ঞানস্যাযোগ্যেভ্যোঽতিগোপনং বক্তুং প্রবৃত্তস্য (৪৯) "অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ" ইত্যধিকরণস্য চার্থঃ সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ।

যত্তু জ্ঞানিনঃ সদসংপ্রবৃত্তৌ বিশেষোক্ত্যর্থং (১৪-৩৩)—"স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা" ইত্যাদি বিংশতি সূত্রমধিকরণম্। তদর্থং ভাষতে—'ন লিপ্যতে জ্ঞানবাংশ্চ সর্ব্বদোষৈরপি ক্বচিৎ। গুণদোষৈঃ সুখস্যাপি বৃদ্ধিহ্রাসৌ বিমুক্তিগৌ। নৃণাং সুরাণাং মুক্তৌ তু সুখং কৢপ্তং যথাক্রমম্।' ইতি। সর্ব্বদোষৈঃ সর্ব্বপাপৈরপি জ্ঞানবান্ অপরোক্ষজ্ঞানবান্ ন লিপ্যতে চ। ন কেবলং সর্ব্বপুরুষার্থভাগিতি চার্থঃ। অয়ঞ্চ (১৫) "কামকারেণ চৈকে" ইত্যাদেরর্থঃ।

যদ্বা, জ্ঞানিত্বেঽপি মানুষদেবয়োর্লেপাভাবেঽপি বিশেষ-দ্যোতকতয়া জ্ঞানবাংস্ত্বিতি তু শব্দার্থকশ্চ-কারঃ। স কো বিশেষ ইত্যতঃ (১৮)—"পরামর্শং জৈমিনিঃ" ইত্যাদি সূত্রাভিপ্রেতং মানুষাণাং তাবত্তং বিশেষমাহ—'গুণদোষৈঃ সুখস্যাপি বৃদ্ধিহ্রাসৌ বিমুক্তিগৌ। নৃণাম্' ইতি। জ্ঞানানন্তরভাবিপুণ্যপাপৈর্নৃণাং মুক্তৌ স্বরূপসুখস্যাপি স্রক্চন্দনবনিতাদিবিষয়ভোগহেতুকবাক্ত্য-'তিশয় তদভাবলক্ষণবৃদ্ধিহ্রাসৌ ভবত ইত্যর্থঃ। অত্র 'ন লিপ্যতে' ইত্যুক্তিঃ (৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৩)—"তদধিগম উত্তর-পূর্ববাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ" ইতি চতুর্থাধ্যায়াদ্যপাদীয়সূত্রোক্তিশ্চ মুক্তিপ্রতিবন্ধকত্বাশুচিত্বাদিরাহিত্যমাত্রাভিপ্রায়েতি ভাবঃ। তদু-ক্তমনুব্যাখ্যানে—"জ্ঞানোত্তরস্য পাপস্য চতুর্থেঽলেপ উচ্যতে। অশুচিত্বাদিকং তস্য ন ভবেদিতি তৎফলম্। অত্র জ্ঞানফলস্যৈব মুক্তের্নিয়তত্বোচ্যতে।" ইতি।

এবং মানুষাণামলেপে বিশেষমুক্ত্বা দেবানাম্ (১৯) "অনুষ্ঠেয়ং বাদরায়ণঃ" ইত্যাদিসূত্রাভিমতং বিশেষমাহ—'সুরাণাং তু যথাক্রমং সুখং কৢপ্তম্' ইতি; কৢপ্তমেব ন হ্রাসবদিত্যর্থঃ। যেন ন তারতম্যক্রমভঙ্গঃ স্যাদিতি ভাবেনোক্তং—যথাক্রমমিতি। সুরাণাং ত্বিতি তু-শব্দস্য "দেবানামপি ন প্রায়ঃ কৢপ্তস্য তু কথঞ্চন। প্রাপ্তঃ হ্রাসো ভবেৎ কাপি মহতা তু বিকর্ম্মণা॥" ইত্যাদ্যনুভাষ্যোক্তবিশেষদ্যোতকঃ।

যত্তু তত্ত্বাভিমানিদেবানামেব সম্পূর্ণপ্রজাকৃতপুণ্যফলমিত্যর্থ-সাধকং (৪৪-৪৬)—"স্বামিনঃ ফলশ্রুতেঃ" ইত্যধিকরণম্।

তস্যাপ্যর্থো—নৃণাং সুরাণামিত্যাদিনা সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ। তথা হি গুণদোষৈরিত্যতো বিভাগেন গুণৈরিত্যন্বেতি। নৃণাং প্রজানাং গুণৈঃ পুণ্যৈঃ কৢপ্তং সম্পূর্ণমিতি যাবৎ সুখন্তু সুরাণাং যথাক্রমং তত্তদ্দেবতাধিক্যানুরোধেন ভবেৎ। প্রজানাং ত্বল্পমেবেতি।

অত্র ফলমিতি বাচ্যে সুখমিতি পুণ্যফলমাত্রোক্তিঃ প্রজাকৃত-পুণ্যফলমেব দেবানাং ন পাপফলম্। তত্ত্বসুরাণাং, "পুণ্যমেবামুং গচ্ছতি ন হ বৈ দেবান্ পাপং গচ্ছতি" ইতি শ্রুতেরিতি দ্যোত-য়িতুম্। দেবানাং সম্পূর্ণপুণ্যফলোক্ত্যৈব তেষাং সর্ব্বাশ্রমধর্ম্ম-বত্ত্ব সূচনাৎ (৪৭-৪৮) "কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ" ইতি নয়ার্থোঽপ্যুক্তপ্রায়ঃ।

সাধনসম্পত্তিজন্মন্যেব দেহেঽপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তেরদর্শনাৎ কালান্তরেঽপ্যুপাসনয়াঽপরোক্ষজ্ঞানোদয়ো ন স্যাদিত্যতোঽসতি প্রতিবন্ধে তজ্জন্মনি প্রতিবন্ধে তু জন্মান্তর ইতি বক্তুংপ্রাপ্তস্য (৫০)—"ঐহিকমপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে" ইতি নয়স্যার্থস্তু 'তেন যাত্য-পরোক্ষতাম্' ইত্যগ্রে বক্তত্বাদিহ নোক্তঃ। তথা চাগ্রে বিবরিষ্যামঃ॥ ৫-৬॥

সুধীন্দ্রগুরুশিষ্যেণ রাঘবেন্দ্রেণ ভিক্ষুণা।
কৃতায়াং তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ঈরিতঃ॥ ৩॥

ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত শ্রীব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং শ্রীরাঘবেন্দ্র-যতিকৃতায়াং তৃতীয়াধ্যায়স্য চতুর্থঃ পাদঃ॥ ৩।৪॥

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ঃ সম্পূর্ণঃ॥ ৩॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

এই চতুর্থ পাদের অর্থ ভাষ্যেই ব্যক্ত হওয়ায় এস্থলে কথিত হয় নাই ; অথবা, "বিশেষস্তু জ্ঞানে"—এই পূর্ব্ব বাক্যের অনুবর্ত্তন এবং 'অত্র পাদে' এই পদদ্বয়ের অধ্যাহার-পূর্ব্বক ইহাকে এই পাদের অর্থপ্রতিপাদকরূপে ব্যাখ্যা করা যায় ; যথা—এই পাদে পূর্ব্বপাদোক্ত উপাসনা-জনিত অপরোক্ষ-জ্ঞানে (অর্থাৎ জ্ঞান-বিষয়ে) 'বিশেষ' অর্থাৎ সামর্থ্যাতিশয় কথিত হইতেছে। সম্প্রতি জ্ঞান যে মোক্ষ ও তদিতর সকল পুরুষার্থেরই হেতুস্বরূপ,—ইহার প্রতিপাদনের জন্য (১ ৯)—(১) "পুরুষার্থোঽতঃ শব্দাদিতি বাদরায়ণঃ", (২) "শেষত্বাৎ পুরুষার্থবাদো যথান্যেষ্বিতি জৈমিনিঃ", (৩) "আচারদর্শনাৎ", (৪) "তচ্ছ্রুতেঃ",(৫)"সমন্বারম্ভণাৎ", (৬) "তদ্বতো বিধানাৎ", (৭) "নিয়মাচ্চ", (৮) "অধিকোপদেশাত্তু বাদরায়ণস্যৈবং তদ্দর্শনাৎ" ও (৯) "তুল্যন্তু দর্শনম্",—এই নয়টী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন,—'সকল পুরুষার্থও জ্ঞান হইতেই হয়—সন্দেহ নাই' অর্থাৎ কেবল মোক্ষ নহে, পরন্তু পুরুষের প্রার্থনীয় যাবতীয় কাম জ্ঞান হইতেই হয়।

"যজ্ঞাদিকর্ম্মদ্বারা যাহা কৃত হয়, ঔপনিষদ জ্ঞানদ্বারা তাহা আরও বীর্য্যবত্তর হইয়া থাকে"—এই শ্রুতিদ্বারা জ্ঞানকে স্বর্গাদি ইতর পুরুষার্থের হেতুভূত কর্ম্মের অঙ্গরূপেই জানা যাইতেছে, তবে 'জ্ঞান হইতেই সকল পুরুষার্থ হয়'—এই বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইল? অতএব বলিলেন—'ন সংশয়ঃ' অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই সকল পুরুষার্থ, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে জ্ঞানকে যে কর্ম্মের অঙ্গ বলা হইল, ইহার কি গতি হইবে? এই জন্যও বলিলেন—'সকল পুরুষার্থও জ্ঞান হইতেই হয় না।' 'উত্তরোত্তরম্'—এই পদেরও অনুবর্ত্তন হইবে। এস্থলে 'পুরুষার্থাঃ' এই

পদটী 'অর্শ-আদিত্ব'-নিবন্ধন 'অচ্'-প্রত্যয়ান্ত (অতএব 'পুরুষার্থবিশিষ্ট' এইরূপ অর্থ)। সুতরাং বাক্যার্থ এইরূপ—'সর্ব্বেঽপি' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মনুষ্যাদি সকল অধিকারীই জ্ঞান হইতেই 'পুরুষার্থাঃ' অর্থাৎ স্বর্গাদি-পুরুষার্থবিশিষ্ট 'ন স্যুঃ' হয় না। পরন্তু 'উত্তরোত্তরম্' অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত অধিকারিগণের মধ্যে উত্তরোত্তর সুরেশ্বর প্রভৃতি উত্তম অধিকারিগণ, সকলেই জ্ঞান হইতেই সর্ব্বপুরুষার্থবিশিষ্ট হ'ন। অতএব স্বর্গাদিবিষয়ে জ্ঞানের কর্ম্মাঙ্গত্ববাদ মনুষ্য অথবা প্রতিবদ্ধ দেবগণের সম্বন্ধেই জ্ঞাতব্য।

যে শরীরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই শরীরের পতনানন্তরই যদি মুক্তি না হয়, তাহা হইলে কালান্তরেই যে এই জ্ঞান হইতে মুক্তি হইবে—ইহারই বা বিশ্বাস কি? এই আশঙ্কায় (৫১)—"এবং মুক্তিফলানিয়মস্তদবস্থাবধৃতেস্তদবস্থাবধৃতেঃ" এই অন্তিম অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহার অর্থও—'জ্ঞান হইতেই সকলপুরুষার্থ হয়,—ইহাতে সন্দেহ নাই।' তাৎপর্য্য এই যে, প্রারব্ধ কর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধক না থাকিলে যে শরীরে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই শরীরের পতনানন্তরই মোক্ষ ঘটিয়া থাকে। আর তাদৃশ প্রতিবন্ধক থাকিলে কালান্তরে মুক্তি হয়—ইহা স্বীকার করিলেই কোন দোষ হয় না।

(১০-১২)—(১০) "অসার্ব্বত্রিকী", (১১) "বিভাগঃ শতবৎ", (১২) "অধ্যয়নমাত্রবতঃ" ও (১৩) "নাবিশেষাৎ"—এই অধিকরণদ্বয়ে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানে সকলের অধিকার নাই। পরন্তু যাঁহারা যথাশক্তি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করেন, তাঁহাদেরই অধিকার এবং সেই অধিকারও তারতম্যানুসারেই হয়, সকলের একপ্রকারে নহে। ইহার অর্থের সংগ্রহের জন্য এস্থলে "সকল অধিকারিকর্ত্তৃকই সকল বেদবাক্য-দ্বারা যথাশক্তি বিষ্ণুই জ্ঞেয়"—এই পূর্ব্বপাদীয় বাক্যের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। 'জ্ঞেয়ঃ' এই পদে অপরোক্ষ জ্ঞান অভিপ্রেত। 'সর্ব্ববেদৈশ্চ'

এই পদে বহুব্রীহি সমাস। অতএব. যাঁহাদের সর্ব্ব বেদ আছে, এইরূপ অর্থ। চ—অবধারণার্থক। অতএব, অর্থ এই—যথাশক্তি সর্ব্ববেদাধ্যয়নশীল 'সর্ব্বৈরপি' অর্থাৎ মানুষ হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সকল অধিকারিকর্ত্তৃক যথাশক্তি বিষ্ণুই 'জ্ঞেয়' অর্থাৎ অপরোক্ষ কর্ত্তব্য।

(৩৪-৪০)—(৩৪) "সর্ব্বথাপি তু ত এবোভয়লিঙ্গাৎ", (৩৫) "অনভিভবঞ্চ দর্শয়তি", (৩৬) "অন্তরা চাপি তু তদ্দৃষ্টেঃ", (৩৭) "অপি স্মর্য্যতে", (৩৮) "বিশেষানুগ্রহশ্চ", (৩৯) "অতস্ত্বিতরজ্যায়ো লিঙ্গাচ্চ" ও (৪০) "তদ্ভূতস্য তু তদ্ভাবো জৈমিনেরপি নিয়মাতদ্রূপাভাবেভ্যঃ"—এই সূত্রসমূহের অধিকরণে কথিত হইয়াছে যে, যোগ্য পুরুষগণেরই জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, অযোগ্য আসুর প্রকৃতি জীবগণের হয় না। এইরূপ (৪১-৪৩)—(৪১) "ন চাধিকারিকমপি পতনানুমানাত্তদযোগাৎ", (৪২) "উপপূর্ব্বমপীত্যেকে ভাবমশনবত্তদুক্তম্" ও (৪৩) "বহিস্তূভয়থাপি স্মৃতেরাচারাচ্চ"—এই অধিকরণে কথিত হইয়াছে যে, দেবাদিপদাকাঙ্ক্ষাশূন্য পুরুষগণকর্ত্তৃকই জ্ঞান লভ্য হয়। এইরূপ (৪৯) "অনাবিষ্কুর্ব্বন্নন্বয়াৎ" এই অধিকরণে অযোগ্যের নিকটে জ্ঞানের অতিগোপন উপদিষ্ট হইয়াছে। এস্থলে, 'সর্ব্বৈরপি' ইত্যাদি বাক্যেই ইহাদের অর্থ সংগৃহীত। 'সর্ব্বৈঃ' এই পদটিকে দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে। একবার উক্ত পদ মনুষ্যাদি-অধিকারীর প্রতিপাদক, অন্যবার জ্ঞানের ব্যাপাররূপ ধর্ম্মপ্রতিপাদক। অতএব অর্থ এইরূপ—অনাদি মুক্তিযোগ্যতা, দেবতাদিরূপ উত্তমপদাকাঙ্ক্ষা-রাহিত্য প্রভৃতি 'সর্ব্ব' ধর্ম্মদ্বারা মনুষ্যাদি 'সর্ব্ব' অধিকারিকর্ত্তৃক বিষ্ণুই 'জ্ঞেয়' অর্থাৎ সাক্ষাৎ কার্য্য, অন্যথা নহে।

জ্ঞানী পুরুষের সদ্বিষয়ে ও অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্তির বিশেষত্ব বলিবার জন্য (১৪-৩৩) "স্তুতয়েঽনুমতির্ব্বা" ইত্যাদি "সহকারিত্বেন চ" ইত্যন্ত বিংশতি সূত্রাত্মক অধিকরণ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—

'জ্ঞানবান্ সর্ব্বদোষদ্বারাও কখনও লিপ্ত হ'ন না ; গুণদোষহেতু মানবগণের বিমুক্তিগত সুখেরও বৃদ্ধি-হ্রাস আছে, সুরগণের কিন্তু মুক্তিতে যথাক্রমে সুখই বর্দ্ধিত।' 'জ্ঞানবান্' অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞানবান্ জীব 'সর্ব্বদোষদ্বারাও' অর্থাৎ (পাপ করিলেও উক্ত) পাপসমূহদ্বারাও কখনও লিপ্ত হ'ন না। কেবল যে তিনি সর্ব্বপ্রকার পুরুষার্থভাগীই হ'ন, তাহা নহে (পরন্তু পাপদ্বারা লিপ্তও হ'ন না)—ইহাই চ-শব্দের অর্থ। (১৫) 'কামচারেণ চৈকে' ইত্যাদি সূত্রের এই অর্থ।

অথবা জ্ঞান ও পাপলেপাভাব মানুষ ও দেবতা, উভয়ের থাকিলেও যে বিশেষত্ব আছে, উক্ত বিশেষত্বসূচক তু-শব্দের অর্থে এ স্থলে চ-শব্দ। সেই বিশেষত্ব কি ? এই প্রশ্নের আশঙ্কায় (১৮) "পরামর্শং জৈমিনিঃ" ইত্যাদি সূত্রের অভিপ্রেত মনুষ্য-সম্বন্ধীয় বিশেষত্ব বলিতেছেন—'গুণদোষহেতু মানবগণের বিমুক্তিগত সুখেরও বৃদ্ধি হ্রাস আছে।' তাৎপর্য্য এই যে, জ্ঞানোৎপত্তির অনন্তর ভবিষ্যৎ পুণ্য-পাপহেতু মানবগণের মুক্তিকালীন স্বরূপ-সুখেরও মাল্য-চন্দন-রমণী-সম্ভোগাদিজনিত অভিব্যক্তির আতিশয্য ও অভিব্যক্তির অভাবরূপ বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব মানবগণের সম্বন্ধে 'লিপ্ত হন না' এই বাক্য ও (৪র্থ অঃ ১ম পাঃ ১৩) "জ্ঞান লাভ হইলে পূর্ব্ব পাপের বিনাশ ও ভবিষ্যৎ পাপের অলেপ হয়"—এই সূত্রের অর্থ এই যে, তাঁহারা মুক্তির প্রতিবন্ধক অশুচিত্ব প্রভৃতি ভাব হইতে মুক্ত হ'ন মাত্র। অনুব্যাখ্যানেও কথিত হইয়াছে,—"চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানলাভের উত্তরকালীন পাপের লেপাভাব কথিত হইতেছে ; তৎকালে উক্ত পুরুষের অশুচিত্ব প্রভৃতি থাকে না—ইহাই তাহার ফলস্বরূপ। আর এ স্থলে জ্ঞানের ফলরূপেই মুক্তির নিশ্চয়ত্ব বলিতেছেন।"

এইরূপে মানুষগণের লেপাভাবে বিশেষত্ব বর্ণন-পূর্ব্বক (১৯) "অনুষ্ঠেয়ং

বাদরায়ণঃ” এই সূত্রের অভিপ্রেত দেবগণের সম্বন্ধি বিশেষত্ব বলিতেছেন, ‘দেবগণের কিন্তু যথাক্রমে সুখই কল্পিত’ অর্থাৎ তাঁহাদের সুখ বর্দ্ধিতই হয়, হ্রাসযুক্ত হয় না তাঁহাদের সুখেও যে তারতম্যক্রম বিনষ্ট হয় না—ইহ’র প্রতিপাদনার্থ ‘যথাক্রমে’ এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। ‘সুরাণাং তু’—এই তু-শব্দদ্বারা জ্ঞাপিত হয় যে—দুষ্কর্ম্মহেতু তাঁহাদের সুখেরও কদাচিৎ হ্রাস হইতে দেখা যায়। অনুভাষ্যেও বলিয়াছেন—“দেবগণের বর্দ্ধিত সুখেরও প্রায়শঃ হ্রাসপ্রাপ্তি হয় না; তবে অতি গুরুতর দুষ্কর্ম্মহেতু কদাচিৎ হ্রাস-দৃষ্ট হয়।”

(৪৪-৪৬)—(৪৪) “স্বামিনঃ ফলশ্রুতেরিত্যাত্রেয়ঃ”, (৪৫) “আর্ত্বিজ্যমিত্যৌড়ুলোমিস্তস্মৈ হি পরিক্রীয়তে”, (৪৬) “সহকার্য্যান্তরবিধিঃ পক্ষেণ তৃতীয়ং তদ্বতো বিধ্যাদিবৎ”—এই সূত্রত্রয়ে অধিকরণে নির্ণীত হইয়াছে যে, প্রজাগণের অনুষ্ঠিত পুণ্যকর্ম্মের সম্পূর্ণ ফল স্বামিস্বরূপ দেবগণই প্রাপ্ত হ’ন। এ স্থলে, ‘নৃণাং সুরাণাম্’ ইত্যাদি পূর্ব্ব বাক্যেই ইহার অর্থ সংগ্রহ হয়। ‘গুণদোষৈঃ’—এই বাক্য হইতে ‘গুণৈঃ’ এইরূপ পদ বিভক্ত করিয়া অন্বয় কর্ত্তব্য। অতএব অর্থ এইরূপ—মানবগণের অর্থাৎ প্রজাগণের ‘গুণ’ অর্থাৎ পুণ্যহেতু ‘কল্পিত’ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সুখ সুরগণের ‘যথাক্রমে’ অর্থাৎ তত্তৎদেবতাগত আধিক্যানুসারে হইয়া থাকে। পরন্তু প্রজাগণের অল্প সুখই হয়।

এ স্থলে ‘ফল’-শব্দের উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র পুণ্যফল ‘সুখ’-শব্দের উক্তিদ্বারা জ্ঞাপিত হইল যে, দেবগণ প্রজাকৃত পুণ্যকর্ম্মের ফলভাগীই হ’ন, পাপ-কর্ম্মের ফলভাগী নহেন। পাপ-কর্ম্মের ফল অসুরগণেরই প্রাপ্য। শ্রুতিও এইরূপ বলিতেছেন—“পুণ্যই তাঁহাকে প্রাপ্ত হয়; কারণ, পাপ দেবগণের নিকট উপস্থিত হয় না।” দেবগণের সম্পূর্ণ পুণ্যফলের উক্তিদ্বারাই তাঁহাদের সর্ব্বাশ্রমধর্ম্মশালিত্ব সূচিত

হওয়ায় (৪৭-৪৮)—(৪৭) "কৃৎস্নভাবাত্তু গৃহিণোপসংহারঃ ও (৪৮) "মৌনবদিতরেষামপ্যুপদেশাৎ"—এই সূত্রদ্বয়ে অধিকরণের অর্থও প্রায়শঃ কথিত হইয়াছে।

সাধক পুরুষগণের শম-দমাদি-সাধন-সম্পত্তিযুক্ত বর্ত্তমান দেহে যদি অপরোক্ষ-জ্ঞান না ঘটে, তবে কালান্তরেই যে উপাসনাদ্বারা তাদৃশ জ্ঞান জন্মিবে,—এ বিষয়ে বিশ্বাস কি ? এই আশঙ্কায় (৫০)—"ঐহিকমপ্রস্তুত প্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ"—এই অধিকরণে বলিয়াছেন যে, প্রতিবন্ধক না থাকিলে বর্ত্তমান শরীরেই তাদৃশ জ্ঞানলাভ হয়। আর প্রতিবন্ধক থাকিলে জন্মান্তরে তাহা ঘটে। আমরা 'তেন যাত্যপরোক্ষতাম্'—এই বাক্যে পরে ইহার অর্থ বলিব। অতএব এস্থলে তাহা কথিত হইল না ॥ ৫-৬ ॥

ইতি শ্রীরাঘবেন্দ্রযতি-প্রণীতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকার তৃতীয়াধ্যায়
চতুর্থ পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৩।৪ ॥

গুরুদেব শ্রীসুধীন্দ্র তীর্থের শিষ্য শ্রীরাঘবেন্দ্র যতি-কৃতা তত্ত্বমঞ্জরী
টীকায় তৃতীয় অধ্যায় ব্যাখ্যাত হইল ॥ ৩ ॥

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

বিষ্ণুর্ব্রহ্ম তথাদাতেত্যেবং নিত্যমুপাসনম্।
কার্য্যমাপদ্যপি ব্রহ্ম তেন যাত্যপরোক্ষতাম্ ॥ ১ ॥

চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমপাদস্য ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ২। লিঙ্গাচ্চ ॥ ৩। আত্মেতিতূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ ॥ ৪। ন প্রতীকেন হি সঃ ॥ ৫। ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ। ৬। আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ ॥ ৭। আসীনঃ সম্ভবাৎ ॥ ৮। ধ্যানাচ্চ ॥ ৯। অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য ॥ ১০। স্মরন্তি চ ॥ ১১। যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ ॥ ১২। আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্ ॥ ১৩। তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ ॥ ১৪। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু ॥ ১৫। অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ ॥ ১৬। অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ ॥ ১৬। অতোঽন্যদপীত্যেকেষামুভয়োঃ ॥ ১৮। যদেব বিদ্যয়েতি হি ॥ ১৯। ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে ॥

অনুবাদ—'বিষ্ণু', 'ব্রহ্ম' ও 'আদাতা' ('আত্মা' বা 'স্বামী')—এই প্রকারে আপৎকালেও নিত্য উপাসনা কর্ত্তব্য; এইপ্রকার উপাসনার দ্বারা বা তৎফলে সেই ব্রহ্ম (বিষ্ণু) অপরোক্ষত্ব প্রাপ্ত হ'ন (অর্থাৎ স্বীয় উপাসকের অপরোক্ষ-জ্ঞানের বিষয় হ'ন) ॥ ১॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

অস্মিন্নধ্যায়ে আদ্যসূত্রস্থাতঃপদোক্তকর্ম্মক্ষয়োৎক্রান্তিমার্গভোগরূপমোক্ষাখ্যং ফলং নিরূপ্যত ইতি শ্রীমদ্ভাষ্যাদেবাত্রৈবাগ্রে

প্রতিপাদনদিশাবাঽধ্যায়ার্থঃ সুজ্ঞানঃ। তথৈব পাদার্থা অপি। তত্রান্ত্যনয়ে কর্ম্মক্ষয়াখ্যং ফলং বক্ষ্যন্ সপ্তভির্নয়ৈরত্যাবশ্যকান্তরঙ্গসাধনং জ্ঞানস্যোচ্যতে। তদর্থং ভাষতে—'বিষ্ণুর্ব্রহ্ম তথাদাতেত্যেবং নিত্যমুপাসনম্। কার্য্যমাপদ্যপি ব্রহ্মা তেন যাত্যপরোক্ষতাম্' ইতি। তত্রায়ং বিবেকঃ—সকৃদনুষ্ঠিতাগ্নিষ্টোমাদিনা স্বর্গফলদর্শনাৎ শ্রবণাদিনাপি সকৃদনুষ্ঠিতেনৈব জ্ঞানমস্তিত্যতঃ প্রাপ্তস্য (১-২)—(১) "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" ইতি নয়স্যার্থো 'নিত্যমুপাসনং কার্য্যম্' ইতি। শ্রবণাদিরূপমুপাসনং নিত্যং কার্য্যং ন তু সকৃদেবেত্যর্থঃ। ব্রীহ্যবঘাতাদিবদ্দৃষ্টার্থত্বেন যাবজ্জ্ঞানোদয়ং শ্রবণাদেরাবর্ত্ত্যত্বাদিতি ভাবঃ।

যত্তু হরেঃ স্বামিত্বস্যাতিপ্রসিদ্ধত্বান্নিত্যং তদুপাসনং নাবশ্যকমিত্যতঃ প্রাপ্তম্ (৩)—"আত্মেতিতূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ" ইতি তদর্থঃ—'আদাতেত্যেবং নিত্যমুপাসনম্, কার্য্যমাপদ্যপি' ইতি। বিষ্ণুরিত্যন্বেতি। বিষ্ণুরাদাতা, স্বামীত্যেবংপ্রকারেণ নিত্যমুপাসনং কার্য্যম্; নিত্যমিত্যস্য বিবরণমাপদ্যপীতি। "আত্মেত্যুপাসনং কার্য্যং সর্ব্বথৈব মুমুক্ষুভিঃ। নানাক্লেশসমাযুক্তোঽপ্যেতাবন্নৈব বিস্মরেৎ" ইত্যুক্তেরিতি ভাবঃ। স্বামীতি বাচ্যে আদাতেত্যুক্তিরাদত্তে ভৃত্যানিত্যাত্মেত্যাত্মশব্দো যোগেন স্বামিবাচীতি সৌত্রাত্মপদং ব্যাখ্যাতুম্—"আদানার্থত্বতশ্চায়মাত্মশব্দঃ পতিং বদেৎ" ইত্যনুব্যাখ্যানোক্তেঃ। আদাতেতীত্যেব পূর্ব্বৌ প্রকারবাচ্যেবংশব্দোক্তিরাত্মত্বং বিশেষণমিত্যেবংরূপেণোপাসনং কার্য্যং, ন তু জীবত্বেনেতি বক্তুম্—"আত্মা বিষ্ণুরিতি ধ্যানং বিশেষণ-

বিশেষ্যতঃ" ইত্যাদেঃ। তেন বিষ্ণুরাত্মতয়া জীবত্বেনোপাস্য ইত্যেবংবদন্তো নিরস্তাঃ।

এতেন "নাম ব্রহ্মেত্যুপাসীত" ইত্যাদৌ নামাদ্যভিমানিরূপ-প্রতীকতাদাত্ম্যেনোপাসনমপাকুর্ব্বতো (৪) "ন প্রতীকেন হি সঃ" ইতি নয়স্যাপ্যর্থঃ সংগৃহীতঃ। বিষ্ণুরাদাতেত্যনন্তরং বিষ্ণুর্নামাদাবিত্যস্যাপ্যভিপ্রেতত্বেন বিষ্ণুর্নামাদাবিত্যেবং নিত্য-মুপাসনং কার্য্যং, ন তু বিষ্ণুর্নামেত্যেবংরূপেণেতি ব্যাখ্যান-সম্ভবাৎ।

যত্তু বিষ্ণোরতিপ্রীতিহেতুত্বেনোৎকৃষ্টত্বরূপব্রহ্মত্বোপাসনস্যা-বশ্যকত্বং বক্তুং (৫) "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" ইতি সূত্রম্। তদর্থং ভাষ্যে—'বিষ্ণুর্ব্রহ্মেত্যেবং নিত্যমুপাসনং কার্য্যমাপদ্যপি ইতি পূর্ব্ববদ্ ব্যাখ্যানম্। "আধিব্যাধিনিমিত্তেন বিক্ষিপ্তমনসোঽপি তু। গুণানাং স্মরণাশক্তৌ বিষ্ণোর্ব্রহ্মত্বমেব তু। স্মর্ত্তব্যম্" ইত্যাদেঃ। অত্র বিষ্ণুরাদাতা ব্রহ্মেত্যেবমিতি সৌত্রক্রমেঽনুসর্ত্তব্যেঽপ্যেব-মুক্তিরাত্মত্বোপাসনমপি ব্রহ্মত্বযুক্তমেব কার্য্যমিতি সূচয়িতুম্ "আত্মেত্যেব যদোপাসা তদা ব্রহ্মত্বসংযুতা। কার্য্যৈব সর্ব্বথা" ইত্যাদেঃ। অতএব দ্বয়োঃ সমুচ্চয়ে তথা-শব্দঃ।

দেবানাং স্বাশ্রয়াঙ্গকত্বগুণবত্ত্বেনেশ্বরোপাসনস্য "অঙ্গেষু যথা-শ্রয়ভাবঃ" ইত্যুপাসনাপাদ এবোক্তস্যাত্র (৬) "আদিত্যাদি-মতয়শ্চ" ইত্যনেনাবশ্যকত্বমাত্রোক্ত্যা 'সুরেশ্বরৈঃ, যথাক্রমং বহুগুণৈর্বিষ্ণুরুপাস্যঃ' ইত্যুপাসনাপাদীয়ভাষ্যেণৈব সংগৃহীত-প্রায়ত্বাদত্র তদর্থস্যানুক্তিঃ ; যদ্বা, আদাতেত্যনন্তরমিতি-শব্দং

প্রভৃত্যর্থকমপি বা তথাপদমনুক্তসমুচ্চয়ার্থং বা ব্যাখ্যায় স্বস্বোৎপত্ত্যঙ্গকশ্চ বিষ্ণুরেবমিত্যর্থমুক্ত্বা (৬) "আদিত্যাদি-মতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ" ইত্যেতদর্থসংগ্রহোঽপি ধ্যেয়ঃ।

তথা স্মরণধ্যানসাধারণ্যেনোপাসনমাত্রস্য নিত্যং কার্য্যত্বভাষণাদ্ধ্যানমাত্রাঙ্গাসনাদীত্থংভাবোক্তিপরস্য (৭-১১)—"আসীনঃ সম্ভবাৎ" ইতি নয়স্যার্থোঽত্র নোক্তঃ; যদ্বা, এবমিত্যনেনৈবাসনাদীত্থংভাবমপি পরামৃশ্যাসীন ইতি নয়ার্থোঽপি সংগ্রাহ্যঃ; যদ্বোপাসনমিত্যাবর্ত্ত্যম্। 'এবং নিত্যমুপাসনং কার্য্যম্'। কিং কৃত্বা? উপাসনং—আসনস্যোপ উপাসনম্—আসনে উপবিশ্যেত্যর্থঃ।

যদপিমুক্তিপর্য্যন্তমুপাসনস্য কার্য্যত্বোক্তিপরম্ (১২)—"আপ্রায়ণাৎ তত্রাপি হি দৃষ্টম্" ইতি সূত্রম্। তদর্থোঽপি—নিত্যং যাবন্মুক্তি উপাসনং কার্য্যমিত্যুক্ত্যৈব সংগৃহীত ইতি।

নন্বু সাধনাধ্যায়ে বক্তব্যস্যোপাসনস্যাত্রকর্ম্মক্ষয়াখ্যফলোক্তিপরপাদে নিরূপণমসঙ্গতমিত্যতো জ্ঞানস্যান্তরঙ্গসাধনত্বদ্যোতনায়াত্র নিরূপণমিতিভাবেন তৎফলমাহ—ব্রহ্ম তেন যাত্যপরোক্ষতামিতি। 'তেন' ব্রহ্মাত্মাত্মুপাসনেন 'ব্রহ্ম', কর্ত্তৃ অধিকারিণামপরোক্ষবিষয়তাং যাতীত্যর্থঃ এতেন বদুপাসনাপাদে ৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৩) "তন্নির্দ্ধারণানিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ পৃথগ্‌ঘ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্" ইতি শ্রবণমননানিদিধ্যাসনানাং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া সাক্ষাৎকারহেতুত্বমুক্তম্॥ ১॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

এই চতুর্থ অধ্যায়ে "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রস্থ—'অতঃ'-পদোক্ত কর্ম্মক্ষয় ও উৎক্রান্তিমার্গভোগরূপ মোক্ষফল নিরূপিত হইয়াছে —ইহা মূল ভাষ্য হইতে অথবা এস্থলেই পরবর্ত্তি-প্রতিপাদন-প্রণালী হইতে সুষ্ঠুরূপে জানা যায়। এইরূপ পাদসমূহের অর্থও জ্ঞাতব্য। তন্মধ্যে এই প্রথম পাদের শেষ অধিকরণে কর্ম্মক্ষয়রূপ ফল বলিবেন। তৎপূর্ব্বে সাতটী অধিকরণে জ্ঞানের অতিপ্রয়োজনীয় অন্তরঙ্গ সাধন কথিত হইতেছে। ইহাদের অর্থ বলিতেছেন—বিষ্ণু, ব্রহ্ম ও আদাতা—এই প্রকারে নিত্য আপৎকালেও উপাসনা কর্ত্তব্য; ব্রহ্ম তদ্দ্বারা বা তাহা হেতু উপাসকের অপরোক্ষ জ্ঞানবিষয় প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি ইহাদের অর্থ পৃথগ্-ভাবে বলিতেছেন—অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ একবার করিলেই স্বর্গফল লাভ হয় বলিয়া শ্রবণাদি সাধনেরও একবার অনুষ্ঠানেই জ্ঞান-ফল লাভ হউক—এই আশঙ্কা করিয়া শ্রবণাদির নৈরন্তর্য্য-প্রতিপাদনার্থ (১-২)—(১) "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ" ও (২) "লিঙ্গাচ্চ"—এই সূত্রদ্বয়ে অধিকরণ কথিত হইয়াছে। ইহার অর্থ—'নিত্য উপাসনা কর্ত্তব্য' অর্থাৎ শ্রবণাদি-রূপা উপাসনা সর্ব্বদাই করিবে, কেবলমাত্র একবারই নহে; কারণ, যতকাল পর্য্যন্ত তণ্ডুলপ্রাপ্তিরূপ ফল না ঘটে, ততকাল পর্যন্ত যেরূপ ধান্যকে বারংবার কুট্টিত করিতে হয়, এস্থলেও সেইরূপ যাবৎকাল জ্ঞানোদয়-রূপ ফল দৃষ্ট না হয়, তাবৎকাল শ্রবণাদির আবৃত্তি করিতে হইবে।

শ্রীহরির স্বামিত্ব অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া তদ্ভাবে নিত্য উপাসনা কর্ত্তব্য হয় না—এই আশঙ্কায় (৩) "আত্মেতি তূপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ—'আদাতা এই প্রকারে নিত্য আপৎ-কালেও উপাসনা কর্ত্তব্য'। 'বিষ্ণু' এই পদেরও অন্বয় হইবে। বিষ্ণু 'আদাতা' অর্থাৎ 'স্বামী'—এই প্রকারে নিত্য উপাসনা কর্ত্তব্য। 'নিত্য'

এই পদের বিস্তৃত অর্থ বলিলেন—'আপৎকালেও'। শাস্ত্রও বলিতেছেন—"মুমুক্ষুগণকর্ত্তৃক বিষ্ণু 'আত্মা' ('আদাতা' অর্থাৎ 'স্বামী')—এই প্রকারে উপাসনা সর্ব্বথাই কর্ত্তব্য; নানাক্লেশযুক্ত হইলেও অন্ততঃ তাঁহার এই ভাবটী কোনরূপেই বিস্মৃত হইবেন না।" এ স্থলে 'স্বামী' না বলিয়া 'আদাতা' বলায়, ভৃত্যগণকে আদান (স্বীকার) করেন বলিয়া তিনি 'আত্মা'—এইরূপ যোগার্থহেতু সূত্রস্থ 'আত্মা'-শব্দ স্বামিবাচক—ইহা ব্যাখ্যাত হইল। অনুব্যাখ্যানেও বলিয়াছেন, "আদানার্থক বলিয়াও এই 'আত্ম'-শব্দ—পতিবাচক।" 'আদাতেতি' এইরূপ না বলিয়া তাহার সহিত আবার প্রকার বাচক একটী 'এবং'-শব্দ যোগ করিয়া 'আদাতেত্যেবং' বলায় 'আদাতা' (আত্মা)—এই পদটী বিষ্ণুর বিশেষণরূপেই গ্রহণযোগ্য হইল; অর্থাৎ বিষ্ণুই 'আদাতা' বা আত্মা—এই প্রকার জ্ঞানে উপাসনা কর্ত্তব্য,—এইরূপ অর্থোপলব্ধি হইতে পারিল। অন্যথা 'বিষ্ণুঃ আদাতা ইতি উপাসনং কার্য্যম্' এইরূপ বলিলে অর্থ হইতে পারিত যে, বিষ্ণু আদাতা বা আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মস্বরূপ—এই জ্ঞানে উপাসনা করিবে। শাস্ত্রও বলিতেছেন—"আত্মা বিশেষণপদ এবং বিষ্ণু বিশেষ্যপদ—এই অনুসারেই ধ্যান কর্ত্তব্য।" অতএব বিষ্ণু—আত্মা অর্থাৎ জীবরূপে উপাস্য,— ঈদৃশ যুক্তিবাদিগণ নিরস্ত হইল।

"নাম ব্রহ্ম ইতি উপাসীত" এই শ্রুতিবাক্যের অর্থরূপে কেহ কেহ বলেন যে, নামাদ্যভিমানী দেবতারূপ প্রতীক বস্তুর সহিত একাত্মকজ্ঞানে বিষ্ণুর উপাসনা করিবে। পরন্তু (৫) "ন প্রতীকেন হি সঃ"—এই অধিকরণে উক্ত মত নিরস্ত হইয়াছে। এস্থলে 'বিষ্ণুঃ আদাতা' এই বাক্যের পর 'বিষ্ণুঃ নামাদৌ' (অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় নামাদিতে বিষ্ণু উপাস্য)—এইরূপ বাক্যও অভিপ্রেত বলিয়া ইহা দ্বারাই এই অধিকরণের অর্থ সংগৃহীত হয় অর্থাৎ বিশ্বের যাবতীয় নামাদিতে বিষ্ণু

অবস্থিত—এই জ্ঞানেই উপাস্য, পরন্তু বিষ্ণু বিশ্বের নামস্বরূপ—এই জ্ঞানে উপাস্য নহেন।

(৫) "ব্রহ্মদৃষ্টিরুৎকর্ষাৎ" এই সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, বিষ্ণুর অতিপ্রাতিজনক বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মস্বরূপে উপাসনা আবশ্যক। ইহার অর্থ—'বিষ্ণু ব্রহ্ম—এইরূপে নিত্য আপৎকালেও উপাসনা কর্ত্তব্য'। ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্ববৎ জ্ঞাতব্য। শাস্ত্রও বলিতেছেন,—"আধিব্যাধিহেতু চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে পুরুষের অপর বিষ্ণুগুণসমূহের স্মরণে সামর্থ্য না থাকিলেও তাঁহার ব্রহ্মত্ব-গুণটী অবশ্যই স্মরণীয়।" সূত্রে প্রথমে আত্মরূপে ও পরে ব্রহ্মরূপে উপাসনার উল্লেখ হইয়াছে। পরন্তু 'বিষ্ণু ব্রহ্ম তথা আদাতা' এই ব্যাখ্যা-বচনে সৌত্রিক ক্রমলঙ্ঘন-পূর্ব্বক পূর্ব্বে ব্রহ্ম ও পশ্চাৎ আত্মরূপে উপাসনার উল্লেখ করায় সূচিত হইল যে, আত্মরূপে উপাসনাও ব্রহ্মত্বযুক্তরূপেই কর্ত্তব্য। শাস্ত্রও বলিতেছেন,—"যৎকালে আত্মরূপে উপাসনা করিবেন, তখনও তাহা ব্রহ্মত্বসংযোগেই করিতে হইবে"। অতএব উভয়ের সমুচ্চয়সূচক তথা-শব্দটী ব্যাখ্যায় প্রযুক্ত হইয়াছে (বিষ্ণুঃ ব্রহ্ম 'তথা' আদাতা)।

পূর্ব্বে উপাসনাপাদেই কথিত হইয়াছে যে, বিষ্ণুর অঙ্গে নিজ-নিজ আশ্রয় জ্ঞান করিয়া তাদৃশগুণবিশিষ্ট বিষ্ণুর উপাসনা দেবগণই করিতে পারেন। সুতরাং এস্থলে (৬) "আদিত্যাদিমতয়শ্চাঙ্গ উপপত্তেঃ"—এই অধিকরণে কেবলমাত্র উক্ত উপাসনা যে তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহাই বলিয়াছেন। অতএব ইহার অর্থও—'সুরেশ্বরগণকর্তৃক বহুগুণ-বিশিষ্টরূপে যথাক্রমে বিষ্ণু উপাস্য'—এই উপাসনাপাদীয় ভাষ্যবচনেই প্রায়শঃ কথিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে পৃথক্ বলা হইল না। অথবা, 'আদাতা'—এই পদের পরবর্ত্তী 'ইতি' শব্দটীকে 'প্রভৃতি'-অর্থে অথবা 'তথা' পদটীকে অনুক্তবিষয়েরও সমুচ্চয়-অর্থে ব্যাখ্যা করিয়া, নিজ-নিজ

উৎপত্তির অঙ্গবিশিষ্টও বিষ্ণু—এইরূপে উপাসনা করিবে, এইরূপ অর্থের দ্বারাই এই অধিকরণের অর্থ-সংগ্রহ হইতে পারে।

(৭-১১)—(৭) "আসীনঃ সম্ভবাৎ", (৮) "ধ্যানাচ্চ", (৯) "অচলত্বঞ্চাপেক্ষ্য", (১০) "স্মরন্তি চ" ও (১১) "যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ"—এই সূত্রপঞ্চকাত্মক অধিকরণে—আসন স্বীকার-পূর্ব্বকই ধ্যান করিবে—ইহা বলিয়াছেন। এস্থলেও 'উপাসনা কর্ত্তব্য'—এই বাক্যে স্মরণ, ধ্যান প্রভৃতি সর্ব্বসাধারণ উপাসনাই নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় সুতরাং ধ্যানেরই যে অঙ্গভূত আসন, তাহা নির্দ্দিষ্টরূপে উপলব্ধ হয়। এজন্য ইহার অর্থ পৃথক্ বলিলেন না। অথবা, 'আদাতা ইতি এবং'—এই প্রকার-বাচক 'এবং'-শব্দেই আসনাদি প্রকার-(প্রণালী) সমূহ পরামৃষ্ট হওয়ায় (৭) "আসীনঃ সম্ভবাৎ"—এই সূত্রেরও ব্যাখ্যা হইয়াছে। অথবা, 'উপাসনম্' এই পদটীকে বারদ্বয় আবৃত্তি করিলেই অভীষ্ট অর্থ সিদ্ধ হয়; যথা—'এইরূপে নিত্য উপাসনা করিবে।' কিরূপে? অতএব আবার বলিলেন—'উপাসনম্' (আসনস্য উপ) অর্থাৎ আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক।

(১২) "আপ্রায়ণাত্তত্রাপি হি দৃষ্টম্"—এই সূত্রে মুক্তি পর্য্যন্ত উপাসনা-কর্ত্তব্যতা উপদেশ হইতেছে। এস্থলেও 'নিত্যম্' অর্থাৎ মুক্তি পর্য্যন্ত উপাসনা কর্ত্তব্য—এইরূপ ব্যাখ্যাতেই তদর্থ সংগৃহীত হইল।

উপাসনা সাধনপাদেই বক্তব্য। সুতরাং কর্ম্মক্ষয়রূপ ফলের বর্ণনপর এতৎপাদে উপাসনা-নিরূপণ অসঙ্গত,—এই আশঙ্কায় উক্ত উপাসনা যে জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন—ইহা সূচনার জন্যই এই ফলপাদে ইহার নিরূপণ হইয়াছে,—এই অভিপ্রায়ে উপাসনার ফল বলিতেছেন—'ব্রহ্ম তদ্দ্বারা অপরোক্ষতা প্রাপ্ত হ'ন্'। 'তদ্দ্বারা' অর্থাৎ ব্রহ্মত্বাদিজ্ঞানযুক্তা উপাসনাদ্বারা ব্রহ্ম (কর্ত্তৃকারক) অধিকারিগণের অপরোক্ষবিষয়ত্ব প্রাপ্ত হ'ন্। এইজন্য উপাসনা-পাদে—(৩য় অঃ ৩য় পাঃ ৪৩) "তন্নির্দ্ধারণার্থনিয়মস্তদ্দৃষ্টেঃ

পৃথগ্‌হ্যপ্রতিবন্ধঃ ফলম্‌"—এই সূত্রেও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনকে সাক্ষাদ্‌ভাবে বা পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের হেতু বলিয়াছেন।

জ্ঞানপাদেও (৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৫০) "ঐহিকমস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ" এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহজন্মে অথবা প্রতিবন্ধক থাকিলে জন্মান্তরে শ্রবণ-মননাদির ফলস্বরূপ জ্ঞান লব্ধ হয়। অতএব জ্ঞানরূপ ফলোৎপাদনবিষয়ে শ্রবণ-মননাদির ব্যভিচার বলা যায় না। এস্থলে এ বিষয়টী 'ব্রহ্ম তদ্দ্বারা অপরোক্ষতা প্রাপ্ত হ'ন— এই বাক্যে স্পষ্টীকৃত হইল ॥ ১ ॥

প্রারব্ধকর্ম্মণোঽন্যস্য জ্ঞানাদেব পরিক্ষয়ঃ।
অরিষ্টস্যোভয়স্যাপি সর্ব্বস্যান্যস্য ভোগতঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ—প্রারব্ধ-কর্ম্ম ব্যতীত পূর্ব্ব ও উত্তর-কালীন এই উভয়বিধ সকল অরিষ্টেরই (দুর্দ্দৈবেরই) পরিক্ষয় (অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেই হয়; কিন্তু অপ্রারব্ধ ব্যতীত অন্য প্রারব্ধ পাপ-পুণ্যের পরিক্ষয় —ভোগের দ্বারাই হয় ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্য-রচিত অণুভাষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ের
প্রথম পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

যদপি জ্ঞানপাদে (৩য় অঃ ৪র্থ পাঃ ৫০) "ঐহিকমপ্রস্তুত-প্রতিবন্ধে" ইত্যত্র ব্যভিচারনিরাসেন জ্ঞানফলকত্বমুক্তং তদত্র স্ফুটীকৃতং ভবতি।

যত্তু জ্ঞানস্য মুক্তিহেতুত্বমযুক্তং যেন তদর্থমুপাসনমাবশ্যকং স্যাৎ। চিরকালীনচীর্ণকর্ম্মণাং ভূয়সাং ভাবেন তেষাং ভোগেন

বিনা নিবৃত্ত্যযোগাৎ কর্ম্মণাং চিরকালভোগে চ সতি জীর্ণবীজবজ্-জ্ঞানস্যাহেতুত্বাপত্তেরিত্যতঃ প্রাপ্তং (১৩-১৯)—"তদধিগমঃ" ইত্যাদিসূত্রসপ্তকম্। তদর্থং ভাষতে—'প্রারব্ধকর্ম্মণোঽন্যস্য জ্ঞানাদেব পরিক্ষয়ঃ। অরিষ্টস্যোভয়স্যাপি সর্ব্বস্যান্যস্য ভোগতঃ॥' ইতি। উভয়স্যাপি জ্ঞানাৎ পূর্ব্বোত্তরকালীনস্যাপি সর্ব্বস্য জ্ঞানাদেব পরিক্ষয়ো ভবতি। প্রাচীনস্য নাশঃ। উদীচীনস্য চোত্তমানাং সর্ব্বাত্মনাঽশ্লেষঃ। অধমানাং নৃণাং তূত্তরারিষ্টস্য পরিক্ষয়ো নামাশুচিত্বাস্পৃশ্যত্বাসম্ভাব্যত্বাত্মনাপাদকত্বং ধ্যেয়ম্। মুক্তাবানন্দহ্রাসকরত্বন্তু প্রাগুক্তরীত্যা পাপস্যাস্ত্যেবাতো ন তেন বিরোধঃ।

নন্বেবং "নাভুক্তং ক্ষীয়তে" ইত্যাদিবচনবিরোধ ইত্যতঃ (১৫) "অনারব্ধকার্য্যে এব তু" ইতি সূত্রোক্তং বিশেষমাহ—প্রারব্ধ-কর্ম্মণোঽন্যস্যারিষ্টস্যেতি। বচনন্তু প্রারব্ধপরমিতিভাবঃ। অত্র পুণ্যপাপসাধারণ্যেন কর্ম্মণ ইতি বাচ্যে অরিষ্টস্যেবেতি পাপস্যে-বোক্তিস্তু প্রাচীনপুণ্যস্যানিষ্টস্য ত্যাগ ইষ্টস্য ভোগ উত্তরস্য চাত্যাগ ইতি বিশেষদ্যোতনায়। অন্যস্যাপ্রারব্ধারিষ্টাদন্যস্য প্রারব্ধপাপস্য প্রারব্ধপুণ্যস্য চ ভোগতো ভোগেন পরিক্ষয় ইত্যর্থঃ। প্রারব্ধস্যেতিবাচ্যেঽন্যস্যেত্যুক্তিঃ প্রারব্ধপুণ্যপাপো-ভয়গ্রহণায়। এতচ্চোপলক্ষণম্। মিথ্যাজ্ঞানিপুন্যস্যাপ্যেবং ধ্যেয়ম্॥ ২॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং রাঘবেন্দ্রযতি-কৃতায়াং

চতুর্থাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ॥ ৪।১॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

জ্ঞান মুক্তির হেতু হইতে পারে না; অতএব জ্ঞানের জন্য উপাসনারও কোন আবশ্যকতা নাই; কারণ, প্রত্যেক জীবেরই অনাদিকাল-সঞ্চিত যে কর্ম্মরাশি বর্ত্তমান রহিয়াছে, ভোগ ব্যতীত তাহার ক্ষয় অসম্ভব। আবার দীর্ঘকাল ভোগদ্বারা যৎকালে কর্ম্মের নাশ হইবে, তৎকালে জ্ঞানটী পুরাতন হইয়া যাইবে বলিয়া জীর্ণ বীজের ন্যায় আর ফলোৎপাদনে সমর্থ হইবে না। অতএব এই আশঙ্কার নিরাসার্থ (১৩-১৯)—(১৩) "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বা-ঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ", (১৪) ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতে তু", (১৫) "অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ, (১৬) "অগ্নিহোত্রাদি তু তৎকার্য্যায়ৈব তদ্দর্শনাৎ", (১৭) "অতোঽন্যদপীত্যে-কেষামুভয়োঃ, (১৮) "যদেব বিদ্যয়েতি হি" ও (১৯) "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বাথ সম্পদ্যতে"—ইত্যাদি সাতটী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'প্রারব্ধকর্ম্মেতর পূর্ব্ব ও উত্তরকালীন, উভয়বিধ সকল অরিষ্টেরই পরিক্ষয় জ্ঞান হইতেই হয়; প্রারব্ধ পাপ-পুণ্যের ভোগদ্বারাই পরিক্ষয় হয়'। 'উভয়' অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বকালীন ও উত্তর-কালীন—এই উভয়বিধ সর্ব্ব কর্ম্মেরই জ্ঞান হইতেই পরিক্ষয় হয়। প্রাচীন কর্ম্মের পরিক্ষয়ের অর্থ—বিনাশ। উত্তর কর্ম্মের পরিক্ষয়ের অর্থ —দেবতাদি উত্তম-অধিকারীর সম্বন্ধে কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বতোভাবে অলেপ। আর মানবাদি নিম্নাধিকারীর সম্বন্ধে উত্তর কর্ম্মের পরিক্ষয়ের অর্থ—তাদৃশ পাপকর্ম্মদ্বারা অশুচিত্ব, অস্পৃশ্যত্ব, অসম্ভাষ্যত্ব প্রভৃতির অনুৎপত্তি। পরন্তু ঈদৃশ পাপ মুক্তিকালীন আনন্দের হ্রাসজনকই হয়। অতএব পূর্ব্বের সহিত বিরোধ হইল না।

পূর্ব্বসিদ্ধান্তে "ভোগব্যতীত শতকোটি কল্পেও কর্ম্ম ক্ষয় হয় না"—এই শাস্ত্রবচন বিরুদ্ধ হইবার আশঙ্কায় তৎসমাধানার্থ (১৫) "অনারব্ধ কার্য্য এব তু পূর্ব্বে তদবধেঃ"—এই বিশেষ সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিলেন—'প্রারব্ধ কর্ম্মব্যতীত অন্য অরিষ্টের (জ্ঞান হইতেই পরিক্ষয় হয়)'। অতএব 'ভোগ ব্যতীত কর্ম্মক্ষয় হয় না'—এই বাক্যে প্রারব্ধ কর্ম্মই জ্ঞাতব্য। এস্থলে পাপপুণ্য সাধারণ বাচক 'কর্ম্মণঃ' না বলিয়া পাপবাচক 'অরিষ্টস্য' পদ উল্লেখ করায় পুণ্যসম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাপিত হইল যে, প্রাচীন পুণ্য যদি জ্ঞানীর অনিষ্টজনক মনে হয়, তবে ত্যাগ, আর যদি ইষ্টজনক মনে হয়, তবে তাহার ভোগ হয়। আর উত্তর পুণ্যের ত্যাগ হয় না (অর্থাৎ ভোগই হয়)। 'অন্যের' অর্থাৎ অপ্রারব্ধ ব্যতীত অন্য প্রারব্ধ পাপের ও প্রারব্ধ পুণ্যের 'ভোগতঃ' অর্থাৎ ভোগদ্বারা পরিক্ষয় হইয়া থাকে। 'প্রারব্ধ' না বলিয়া 'অন্য' বলায় প্রারব্ধ পাপ ও পুণ্য, উভয়েরই গ্রহণ হইল। ইহা উপলক্ষণমাত্র। এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানী পুরুষের পুণ্যসম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য ॥ ২ ॥

ইতি শ্রীরাঘবেন্দ্র যতি-প্রণীতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকার চতুর্থ অধ্যায়ে
প্রথম পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।১ ॥

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

উত্তরেষূত্তরেষ্বেবং যাবদ্ বায়ুং বিমুক্তিগাঃ।
প্রবিশ্য ভুঞ্জতে ভোগাংস্তদন্তর্ব্বহিরেব বা ॥৩॥
বায়ুর্ব্বিষ্ণুং প্রবিশ্যৈব ভোগশ্চৈবোত্তরোত্তরম্।
উৎক্রম্য মানুষা মুক্তিং যান্তি দেহক্ষয়াৎ সুরাঃ ॥৪॥

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়পাদস্য ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। বাঙ্মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ ॥ ২। অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু ॥ ৩। তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ ॥ ৪॥ সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ ॥ ৫। ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৬। নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি ॥ ৭। সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য ॥ ৮। তদপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ ॥ ৯। সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ ॥ ১০। নোপমর্দ্দনাতঃ ॥ ১১ ॥ অস্যৈব চোপপত্তেরূষ্মা ॥ ১২। প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ ॥ ১৩। স্পষ্টো হ্যেকেষাম্ ॥ ১৪। স্মর্য্যতে ॥ ১৫। তানি পরে তথা হ্যাহ ॥ ১৬। অবিভাগো বচনাৎ ॥ ১৭। তদোকোগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারো বিদ্যাসামর্থ্যাত্তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া ॥ ১৮। রশ্ম্যনুসারী ॥ ১৯। নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধাৎ ॥ ২০। যাবদ্দেহভাবিত্বাদ্দর্শয়তি চ ॥ ২১। অতশ্চায়নেঽপি হি দক্ষিণে ॥ ২২। যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে ॥

অনুবাদ—এইরূপে বিশেষ (সম্যক্) মুক্তিপ্রাপ্ত দেবগণ বায়ুপর্য্যন্ত উত্তরোত্তর (নিজ-অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর) দেবগণের মধ্যে এবং বায়ু আবার বিষ্ণুতে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের অন্তরে ও বাহিরে ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করেন ; পরন্তু স্ব-স্ব-তারতম্য (অপকর্ষোৎকর্ষ)-অনুসারেই সেই

দেবগণের ভোগলাভ ঘটে। মানবগণ উৎক্রমণ-পূর্ব্বক আর দেবগণ দেহক্ষয় (লয়)-হেতু মুক্তি লাভ করেন ॥ ৩-৪ ॥

ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্য-রচিত অণুভাষ্যের ৪র্থ অধ্যায়

২য় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।২ ॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

এবং জ্ঞানভোগাভ্যাং ক্ষীণকর্ম্মণামধিকারিণাং কায়ত্যাগ-প্রকারং বক্তুময়ং দ্বিতীয়ঃ পাদঃ প্রবৃত্তঃ। তদর্থস্তু 'উৎক্রম্য মানুষা মুক্তিং যান্তি দেহক্ষয়াৎ সুরাঃ' ইতি বক্ষ্যমানার্দ্ধেন ব্যক্তঃ। অধিকারিভেদেনাবান্তরভেদেঽপি দেহত্যাগপ্রকার-রূপৈকার্য্যাৎ পাদৈক্যমিতি ভাবঃ। তত্র কথং সুরাণাং দেহলয় ইত্যতঃ তং প্রকারং বক্তুং (১-২)—(১) "বাঙ্‌মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ", (২) "অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু", (৩) "তন্মন প্রাণ উত্তরাৎ", (৫) "ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ", (৬) "নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি" ইতি নয়চতুষ্টয়ম্। তত্র পূর্ব্বপূর্ব্ব-দেবানাং স্বস্বজনকদেবেষু দেহলয় উচ্যতে, স স্বযুক্ত ইব। তথাত্বে স্বোত্তমদেবান্ প্রবিষ্টানাং কূপপতিতজন্তূনামিব ক্লেশাপত্তেরিত্যতঃ তত্তাৎপর্য্যমাহ 'উত্তরেষূত্তরেষ্বেবং যাবদ্‌বায়ুং বিমুক্তিগাঃ। প্রবিশ্য ভুঞ্জতে ভোগাংস্তদন্তর্ব্বহিরেব বা' ইতি। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ইতি যোজ্যম্। পূর্ব্বে পূর্ব্বে অবরা অবরা দেবা উত্তরেষূত্তরেষু স্বস্বজনকোত্তমদেবেষু প্রবিশ্য ভোগান্ ভুঞ্জতে। কুত্র তদন্তর্ব্বহিরেব বেতি। সর্ব্বে দেবাঃ স্বস্ব-তারতম্যক্রমানুরোধেনোত্তমদেবেষু প্রবিশ্য তদ্দেহান্ত-র্ব্বহির্নির্গত্য চ স্বযোগ্যানেব ভোগান্ ভুঞ্জতে। ভোগানেব, ন তু

ক্লেশানিতি বাবধারণান্বয়ঃ। তত্র হেতুর্বিমুক্তিগা ইতি। কর্ম্মাদিবন্ধাৎ বিশেষেণ মুক্তিং মোচনং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। উত্তরেষূত্তরেষ্বিতি বীপ্সা স্বস্বোত্তমদেবেষু প্রবেশ ইতি সূচনায়। কিয়ৎপর্য্যন্তমবরাণামুত্তমানুপ্রবেশন ভোগা ইত্যত উক্তম্। এবং যাবদ্ বায়ুমিতি। বায়ুশব্দিতচতুর্ম্মুখপর্য্যন্তমেবং প্রবিশ্য ভোগান্ ভুঞ্জত ইত্যর্থঃ। সংজ্ঞাপূর্ব্বকো বিধিরনিত্য ইতি স্যমোলুঙ্ ন কৃতঃ। তেন যাবদ্ বায়ুমিত্যাদি সাধ্বিত্যাহুঃ॥

যদ্যেবং তর্হি সর্ব্বেষাং মুক্তত্বং ন স্যাদীশপ্রাপ্তেরেব মুক্তিত্বাৎ। বায়োরেব বা সর্ব্বোত্তমত্বপ্রাপ্তেশ্চেত্যতঃ (৪)—"সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ" ইত্যেতন্নয়ার্থমাহ—বায়ুর্বিষ্ণুং প্রবিশ্যেরেতি। 'তদন্তর্ব্বহিরেব বা ভোগান্ ভুঞ্জতে' ইত্যন্বেতি। এবেতি শঙ্কাদ্বয়ং নিরাহ। কিং সর্ব্বেষাং ভোগ একপ্রকার ইত্যতো নেত্যাহ—ভোগশ্চৈবোত্তরোত্তরমিতি। চস্ত্বর্থে। ভোগস্তূত্তরোত্তরমেব স্বস্বতারতম্যানুরোধেনৈবেতি।

এতেন সপাদশ্লোকেন বায়ুদ্বারা সর্ব্বদেবানামীশে প্রবেশোক্তিপরস্য (১৫) "তানি পরে তথা হ্যাহ" ইত্যেতন্নয়স্যাপ্যর্থঃ সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ।

তথা 'বায়ুর্ব্বিষ্ণুং প্রবিশ্যৈব' ইতি বায়োরপীশবশত্বোক্ত্যৈব মুক্তানামীশাধীনত্বস্য কৈমুত্যসিদ্ধতয়া মুক্তানামীশাধীনত্বোক্তিপরস্য (১৬) "অবিভাগো বচনাৎ" ইত্যেতন্নয়স্যাপ্যর্থঃ সংগৃহীতো ভবতি।

তথা চ বায়্বন্তানাং বিমুক্তিগানাং প্রবেশিতৃত্বস্য বিষ্ণোঃ

প্রবেশ্যত্বস্য চোক্ত্যা শ্রীদেব্যাঃ দ্বয়োরপ্যত্রাভাষণেন তস্যা লয়াভাবস্বাতন্ত্র্যাভাবয়োঃ সূচনাৎ শ্রিয়ো লয়াভাবাদ্যুক্তিপরস্য (৭-১৪)—(৭) "সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য" ইত্যাদি-সূত্রাষ্টকস্যাপি তাৎপর্য্যার্থঃ সংক্ষিপ্তো ধ্যেয়ঃ।

যত্তু মনুষ্যাণাং কায়ত্যাগপ্রকারং বক্তুং (১৭-২১) "তদোকোগ্র-জ্বলন" ইত্যাদিসূত্রপঞ্চকং, তদর্থমাহ—উৎক্রম্য মানুষা মুক্তিং যান্তীতি, জ্ঞানিমানুষাঃ ব্রহ্মনাড্যা দেহান্নির্গত্য মুক্তিং যান্তীত্যর্থঃ। উৎক্রামন্তি মানুষা ইত্যেব বাচ্যে মুক্তিং যান্তীত্যুক্তির্মুক্তিগমন এবোৎক্রমণং, অন্যদাতু নৈবং, "তয়োর্দ্ধ-মায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বগন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি" ইত্যাদেরিতি সূচয়িতুম্। অত্র মানুষা ইতি প্রায়িকত্বাভিপ্রায়ম্। তেন "ইহৈব কেচিন্মুচ্যন্তে নোৎক্রামন্তি কদাচন" ইতি বচনবিরো-ধোনেতি ধ্যেয়ম্। যদ্বেদং বচনং মানুষ ভিন্নজীববিষয়মিতি বোধ্যম্।

অত্রোৎক্রম্য যান্তি মুক্তিমিত্যুক্ত্যৈবোৎক্রমণপূর্ব্বকগমনাঙ্গস্য গত্যনুস্মরণস্যাবশ্যকত্বোক্তিপরস্য (২২) "যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে" ইতি নয়স্যাপ্যর্থঃ সংগৃহীতো ভবতি।

'উৎক্রম্য মানুষা মুক্তিং যান্তি' ইত্যুক্ত্যা দেবাঃ কথমিত্যা-কাঙ্ক্ষায়াং "বাঙ্মনসি" ইত্যাদ্যধিকরণানাং প্রাক্তাৎপর্য্যার্থ-মাত্রোক্তাবপি ইহ প্রস্তাবাৎ প্রতিপাদ্যমর্থমাহ—'দেহক্ষয়াৎ সুরাঃ' ইতি। মুক্তিং যান্তীত্যন্বেতি। এতেন বিমুক্তিগা ইত্যুক্তমুক্তি-গতত্বপ্রকারো বিবৃতঃ। তত্র সুরা লীনদেহা ইত্যেব বাচ্যে মুক্তিং

যান্তীত্যুক্তির্মুক্তিগমন এব সুরাণাং দেহলয়োঽন্যদা অবস্থামবতারদশায়ামুৎক্রমণমপ্যস্তীতি সূচয়িতুম্। অতএব দেহলয়াৎ সুরা উৎক্রম্য মানুষা ইত্যনুক্তে্বাৎক্রম্যোত্ত্যুৎক্রমণস্য পূর্ব্বমুক্তিঃ উক্তঞ্চানুব্যাখ্যানে—"জাতানাং মানুষে লোকে দেবানাঞ্চ কদাচন। উৎক্রান্তিমার্গে। ভবতো ন তদা মুক্তিরিষ্যতে" ইতি ॥ ৩-৪ ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং রাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪।২ ॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

সম্প্রতি জ্ঞান ও ভোগের দ্বারা কর্ম্মক্ষয়প্রাপ্ত অধিকারিগণের শরীরত্যাগ-প্রণালীর প্রতিপাদনের জন্য এই দ্বিতীয় পাদ আরম্ভ করা যাইতেছে। ইহার অর্থ—'মানুষগণ উৎক্রমণ-পূর্ব্বক আর সুরগণ দেহক্ষয়হেতু মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন'—এই বক্ষমাণ অর্দ্ধশ্লোকে পরিস্ফুট হইয়াছে। অধিকারিভেদে এ বিষয়ে গৌণভেদ থাকিলেও দেহত্যাগ-প্রণালীরূপ প্রতিপাদ্য বিষয় এক বলিয়া এক পাদেই ইহা কথিত হইতেছে। এ বিষয়ে প্রথমতঃ দেবগণের দেহলয়-প্রণালীর প্রতিপাদনার্থ (১-২)—(১) "বাঙ্‌মনসি দর্শনাচ্ছব্দাচ্চ", (২) "অতএব চ সর্ব্বাণ্যনু", (৩)—"তন্মনঃ প্রাণ উত্তরাৎ", (৫)—"ভূতেষু তচ্ছ্রুতেঃ" ও (৬)—"নৈকস্মিন্ দর্শয়তো হি"—এই অধিকরণ-চতুষ্টয় বলিয়াছেন। এই অধিকরণ-সমূহে কথিত হইয়াছে—নিজ-নিজ-জনক (উত্তম) দেবগণের মধ্যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব (অর্থাৎ নিম্নবর্ত্তী কনিষ্ঠ) দেবগণের দেহলয় হয়। পরন্তু ইহা অযুক্ত বলিয়াই মনে হইতেছে; কারণ, তাহা হইলে যাঁহারা নিজ-নিজ-জনক দেবগণের শরীরে প্রবিষ্ট হ'ন, তাঁহাদের

কূপ-পতিত জন্তুগণের ন্যায় মহাকষ্টই সম্ভবপর। অতএব ইহার তাৎপর্য্যার্থ বলিতেছেন—'বিমুক্তিগত দেবগণ এইরূপে বায়ু পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর দেবগণের মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহাদের অন্তর্দ্দেশে ও বহির্দ্দেশে ভোগ্য-বিষয়সমূহ ভোগ করেন।' এস্থলে 'পূর্ব্ব-পূর্ব্ব' এইরূপ অধ্যাহার করিতে হইবে। অতএব—পূর্ব্ব পূর্ব্ব অর্থাৎ কনিষ্ঠ দেবগণ উত্তর-উত্তর অর্থাৎ নিজ-নিজ-জনক উত্তম দেবগণের মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক ভোগ্য-বিষয়সমূহ ভোগ করেন। কোথায় ভোগ করেন? তাহাই বলিতেছেন—তাঁহাদের অন্তর্দ্দেশে ও বহির্দ্দেশে। সকল দেবতা নিজ-নিজ তারতম্যানুসারে উত্তম দেবগণের মধ্যে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহাদের দেহের অভ্যন্তরে ও বহির্দ্দেশে নির্গত হইয়া ও নিজ যোগ্য-ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করেন। বা-শব্দটী অবধারণার্থক। অতএব ভোগ্য বিষয়ই ভোগ করেন, ক্লেশসমূহ নহে। এ বিষয়ে হেতু বলিলেন—'বিমুক্তিগত' অর্থাৎ কর্ম্মাদিবন্ধ হইতে বিশেষভাবে মুক্তিপ্রাপ্ত (অতএব ক্লেশ ভোগ হয় না)। 'উত্তর-উত্তর' এইরূপ বীপ্সাবচনদ্বারা নিজ-নিজ-অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর দেবতায় প্রবেশ সূচিত হইল। কনিষ্ঠগণ কি পর্য্যন্ত উৎকৃষ্টতর প্রবেশপূর্ব্বক ভোগ্য ভোগ করেন. ইহা বলিবার জন্য বলিলেন—'বায়ু পর্য্যন্ত' অর্থাৎ বায়ুশব্দবাচ্য চতুর্ম্মুখ পর্য্যন্ত এইরূপে প্রবেশ-পূর্ব্বক তাঁহারা ভোগ করেন। 'যাবদ্ বায়ুং' এই পদে সংজ্ঞা-পূর্ব্বক বিধির অনিত্যতা ন্যায়ানুসারে সমাসেও বিভক্তি লোপ হয় নাই। অতএব উহা অসাধু প্রয়োগ নহে।

এইরূপে যদি বায়ু পর্য্যন্তই প্রবেশ হয়, তাহা হইলে সকলের মুক্তি যে হইল না; কারণ, ঈশ্বর প্রাপ্তির নামই মুক্তি। বিশেষতঃ বায়ুরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব (৪) "সোঽধ্যক্ষে তদুপগমাদিভ্যঃ" এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'বায়ু

বিষ্ণুতে প্রবেশ করিয়াই।' 'তাঁহার অন্তর্দ্দেশে ও বহির্দ্দেশে ভোগ্য বিষয়সমূহ ভোগ করেন'—এই বাক্যেরও অন্বয় হইবে। 'বিষ্ণুং প্রবিশ্যৈব' এই এব-শব্দদ্বারা পূর্ব্ব শঙ্কাদ্বয় (সকলের মুক্তির অভাব ও বায়ুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব) নিরস্ত হইল। সকলেরই ভোগ কি একরূপ ? এই প্রশ্নাশঙ্কায় নিষেধার্থ বলিলেন—'ভোগশ্চৈবোত্তরোত্তরম্।' চ-শব্দ তু-শব্দের অর্থে প্রযুক্ত। ভোগ কিন্তু উত্তরোত্তর অর্থাৎ স্ব-স্ব-তারতম্যানুসারেই হয়।

(১৫) "তানি পরে তথা হ্যাহ" এই অধিকরণে সর্ব্বদেবতার বায়ু-দ্বারা ঈশ্বরে প্রবেশ কথিত হইয়াছে। এস্থলে 'উত্তরেষূত্তরেষেবং' হইতে 'বায়ুর্বিষ্ণুং প্রবিশ্যৈব' এই পর্য্যন্ত সপাদশ্লোকে ইহার অর্থও সংগৃহীত জানিবে।

(১৬) "অবিভাগো বচনাৎ"—এই অধিকরণে মুক্তগণের ঈশ্বরাধীনত্ব কথিত হইয়াছে। এস্থলে 'বায়ু বিষ্ণুতে প্রবেশ করিয়াই' এই বাক্যে বায়ুরও ঈশ্বরাধীনত্ব-কথন-দ্বারাই কৈমুত্যন্যায়ানুসারে অপর মুক্তগণেরও ঈশ্বরাধীনত্ব কথিত হইল।

(৭-১৪)—(৭) "সমানা চাসৃত্যুপক্রমাদমৃতত্বং চানুপোষ্য", (৮) "তদপীতেঃ সংসারব্যপদেশাৎ", (৯) "সূক্ষ্মং প্রমাণতশ্চ তথোপলব্ধেঃ" (১০) "নোপমর্দ্দনাতঃ", (১১) "অস্যৈব চোপপত্তেরূষ্মা", (১২) "প্রতিষেধাদিতি চেন্ন শারীরাৎ", (১৩) 'স্পষ্টো হ্যেকেষাম্' ও (১৪) "স্মর্য্যতে" ইত্যাদি আটটী সূত্রে শ্রীদেবীর লয়াভাব প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। এস্থলেও বায়ু পর্য্যন্ত দেবগণকে প্রবেশকর্ত্তা ও বিষ্ণুকে প্রবেশ্য বস্তু বলায় শ্রীদেবীর কোন পক্ষেই উল্লেখ না হওয়ায় তাৎপর্য্যাধীন জানা যাইতেছে যে, তাঁহার লয় হয় না, অথচ তিনি স্বতন্ত্রাও নহেন।

মনুষ্যগণের শরীর ত্যাগপ্রণালীর প্রতিপাদনার্থ (১৭-২১)—(১৭)

"তদোকোগ্রজ্বলনম্", (১৮) "রশ্ম্যনুসারী", (১৯) "নিশি নেতি চেন্ন সম্বন্ধাৎ", (২০) "যাবদ্দেহভাবিত্বাৎ দর্শয়তি চ", ও (২১) "অতশ্চায়নেঽপি হি দক্ষিণে"—এই পাঁচটী সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'মানুষগণ উৎক্রমণ-পূর্ব্বক মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন' অর্থাৎ জ্ঞানী মনুষ্যগণ ব্রহ্মনাড়ীদ্বারা দেহ হইতে নির্গত হইয়া মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন'। মানুষগণ 'উৎক্রান্ত হ'ন'—এইরূপ না বলিয়া 'উৎক্রমণ-পূর্ব্বক মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন' এইরূপ বলায়—"সেই মূর্দ্ধগতা নাড়ীদ্বারা জীব উর্দ্ধগত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হ'ন এবং অপর নাড়ীগণও তৎকালে উৎক্রমণের সহায়তা করে" এই শ্রুতিবাক্যানুসারে মুক্তিকালেই উৎক্রমণপূর্ব্বক দেহত্যাগ, অন্যকালে দেহত্যাগ উৎক্রমণপূর্ব্বক নহে—ইহা সূচিত হইল। এস্থলে 'মানুষ' শব্দটী সাধারণতঃ নির্দ্দিষ্ট। অতএব 'কেহ কেহ ইহলোকেই মুক্ত হ'ন, পরন্তু উৎক্রান্ত হ'ন না'—এই বাক্যের বিরোধ হয় না; অথবা এই বচন মানুষ ব্যতীত অন্য জীব-বিষয়ক জ্ঞাতব্য।

(২২) "যোগিনঃ প্রতি স্মর্য্যতে স্মার্ত্তে চৈতে"—এই অধিকরণে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মগতি লাভ করিতে হইলে তাদৃশী গতির অণুক্ষণ স্মরণ আবশ্যক। এস্থলে 'উৎক্রমণ-পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করেন'—এই বাক্যের দ্বারাই উৎক্রমণ-পূর্ব্বক গমনের অঙ্গভূত গতি-স্মরণের আবশ্যকত্বও সংগৃহীত হইল।

'মনুষ্যগণ উৎক্রমণ-পূর্ব্বক মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন'—এইরূপ বলায় প্রশ্ন হয়, 'দেবগণ কিরূপে মুক্তিলাভ করেন?' এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বে "বাঙ্ মনসি" ইত্যাদি অধিকরণের তাৎপর্য্যার্থ মাত্র কথিত হইলেও এস্থলে প্রস্তাবানুসারে প্রতিপাদ্য অর্থ বলিতেছেন—'সুরগণ দেহক্ষয়হেতু'। 'মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন'—এই বাক্যেরও অন্বয় হইবে। ইহা দ্বারা 'বিমুক্তিগত' এই পদোক্ত মুক্তি গমনের প্রকার বিবৃত হইল। এস্থলে 'সুরগণ লীনদেহ হ'ন'

—এইরূপ বলিলেই সঙ্গত হইত। পরন্তু 'মুক্তি প্রাপ্ত হ'ন'—এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তিকালেই তাঁহাদের দেহ লয়। অন্যথা পৃথিবীতে অবতার-দশায় উৎক্রমণও হইয়া থাকে। অতএব 'দেহলয়-হেতু সুরগণ এবং উৎক্রমণপূর্ব্বক মনুষ্যগণ' এরূপ না বলিয়া 'উৎক্রম্য' এই পদে প্রথমে উৎক্রমণেরই উল্লেখ হইল। অনুব্যাখ্যানেও বলিয়াছেন—"কখনও কখনও মনুষ্যলোকে উৎপন্ন দেবগণেরও উৎক্রান্তিমার্গদ্বয় (অর্চ্চিঃ ও লয়) বিহিত হয়; কিন্তু তৎকালে তাঁহাদের মুক্তি হয় না ॥ ৩-৪ ॥

ইতি শ্রীরাঘবেন্দ্রযতিকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকার চতুর্থাধ্যায়
দ্বিতীয় পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪-২ ॥

তৃতীয়ঃ পাদঃ

অর্চ্চিরাদিপথা বায়ুং প্রাপ্য তৈন জনার্দ্দনম্।
যান্ত্যুত্তমা নরোচ্চাদ্যা ব্রহ্মলোকাৎ সহামুনা ॥ ৫ ॥

চতুর্থাধ্যায়ে তৃতীয়পাদস্থ ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। অর্চ্চিরাদিনা তৎ প্রথিতেঃ ॥ ২। বায়ুশব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্ ॥ ৩। তড়িতোঽধিবরুণঃ সম্বন্ধাৎ ॥ ৪। আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ উভয়ব্যামোহাত্তৎ সিদ্ধেঃ ॥ ৬। বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ ॥ ৭। কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ ॥ ৮। বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৯। সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ ॥ ১০। কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ ॥ ১১। স্মৃতেশ্চ ॥ ১২। পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ ॥ ১৩। দর্শনাচ্চ ॥ ১৪। ন চ কার্য্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ ॥ ১৫। অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি স বাদরায়ণ উভয়থা চ দোষাত্তৎক্রতুশ্চ ॥ ১৬। বিশেষঞ্চ দর্শয়তি ॥

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠমানব-প্রভৃতিরা অর্চ্চির্মার্গে এবং প্রতীকালম্বনহীন উত্তম দেবতারা লয়(প্রবেশ)-মার্গে বায়ু ও ব্রহ্মার লোক প্রাপ্ত হইয়া বায়ু ও ব্রহ্মার সহিত জনার্দ্দনকে লাভ করেন ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্যরচিত অণুভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়ে
তৃতীয় পাদের অনুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৩॥

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

মার্গো গম্যং চৈতৎপাদার্থ ইতি ভাবেনৈতৎপাদীয়াধিকরণানাং সংগ্রহেণার্থমাহ 'অর্চ্চিরাদিপথা বায়ুং প্রাপ্য তেন জনার্দ্দনম্।

যান্ত্যুত্তমা নরোচ্চাদ্যা ব্রহ্মলোকাৎ সহামুনা ইতি। অয়ং বিবেকঃ—দ্বিবিধো হি মার্গঃ; অর্চ্চির্মার্গো দেবানাং লয়মার্গশ্চেতি। তদ্দ্বয়মপি অর্চ্চিরাদিপথেত্যনেন সংগৃহ্যতে,—আদিপদেন প্রবেশমার্গস্য গ্রহণাৎ। পথিভ্যামিতি বাচ্যে পথেত্যেকবচনং জাত্যভিপ্রায়ম্—"ঋক্পূরব্ধূঃপথামানক্ষে" ইতি সমাসান্তোঽনিত্যঃ। "স্রষ্টৃষ্বেব তু সৃজ্যানাং প্রবেশো ব্রহ্মণো লয়ে। দেবানাং মার্গ উদ্দিষ্টো নার্চ্চিরাদির্ণচোৎক্রমঃ" ॥ ইত্যনুভাষ্যোক্তেঃ। তথা চায়মর্থঃ উৎক্রান্তা নরোচ্চাদ্যা হি "উৎক্রান্তস্তু শরীরাৎ স্বাদ্ গচ্ছত্যর্চ্চিষমেব তু" ইত্যাদি-ভাষ্যস্থ-(ব্রহ্মতর্ক)-স্মৃত্যুক্তার্চ্চির্মার্গেণ। উত্তমা দেবাদ্যাস্তু "তস্মাদশেষা গিরিজাং প্রবিশ্য তয়ৈব রুদ্রং সহ তেন বাণীম্" ইত্যাদ্যনুভাষ্যোক্তপ্রবেশমার্গেণ বায়ুং প্রাপ্যেতি। অনেন (১-৫)—"অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ" ইত্যাদি-নয়চতুষ্টয়ার্থ উক্তো ধ্যেয়ঃ। অর্চ্চির্মার্গমাত্রস্যৈবৈতৎপাদোক্তত্বেঽপি প্রবেশমার্গঃ পূর্ব্ব-পাদার্থঃ প্রসঙ্গাদত্রানূদিতো ব্রহ্মপ্রাপ্তিকথনার্থমিতি বোধ্যম্।

(৬)—"বৈদ্যুতেনৈব তচ্ছ্রুতেঃ" ইতি নয়স্যার্থঃ—তেন জনার্দ্দনং যান্তীতি। তেন বায়ুনা নান্যেনেত্যর্থঃ। স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি শ্রুতেরিতি ভাবঃ।

যত্তু গম্যনিরূপণার্থং (৭-১৬) "কার্য্যং বাদরিঃ" ইত্যাদি-সূত্রদশকমধিকরণং, তত্র (১২-১৬) "পরং জৈমিনির্মুখ্যত্বাৎ" ইত্যাদ্যুত্তরসূত্রপঞ্চকস্যাপ্যর্থঃ—তেন জনার্দ্দনং যান্ত্যুত্তমা ইতি। "অপ্রতীকা দেবতাস্তু ঋষীণাং শতমেব চ। রাজ্ঞাস্তু শতমুদ্দিষ্টং

গন্ধর্ব্বাণাং শতং তথা ॥" ইত্যুক্তদেবাদিরূপা প্রতীকালম্বনা উক্তাঃ। 'তেন বায়ুণা সাক্ষাদেব জনার্দ্দনং যান্তি'—জন্মরহিতং সংসারার্দ্দনং পরং ব্রহ্ম যান্তীত্যর্থঃ। (৭-১২)—"কার্য্যং বাদরিঃ" ইত্যাদিসূত্রপঞ্চকস্যার্থঃ—নরোচ্চাদ্যা ব্রহ্মলোকাৎ সহামুনেতি। 'নরোচ্চাদ্যাঃ' দেবাদন্যে মানুষোত্তমাদ্যাঃ 'ব্রহ্মলোকাৎ', ল্যব্-লোপে পঞ্চমী, ব্রহ্মলোকং চতুর্ম্মুখাধিষ্ঠিতং লোকং প্রাপ্য 'অমুনা' চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মণা সহ তেন বায়ুনা জনার্দ্দনং যান্তীত্যর্থঃ। "অপ্রতীকাশ্রয়া যে হি তে যান্তি পরমেব তু। স্বদেহে ব্রহ্মদৃষ্ট্যৈব গচ্ছেদ্ ব্রহ্মসলোকতাং। ব্রহ্মণা সহ সংপ্রাপ্তে সংহারে পরমং পদম্ ॥" ইতি গারুড়োক্তেরিতি ভাবঃ ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং রাঘবেন্দ্রযতি-
কৃতায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ৪।৩ ॥

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

এই তৃতীয় পাদে মার্গ ও গম্য (প্রাপ্য) বস্তুই প্রতিপাদ্য—এই অভিপ্রায়ে সংক্ষেপে এই শ্লোকে সকল অধিকরণের অর্থ বলিতেছেন। এস্থলে বিচার্য্য এই যে, মার্গ—দ্বিবিধ, অর্চ্চির্মার্গ ও দেবগণের লয় (প্রবেশ) মার্গ। 'অর্চ্চিরাদিপথা'—এই বাক্যে 'আদি'-শব্দে দেবগণের লয়মার্গের ও গ্রহণ হওয়ায় উভয় মার্গই সংগৃহীত হইল। সুতরাং 'পথিভ্যাং' এইরূপ দ্বিবচনান্ত পদ বক্তব্য হইলেও জাতিত্ব-ধর্ম্মদ্বারা উভয়ের একত্বহেতু 'পথা' এইরূপ একবচনান্ত পদপ্রয়োগে দোষ হয় না। "ঋক্পূরব্ধূঃ পথামানক্ষে" এই সমাসান্ত বিধির অনিত্যত্ব-নিবন্ধন এস্থলে 'অর্চ্চিরাদিপথা' এই পদ অশুদ্ধ নহে (বিকল্পে, 'অর্চ্চিরাদিপথেন'

হইবে)। অনুভাষ্যেও বলিয়াছেন—"ব্রহ্মার লয়কালে স্বজ্য দেবগণের নিজ-নিজ-স্রষ্টা দেবগণের মধ্যে প্রবেশ হয়,—ইহাই দেবগণের 'মার্গ' বলিয়া কথিত। 'অর্চ্চিরাদি' বা 'উৎক্রম' তাঁহাদের নহে।" অতএব বাক্যার্থ এইরূপ—উৎক্রান্ত নরোচ্চাদি (মানবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি)—"স্বশরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অর্চ্চিমার্গই প্রাপ্ত হন, এই ভাষ্যোক্ত স্মৃতি-বাক্যানুসারে—অর্চ্চিমার্গদ্বারা বায়ু প্রাপ্ত হইয়া (ক্রমে জনার্দ্দনকে প্রাপ্ত হন)। আর 'উত্তম' অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতি—"নিখিল দেবগণ ক্রমশঃ গিরিত্রে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার সহিত রুদ্রে এবং তাঁহার সহিত বাণীদেবীতে প্রবেশ করেন" ইত্যাদি অনুভাষ্যোক্ত প্রবেশমার্গদ্বারা—বায়ুকে প্রাপ্ত হইয়া (বায়ুর সহিত জনার্দ্দনকে প্রাপ্ত হন)। এস্থলে এই বাক্যদ্বারা (১-৫)—(১) "অর্চ্চিরাদিনা তৎপ্রথিতেঃ", (২) "বায়ু-শব্দাদবিশেষবিশেষাভ্যাম্", (৩) "তড়িতোঽধিবরুণঃ সম্বন্ধাৎ", (৪) "আতিবাহিকস্তল্লিঙ্গাৎ" ও (৫) 'উভয়ব্যামোহাৎতৎসিদ্ধেঃ" ইত্যাদি অধিকরণ-চতুষ্টয়ের অর্থ কথিত হইল। এই পাদে অর্চ্চির্মার্গমাত্র কথিত হইলেও পূর্ব্বপাদের অর্থস্বরূপ প্রবেশ-মার্গও প্রসঙ্গক্রমে ব্রহ্মপ্রাপ্তিকথনার্থ উল্লিখিত হইয়াছে।

(৬) "বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ" এই অধিকরণের অর্থ বলিতেছেন—'তাঁহার সহিত জনার্দ্দনকে প্রাপ্ত হ'ন'। 'তাঁহার' অর্থাৎ বায়ুর সহিত, অন্যের সহিত নহে; কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন—"তিনি (বায়ু) ইহাদিগকে ব্রহ্মে লইয়া যান।"

গম্য (প্রাপ্য) বস্তুর নিরূপণের জন্য (৭-১৬)—"কার্য্যং বাদরিঃ" ইত্যাদি দশটী সূত্রে যে অধিকরণ কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে (১২-১৬)—(১২) "পরং জৈমিনির্ম্মুখ্যত্বাৎ", (১৩) "দর্শনাচ্চ", (১৪) "ন চ কার্যে প্রতিপত্ত্যভিসন্ধিঃ", (১৫) "অপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি স বাদরায়ণ

উভয়থা চ দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ" ও (১৬) "বিশেষঞ্চ দর্শয়তি"—এই শেষ পাঁচ সূত্রের অর্থ বলিতেছেন—'উত্তম জীব অর্থাৎ দেবগণ তাঁহার সহিত জনার্দ্দনকে প্রাপ্ত হন।' এস্থলে 'উত্তম' অর্থে—যাঁহারা প্রতীক আলম্বন করেন না; শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—"দেবগণ, শতসংখ্যক ঋষি, শতসংখ্যক রাজা ও শতসংখ্যক গন্ধর্ব্ব—ইহারা অপ্রতীক অর্থাৎ প্রতীকালম্বী নহেন।' ঈদৃশ দেবাদি অপ্রতীকগণ 'তেন' অর্থাৎ বায়ুর সহিত, সাক্ষাদ্‌ভাবেই 'জনার্দ্দনকে' অর্থাৎ জন্মরহিত ও সংসার-নাশন পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। (৭) "কার্য্যং বাদরিরস্য গত্যুপপত্তেঃ", (৮) "বিশেষিতত্বাচ্চ", (৯) "সামীপ্যাত্তু তদ্‌ব্যপদেশঃ", (১০) "কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ" ও (১১) "স্মৃতেশ্চ"—এই প্রথম পাঁচটী সূত্রের অর্থ বলিতেছেন—'নরোচ্চাস্তা ব্রহ্মলোকাৎ সহ অমুনা'। 'নরোচ্চাস্ত' অর্থাৎ দেবতা ব্যতীত মানবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি জীবগণ 'ব্রহ্মলোকাৎ' অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার লোক প্রাপ্ত হইয়া 'অমুনাসহ' অর্থাৎ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার সহিত সেই বায়ু সাহায্যে জনার্দ্দনকে প্রাপ্ত হন। 'ব্রহ্মলোকাৎ' এই পদে—'ল্যব্ লোপে পঞ্চমী', অতএব 'ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া'—এইরূপ অর্থ হইল। গরুড়পুরাণেও এই দ্বিবিধ গতি কথিত হইয়াছে; যথা—"যাঁহারা প্রতীকাশ্রয় নহেন, তাঁহারা সাক্ষাদ্‌ভাবেই পরম পদ লাভ করেন। আর যিনি নিজদেহে ব্রহ্মদৃষ্টি করেন, তিনি অর্থাৎ প্রতীকাশ্রয় পুরুষ ব্রহ্মায় সালোক্য প্রাপ্ত হইয়া সংহারকালে অর্থাৎ ব্রহ্মার লয়কালে তাঁহারই সহিত পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন।" ৫ ॥

ইতি শ্রীরাঘবেন্দ্রযতিপ্রণীতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকার চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৩ ॥

চতুর্থঃ পাদঃ

যথা সঙ্কল্প ভোগাশ্চ চিদানন্দশরীরিণঃ।
জগৎসৃষ্ট্যাদিবিষয়ে মহাসামর্থ্যমপ্যতে।
যথেষ্টশক্তিমন্তশ্চ বিনা স্বাভাবিকোত্তমান্।
অনন্যবশগাশ্চৈব বৃদ্ধিহ্রাসবিবর্জ্জিতাঃ ॥৬॥
দুঃখাদিরহিতা নিত্যং মোদন্তেঽবিরতং সুখম্ ॥৭॥

পূর্ণপ্রজ্ঞেন মুনিনা সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহঃ।
কৃতোঽয়ং প্রীয়তাং তেন পরামাত্মা রমাপতিঃ ॥
নমো নমোঽশেষ দোষদূরপূর্ণগুণাত্মনে।
বিরিঞ্চশর্ব্বপূর্ব্বেড্যবন্দ্যায় শ্রীবরায় তে ॥

ইতি শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত-ব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যে শ্রীমদানন্দতীর্থভগবৎ-
পাদাচার্য্যবিরচিতে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থপাদস্থ ব্রহ্মসূত্রাণি—

১। সম্পদ্যাবিহায স্বেন শব্দাৎ ॥ ২। মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ॥ ৩। আত্মা প্রকরণাৎ॥ ৪। অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ॥ ৫। ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ॥ ৬। চিতিমাত্রেণ তদাত্মকত্বাদিত্যৌড়ুলোমিঃ॥ ৭। এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদ-বিরোধং বাদরায়ণঃ॥ ৮। সঙ্কল্পাদেব চ তচ্ছ্রুতেঃ॥ ৯। অতএব চানন্যাধিপতিঃ॥ ১০। অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবম্॥ ১১। ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পাম্নানাৎ॥ ১২। দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ॥ ১৩। তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ॥ ১৪। ভাবে জাগ্রদ্বৎ॥ ১৫। প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি॥ ১৬। স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যো-রন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি॥ ১৭। জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্॥ ১৮। প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ॥

১৯। প্রত্যক্ষোপদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ ॥ ২০। বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি দর্শয়তি ॥ ২১। স্থিতিমাহ দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে ॥ ২২। ভোগমাত্রসাম্য-লিঙ্গাচ্চ ॥ ২৩। অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ ॥

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ মানব ও উত্তম দেবগণ মুক্তদশায় চিদানন্দ শরীরযুক্ত হইয়া (জনার্দ্দনের সহিতই) যথাভিলষিত ভোগ-বিশিষ্ট হন ; জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপারে মহা-সামর্থ্য থাকিলেও তাঁহারা নিজেরাই স্বয়ং যথেষ্ট শক্তিশালীও বটেন ; স্বভাবতঃই উত্তম মুক্ত পুরুষগণ ব্যতীত তাঁহারা অন্যান্য নিকৃষ্ট বা কনিষ্ঠ পুরুষগণের বশগামী নহেন এবং আনন্দবিষয়ক-হ্রাস-বৃদ্ধি-বিহীন ও প্রাকৃত-দুঃখ-সুখ-রহিত হইয়া নিত্যকাল নিরবচ্ছিন্ন সুখ অনুভব করেন ॥ ৬-৭ ॥

ইতি শ্রীমধ্বাচার্য্য-রচিত অণুভাষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ের
চতুর্থ পাদের অনুবাদ সমাপ্ত।

পূর্ণপ্রজ্ঞ মুনি-কর্ত্তৃক এই সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহ প্রণীত হইল—ইহার দ্বারা পরমাত্মা রমাপতি প্রীত হউন।

হে অশেষ দোষাতীত পূর্ণগুণস্বরূপ ব্রহ্ম-শিব-প্রমুখ পূর্ব্ব পূজ্যগণেরও বন্দনীয় শ্রীপতে, আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি ॥

ইতি অণুভাষ্যের চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ইতি শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাসদেব-কৃত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত অণুভাষ্যের বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ।

শ্রীরাঘবেন্দ্রতীর্থকৃতা তত্ত্বমঞ্জরী

অর্চ্চিরাদিপথা ব্রহ্মপ্রাপ্তানাং ভোগং বক্তুং চতুর্থঃ পাদঃ। তদর্থমাহ—'যথসঙ্কল্পভোগাশ্চ চিদানন্দশরীরিণঃ' ইতি। 'নরোচ্চাত্থাঃ', 'উত্তমাঃ' ইতি বর্ত্ততে। নরোচ্চাত্থা উত্তমাশ্চি-

দানন্দশরীরিণো মুক্তাঃ সন্তঃ যথাসঙ্কল্পভোগাশ্চ যথেষ্টভোগবন্তশ্চেত্যর্থঃ। ন কেবলং জনার্দ্দনং যান্তীত্যেবেতি চার্থঃ। মুক্তানাং ভোগবত্ত্বমেতৎপাদপ্রতিপাদ্যমিতি যাবৎ। যত্তু মুক্তানাং পরব্রহ্মানতিক্রমেণৈব ভোগং বক্তুং (১)—"সম্পদ্যাবির্ভাবঃ স্বেন শব্দাৎ ইতি সূত্রং, তদর্থমাহ—'যথাসঙ্কল্পভোগাশ্চ চিদানন্দশরীরিণঃ' ইতি। সহামুনেতি বর্ত্ততে। উত্তমা নরাশ্চাদ্যাশ্চ চিদানন্দশরীরিণঃ মুক্তাঃ সন্তোঽমুনাসহ পূর্ব্বং প্রাপ্যত্বেন প্রকৃতজনার্দ্দনেন সহ তমবিহায়ৈব তমনতিক্রম্যেতি যাবৎ যথাসঙ্কল্পভোগাশ্চেত্যর্থঃ।

যত্তু "স তত্র পর্য্যেতি" ইত্যাদৌ ব্রহ্মপ্রাপ্যভোগ্যং ভুঞ্জানস্য মুক্তত্বং বক্তুং (২)—"মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ" ইতি সূত্রং, তদর্থোঽপি—চিদানন্দশরীরিণো মুক্তাঃ সন্তো যথাসঙ্কল্পভোগাশ্চেত্যুক্ত্যৈব সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ। সূত্রাদাবেকবচনং তু সমুদায়াভিপ্রায়মিতি ভাবঃ।

অমুনা জনার্দ্দনেনেত্যুক্ত্যৈব "সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিঃ" ইতি, "স তেজসি সূর্য্যে সম্পন্নঃ" ইতি সমাখ্যানাৎ, "পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য" ইত্যত্র জ্যোতিঃ-শব্দিতঃ সূর্য্য এব ন ব্রহ্মেত্যতস্তস্য ব্রহ্মত্বং বক্তুং প্রাপ্তস্য (৩)—"আত্মা প্রকরণাৎ" ইত্যস্যাপ্যর্থঃ সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ।

যত্ত্বীশ্বরস্য সর্ব্বভোক্তৃত্বসিদ্ধয়ে সাযুজ্যভাজামীশভুক্তভোক্তৃত্বং বক্তুম্ (৪)—"অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ" ইতি সূত্রং, তস্যাপ্যর্থোঽমুনা সহোত্তমা যথাসঙ্কল্পভোগাশ্চেত্যুক্ত্যৈব সংগৃহীতো ধ্যেয়ঃ।

যত্তু মুক্তানামদেহত্বেনাভোগমাশঙ্ক্য ব্রহ্মদেহেন চিন্মাত্রস্বরূপ-দেহেন চ ভোগোপপাদনং (৫-৭)—'ব্রাহ্মেণ' ইত্যাদি-সূত্রত্রয়ং, তস্যাহপ্যর্থঃ—'অমুনা যথাসঙ্কল্পভোগাশ্চ চিদানন্দশরীরিণঃ' ইতি। উত্তমা নরোচ্চাছাশ্চ চিদানন্দশরীরিণো জ্ঞানাদ্যাত্মকস্বরূপদেহবন্তঃ সন্তো যথাসঙ্কল্পভোগা ইত্যর্থঃ। উত্তমাস্তু অমুনা চ প্রাপ্যত্বেনোক্তজনার্দ্দনেনাপি যথাসঙ্কল্পভোগা ইত্যর্থঃ। তদ্দেহেনাপি ভুঞ্জত ইতি বাচ্যেঽপি দেহদেহিনোরভেদাদমুনেত্যেবোক্তিঃ—"সম্পশ্য ব্রহ্মণাভিপশ্যতি ব্রহ্মণাভিশৃণোতি", "আদত্তে হরিহস্তেন হরিদৃষ্ট্যৈব পশ্যতি" ইত্যাদেঃ।

যথাসঙ্কল্পভোগা ইত্যুক্ত্যৈব (৮)—"সঙ্কল্পাদেব চ" ইত্যস্যাপ্যর্থঃ সংগৃহীতো ব্যক্তঃ।

যত্তু বিষ্ণোরেব সর্ব্বোৎকর্ষসিদ্ধয়ে মুক্তানাং ভোগেয়ত্তাং বক্তুং (১৭-২০)—"জগদব্যাপারবর্জ্জন" ইত্যাদিসূত্রচতুষ্টয়ং, তদর্থমাহ—'জগৎসৃষ্ট্যাদিবিষয়ে মহাসামর্থ্যমপ্যৃতে; যথেষ্টশক্তিমন্তশ্চ' ইতি। উত্তমা নরোচ্চাছাশ্চ জগৎসৃষ্ট্যাদিবিষয়ে মহাসামর্থ্যমপি স্বযোগ্যাধিকানন্দাদিকং চ ঋতে যথেষ্টশক্তিমন্তশ্চ। ন কেবলং যথাসঙ্কল্পভোগা ইতি চার্থঃ।

যত্তু মুক্তানাং লোকদৃষ্টান্তেনাবরনিয়ম্যত্বশঙ্কাং বুদিসিতুং সূত্রম্ (৯)—"অতএব চানন্যাধিপতিঃ" ইতি। তদর্থমাহ—'বিনা স্বাভাবিকোত্তমান্, অনন্যবশগাশ্চৈব' ইতি। এব-কারো ভিন্নক্রমঃ। স্বভাবানুগতান্মুত্তমান্ বিনৈবানন্যবশগা ইত্যর্থঃ। "পরমোঽধিপতিস্তেষাম্" ইত্যাদেরিতি ভাবঃ; যদ্বা, যথান্যাস

এবৈব-কারঃ। অনন্যবশগা এব, ন তু লোকে রাজগৃহং প্রবিষ্টস্য স্বাবরনিয়ম্যত্বদৃষ্ট্যাত্রাপি তথাত্বং কল্প্যম্; সত্যসঙ্কল্পত্বাদি-বৈলক্ষণ্যাদিতি ভাবঃ।

যত্তু মুক্তানামপ্যুপাসনভাবাদ্ ভোগবিশেষেভারাচ্চানন্দাদি-বৃদ্ধিহ্রাসৌ সংসারিবৎস্যাতামিত্যতঃ প্রাপ্তং (২১-২২)"স্থিতিমাহ" ইত্যাদি সূত্রদ্বয়ম্। তদর্থমাহ—'বৃদ্ধিহ্রাসবিবর্জ্জিতাঃ' ইতি। মুক্তাবুপাসনস্য ফলরূপত্বেন সাধনরূপত্বাভাবাদ্ ভোগস্য চ ক্রীড়া-রূপত্বাদিতি ভাবঃ।

যত্তু সাযুজ্যভাগ্ভ্য উত্তমেভ্যোঽন্যেষাং নরোচ্চাত্মানাং চিচ্ছ-রীরেণ সুপ্তৌ ভোগাদৃষ্টের্মুক্তাবপি তস্য ভোগায়তনত্বাযোগেন ভোগায় বাহ্যদেহাভ্যুপগতৌ দুঃখাদিকমাশঙ্ক্য সমাধানার্থম্ (১০-১৬)—"অভাবং বাদরিঃ" ইত্যাদিসূত্রসপ্তকম্। তদর্থং প্রাগ্বক্তব্যমপীহ বৃদ্ধহ্রাসবর্জ্জিতত্বোক্তিপ্রসঙ্গাদ্ বা পূর্ব্বোত্তর-হেতুকত্বদ্যোতনায় বাত্রাহ—'দুঃখাদিরহিতাঃ' ইতি। "জ্যোতি-ষৈব রূপেণ চিতা বাচিতা বা" ইত্যাদিশ্রুত্যা স্বেচ্ছয়া কদাচিদ্ বাহ্যদেহোপাদানেন ভোগাঙ্গীকারেঽপি ন দুঃখাদিকম্। "তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি" ইত্যাদেরিতি ভাবঃ।

যত্তু স্বর্গিণাং পুনঃ সংসারপ্রাপ্তিং দৃষ্ট্বা মুক্তানামপি পুনরা-বৃত্তিরিতি শঙ্কাব্যুদাসায় সূত্রম্ (২৩)—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইতি, তদর্থমাহ—'নিত্যং মোদন্তেঽবিরতং সুখম্' ইতি। অবিরতং বিরামরহিতং সুখং নিত্যং সর্ব্বকালং মোদন্তে অনু-ভবন্তি। মোদনস্য সুখানুভবরূপত্বেঽপীহ সুখমিতি শ্রবণাদনু-

ভবমাত্রং গ্রাহ্যম্। জ্ঞানগ্রাহ্যমিতিবৎ ; যদ্বা, নিত্যং মোদন্তে। কুতঃ ? যতোঽবিরতং সুখমিতি যোজনা।

এবং সমাপিতভাষ্যো ভগবান্ শিষ্যাণামাদরাতিশয়জননায় গ্রন্থাল্পত্বেঽপ্যর্থাধিক্যং দর্শয়ন্ কৃতগ্রন্থমীশ্বরেঽর্পয়তি—'পূর্ণপ্রজ্ঞেন মুনিনা সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহঃ। কৃতোঽয়ং প্রীয়তাং তেন পরমাত্মা রমাপতিঃ॥' পরমাত্মা পরমচেতনঃ। ইত্যুক্তং ব্যঞ্জয়ন্নাদরাতিশয়েনান্তেঽপি তদুক্তগুণবৈশিষ্ট্যেন ভগবন্তং নমতি—'নমো নমোঽশেষদোষদূরপূর্ণগুণাত্মনে। বিরিঞ্চিশর্ব্বপূর্ব্বেড্যবন্দ্যায় শ্রীবরায় তে' ইতি। পূর্ব্বার্দ্ধেন পূর্ব্বাধ্যায়দ্বযার্থঃ। উত্তরার্দ্ধেন বন্দ্যত্বোক্ত্যা সর্ব্বাভীষ্টদাতৃত্বস্যাপি লাভেনোত্তরাধ্যায়দ্বয়ার্থোঽপ্যুপাত্ত ইতি॥ ৬-৭॥

ওঁমিতি শ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃতব্রহ্মসূত্রাণুভাষ্যবিবৃতৌ তত্ত্বমঞ্জর্য্যাং শ্রীরাঘবেন্দ্রযতিকৃতায়াং চতুর্থাধ্যায়স্য চতুর্থপাদঃ॥ ৪।৪॥

পূর্ণচিৎসুখদেহায় দোষদূরায় বিষ্ণবে।
নমঃ শ্রীপ্রাণনাথায় ভক্তমুক্তিপ্রদায়িনে॥
সুধীন্দ্রগুরুশিষ্যেণ রাঘবেন্দ্রেণ ভিক্ষুণা।
কৃতায়াং তত্ত্বমঞ্জর্য্যামন্তিমোঽধ্যায় ঈরিতঃ॥
সংক্ষেপভাষ্যবিবৃতির্যা কৃতা তত্ত্বমঞ্জরী।
তয়া দয়ালুর্লক্ষ্মীশঃ প্রীয়তাং মধ্ববল্লভঃ॥ ৪॥

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ।

তত্ত্বমঞ্জরী—বঙ্গানুবাদ

সম্প্রতি অর্চ্চিরাদিমার্গদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্ত পুরুষগণের ভোগ-বর্ণনের জন্য চতুর্থ পাদ আরম্ভ করা যাইতেছে। ইহার অর্থ—'চিদানন্দশরীরী হইয়া যথাসঙ্কল্প ভোগবিশিষ্ট ও হন'। 'নরোচ্চাস্থ' ও 'উত্তমগণ' এই পদদ্বয়েরও অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—নরোচ্চাদি উত্তমগণ চিদানন্দশরীরী অর্থাৎ মুক্ত হইয়া যথাসঙ্কল্প ভোগ অর্থাৎ যথাভিলসিত ভোগবিশিষ্টও হন। কেবল যে জনার্দ্দনকেই প্রাপ্ত হন, তাহা নহে—ইহাই চ-শব্দের অর্থ। অতএব মুক্তগণের ভোগবিশিষ্টত্বই এই পাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। (১)—"সম্পদ্যাবিহায় স্বেন শব্দাৎ"—এই সূত্রে পরব্রহ্মকে অতিক্রম না করিয়া মুক্তগণের ভোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এস্থলে ইহার অর্থ বলিতেছেন—'চিদানন্দশরীরী হইয়া যথাসঙ্কল্প ভোগবিশিষ্ট'। পূর্ব্বোক্ত 'সহামুনা' (তাঁহার সহিত)—এই পদটীরও অন্বয় হইবে। অতএব অর্থ এইরূপ—উত্তম ও শ্রেষ্ঠ মানবাদি জীবগণ চিদানন্দশরীরী অর্থাৎ মুক্ত হইয়া 'তাঁহার সহিত' অর্থাৎ প্রাপ্যরূপে পূর্ব্বপ্রস্তাবিত জনার্দ্দনের সহিতই অর্থাৎ তাঁহাকে মূলসূত্রাস্থিত 'অবিহায়' অর্থাৎ অতিক্রম না করিয়াই যথাসঙ্কল্প ভোগবিশিষ্ট হন।

"তিনি তথায় ভোগ ও ক্রীড়া-সহকারে পরিভ্রমণ করেন" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যোক্ত ব্রহ্মপ্রাপ্য ভোগ্য-বিষয়-ভোগকারীর মুক্তত্ব-প্রতিপাদনার্থ (২) "মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ"—এই সূত্র বলিয়াছেন। এস্থলে—চিদানন্দশরীরী অর্থাৎ মুক্ত হইয়া যথাসঙ্কল্প-ভোগবিশিষ্ট হন—এই উক্তিদ্বারাই উহার অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। সূত্রে 'মুক্তঃ'—এই একবচন ও শ্রুতিতে 'সঃ' (তিনি)—এইরূপ একবচন সমুদায়-অভিপ্রায়ে অর্থাৎ জাতিত্ব-নিবন্ধন জ্ঞাতব্য।

"আমরা সূর্য্যরূপ জ্যোতিঃকে প্রাপ্ত হইয়াছি" এবং "তিনি সূর্য্যরূপ তেজঃ পদার্থ প্রাপ্ত হন" ইত্যাদি শ্রুতির ঐকমত্যানুসারে "মুক্ত জীব শরীর হইতে উৎক্রমণ-পূর্ব্বক পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন"—এই মুক্তিপ্রকরণস্থ শ্রুতি-বাক্যোক্ত জ্যোতিঃ শব্দেও সূর্য্যই জ্ঞাতব্য, ব্রহ্ম নহেন,—এই আশঙ্কায় এস্থলে ব্রহ্মই জ্যোতিঃ শব্দের অর্থ—ইহা বলিবার জন্য (৩) "আত্মা প্রকরণাৎ" এই সূত্র কথিত হইয়াছে। এস্থলে 'তাঁহার' অর্থাৎ জনার্দ্দনের সহিত—এইরূপ উক্তি-দ্বারাই উক্ত সূত্রের অর্থ সংগৃহীত হইল।

(৪) "অবিভাগেন দৃষ্টত্বাৎ"—এই সূত্রে একমাত্র ঈশ্বরেরই সর্ব্বভোক্তৃত্বসিদ্ধির জন্য সাযুজ্য-মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষগণের ঈশ্বরোচ্ছিষ্টভোক্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার অর্থও এস্থলে 'তাঁহার সহিত উত্তমগণ যথাসঙ্কল্পভোগবিশিষ্ট'—এই বাক্যদ্বারাই সংগৃহীত।

মুক্তিদশায় দেহাভাবে ভোগ অসম্ভব, এই আশঙ্কায় ব্রহ্মবস্তুর দেহ ও চিন্ময় স্বরূপদেহদ্বারা তৎকালীন ভোগপ্রতিপাদনার্থ (৫-৭)—(৫) "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ", (৬) "চিতিমাত্রেণ তদাত্মকত্বা-দিত্যৌড়ুলোমিঃ", (৭) "এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" এই সূত্রত্রয় বলিয়াছেন। এস্থলে 'চিদানন্দদেহযুক্ত হইয়া ঐ ব্রহ্মদেহের দ্বারাই যথাসঙ্কল্প ভোগবিশিষ্ট হন'—এই বাক্যেই ইহাদের অর্থ কথিত হইয়াছে; যথা—উত্তম ও মানবশ্রেষ্ঠ প্রভৃতি পুরুষগণ চিদানন্দশরীরী হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানানন্দময়-স্বরূপদেহযুক্ত হইয়া যথাসঙ্কল্প ভোগবিশিষ্ট হন—এইরূপ ব্যাখ্যাদ্বারাই চিন্ময় স্বরূপদেহদ্বারা তাঁহাদের ভোগ প্রতিপাদিত হইল। আবার, 'অমুনা'—এই পদটীতে করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি করিয়া, 'তাঁহার দ্বারা' এইরূপ অর্থ জ্ঞাতব্য। বিশেষতঃ উত্তমপুরুষগণ 'তাঁহার দ্বারা' অর্থাৎ প্রাপ্যবস্তু জনার্দ্দনের দ্বারাই

যথাসঙ্কল্পভোগবিশিষ্ট হ'ন—এইরূপ অর্থ হওয়ায় ব্রহ্মবস্তুর দেহদ্বারাই তাঁহাদেরও ভোগ প্রতিপাদিত হইল। এস্থলে 'তাঁহার দেহদ্বারা' না বলিয়া 'তাঁহার দ্বারা' বলায় দেহ-দেহীর অভেদ জ্ঞাপিত হইল। শ্রুতি বলিয়াছেন—'ব্রহ্মপ্রাপ্তজীব ব্রহ্মদ্বারা দর্শন এবং ব্রহ্ম-দ্বারা শ্রবণ করেন'; স্মৃতিও বলিতেছেন—'তিনি (মুক্ত পুরুষ) হরির হস্তদ্বারা গ্রহণ এবং হরির দৃষ্টিদ্বারাই দর্শন করেন' ইত্যাদি।

(৮) "সঙ্কল্পাদেব চ তচ্ছ্রুতেঃ"—এই সূত্রে মুক্তগণের যথেচ্ছ ভোগ প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ স্থলে, 'যথাসঙ্কল্প ভোগবিশিষ্ট' এই বাক্যেই তাহার অর্থ কথিত হইতেছে।

একমাত্র বিষ্ণুবস্তুরই সর্ব্বোৎকর্ষ-সিদ্ধির জন্য (১৭-২০)—(১৭) "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্", (১৮) "প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ", (১৯) "প্রত্যক্ষো পদেশাদিতি চেন্নাধিকারিকমণ্ডলস্থোক্তেঃ", (২০) "বিকারাবর্ত্তি চ তথা হি দর্শয়তি"—এই সূত্রচতুষ্টয়ে মুক্তগণের ভোগের সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছেন (অর্থাৎ জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপার ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।) এস্থলে ইহার অর্থ বলিতেছেন—'জগৎসৃষ্ট্যাদিবিষয়ে মহাসামর্থ্য ব্যতীতও নিজেরা স্বয়ংই যথেষ্ট শক্তিশালীও বটেন'। উত্তম ও নরোচ্চাদিগণ জগৎসৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে মহাসামর্থ্য ও (অপি-শব্দ-সূচিত) স্বযোগ্য আনন্দাদি অপেক্ষা অধিক আনন্দাদি থাকিলেও নিজেরাই যথেষ্ট শক্তিশালীও বটেন। 'যথেষ্ট শক্তিমন্তশ্চ' এই পদে চ-শব্দদ্বারা সূচিত হইল যে, কেবলমাত্র যথাসঙ্কল্প ভোগশালীই হ'ন—এরূপ নহে (পরন্তু তাদৃশ শক্তিশালীও বটেন।)

জগতে যেরূপ রাজগৃহে প্রবেশ করিলে নিজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট দ্বারপাল প্রভৃতি কর্ত্তৃকও নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিতে হয় বলিয়া তাদৃশ

রাজগৃহপ্রবেশ দুঃখকর, সেইরূপ ব্রহ্মলোকেও নিজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্রহ্মানুচরগণকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভবপর—এইরূপ আশঙ্কার নিরাসার্থ (৯) "অতএব চানন্যাধিপতিঃ"—এই সূত্র কথিত হইয়াছে। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'স্বভাবতঃ নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মুক্তপুরুষগণ ব্যতীত অন্য কনিষ্ঠ কোন মুক্তপুরুষের বশগামী নহেন।' এব-শব্দটী বিনা-শব্দের পরে যুক্ত হইবে। অতএব অর্থ—তাঁহারা (সেই মুক্তপুরুষগণ) স্বভাবপ্রাপ্ত উত্তম মুক্তপুরুষগণ ব্যতীতই অন্য পুরুষগণের অবশীভূত (অর্থাৎ স্বভাবতঃ যাঁহারা নিজ অপেক্ষা উত্তম মুক্তপুরুষ, তাঁহাদের অধীনতা ব্যতীত নিকৃষ্ট কাহারও অধীনতা তাঁহাদের স্বীকার করিতে হয় না); যেহেতু শাস্ত্রও বলিতেছেন—"পরম পুরুষই তাঁহাদের অধিপতি।" অথবা, এব-শব্দ যথাবিন্যস্তরূপে থাকিলেও অভীষ্ট অর্থ হয়; যথা—তাঁহারা অন্য বশগামী নহেন। পরন্তু রাজগৃহে প্রবিষ্ট ব্যক্তিগণের উপর তদপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অধম প্রতিহারদিগেরও নিয়ামকত্ব দৃষ্ট হয়, অন্যথা লোকবিরোধ হয়—এই দৃষ্টান্তানুসারে তথায়ও (মুক্তাবস্থায়ও) নিকৃষ্ট পুরুষ কর্তৃক উত্তম মুক্ত পুরুষগণের পরিচালনা কল্পনা কর্তব্য নহে; যেহেতু রাজভবনগত পুরুষগণ অপেক্ষা মুক্তপুরুষগণের সত্যসঙ্কল্পত্ব প্রভৃতি গুণবৈলক্ষণ্য রহিয়াছে। অতএব তাদৃশ গুণ-প্রভাবেই তাঁহারা তত্রস্থ দুঃখকর-ভাব-পরিহারে সমর্থ।

মুক্ত পুরুষগণেরও উপাসনা ও ভোগবিশেষ কথিত হইয়াছে, অতএব উপাসনা ও ভোগবিশেষের তারতম্যানুসারে সংসারদশার ন্যায় মুক্তি-দশায়ও আনন্দাদির বৃদ্ধি ও হ্রাস সম্ভবপর—এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য (২১-২২)—(২১) "স্মৃতিমাহ দর্শয়তশ্চৈবং প্রত্যক্ষানুমানে" ও (২২) "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ"—এই সূত্রদ্বয় বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন—'বৃদ্ধিহ্রাসবিবর্জ্জিতাঃ।' তাৎপর্য্য এই যে, মুক্তপুরুষগণের

উপাসনা ফলস্বরূপিণী, পরন্তু সাধনরূপিণী নহে (অতএব তৎফলে আনন্দাদির বৃদ্ধি-হ্রাস হইতে পারে না); এইরূপ তাঁহাদের ভোগও লীলামাত্রই জ্ঞাতব্য।

পুনরায় আশঙ্কা হয় যে, সাযুজ্য-মুক্তি-প্রাপ্ত উত্তম পুরুষগণের শ্রীহরির শরীর দ্বারা বিষয়-ভোগ সম্ভবপর হইলেও অপর মুক্তগণের বিষয়-ভোগ কিরূপে সম্ভব হয়? যদি বল, তাঁহারা চিন্ময়-স্বরূপ-দেহ-দ্বারা ভোগ করেন, তাহা হইলে তাহাও সম্ভব হয় না; কারণ, সুষুপ্তিদশায় প্রত্যহই ত' জীবের স্বরূপদেহ-প্রাপ্তি ঘটিতেছে, কিন্তু তৎকালে সেই দেহের দ্বারা ভোগ ত' দেখা যায় না? আর যদি বিষয়-ভোগের জন্য অগত্যা তাঁহাদিগকেও বাহ্য স্থূলদেহ স্বীকার করিতে হয়, তবে তদ্দেহজনিত দুঃখাদিও অবশ্যই স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে। এই শঙ্কার নিরাসার্থ (১০-১৬)—(১০) "অভাবংবাদরিরাহ হ্যেবম্", (১১) "ভাবং জৈমিনির্বিকল্পামনানাৎ", (১২) দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ", (১৩) "তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ", (১৪) "ভাবে জাগ্রদ্বৎ". (১৫) "প্রদীপবদাবেশস্তথা হি দর্শয়তি" ও (১৬) "স্বাপ্যয় সম্পত্ত্যোরন্যতরাপেক্ষমাবিষ্কৃতং হি"—এই সাতটী সূত্র বলিয়াছেন। এই অধিকরণের অর্থ বলিতেছেন—'দুঃখাদি-রহিতাঃ'। তাৎপর্য্য এই যে, "ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ চিৎ বা অচিৎ জ্যোতির্ম্ময় শরীরে আনন্দ লাভ করেন" ইত্যাদি শ্রুত্যনুসারে কদাচিৎ স্বেচ্ছাক্রমে বাহ্যদেহ স্বীকার-পূর্ব্বক ভোগ্য-বিষয়সমূহ গ্রহণ করিলেও তাঁহাদের দুঃখাদি সম্ভব নহে; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—'তৎকালে পুরুষ হৃদয়ের সমস্ত শোক অতিক্রম করিয়া থাকেন"। এই অধিকরণটী অষ্টমস্থানীয় বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই করা উচিত ছিল, পরন্তু বৃদ্ধিহ্রাস-বর্জ্জিতস্বরূপ বাক্যের প্রসঙ্গ-হেতু

অথবা এই বাক্য পূর্ব্বোত্তর বাক্যের হেতু - ইহার সূচনার জন্ম এস্থলে এই অধিকরণটী কথিত হইয়াছে।

স্বর্গগত পুরুষগণের পুনরায় সংসার-প্রাপ্তি দৃষ্ট হওয়ায় মুক্তগণেরও পুনরায় সংসার-প্রাপ্তি আশঙ্কা করিয়া তন্নিরাসার্থ (২৩) "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই সূত্র বলিয়াছেন। ইহার অর্থ বলিতেছেন— "তাঁহারা (মুক্ত পুরুষগণ) নিত্যকালই অবিরত সুখ অনুভব বা ভোগ করেন"। 'অবিরত' অর্থাৎ বিরাম-রহিত 'সুখ' 'নিত্য' অর্থাৎ সর্ব্বকালেই 'মোদন' অর্থাৎ অনুভব করেন। যদিও 'মোদন'-পদেরই অর্থ সুখানুভব, তথাপি আবার পৃথগ্‌ভাবে 'সুখ'-শব্দটীর উল্লেখ-হেতু এস্থলে 'মোদন' অর্থে অনুভবমাত্র জ্ঞাতব্য; যেরূপ, জ্ঞান-শব্দেই মানসিক-বিষয়-গ্রহণ— এইরূপ অর্থ হইলেও সাধারণতঃ 'জ্ঞানগ্রাহ্য'—এইরূপ বাক্যে ব্যবহার দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ। অথবা পূর্ব্ববাক্যের অর্থ এইরূপ—তাঁহারা নিত্যকাল 'মোদন' অর্থাৎ সুখ অনুভব করেন। কি হেতু? এই প্রশ্নাশঙ্কায় বলিলেন—যেহেতু তথায় অবিরত সুখ বর্ত্তমান রহিয়াছে॥ ৬-৭॥

এইরূপে ভগবান্ শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ ভাষ্য সমাপন-পূর্ব্বক শিষ্যগণের যাহাতে এই গ্রন্থের প্রতি সমধিক আদর হইতে পারে, তজ্জন্য এই গ্রন্থ অল্পাকৃতি হইলেও ইহাতে যে প্রভূত অর্থ সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, তাহার প্রদর্শন-সহকারে স্বকৃত গ্রন্থ এই শ্লোকে ঈশ্বরে সমর্পণ করিতেছেন; যথা - 'পূর্ণপ্রজ্ঞ মুনিকর্ত্তৃক এই সর্ব্বশাস্ত্রার্থ-সংগ্রহ প্রণীত হইল; ইহাদ্বারা পরমাত্মা রমাপতি প্রীত হউন'। 'পরমাত্মা' অর্থাৎ পরমচেতন। এই শ্লোকে গ্রন্থোক্ত-বিষয়ের সূচনা-পূর্ব্বক আদরাতিশয় বশতঃ পুনরায় এই শ্লোকে তদুক্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দ্বারা ভগবানের প্রণাম করিতেছেন, যথা অশেষ দোষাতীত, পরিপূর্ণগুণস্বরূপ ও বিরিঞ্চ-শিব-প্রমুখ-পূজ্যগণেরও বন্দনীয় শ্রীপতি—আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতেছি।

এই শ্লোকটীর প্রথম অর্দ্ধভাগদ্বারা প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ের অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে (কারণ, উক্ত অধ্যায়দ্বয়ে সর্ব্বদোষ-নিরাস-পূর্ব্বক বিষ্ণু-বস্তুতে সকলগুণের পরিপূর্ত্তি সাধিত হইয়াছে)। এইরূপ উত্তরার্দ্ধে বন্দনীয়ত্ব'— এই উক্তির দ্বারা সর্ব্বাভীষ্টদাতৃত্বও উপলব্ধ হওয়ায় সাধন ও ফল-নিরূপক অন্তিম অধ্যায়দ্বয়ের অর্থও সংগৃহীত হইল।

ইতি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নকৃত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রণীত অণুভাষ্যের বিবৃতিরূপা শ্রীরাঘবেন্দ্রযতি-প্রণীতা তত্ত্বমঞ্জরীর চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ পাদের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ৪।৪ ॥

সম্প্রতি এই তত্ত্বমঞ্জরীর টীকাকার শ্রীমদ্‌রাঘবেন্দ্রতীর্থপাদ অভীষ্ট দেবতার প্রণাম-পূর্ব্বক স্বকৃতা টীকা সমাপন করিতেছেন—'পরিপূর্ণ চিদানন্দ-বিগ্রহ, সকল-দোষ-রহিত, ভক্ত-মুক্তি-প্রদায়ক, রমাপতি শ্রীহরিকে আমি নমস্কার করিতেছি।' 'সুধীন্দ্র গুরু-শিষ্য শ্রীরাঘবেন্দ্র যতি-প্রণীতা তত্ত্বমঞ্জরী টীকায় অন্তিম (চতুর্থ) অধ্যায় ব্যাখ্যাত হইল।' 'আমি সংক্ষেপ ভাষ্যের তত্ত্বমঞ্জরীনাম্নী যে বিবৃতি প্রণয়ন করিয়াছি, ইহাদ্বারা পরম দয়ালু শ্রীমধ্ব-বল্লভ শ্রীলক্ষ্মীনাথ প্রীত হউন' ॥ ৪ ॥

সমাপ্ত

আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ ।
সংসারার্ণবতরণীং যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ ॥

বেদান্ত-দর্শনের সূচী

অ

আ

ই

উ

ঊ

এ

ছ

জ

ত

দ

প

র

ল

শ

স

হ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

ভাষ্যোক্তপদ, সূত্র ও অধিকরণের সূচী

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
বিষ্ণুরেব বিজিজ্ঞাস্যঃ	অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ১।১।১	১ম
সর্ব্বকর্ত্তা	জন্মাদ্যস্য যতঃ ১।১।২	২য়
আগমোদিতঃ	শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ১।১।৩	৩য়
সমন্বয়াৎ	তত্তু সমন্বয়াৎ ১।১।৪	৪র্থ
ঈক্ষতেশ্চ	ঈক্ষতেঃ...শ্রুতত্বাচ্চ ১।১।৫-১১	৫ম
পূর্ণানন্দঃ	আনন্দ...শাস্তি ১।১।১২-১৯	৬ষ্ঠ
অন্তরঃ	অন্তঃ...চান্যঃ ১।১।২০-২১	৭ম
খবৎ	আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ১।১।২২	৮ম
প্রণেতা	অতএব প্রাণঃ ১।১।২৩	৯ম
জ্যোতিরিত্যাদ্যৈঃ...সর্ব্বগুণস্বতঃ	জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ১।১।২৪	১০ম
জ্যোতিরিত্যাদ্যৈঃ	ছন্দোঽভিধানাৎ...অবিরোধাৎ ১।১।২৫-২৭	১১শ
ইত্যাদ্যৈঃ...সর্ব্বগুণস্বতঃ	প্রাণস্তথানুগমাৎ...তদ্‌যোগাৎ ১।১।২৮-৩১	১২শ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র		অধিকরণ
সর্ব্বগঃ	সর্ব্বত্র ..বৈশেষ্যাৎ	১।২।১-৮	১ম
অত্তা	অত্তা...প্রকরণাচ্চ	১।২।৯-১০	২য়
অত্তা	গুহাং...বিশেষণাচ্চ	১।২।১১-১২	৩য়
নিয়ন্তা চ	অন্তর...নেতরঃ	১।২।১৩-১৭	৪র্থ
”	অন্তর্যামী...অধীয়তে	১।২।১৮-২০	৫ম
দৃশ্যত্বাদ্ব্যাপ্তিতঃ সদা	অদৃশ্যত্বাদি ..রূপোপন্যাসাচ্চ	১।২।২১-২৩	৬ষ্ঠ
বিশ্ব...স হি	বৈশ্বানরঃ...চৈনমস্মিন্	১।২।২৪-৩২	৭ম

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

তৃতীয়ঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র		অধিকরণ
সর্ব্বাশ্রয়ঃ	দ্যুভ্বাদি...স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ	১।৩।১ ৭	১ম
পূর্ণগুণঃ	ভূমা...ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ	১।৩।৮-৯	২য়
সোঽক্ষরঃ	অক্ষরম্...ব্যাবৃত্তেশ্চ	১।৩।১০-১২	৩য়
সন্	ঈক্ষতি কর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ	১।৩।১৩	৪র্থ
হৃদব্জগঃ	দহরঃ...তদুক্তম্	১।৩।১৪-২১	৫ম
সূর্য্যাদিভাসকঃ	অনুকৃতেঃ...স্মর্য্যতে	১।৩।২২-২৩	৬ষ্ঠ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
প্রাণপ্রেরক:	শব্দাৎ...অধিকারত্বাৎ ১।৩।২৪-২৫	৭ম
দৈবতৈরপি জ্ঞেয়ঃ	তদুপর্য্যপি...অস্তি হি ১।৩।২৬-৩৩	৮ম
জ্ঞেয়ো ন বেদৈঃ শূদ্রাদ্যৈঃ	শুগস্য...স্মৃতেশ্চ ১।৩।৩৪-৩৮ *	৯ম
কম্পকঃ	কম্পনাৎ ১।৩।৩৯	১০ম
কম্পকঃ	জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ১।৩।৪০	১১শ
অন্যশ্চ	আকাশোঽর্থান্তরত্বাদি ব্যপদেশাৎ ১।৩।৪১	১২শ
অন্যশ্চ জীবতঃ	সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ১।৩।৪২	১৩শ
পতিত্বাদিগুণৈর্যুক্তঃ	পত্যাদি শব্দেভ্যঃ ১।৩।৪৩	১৪শ

প্রথমোঽধ্যায়ঃ

চতুর্থঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
অব্যক্তঃ	আনুমানিকম্...বিশেষাৎ ১।৪।১-৯	১ম
কর্ম্মবাচৈশ্চ বাচ্যঃ	জ্যোতিঃ...অবিরোধঃ ১।৪।১০-১১	২য়
একোঽনিত্যাত্মকঃ	ন সংখ্যা.. অসত্যন্নে ১।৪।১২-১৪	৩য়
অবান্তরং কারণাঞ্চ	কারণত্বেন...ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ১।৪।১৫	৪র্থ
কর্ম্মবাচৈশ্চ বাচ্যঃ	সমাকর্ষাৎ.. কাশকৃৎস্নঃ ১।৪।১৬-২৩	৫ম
প্রকৃতিঃ	প্রকৃতিশ্চ...গীয়তে ১।৪।২৪-২৮	৬ষ্ঠ
শূন্যম্	এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ১।৪।২৯	৭ম

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

প্রথমঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
শ্রৌতস্মৃতিবিরুদ্ধত্বাৎ		
স্মৃতয়ো ন গুণান্ হরেঃ।	স্মৃত্যনবকাশ ..প্রত্যুক্তঃ	১ম
নিষেদ্ধুং শক্নুয়ুঃ	২।১।১-৩	
বেদা নিত্যত্বাম্মানমুত্তমম্	ন বিলক্ষণত্বাৎ...দৃশ্যতে তু ২।১।৪-৫	২য়
দেবতা-বচনাদাপো		
বদন্তীত্যাদিকং বচঃ।	অভিমানি...দৃশ্যতে চ	
নাযুক্তবাদী	২।১।৬-৭	৩য়
অসন্নৈব কারণং	অসদিতি...ব্যাখ্যাতাঃ	
দৃশ্যতে কচিৎ	২।১।৮-১৩	৪র্থ
পূর্ণগুণো হরিঃ	ভোক্ত্রাপপত্তেঃ...লোকবৎ ২।১।১৪	৫ম
স্বাতন্ত্র্যাৎ	তদনন্যত্বম্...প্রাণাদিঃ ২।১।১৫-২১	৬ষ্ঠ
সর্ব্বকর্তৃত্বান্নাযুক্তং	ইতরব্যপদেশাৎ...শব্দকোপো বা	
তদ্বদেচ্ছ্রুতিঃ	২।১।২২-২৭	৭ম
নাযুক্তং তদ্বদেচ্ছ্রুতিঃ	শ্রুতেস্তু...তদুক্তম্ ২।১।২৮-৩২	৮ম
নাযুক্তং তদ্বদেচ্ছ্রুতিঃ	ন প্রয়োজন...লীলা-কৈবল্যম্ ২।১।৩৩-৩৪	৯ম
নাযুক্তং তদ্বদেচ্ছ্রুতিঃ	বৈষম্য...উপলভ্যতে চ ২।১।৩৫-৩৭	১০ম
নাযুক্তং তদ্বদেচ্ছ্রুতিঃ	সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ২।১।৩৮	১১শ

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরণ
ভ্রান্তিমূলতয়া সর্ব্ব সময়ানামযুক্তিতঃ।		
ন তদ্‌বিরোধাদ্ বচনং	রচনানুপপত্তেশ্চ...অনপেক্ষত্বাৎ	১ম
বৈদিকং শঙ্ক্যতাং ব্রজেৎ॥	২।২।১-৪	
	অন্যত্রা...তৃণাদিবৎ ২।২।৫	২য়
	অভ্যুপগমে ..ভাবাৎ ২।২।৬	৩য়
	পুরুষাশ্ম...অনুপপত্তেশ্চ ২।২।৭-৮	৪র্থ
	অন্যথা...অসমঞ্জসম্ ২।২।৯-১০	৫ম
	মহদ্দীর্ঘবৎ...অনপেক্ষা ২।২।১১-১৭	৬ষ্ঠ
	সমুদায়...অনুস্মৃতেশ্চ ২।২।১৮-২৫	৭ম
	নাসতো ..স্বপ্নাদিবৎ ২।২।২৬-২৯	৮ম
	ন ভাবঃ...অনুপপত্তেশ্চ ২।২।৩০-৩২	৯ম
	নৈকস্মিন্...অবিশেষাৎ ২।২।৩৩-৩৬	১০ম
	পত্যুঃ...বা ২।২।৩৭-৪১	১১শ
	উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ...বিপ্রতিষেধাচ্চ ২।২।৪২-৪৫	১২শ

দ্বিতীয়োঽধ্যা[illegible]

তৃতীয়ঃ পা[illegible]

অণুভাষ্যোক্ত পদ	ব্রহ্মসূত্র	অধিকরং
আকাশাদি...তেনৈব	ন বিয়দশ্রুতেঃ··লোকবৎ ২।৩।১-৭	১ম
আকাশাদি...তেনৈব	এতেন...ব্যাখ্যাতঃ ২।৩।৮	২য়
আকাশাদি...তেনৈব	তেজোঽতঃ হ্যাহ ২।৩।১০	৪র্থ
আকাশাদি .তেনৈব	আপঃ ২।৩।১১	৫ম
আকাশাদি...তেনৈব	জ্যোঽত এব . যুক্তেশ্চ ২।৩।১৮-১৯	১১শ
আকাশাদি . তেনৈব	পৃথিবী...শব্দান্তরাদিভ্যঃ ২।৩।১২	৬ষ্ঠ
লীয়তে	তদভিধ্যানাৎ...সঃ ২।৩।১৩	৭ম
আকাশদি সমস্তঞ্চ লীয়তে	বিপর্য্যয়েণ...উপপদ্যতে চ ২।৩।১৪	৮ম
আকাশাদি সমস্তঞ্চ	অন্তরা...ভাবিত্বাৎ ২।৩।১৫-১৬	৯ম
সোঽনু পত্তি লয়ঃ কর্ত্তা	অসম্ভবস্তু...অনুপপত্তেঃ ২।৩।৯	৩য়
সোঽনুৎপত্তি লয়ঃ কর্ত্তা	নাত্মা.. তাভ্যঃ ২।৩।১৭	১০
জীবস্তদ্বশগঃ সদা	উৎক্রান্তি...গুণাদ্বালোকবৎ ২।৩।২০-২৬	১২শ
জীবস্তদ্বশগঃ সদা	ব্যতিরেকো...দর্শয়তি ২।৩।২৭	১৩শ
জীবস্তদ্বশগঃ সদা	পৃথগুপদেশাৎ...প্রাজ্ঞবৎ ২।৩।২৮-২৯	১৪শ
জীবস্তদ্বশগঃ সদা	যাবদাত্ম...তদ্দর্শনাৎ ২।৩।৩০	১৫শ
জীবস্তদ্বশগঃ সদা	পুংস্ত্বাদি...বাঽন্যথা ২।৩।৩১-৩২	১৬শ
জীবস্তদ্বশগঃ সদা	কর্ত্তা...বৈয়র্থ্যাদিভ্যাঃ ২।৩।৩৩-৮	১৭শ
জীবস্তদ্বশগঃ সদা ;		
তদাভাসো...সদা	অংশো...এব চ ২।৩।৪৩-৫০	১৮শ
তদাভাসো...সদা	অদৃষ্টানিয়মাৎ... অন্তর্ভাবাৎ ২।৩।৫১-৫৩	১৯শ